শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামি-
প্রণীত।

ও

শ্রীজগন্মোহনদাসবিরচিত
বৈষ্ণবপ্রিয়া টীকাসহিত
শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত
প্রতি পয়ার ও শ্লোকের বঙ্গানুবাদ
সম্বলিত।

ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA.

দ্বিতীয়সংস্করণ।

শ্রীরামদেব মিশ্র
প্রকাশিত।

3 ... 1970

মুর্শিদাবাদ;
বহরমপুর—"রাধারমণযন্ত্রে"
শ্রীব্রজনাথমিশ্র প্রিণ্টারদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২। আষাঢ়।

শ্রীনবেন্দু দত্ত-মজুমদার

Ban
294·5512
K92 c.1

7306

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবো

জয়তি।

——:০*০:——

উৎসর্গ।

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীমদ্রাধারমণদেব ঠক্কুর

শ্রীচরণকমলেষু—

ভগবন্! আপনি আমার কুলদেবতা, সম্প্রতি সাধারণ লোকে বৈষ্ণবধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ধর্ম্ম যাজনে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি তাহাদের উপকারার্থ প্রতি পয়ারের ও প্রতি শ্লোকের অনুবাদ এবং কঠিন কঠিন স্থানের মীমাংসা পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার চরণকমলে এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সমর্পণ করিলাম, আপনি অনুগ্রহ করিলে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব, আপনার অনুকম্পায় লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ হউক এই মাত্র প্রার্থনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

বৈষ্ণবগণের আগ্রহ হেতু প্রথম বারের গ্রন্থ একবারে নিঃশেষ হওয়ায় পুনরায় বৈষ্ণগণের আগ্রহ হেতু দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীরামদেব মিশ্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

বিজ্ঞাপন।

যশোদাতনয় নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে প্রকট-লীলা করিয়া ধর্ম্মের চারি চরণ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তৎকালে সকল লোকেই ধার্ম্মিক হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, কলিতে যে সকল মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা করিবে, অধর্ম্মবহুল কলির দোষে তাহারা পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইবে সন্দেহ নাই, অতএব তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতেছি না, আমাকেই ভক্তরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইল, কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম হরিনামসঙ্কীর্ত্তন, তদ্দ্বারা মনুষ্যমাত্র কৃতার্থ হইবে এই অভি-প্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকটকালে বহু বহু পারিষদগণ পৃথিবীতে ধর্ম্ম-প্রচারক হয়েন, লোক সকল তৎকালে বিশুদ্ধ ধর্ম্মযাজন করিত, কাল-সহকারে সেই ধর্ম্মের উপদেষ্টার অভাবে ধর্ম্ম লোপ পাইবে বিবেচনায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সাধারণ জীবের উপকারার্থ তৎকালীন প্রচলিত গৌড়ীয় ভাষায় এক-খানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক গ্রন্থ পয়ারচ্ছন্দে রচনা করেন, পয়ার-চ্ছন্দে রচনার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্য সকল সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মতের যথার্থ মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবে না, অতএব প্রচলিত দেশভাষায় ধর্ম্ম উপদেশ দিলে সকলে জানিতে পারিবে, কিন্তু কবিরাজ গোস্বামির এই মহদভিপ্রায় কলিকলুষে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল অর্থাৎ বর্ত্তমান মনুষ্য সকল কলিকলুষে মলিনচিত্ত হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ অবধারণ বিষয়ে অক্ষম হইয়া পয়ারের অর্থ সকল বিপরীত করিতে লাগিল, স্ত্রীসঙ্গদ্বারা ধর্ম্মযাজন করা কখন শ্রী-কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মত নহে, যাহারা ঐ মতে অনুরাগী হইয়াছে,

তাহারা বেদাবরুদ্ধ পথে গত হইয়া পাষণ্ড হইতেছে, [illegible] বারে বিলুপ্ত হইল, এ নিমিত্ত আমি সাধারণের উপকারার্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রতি পয়ারের বঙ্গানুবাদ, শ্লোকের অনুবাদ এবং পয়ারের যে যে স্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত অর্থ করিতেছে, সেই সেই পয়ারের সদর্থ করিয়া সন্নিবেশিতকরণে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে কোন স্থানে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। সকলে একবার পাঠ করিলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যথার্থ অর্থ জানিতে পারিবেন অতএব সকলের একবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে। ইতি।

নিঃ শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।
বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র
হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।
অথ গ্রন্থকারস্য প্রথম শ্লোকে গুর্ব্বাদি নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ	১	১
গ্রন্থকারস্য দ্বিতীয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দনা ...	২	১
গ্রন্থকারস্য তৃতীয় শ্লোকে বস্তু নির্দ্দেশ	২	৩
চতুর্থ শ্লোকে আশীর্ব্বাদ	৩	২
শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায় পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য		
অবতার মূল প্রয়োজন	৬	২
শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায় সপ্তমাবধি একাদশ শ্লোকে		
শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব	৫	৪
অদ্বৈততত্ত্ব দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে	৭	২
পঞ্চতত্ত্ব	৭	৬
গ্রন্থকারের শ্লোকত্রয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ	৮	২
প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩২	৫
বস্তু নির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণ	৩৩	১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্বনিরূপণ	৩৪	২
অথ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৫৩	৭
আশীর্ব্বাদ মঙ্গলাচরণ	৫৪	১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৮৮	৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন কথন ...	৮৯	৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	১৬৭	৪
নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্বনিরূপণ কথন	১৬৮	১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	২২৫	৬
অদ্বৈতপ্রভুর তত্ত্ব নিরূপণ কথন	২২৬	১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	২৫০	৩
পঞ্চতত্ত্বনিরূপণ কথন	২৫১	৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	২৮৩	৮
গ্রন্থ বিবরণ কথন	২৮৪	১
অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩০২	৭
ভক্তিকল্পতরু বর্ণন	৩০৩	২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।
নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩১২	৩
মূলস্কন্ধ শাখাগণ কথন	৩১৩	৫
দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩১৪	৯
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্কন্ধশাখা বর্ণন	৩৩৫	১
একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩৪৩	৫
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর স্কন্ধশাখা বর্ণন	৩৪৪	১
অথ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩৫৬	৮
" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর লীলার প্রারম্ভে মুখবন্ধন	৩৫৮	১
" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর জন্ম মহোৎসব বর্ণন	৩৫৯	৬
" ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩৭৬	৫
" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর বাল্যলীলা সংক্ষেপে বর্ণন	৩৭৮	২
" চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩৯২	৬
" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পৌগণ্ডলীলা সূত্র বর্ণন	৩৯৩	৭
" পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৩৯৮	৭
" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর কৈশোরলীলা যথা বিদ্যাধ্যয়ন	৩৯৯	৭
" নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার ও দিগ্বিজয়ি পরাভব সূত্র বর্ণন		
" ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৪১৬	৫
" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর যৌবনলীলা যথা প্রেমপ্রকাশ		
" গয়াযাত্রা ঈশ্বরপুরীর সহ মিলন দীক্ষাগ্রহণ ষড়্ভুজ		
" প্রকাশ জগাই মাধাই পরিত্রাণ গোপাল চাপাল কুষ্ঠী-		
" ত্বিত, কাজি পরাভব শ্রীবাসালয়ে সঙ্কীর্ত্তনাদি		
" সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত	৪৬৮	২

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

———০:*:০———

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং ভজামি।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। গ্রন্থারম্ভে প্রথমং তাবৎ সর্ব্বশুভায় সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণায় বস্তুনির্দ্দেশাশীর্ব্বাদ নমস্কাররূপং বন্দে গুরূনিত্যাদিশ্লোকষট্‌কৈগ্র্ন্থকৃন্মঙ্গলমাচরতি তচ্চ সামান্যনমস্কাররূপমঙ্গলমাচরন্ বন্দে গুরূনিতি। নিজদীক্ষাগুরোঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ নামনির্দ্দেশো ন কৃতঃ ততঃ শ্রীকৃষ্ণ এব গুরুরূপ ইতি প্রমাণয়িষ্যতি শ্রীভগবদ্বাক্যেনাহ আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিতি গুরূনিতি বহুবচনেন শিক্ষাগুরুশ্চোক্তঃ। স চ দ্বিবিধঃ। অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠশ্চ অন্তর্যামিনং প্রমাণয়িষ্যতি নৈবোপযন্তীতি শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবানিতি চ দ্বিতীয়ং প্রমাণয়িষ্যতি সাধবো হৃদয়ং মহ্যমিত্যাদি তত্র সাধনাঙ্গবাহুল্যাদ্বহবঃ শিক্ষাগুরবো ভবন্তি। অতস্তেষাং নামান্যাহ শ্রীরূপ ইত্যাদি। ঈশভক্তাঃ শ্রীবাসাদয়ঃ তান্ ঈশাবতারাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদয়স্তান্ ঈশপ্রকাশাঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দাদয়স্তান্ ঈশশক্তয়ঃ শ্রীগদাধরাদয়স্তান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞা যস্য স এব ঈশস্তং অহং বন্দে ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যং। ইতি সামান্যং ॥১॥

নমস্কার ॥

গুরুবর্গকে, ঈশ্বরের ভক্তগণকে, ঈশ্বরের অবতারগণকে, ঈশ্বরের প্রকাশ মূর্ত্তিসমূহকে, ঈশ্বরের শক্তি সকলকে এবং কৃষ্ণচৈতন্য নামক পরম ঈশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামীপুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং

বিশেষমাহ। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি। গৌড়দয়ে গৌড় এব উদয় উদয়াচলস্তস্মিন্ সহ একদা উদিতৌ উদয়ং প্রাপ্তৌ কিন্তূতৌ পুষ্পবন্তৌ। একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরাবিত্যত্র তু ন গৌণী বৃত্তিঃ কোটিচন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভা ইতি দর্শনাৎ। অতএব চিত্রৌ আশ্চর্যৌ পুনঃ কিন্তূতৌ শং কল্যাণং দত্তো যৌ শন্দৌ। পুনঃ কিন্তূতৌ তমোনুদৌ নুদ খণ্ডনে অর্থাৎ অজ্ঞানতমোনাশকৌ তাবহং বন্দে ইতি ॥ ২ ॥

বস্তুনির্দ্দেশমাহ। যদদ্বিতমিতি উপনিষদি বেদে উপনিষদা বেদবাদিনো যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম বদন্তি দ্বিধায়িতং জ্ঞানং নাস্তি যত্র ব্রহ্মণি তৎ অস্য কৃষ্ণচৈতন্যস্য তনুভা কান্তিসমূহঃ যোগশাস্ত্রে যোগিনো যঃ পুরুষঃ আত্মনো জীবস্যান্তর্যামীতি বদন্তি। সোহস্য ভগবতঃ অংশবিভবঃ অংশবিভূতিরিত্যর্থঃ। ইহ তত্ত্ববিচারে সাত্বতবাদিনঃ ষড়ৈশ্বর্য্যরুপলক্ষিতো যো ভগবান্ পূর্ণো ভবতি স স্বয়মিতি বদন্তি। ষড়ৈশ্বর্য্যং যথা। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা। অস্যার্থঃ। ঐশ্বর্য্যং সর্ব্ববশীকা-

গৌড়দেশরূপ উদয় পর্ব্বতে এক কালীন দিবাকর নিশাকর স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, কল্যাণদাতা এবং অজ্ঞান তমোনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

বস্তুনির্দ্দেশ ॥

উপনিষৎ অর্থাৎ বেদে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করেন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তনুর আভামাত্র, যোগশাস্ত্রে যোগিগণ যাঁহাকে আত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তর্যামী পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ বিভূতি, আর ইহ অর্থাৎ তত্ত্ববিচারে সাত্বততন্ত্রবাদিগণ, যাঁহাকে

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুনয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

রিত্বং সমগ্রসোতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। বীর্য্যং মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ। যশো বাঙ্মনঃশরীরাণাং সাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ। শ্রীঃ সর্ব্বপ্রকারা সম্পৎ। জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং। বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ। ঈঙ্গনা সংজ্ঞা। অতঃ কৃষ্ণচৈতন্যাৎ পরতত্ত্বং পরং ভিন্নং ন। ততশ্চ ইহ জগতি স এব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ পরতত্ত্বং নান্যৎ পরতত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আশীর্ব্বাদমাহ। অনর্পিতেতি। শচীনন্দনো হরির্বো যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরে সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে স্ফুরত্বিত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতঃ করুণয়া কৃপয়া কলৌ অবতীর্ণঃ কিং কর্ত্তুং স্বভক্তিশ্রিয়ং নিজপ্রেমসম্পদ্রূপাং সমর্পয়িতুং সমাগর্পিতুং কিম্ভূতাং উন্নতো বর্দ্ধিতো মুখ্যঃ উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গার-রসো যস্যাং পুনঃ কিম্ভূতাং চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য প্রাগনর্পিতাং। পুনঃ কীদৃশঃ পুরটঃ

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া থাকেন, তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন জগতে পরতত্ত্ব (পরব্রহ্ম) বলিয়া আর কেহ নাই ॥ ৩ ॥

আশীর্ব্বাদ ॥

কোন অবতার কর্ত্তৃক যাহা কখন অর্পিত হয় নাই, এমত উন্নত অর্থাৎ মুখ্য উজ্জ্বলরসবিশিষ্ট স্বীয় ভজনসম্পত্তিরূপ ভক্তিদানার্থ করুণাবশতঃ যিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার স্বর্ণ অপেক্ষা দ্যুতি-সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই শচীনন্দনদেব হরি তোমাদের হৃদয়রূপ পর্ব্বতগুহায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দরে উদিত হইয়া তত্রস্থ হস্তিকুলকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ শচীনন্দনরূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়কন্দরে উদিত হইয়া তত্রস্থ কামক্রোধাদি রূপ হস্তিবৃন্দকে বিনষ্ট করুন ॥ ৪ ॥

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরাদেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-

স্বর্ণাত্তস্মাদতিসুন্দরো দ্যুতিসমূহস্তস্য। সন্দীপিতঃ প্রকাশিতো যঃ। পক্ষে সিংহোঽপি লক্ষ্যতে শচীনন্দন ইত্যত্র মাতৃনামনির্দ্দেশেন বাৎসল্যাতিশয়তয়া পরমকারুণিকত্বং ব্যক্তীকৃতং যতঃ করুণয়াবতীর্ণ ইত্যুক্তং ॥ ৪ ॥

অবতারপ্রয়োজনমাহ দ্বাভ্যাং। রাধাকৃষ্ণেত্যাদি। কৃষ্ণ এব স্বরূপং নরাকৃতি পরং ব্রহ্মরূপং নৌমি স্তৌমীত্যন্বয়ঃ। পুনঃ কীদৃশং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ ভাবদ্যুতী রাধায়াঃ ভাবদ্যুতী রাধাভাবদ্যুতী তাভ্যাং সুবলিতং যুক্তং একীভূতং অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমতি যাবৎ। শ্রীরাধায়াঃ স্বরূপমাহ শ্রীকৃষ্ণস্য যতঃ প্রেম্নঃ বিকৃতির্বিকাররূপা অতোহ্লাদিনীশক্তিঃ অস্মাদ্ধেতোরেকাত্মানৌ রাধাকৃষ্ণৌ ভুবি পৃথিব্যাং পুরা অনাদিকালং দেহভেদং গতৌ প্রাপ্তৌ। অধুনা ইদানীং তয়োর্দ্বন্দ্বং তদ্দ্বয়ং ঐক্যং আপ্ত চৈতন্যাখ্যং সং প্রকটং প্রকটিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্যস্য বাঞ্ছাত্রয়েণাবতারমূলপ্রয়োজনমাহ শ্রীরাধায়া ইত্যাদি শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা মাহাত্ম্যং বা কীদৃশঃ। অনয়া রাধয়া মদীয়োঽদ্ভুতমধুরিমা আশ্চর্য্যমাধুর্য্যাতিশয়ো

রাধাকৃষ্ণপ্রেমের বিকৃতিরূপা হ্লাদিনীশক্তি, এই হেতু রাধাকৃষ্ণ পরস্পর একাত্মা হইলেও পুরা অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বিলাসবাসনায় পৃথিবীতে দেহভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই দুই একত্ব প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন, অতএব শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিন বাঞ্ছাদ্বারা অবতারের
মূল প্রয়োজন যথা ॥

শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা অর্থাৎ মাহাত্ম্য কিরূপ ও আমার অদ্ভুত

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ ৬॥
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥ ৭॥
মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।

যেন প্রেম্না কীদৃশো বাস্বাদ্যঃ। মদনুভবাৎ অস্যাঃ সৌখ্যং কীদৃশম্বেতি লোভাৎ অস্যাঃ ভাবযুক্তঃ সন্ শচীগর্ভসমুদ্রে হরীন্দুঃ কৃষ্ণচন্দ্রঃ সমজনি প্রাদুর্বভূব ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দতত্ত্বমাহ পঞ্চভিঃ। সঙ্কর্ষণ ইতি। পরমব্যোম্নি ব্যূহস্থিত-মহাসঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী প্রথমপুরুষাবতারঃ। গর্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ। পয়োব্ধিশায়ী ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুঃ। শেষঃ অনন্তঃ যস্য কলা। স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ অয়ং মূলসঙ্কর্ষণঃ শ্রীবলদেবঃ মম শরণং অস্তু॥ ৭॥

মায়াতীতে ইতি। বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্যূহমধ্যে সঙ্কর্ষণাখ্যং যস্য রূপং তং অহং প্রপদ্যে-

মধুরিমা অর্থাৎ মাধুর্য্যাতিশয় শ্রীরাধা যাহা প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যাতিশয়ই বা কীদৃশ এবং আমার অনুভব হেতু শ্রীরাধার যে সুখোদয় হয়, সেই সুখই বা কীদৃশ, এই তিন বিষয়ে লোভ হেতু শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শচীগর্ভ-সমুদ্রে কৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন॥ ৬॥

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ৫ শ্লোকে যথা॥

যিনি পরব্যোমস্থিত মহাসঙ্কর্ষণ, যিনি কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, যিনি গর্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ, যিনি ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু এবং যিনি শেষ অর্থাৎ অনন্তদেব, ইহাঁরা যাঁহার অংশকলা, সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব আমার আশ্রয় হউন॥ ৭॥

মায়াতীত সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যস্বরূপ চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ

রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৮॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০॥
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।

ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মায়াভর্ত্তেতি। সঙ্কর্ষণঃ অয়ং প্রথমপুরুষাবতারঃ সমষ্টিজীবান্তর্যামী সাক্ষাৎ তুল্য ইত্যর্থঃ। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতুল্যয়োরিতি বিশ্বকোষাৎ ॥ ৯ ॥

যস্যাংশাংশঃ ইতি। অয়ং দ্বিতীয়ঃ পুরুষাবতারঃ হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী ॥ ১০ ॥

যস্যাংশাংশাংশঃ অয়ং তৃতীয়ঃ পুরুষাবতারঃ ব্যষ্টিজীবান্তর্যামী। ক্ষৌণীভর্ত্তেতি অয়ং

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মধ্যে যাঁহার সঙ্কর্ষণ নামক রূপ প্রকাশ পাইতেছে, সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ বলদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

যিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা, যাঁহার অঙ্গে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যিনি সাক্ষাৎ কারনসমুদ্রে শয়ন করিয়াছেন, সেই সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অন্তর্যামী প্রথম পুরুষাবতার যাঁহার একাংশ স্বরূপ, সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ বলদেব, তাঁহার শরণাগত হই ॥ ৯ ॥

যাঁহার নাভিপদ্মের নালে লোক সকল অবস্থিতি করিতেছে, যিনি লোকসৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার সূতিকাগৃহস্বরূপ, সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী যাঁহার কলাস্বরূপ, সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ বলদেবের শরণাপন্ন হই ॥ ১০ ॥

যিনি জগতের পোষণকর্ত্তা বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী, সেই তৃতীয় পুরুষাবতার

ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলাসোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১১॥

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণঃ ক্ষৌণীভর্ত্তা অনন্তঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বমাহ। মহাবিষ্ণুরিতি দ্বাভ্যাং যঃ মায়য়া অদো বিশ্বং সৃজতি তস্য অবতার এব অয়ং ঈশ্বরঃ অদ্বৈতাচার্য্যঃ ॥ ১২ ॥

হরিণা সহ অদ্বৈতাদ্ধেতো অদ্বৈতং ভক্তিশংসনাৎ কথনাদ্ধেতোঃ আচার্য্যং তং অদ্বৈতাচার্য্যং অহং আশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বমাহ। পঞ্চতত্ত্বাত্মকমিতি। পঞ্চতত্ত্বাত্মকং পঞ্চতত্ত্বস্বরূপং কৃষ্ণং নমামি। ভক্ত-

ক্ষীরোদশায়ী, যাঁহার অংশের অংশের অংশস্বরূপ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি ভাগের এক ভাগমাত্র। আর ক্ষৌণীভর্ত্তা অর্থাৎ পৃথিবীধারণকর্ত্তা যে অনন্ত, তিনি যাহার কলাস্বরূপ অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের এক ভাগমাত্র সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ বলদেবের শরণাপন্ন হই ॥ ১১ ॥

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব ২ শ্লোকে যথা ॥

যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃজন করিতেছেন, এই অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর তাঁহারই অবতার ॥ ১২ ॥

যিনি হরির সহিত দ্বৈতভাব রহিতপ্রযুক্ত অদ্বৈত, যিনি ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া আচার্য্য এবং যিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১৩ ॥

পঞ্চতত্ত্ব যথা ॥

যিনি প্রথম স্বয়ং ভক্তরূপ, দ্বিতীয় ভক্তস্বরূপ অর্থাৎ নিত্যানন্দরূপ, তৃতীয় ভক্তাবতার রূপ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যরূপ, চতুর্থ ভক্তাখ্য অর্থাৎ

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥ ১৪ ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥১৬

রূপস্বরূপকং শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রং। ভক্তাবতারং শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রং। ভক্তাখ্যং শ্রীবাসাদীন্ ভক্তশক্তিকং শ্রীগদাধরাদীন্। কৃষ্ণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং। ইতি পঞ্চতত্ত্বং যাবৎ ॥ ১৪ ॥

জয়তামিতি। রাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং কথম্ভূতৌ সুরতৌ কৃপালূ। কৃপালুস্সুরতৌ সমাবিত্যমরঃ। পঙ্গোঃ স্থানান্তরগমনেঽশক্তস্য শ্লেষেণ অনন্যশরণস্য মম মন্দমতের্মন্দপ্রজ্ঞস্য জ্ঞানাদিসাধনে প্রবৃত্তিরহিতস্য অর্থাৎ একান্তস্য গতী গম্যতে ইতি গতিঃ ফলং তথাভূতৌ অন্যৎ স্পষ্টং ॥ ১৫ ॥

দিব্যদিতি। দিব্যকান্তৌ অর্থাৎ পরমশোভাময়ে বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমাধঃমূলে রত্নময়মন্দিরং তন্মধ্যে রত্নসিংহাসনস্যোপরি রাধাগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ প্রিয়সখীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

ভক্ত নামক শ্রীবাসাদিরূপ এবং পঞ্চম ভক্তশক্তিক অর্থাৎ গদাধরাদিরূপ এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

পঙ্গু অর্থাৎ স্থানান্তর গমনে শক্তি নাই, এ প্রযুক্ত জ্ঞানাদি সাধনে প্রবৃত্তিরহিত, এতাদৃশ আমার যাঁহারা গতি অর্থাৎ গম্য এবং যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব ও যাঁহারা পরম কৃপালু, সেই শ্রীরাধামদনমোহন দেবদ্বয় জয়যুক্ত হউন ॥ ১৫ ॥

পরম শোভাময় বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের মূলে রত্নময় মন্দিরমধ্যস্থ রত্নসিংহাসনের উপরি অবস্থিত যে রাধাগোবিন্দ দেব প্রিয়সখীগণকর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্নাগরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭ ॥

অথ পয়ার। জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ। এ তিনের চরণবৃন্দ তিন আমার নাথ ॥১॥ গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ। গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনে স্মরণ ॥ তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনা-

শ্রীমানিতি। শ্রীমান্ ভগবান্ সর্বাঙ্গপরিপূর্ণঃ রাসরসারম্ভী রাসপ্রবর্তকঃ। বংশীবটতটস্থিতঃ মূলদেশে স্থিতঃ বেণুস্বনৈর্বেণুধ্বনিভির্গোপীর্গোপসুন্দরীস্তাদৃশভাববতীঃ কর্ষন্ সন্ গোপীনাথঃ নোঽস্মাকং শ্রিয়ে কুশলায় অস্তু ভবতুঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি সর্বাঙ্গপরিপূর্ণ, রাসপ্রবর্তক, বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত এবং যিনি বেণুধ্বনিদ্বারা গোপসুন্দরীদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, তিনি আমাদের কুশলের নিমিত্ত হউন ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্তবৃন্দকে নমস্কার করি ॥

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগোপনাথ বৃন্দাবনস্থ এই তিন বিগ্রহ গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণবদিগকে আপনাদিগের অধীন করিয়াছেন অর্থাৎ ইহাঁরা গৌড়দেশস্থ বৈষ্ণববর্গকে আপনাদিগের সেবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, একারণ গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণবগণই ইহাঁদের সেবায় অধিকারী। এতদ্দ্বারা এই নিশ্চয় হইল যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মতাবলম্বি গৌড়িয়া বৈষ্ণব ভিন্ন রামানুজ প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ এই তিন ঠকুরের সেবায় অধিকার নাই। সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গ্রন্থারম্ভে এই তিন দেবেরই বন্দনা করত কহিলেন, এই তিন দেবের চরণারবিন্দে নমস্কার করি, এই তিন দেবই আমার রক্ষক॥১

আমি গ্রন্থের আরম্ভে গুরু, বৈষ্ণব এবং ভগবান্ এই তিনের স্মরণ

শন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ২ ॥ সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার। বস্তুনির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার ॥ আদি দুই শ্লোক ইষ্টদেবে নমস্কার। সামান্য বিশেষরূপে দুই ত প্রকার ॥ ৩ ॥ তৃতীয় শ্লোকে ত করি বস্তুর নির্দ্দেশ। যাহা হইতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ৪ ॥ চতুর্থ শ্লোকে ত করি জগতে আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ॥ সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতারে কারণ ॥ ৫ ॥ পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল

রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছি, যেহেতু এই তিনকে স্মরণ করিলে বিঘ্নসকলের বিনাশ এবং অনায়াসে স্বীয় বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয় ॥ ২ ॥

উক্ত মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার। যথা—তত্ত্বনিরূপণ, আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার। তন্মধ্যে "বন্দে গুরূনীশভক্তান্" এবং "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" এই দুই শ্লোকে ইষ্টদেবকে সামান্য ও বিশেষরূপে * দুই প্রকার নমস্কার করা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

"যদদ্বৈতং ব্রহ্ম" এই তৃতীয় শ্লোকে তত্ত্বের নিরূপণ করা হইয়াছে, ঐ শ্লোকের অর্থ হইতে পরতত্ত্বের অর্থাৎ সর্ব্বারাধ্য বস্তুর নিশ্চয় হইবে ॥ ৪ ॥

"অনর্পিতচরীং" এই চতুর্থ শ্লোকে সকল ব্যক্তির প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর অনুগ্রহ হউক, এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া জগতে আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে এবং ঐ শ্লোকেই সামান্যাকারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের কারণ অর্থাৎ তিনি যে কি জন্য অবতার হইলেন, তাহার স্থূল বিবরণ কহিয়াছি ॥ ৫ ॥

* যৎ প্রতিযোগিবিষয়মভিব্যাপ্যাপরবিষয়মভিব্যাপ্নোতি তৎ সামান্যং।
যঃ স্ববিষয়মভিব্যাপ্য তদিতরং ন ব্যাপ্নোতি স বিশেষঃ ॥

অস্যার্থঃ। যিনি প্রতিযোগী অর্থাৎ স্ববিষয়কে অধিকার করিয়া অপর বিষয়কে অধিকার করে, তাহার নাম সামান্য। আর যে আপন বিষয়কে ব্যাপে, অন্য বিষয়কে অধিকার করে না, তাহার নাম বিশেষ ॥

প্রয়োজন ॥ ৬ ॥ এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব। আর পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দমহত্ত্ব ॥ ৭ ॥ আর দুই শ্লোকে অদ্বৈতের তত্ত্বাখ্যান। আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ৮ ॥ এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ। তঁহি মধ্যে কহি সব বস্তুনিরূপণ ॥ ৯ ॥ সর্ব্ব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার। এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥ ১০ ॥ সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন। চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্র মত নিরূপণ ॥১১॥

অপর "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" এবং "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" ॥ এই পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে কেন অবতীর্ণ হইলেন তাহার নিগূঢ় প্রয়োজন কহিয়াছি ॥ ৬ ॥

প্রথমাবধি এই ছয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের তত্ত্ব অর্থাৎ তিনি যে কি বস্তু তাহা বর্ণন করিয়াছি। তৎপরে "সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী" "মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে" "মায়াভর্ত্তাজাণ্ড" যস্যাংশাংশঃ "যস্যাংশাংশাংশঃ" এই পাঁচ শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব অর্থাৎ তিনি যে কি বস্তু তাহা বর্ণন করিয়াছি ॥ ৭ ॥

অপিচ "মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা" এবং "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ" এই দুই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছি অন্য একটী অর্থাৎ "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং" এই শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের অর্থাৎ ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তনামক এবং ভক্তশক্তিক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ, তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

আমি উল্লিখিত চতুর্দ্দশ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া ঐ সকল শ্লোকের মধ্যে তত্ত্ব সমুদায় নিরূপণ করিয়াছি ॥ ৯ ॥

এক্ষণে সমস্ত শ্রোতৃবর্গ বৈষ্ণবদিগকে নমস্কার করিয়া ঐ সকল শ্লোকের অর্থ বিচার করিতেছি ॥ ১০ ॥

হে বৈষ্ণবগণ! আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শাস্ত্রের মত, নিরূ-

কৃষ্ণ গুরুশক্তি ভক্ত অবতার প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ ১২ ॥ এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন। প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১৩ ॥

তথাহি।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমিত্যাদি।

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁ সবার পাদে আগে করিয়ে বন্দন ॥ শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ১৪ ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। এই গুরুগণে আগে করি নমস্কার ॥১৫॥ ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। তাঁ সবার পাদ-

---

পণ করিতেছি, আপনারা একচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ, গুরু, শক্তি ভক্ত, অবতার এবং প্রকাশ, কৃষ্ণ এই ছয় রূপে বিলাস অর্থাৎ লীলা করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

এই ছয় তত্ত্বের চরণে নমস্কার করিয়া প্রথমতঃ সামান্যাকারে মঙ্গলাচরণ করিতেছি ॥ ১৩ ॥

"বন্দে গুরূনিত্যাদি" শ্লোকের বিচার যথা ॥

অথ গুরুতত্ত্ব ॥

অগ্রে মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু সকলের চরণে প্রণাম করি। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, শ্রীজীব, গোপালভট্ট এবং রঘুনাথ দাস ॥ ১৪ ॥

এই ছয় জন গুরু আমার শিক্ষাগুরু, এই সকল গুরুদিগকে অগ্রে নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

২ ভক্ততত্ত্ব ॥

শ্রীবাসাদি ভগবানের প্রধান ভক্ত, ইহাঁদের পাদপদ্মে সহস্র সহস্র

পদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ১৬ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু অংশ অবতার। তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ১৭ ॥ নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দ যাঁর মুঞি দাস ॥ ১৮ ॥ গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি। তাঁ সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণতি ॥ ১৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২০ ॥ সাবরণ প্রভুকে করিয়া নমস্কার। এই ছয় তেঁহো যৈছে করি সে বিচার ॥ ২১ ॥ যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে

প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥

৩ অবতারতত্ত্ব ॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অংশাবতার, ইহাঁর পাদপদ্মে আমি কোটিবার নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

৪ প্রকাশতত্ত্ব ॥

নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ প্রকাশ, ইহাঁর চরণারবিন্দ বন্দনা করি, আমি ইহাঁরই দাস অর্থাৎ শিষ্য ॥ ১৮ ॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বীয় শক্তি, ঐ সকলের পাদপদ্মে আমার কোটি কোটি নমস্কার ॥ ১৯ ॥

৬ কৃষ্ণতত্ত্ব ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ইনি স্বয়ং ভগবান্, আমি ইহাঁর চরণারবিন্দে অসংখ্য প্রণাম করি ॥ ২০ ॥

আবরণ (পারিষদ) সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে নমস্কার করি, তিনি এই ছয় তত্ত্ব যেরূপে হয়েন, তাহার বিচার করিতেছি ॥ ২১ ॥

যদিচ আমার গুরু শ্রীচৈতন্যের দাস্যনিষ্ঠ ভক্তিরসের পাত্র, তথাপি আমি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তি করিয়া জানি ॥২২

আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ২২ ॥ গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরু-রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ২৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২৪ ॥

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥ ২৫ ॥

আচার্য্যং মামিতি। আচার্য্যং গুরুং। ভক্তিসন্দর্ভে। ১১। ১৭। ২২। অন্যদা শ্বশুরৌ কর্ম্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ। ভাবার্থদীপিকায়াং আচার্য্যং মামিতি ॥ ১৮—২৫ ॥

শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, অতএব শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে ভক্তদিগকে কৃপা করেন ॥ ২৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ের
২২ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! ব্রহ্মচারি ব্যক্তি আচার্য্য অর্থাৎ গুরুদেবকে আমার স্বরূপ জানিবেন, কখন মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার অপমান করিবেন না, যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময় ॥ ২৪ ॥

শিক্ষাগুরুকেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া জানি, ঐ শিক্ষাগুরু অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে দুই প্রকার হয়েন ॥

তাৎপর্য্য। ভক্তশ্রেষ্ঠের অর্থ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-লহরীর ১১ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন, "শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ়শ্রদ্ধোধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ" ॥

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি ॥
শ্রীগীতায়াঞ্চ ১০ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ২৯। ৬। আস্তামন্যভজনবার্ত্তাপি ত্বৎকৃতোপকারস্য ত্বয্যাত্মনিবেদনেনৈব নিষ্কৃতির্নাস্তীত্যাহ নৈবেতি। অপচিতিং প্রত্যুপকারং আনৃণ্যমিতি যাবৎ কবয়ো ব্রহ্মবিদোঽপি নৈব প্রাপ্নুবন্তি। যতস্তৎকৃতমুপকারং স্মরন্ত ঋদ্ধমুদ উপচিতপরমানন্দাঃ উপকারমেবাহ যো ভবান্ বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ অন্তশ্চৈত্যবপুষা অন্তর্যামিরূপেণ অশুভং বিষয়বাসনাং বিধুন্বন্ নিরস্যন্ স্বগতিং নিজং রূপং প্রকটয়তি তব তস্য। ২৬
সুবোধন্যাং। ১০। ১০। এবং ভূতানাঞ্চ সম্যগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ তেষামিতি।

অস্যার্থঃ। যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থবিচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়, এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়তর এবং শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তমাধিকারী ॥ ২৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ একাদশস্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ের
৬ শ্লোকে ভগবানের প্রতি উদ্ধবের বাক্য ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে ঈশ! উপচিত পরমানন্দ ব্রহ্মবিৎ কবিগণ আপনাকর্ত্তৃক কৃতোপকার স্মরণ করত কিছুতেই আর আনৃণ্য প্রাপ্ত হয়েন না, যেহেতু আপনি বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে চৈত্যবপুঃ দ্বারা অর্থাৎ অন্তর্যামী চিত্তস্ফূর্ত্তি ধ্যেয়াকাররূপে শরীরিদিগের অশুভ নাশ করত স্বীয় গতি প্রদান করেন ॥ ২৬ ॥

ভগবদ্গীতার ১০ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে
ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ইতি ॥ ২৭ ॥
যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।
তথাহি ২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩ শ্লোকে ॥
জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।

এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি তমিতি কং যেন তে ভক্তাঃ মামুপযান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৭ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২। ৯। ৩০। জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং বিজ্ঞানং অনুভবঃ রহস্যং ভক্তিঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদিনির্দ্দেশাৎ তস্যাঙ্গং সাধনং। ইতি। ভগবৎসন্দর্ভে। অত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীভাগবতাখ্যং নিজশাস্ত্রমুপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতি জানীতে। যে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্যনির্দ্ধারণং ময়া গদিতং সংগৃহাণ। ইতান্যো ন জানাতীতি ভাবঃ। যতঃ পরমগুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং। মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ। তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। ন চৈতাবদেব। কিঞ্চ, তত্রাপি রহস্যং যং কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতং। তচ্চ প্রেমভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ তচ্চ সতিত্বৎপরাধাখ্য বিঘ্নেন ঝটিতি বিজ্ঞানরহস্যে প্রকটয়েৎ। তস্মা-দস্য জ্ঞানস্য সহায়ং চ গৃহাণেত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রবণাদিভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা,

---

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা আমাতে আসক্তচিত্ত এবং আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ উপায় প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ২৭ ॥

স্বয়ং ভগবান্ যেরূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া আপনাকে অনুভব করাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি ॥

শ্রীভাগবতের ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, অনুভব, ভক্তি এবং ভক্তিসাধন এই সকল গ্রহণ

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২৮ ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৯ ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদযৎ সদসৎ পরং।

রহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং সুহৃদোরিব মিথঃ সম্বন্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাদিতি ॥ ২৮ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২। ৯। ৩১। যাবানহমিতি। যাবান্ স্বরূপতঃ যথা ভাবঃ। যাদৃক্ সত্ত্বাবান্ যানি রূপাণি গুণাঃ কর্ম্মাণি চ যস্য। ইতি ॥ সন্দর্ভঃ। যাবান্ স্বরূপতো যৎ পরিমাণকোঽহং। যথা ভাবঃ। সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহমিত্যর্থঃ। যানি স্বরূপাণ্যরঙ্গরূপানি শ্যামত্ব চতুর্ভুজত্বাদীনি গুণা ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি তত্তল্লীলা যস্য স যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং তথৈব তেন তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞান যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাত্তে তবাস্তু ভবতাদিতি। তত্ত্ববিজ্ঞানপদেন স্বরূপাদীনামপি স্বরূপভূতত্বং ব্যক্তং ॥ ২৯ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২। ৯। ৩২। অহমেবেতি। এতদেব সম্যগুপদিশন্ যাবানিত্যস্যার্থং স্ফুটয়তি। অহমেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমাসং স্থিতোঽনান্যৎ কিঞ্চিৎ যৎ সং স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মং পরং তয়োঃ কারণং প্রধানং তস্যাপ্যন্তর্ম্মুখতয়া তদা ময্যেব লীনত্বাৎ অহঞ্চ তদা আসমেব কেবলং পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মি যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমস্মি প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽপ্যহমেবাস্মি অনেন চানাদ্যন্তত্বাৎ অদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরিপূর্ণোঽহমিত্যুক্তং ভবতি। ইতি ॥ সন্দর্ভঃ। অহং শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে নতু ব্রহ্ম। তদবিষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্যকত্বেতু তত্ত্বমসীতিবৎ ত্বমেবাসীদিত্যেব বক্তুমুপযুক্তত্বাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ। সম্প্রতি

কর, আমি বলিতেছি ॥ ২৮ ॥

আমার যে প্রকার স্বরূপ, যাদৃক্ সত্ত্ব, আর আমার গুণ ও কর্ম্ম যেরূপ, আমার অনুগ্রহে এ সকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার এখনি হউক ॥ ২৯ ॥

হে ব্রহ্মন্! এই সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল না, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও তখন ছিল না, তৎকালে প্রকৃতি অন্তর্ম্মুখতারূপে বিলীন হইয়া থাকে, পরন্তু তৎকালে

ASIATIC SOCIETY
CALCUTTA.
7306

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ইতি ॥ ৩১ ॥

ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমোহন শ্রীবিগ্রহোঽহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালেঽপ্যাসমেব। বাসুদেবো বা ইদমগ্রমাসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাদি তৃতীয়াৎ। অতো বৈকুণ্ঠ তৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহং পদেনৈব গ্রহণং ইতি ॥ ৩০ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২।৯।৩৩। যথাত্মমায়াযোগেনেত্যনেন মায়য়া অপি পৃষ্টত্বাৎ বক্ষ্যমাণোপযোগাচ্চ মায়াং নিরূপয়তি। ঋতেঽর্থমিতি। ঋতেঽর্থং বিনাপি বাস্তবমর্থং যদ্বস্তঃ কিমপ্যনিরুক্তং আত্মনাধিষ্ঠানে প্রতীয়েত সদপি ন চ প্রতীয়েত তদাত্মনো মম মায়াং বিদ্যাৎ। যথা ভাসো দ্বিচন্দ্রাদিরিতি। অর্থং বিনা প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ যথা তম ইতি স্বতোঽপ্রতিতৌ ইতি। সন্দর্ভঃ। অর্থং পরমপুরুষার্থভূতং মামৃতে মদ্দর্শনাদন্যত্রৈব যৎ প্রতীয়েত। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত মাং বিনা স্বতঃ প্রতীতিরপি যস্যা নাস্তীত্যর্থঃ। তদ্বস্ত্বাত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং বিদ্যাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা ভাসঃ প্রতিবিম্বরশ্মিঃ। যথা চ তমস্তিমিরমিতি ॥ ৩১ ॥

কেবল আমি ছিলাম সত্য, কিন্তু কিছুই করি নাই অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকি, সৃষ্টির পূর্ব্বেও আমি আছি, এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহাও আমি ফলতঃ আমি অনাদি, অনন্ত এবং অদ্বিতীয়প্রযুক্ত পূর্ণস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমার স্বরূপ এই যে, যে বস্তু যে কোন অর্থ ব্যতিরেকে প্রতীয়মান হয়, তাহাই আমার মায়া অর্থাৎ দুই যেমন অর্থ বিনা প্রতীতিমাত্র হয়, আর যেমন অন্ধকার বস্তুতঃ একটা পদার্থ হইলেও প্রকাশ পায় না, তাহার ন্যায় আমারও কথন কথন আত্মাতে প্রকাশ হয় না ॥ ৩১ ॥

অন্যত্র চ ॥

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ৩২ ॥

জীবের সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরুচৈত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ৩৩ ॥

সারঙ্গরঙ্গদায়াং ॥ চিন্তামণিরিতি। সোমগিরিস্তন্নামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীদৃক্ চিন্তামণিঃ আশ্রয়মাত্রেণ সর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতা-চাস্য। তং মমেষ্টদৈবং। ভগবাংশ্চ জয়তি। কোহয়ং ভগবানিত্যত্রাহ। শিখিপিঞ্ছং মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য স ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব জয়তি। কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে। ইত্যাদি দিশা চ তস্য তত্তন্মাধুর্য্যাদ্যনুভবাদ্দীক্ষ স এব মে শিক্ষাগুরুরিত্যাহ। যৎপাদেতি কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু অঙ্গুলিনখাগ্রেষু লীলয়া যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং তজ্জনাসুখং জয়শ্রীর্লভতে সৌন্দর্য্যপাতিব্রত্যাদিসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভি-র্গৌর্য্যাদ্যরুন্ধত্যাদিব্রজকিশোরিকাকুলাদয়োঽপি নির্জিতা যয়া সা জয়যোগাৎ জয়া চাসৌ শ্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রীঃ শ্রীরাধৈব। শ্রীকৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎপ্রেয়স্যাস্তস্যা অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ ইতি ॥ ৩৩ ॥

অন্যত্র অর্থাৎ কৃষ্ণকর্ণামৃতের ১ শ্লোকেও যথা ॥

চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরিনামা যিনি আমার গুরু, তিনি জয়যুক্ত হউন! আর ময়ূরপুচ্ছের চূড়াধারী আমার শিক্ষাগুরু ভগবান্‌ও জয়যুক্ত হউন, যাঁহার চরণরূপ কল্পতরুর পল্লব সকলের অগ্রে জয়শ্রী শৃঙ্গাররস লাভ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বে অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ দুই শিক্ষাগুরুর উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে চৈত্য অর্থাৎ অন্তর্যামী শিক্ষাগুরু জীবের সাক্ষাৎ হয়েন না, একারণ শ্রীকৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু হয়েন ॥ ৩৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতীতি ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত

ততো দুঃসঙ্গমিতি। উক্তিভির্হিতোপদেশৈরিতি তীর্থবেদাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি দর্শয়তি। ইতি ভক্তিরত্নাবল্যাং। মনোব্যাসঙ্গং ভক্তিপ্রতিবন্ধিকাং বাসনাং উক্তিভির্ভক্তিমহিমপ্রতিপাদকৈর্বচনৈঃ। ইতি ॥ ৩৪ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ২৫। ২২। সৎসঙ্গস্য ভক্ত্যঙ্গতামুপপাদয়তি সতামিতি। বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তাঃ বীর্য্যসংবিদঃ। হৃৎকর্ণয়ো রসায়নাঃ সুখদাঃ তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যা নিবৃত্তির্বর্ত্ম যস্মিন্ হরৌ। প্রথমং শ্রদ্ধা ততো রতিঃ ততো ভক্তিঃ

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে
২৬ শ্লোকে ভগবান্ কহিয়াছেন ॥

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আসক্ত হইবেন, যে হেতু সাধুরাই উপদেশদ্বারা তাঁহার মনোব্যথা নষ্ট করিবেন ॥ ৩৪ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন, মা! সাধুজনের সহিত সংসর্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক যে সকল কথা উপস্থিত হয়, তৎসমুদায় হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, সুতরাং সেই সকলের সেবনদ্বারা আশু আমাতে অর্থাৎ অপবর্গ বর্ত্মস্বরূপ ভগবান্ হরিতে শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবস্থিতির স্থান,

বিশ্রাম ॥ ৩৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপীত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

তত্রৈব ১ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে বিদুরং প্রতি শ্রীযুধিষ্ঠিরবাক্যং ॥

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো

অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

ভক্তিরত্নাবল্যাং। ৯। ৪। ৪৯। সাধবো হৃদয়মিতি। মহ্যং মম। তস্মাৎ সাধূনামনুগ্রহং বিনা ভগবান্ দুর্ল্লভ ইতি সমুদায়ার্থঃ। ইতি হরিভক্তিবিলাসে। অতো মম হৃদয়ং অন্তরঙ্গসারবস্তু বা অহঞ্চ তেভ্যোঽন্যন্মনাগপি ন জানে। এবং তৈর্ম্ম হৃদয়াক্রমণাত্তেষামধীন এবাহং ন স্বতন্ত্র ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ১৩। ৮। ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি মলিনানি সন্তি সন্তঃ পুনস্তীর্থীকুর্ব্বন্তি।

যে হেতু ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বিশ্রাম করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে কহিলেন, সাধু সকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়, তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত অন্য কিছু জানি না ॥ ৩৭ ॥

প্রথমস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে বিদুরের প্রতি শ্রীযুধিষ্ঠিরের বাক্য ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে প্রভো! ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং তীর্থস্বরূপ, আপনাদের তীর্থপর্য্যটনে কোন স্বার্থ দেখা যায় না, কিন্তু তীর্থ সকলেরই ভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ যে সকল তীর্থ মলিনজনসম্পর্কে

তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতেতি চ ॥ ৩৮ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার। পারিষদগণ এক সাধকগণ আর ॥ ৩৯ ॥ ঈশ্বরের অবতার এই তিন প্রকার। অংশ অবতার এক গুণাবতার আর ॥ শক্ত্যাবেশ অবতার তৃতীয় এমত ॥ ৪০ ॥ অংশ অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি। শক্ত্যাবেশ সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ৪১ ॥ দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ। এক ত প্রকাশ হয় আর ত বিলাস ॥ একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।

স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্যান্তঃস্থিতেন বা ইতি ॥ ৩৮—৪২ ॥

অতীর্থ হয়, তৎসমুদায় আপনাদিগের অন্তরস্থ গদাধারি ভগবানের দ্বারা পবিত্র হইয়া পুনর্ব্বার তীর্থ হয় ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বে ভক্তশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুর যে কথা কহিয়াছি, সেই সকল ভক্ত দুই প্রকার হয়েন, যথা—পারিষদগণ ও সাধকগণ ॥

তাৎপর্য্য। যাঁহারা ভগবানের নিত্যসেবক বিশুদ্ধসত্ত্ব শরীর তাঁহারা পারিষদ, আর যাঁহারা সাধন প্রণালীদ্বারা ভগবান্‌কে ভজন করেন, তাঁহারা সাধক অর্থাৎ সাধক সকল জীবস্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

ঈশ্বরের অবতার সকল যথা ॥

ঈশ্বরের অবতার তিন প্রকার, এক অংশাবতার, দ্বিতীয় গুণাবতার এবং তৃতীয় শক্ত্যাবেশ অবতার অর্থাৎ শক্তির আবেশমাত্র অবতার ॥ ৪০

এই তিন অবতারের মধ্যে পুরুষ এবং মৎস্য প্রভৃতি অংশাবতার, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন গুণাবতার। তথা পৃথুরাজ এবং সনকাদি মুনি ইহাঁরা শক্ত্যাবেশ অবতার অর্থাৎ এই সকলে কেবল ঈশ্বরের শক্তিমাত্র ॥ ৪১ ॥

প্রকাশ যথা ॥

ভগবানের প্রকাশ দুই প্রকার হয়। এক প্রকাশ ও দ্বিতীয় বিলাস ॥

আকারেহো ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ মহিষীবিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাসে। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশে ॥ ৪২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৬৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৬৯। ২। দিদৃক্ষামনিনারদেনাহ চিত্রমিতি দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রীঃ উদাবহৎ পরিণীতবান্ ॥ বৈষম্যবচোবর্ণনাৎ চিত্রমিতি। অতো চিত্রং অঘদমাদিচিত্রশক্তিময়ং। কিন্তুং। একো দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় উদাবহদিতি। নন্বন্যোযামিনোহপ্যনেকেষামিকা বিবাহা দৃশ্যন্তে। তত্রাহ যুগপদিতি। ননু, সৌভর্য্যাদিবং শ্রীনারদাদিস্বপি কায়ব্যূহাদিশক্তয়ঃ সন্তি তর্হি যৌগপদ্যেহপি সিদ্ধে কথং তস্যাপি বিস্ময়স্তত্রাহ। একেন বপুষেতি নাস্যেকস্মিন্নেব বপুষি বিস্তীর্ণানেককরাদিত্বং বিধায় তত্তৎসামপি ন চিত্রং স্যাৎ। সৌভর্য্যাদিতোহপি মহাপ্রভাবত্বাৎ। তত্রাহ গৃহেষু পৃথগিতি। তত্র তত্র গৃহে পৃথক্ পৃথগাবির্ভাবাদিকং বিধায়েত্যর্থঃ। অতএব উদাবহদিতি আঙঃ প্রয়োগঃ। স চ ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি ন্যায়েনাসমাগুদাবহ-

এক বিগ্রহ যদি অনেকরূপ হয়, কিন্তু আকারে ভেদ হয় না, একই রূপ থাকে, তাহাকে প্রকাশ কহে ॥

যেমন ১০ স্কন্ধের ৫৮ অধ্যায়ে মহিষীবিবাহে অর্থাৎ নাগ্নজিতীর বিবাহে তথা রাসে ৩৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ" এই দুই স্থানে এক বিগ্রহে বহুরূপ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ প্রকাশকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ বলে। আর পূর্ব্বে যে, "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস" ইত্যাদি স্থলে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ, তাহাকে গৌণ প্রকাশ বলে ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ বিষয়ে প্রমাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

একা শ্রীকৃষ্ণ একদা ষোড়শসহস্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক এক শরীরে প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে যে অবস্থান করেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য এই

গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহদিতি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভাগবতামৃতে চ ॥

তত্রাদৌ প্রকাশলক্ষণং ॥

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।

সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৪৪ ॥

রাসপঞ্চাধ্যায্যাঞ্চ ৩৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।

দিতি যোজ্যং। অথ তৎকৌতুকং তস্য দ্বারকায়ামাগমনমাহ অর্দ্ধেন। ইত্যেতদ্বিভাব্যেত্যর্থঃ দৃষ্টং তাদৃশশ্রীকৃষ্ণবৈভবমিতি শেষঃ ॥ ৪৩ ॥

অনেকমিতি একস্য রূপস্য অনেকত্র অনেকস্থানে একদা একস্মিন্ কালে যা প্রকটতা প্রাকট্যং সর্ব্বথা তৎস্বরূপা এব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে কথ্যতে ॥ ৪৪ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩৩। ৩। তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়দিতি। রাসোৎসব ইত্যক্ষরচতুষ্টয়াধিকেন সার্দ্ধেন। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থানানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং উভয়ত আলিঙ্গিতানাং কথম্ভূতেন যং সর্ব্বা স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্ট-

---

উৎসুকচিত্তে তদ্দর্শনার্থ নারদ ঋষি দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশ কথনে

প্রথমতঃ প্রকাশলক্ষণ ২৪ অঙ্কে যথা ॥

বহুস্থানে এককালীন একরূপের যে প্রকটতা তাহাকে প্রকাশ বলে, কিন্তু ঐ প্রকাশ সর্ব্বপ্রকারে তৎস্বরূপেই অবস্থিত থাকে ॥ ৪৪ ॥

রাসপঞ্চাধ্যায়ীর ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত রাসোৎসব প্রবৃত্ত হইল, সেই সকল ব্রজসুন্দরী মণ্ডলরূপে অবস্থিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দুই জনের মধ্যস্থানে একরূপে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দুই পার্শ্বে দুই দুই জনের গলদেশে একরূপ আলিঙ্গন করিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব নিকটস্থ এবং ইনিই

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োরিতি বচনাৎ ॥ ৪৫ ॥

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥ ৪৬ ॥

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ॥

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৪৭ ॥

যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ। যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্ক-

---

বানিতি মন্যেরন্ তেন এতদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। ননু, একস্য কথং তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিকটশায়মানস্তাসাং ইত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ ॥ তোষণী। কৃষ্ণেন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিনা করণেন সম্যক্ প্রবৃত্তঃ ॥ ৪৫ ॥
স্বরূপমিত্যাদি ॥ ৪৬—৬২ ॥

আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! একাকী শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সকল গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এককালে সকলকে আলিঙ্গন করেন, এমত সংশয় করিও না, ভগবান্ যোগেশ্বরের ঈশ্বর অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি কিছুই তাঁহার অসাধ্য নয় ॥ ৪৫ ॥

একটীমাত্র বিগ্রহ যদি আকারে অন্য প্রকার হয় এবং অনেকরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার নাম বিলাস ॥ ৪৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ঐ লঘুভাগবতামৃতে তদেকাত্মরূপ-
কথনে ১৭ অঙ্কে যথা ॥

স্বয়ং রূপের বিলাসবশতঃ অন্যরূপে যে শরীর প্রকাশ পায়, কিন্তু শক্তিদ্বারা প্রায় আত্মসদৃশ, তাঁহাকে বিলাস বলে ॥ ৪৭ ॥

যেমন বৃন্দাবনে বলদেব, পরব্যোমে অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠে নারায়ণ। আর যেমন চতুর্ব্যূহ মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। ইহারা

র্ণ॥ ৪৮॥ ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥ ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান। ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্॥ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ কায়ব্যূহ তাঁর সঙ্গ। ভক্ত সহিতে হয় তাহার আবরণ॥ ৪৯॥ ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন। এ সবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ॥ ৫০॥ এক শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় শ্লোকেত করি বিশেষ বন্দন॥

তথাহি॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ ৫১॥

সকলেই কৃষ্ণবিগ্রহ, কিন্তু ইহাঁরা আকারে অন্যরূপ অর্থাৎ মহিষী-বিবাহে ও রাসে যেরূপ কৃষ্ণবিগ্রহ প্রকাশ হইয়াছিল, সেরূপ নহেন, ইহাঁরা নানাবর্ণে ও নানা আকারে প্রকাশ হয়েন॥ ৪৮॥

অথ শক্তিতত্ত্ব॥

শ্রীকৃষ্ণের শক্তি তিন প্রকার, যথা—এক লক্ষ্মীগণ, দ্বিতীয় দ্বারকা-পুরীতে মহিষীগণ এবং তৃতীয় বৃন্দাবনে গোপীগণ, কিন্তু এই তিন শক্তির মধ্যে ব্রজগোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ং ভগবান্। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপ, অন্যত্র তাঁহার কায়ব্যূহ হইলেও তাঁহারই তুল্য। পূর্ব্বে যে আবরণ বলিয়াছি, ইহার অর্থ এই, সমস্ত ভক্তই তাঁহার আবরণ॥ ৪৯॥

আমি ক্রমে ক্রমে ভক্তপ্রভৃতি সকলকে বন্দনা করিয়াছি, ইহাঁদের বন্দনাই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কারণ॥ ৫০॥

এক শ্লোকে অর্থাৎ "বন্দে গুরূন্" ইত্যাদিতে সামান্যরূপে মঙ্গলা-চরণ করিয়াছি, দ্বিতীয় শ্লোকে অর্থাৎ "বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ইত্যাদিতে বিশেষ মঙ্গলাচরণ করিতেছি॥ ৫১॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম। কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম। সেই দুই জগতের হইয়া সদয়। গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে করিল উদয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ। যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥ সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সর্ব্ব অন্ধকার। বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥ এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান। তমোনাশ করি কৈল তত্ত্ববস্তু দান॥ অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা এই সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ ৫২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে॥

দ্বিতীয় শ্লোকে মঙ্গলাচরণ যথা॥

পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণ বলরাম বিহার করেন, যাঁহাদের কোটি কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও নিজ প্রভা, সেই দুই জন জগতের প্রতি সদয় হইয়া গৌড়দেশ রূপ পূর্ব্বপর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নামে সূর্য্য চন্দ্ররূপে উদিত হইলেন, ইহাঁদের প্রকাশে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সূর্য্য চন্দ্র যেমন সমস্ত অন্ধকার হরণপূর্ব্বক বস্তু প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মের প্রচার করেন, তদ্রূপ এই দুই ভাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ জীবের অজ্ঞান তমঃ (স্বরূপের অপ্রকাশ) নাশ করিয়া তত্ত্ব বস্তু প্রদান করিলেন। অজ্ঞান তমকে কৈতব বলা যায়। এই কৈতব চারি প্রকার যথা,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, কিন্তু এই চারির মধ্যে যে মোক্ষবাঞ্ছা, তাহা কৈতব চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রধান, যে হেতু মোক্ষ-বাঞ্ছা হইতে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হইয়া থাকেন॥

তাৎপর্য্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই তিন পুরুষার্থ হইতে কখন শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু মোক্ষবাঞ্ছাকারি পুরুষের কোন কালেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হইতে পারে না॥ ৯২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ১। ২। ইদানীং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীমদ্ভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণধর্ম্মো নিরূপ্যতে অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাং। এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং নতু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপং। যদ্বা, বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্ম্মায়া বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব ন ততঃ পৃথগিতি বেদ্যং প্রযত্নেন বিনৈব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। ততঃ কিমত আহ শিবদং পরমসুখদং। কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ অনেন জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং। কর্ত্তৃতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণস্তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে। দেবতাকাণ্ডগতং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। পরৈঃ শাস্ত্রৈস্তদুক্তসাধনৈর্বা ঈশ্বরো হৃদি কিম্বা সদ্য এবাবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বা শব্দঃ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব অত্র শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণাদবরুধ্যতে। নন্বু, ইদমেব তর্হি কিমিতি সর্ব্বে ন শৃণ্বন্তি তত্রাহ কৃতিভিরিতি। শ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্ব্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয়ার্থস্য যথাযথাবৎ প্রতিপাদনাৎ ইদমেব সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং অতো নিত্যমেতদেব শ্রোতব্যমিতি

এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ফলাভিসন্ধিরূপ কপট এবং মোক্ষ স্পৃহা নিরাস করিয়া সর্ব্বভূতবৎসল নির্ম্মৎসর ব্যক্তিদিগের অনুষ্ঠেয় ঈশ্বরারাধনরূপ পরম ধর্ম্ম নিরূপিত আছে, অপর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ তাপত্রয়ের উন্মূলনকারি পরম সুখদ পরমার্থস্বরূপ যে বস্তু, তাহাই ইহাতে অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যায়। আর ইহা প্রথমতঃ সংক্ষিপ্তরূপে মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক বিরচিত হয়, এজন্য অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন? তাহাতে ঈশ্বর

সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ ॥

প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম ॥ ৫৫ ॥ যাহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ। তমোনাশ

ভাবঃ। ক্রমসন্দর্ভে। অপরৈমোক্ষপর্য্যন্তকামনারহিতেশ্বরারাধনলক্ষণধর্ম্মব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদিভিরুক্তৈর্ব্বা সাধনৈর্ব্বাঽত্র কিম্বা কিয়দ্বা মাহাত্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ। যতো য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিৎ তৎসাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ। সদাস্তদেকলক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরীক্রিয়তে স এবাত্র শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্ব্বদৈবেতি। অত্রেতি পদস্য ত্রিরুক্তিঃ কৃতা সা হি নির্দ্ধারণার্থেতি ॥ ৫৩—৬১ ॥

হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন না, যদি বা হয়েন বিলম্বেই হইয়া থাকেন, কিন্তু এই শাস্ত্রশ্রবণেচ্ছুক পুণ্যশীল মানবগণের শ্রবণকাল ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরীকৃত হয়েন, অতএব ইহাকে সর্ব্বদাই শ্রবণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন যথা ॥

"প্রোজ্ঝিত" এই পদে প্রশব্দদ্বারা মোক্ষের প্রতি যে অভিসন্ধি তাহাও নিরস্ত হইল ॥

তাৎপর্য্য। যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি বৈষয়িক ধর্ম্মপরায়ণ এবং মোক্ষের প্রতি কামনা রাখেন, তাঁহাদের ভাগবত শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণে অধিকার নাই, যাঁহারা কেবল নির্ম্মৎসর অর্থাৎ অসূয়াদি দোষশূন্য, তাঁহারাই ভাগবতশাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণে যথার্থ অধিকারী ॥ ৫৩ ॥

পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি যত প্রকার শুভ ও পাপকর্ম্মে রত ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয় না, শুভাশুভ কর্ম্ম সকলকে জীবের অজ্ঞানরূপ তমের ধর্ম্ম জানিতে হইবে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দচন্দ্রের অনুগ্রহে জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম

করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ ॥ সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তম সে বিনাশে। বহির্ব্বস্তু ঘট পট প্রভৃতি প্রকাশে ॥ দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৫৬ ॥ এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র। দুই ভাগবতদ্বারে দিয়া ভক্তিরস। তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ ৫৭ ॥ একাদ্ভুত সমকালে সমান প্রকাশ। আর অদ্ভুত চিত্ত গুহার তমঃ করে নাশ ॥ এই

ও মোক্ষ এই অজ্ঞানচতুষ্টয় বিনষ্ট হয়। ইহাঁরা তমঃ নাশ করিয়া তত্ত্ব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি তথা সর্ব্বানন্দস্বরূপ নামসঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করেন। অপর চন্দ্রসূর্য্য ইহাঁরা বাহিরের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া কেবল ঘট পটমাত্র বাহ্য বস্তু সকল প্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই ভাই রূপ সূর্য্য চন্দ্র হৃদয়ের অন্ধকার ক্ষালন করিয়া দুই ভাগবতের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন ॥ ৫৬ ॥

দুই ভাগবত যথা—এক ভাগবত ভাগবতশাস্ত্র, আর দ্বিতীয় ভাগবত ভক্তিরসের পাত্র অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মমিশ্রা ভক্তিশূন্য প্রেমভক্তির অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই দুই ভাই উক্ত দুই ভাগবতদ্বারা মনুষ্য গণকে ভক্তিরস প্রদান করিয়া তাহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া অবস্থিতি করেন ॥ ৫৭ ॥

অপর প্রাকৃত সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই দুই সূর্য্য চন্দ্র অতি আশ্চর্য্য, ইহাঁদের এক আশ্চর্য্য এই যে, ইহাঁরা এককালীন সমান প্রভায় উদিত হইয়াছেন, কিন্তু প্রাকৃত সূর্য্য চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে এককালীন উদয় হইলে চন্দ্রের প্রভা থাকে না। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রাকৃত সূর্য্য চন্দ্র পর্ব্বতগুহার অন্ধকার নষ্ট করিতে পারে না, পরন্তু এই দুই সূর্য্য চন্দ্র পরম দয়াপর হইয়া জগতের

দুই সূর্য্য চন্দ্র পরম সদয় । জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥ ৫৮ ॥ সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন । যাহা হইতে বিঘ্নাশ অভীষ্টপূরণ ॥ ৫৯ ॥ দুই শ্লোকে কৈল এই মঙ্গল বন্দন । তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥ ৬০ ॥ বক্তব্য বাহুল্য গ্রন্থ বিস্তরের ডরে । বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥ ৬১ ॥

অনাদিব্যবহারসিদ্ধপ্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে উক্তঞ্চ ॥
মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি ॥ ৬২ ॥

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ । সব তত্ত্বজ্ঞান হইবে

মিতঞ্চেতি । মিতমল্পাক্ষরেণ সারং তাৎপর্য্যার্থং ॥ ৬২ ॥

ভাগ্যে গৌড়দেশ রূপ উদয়-শৈলে উদিত হইয়া চিত্তরূপ গুহার অন্ধকার নষ্ট করেন ॥ ৫৮ ॥

এই দুই প্রভুর চরণ বন্দনা করি, তাহাতেই সমুদায় বিঘ্ননাশ এবং অভীষ্ট পূর্ণ হইবে ॥ ৫৯ ॥

আমি দুই শ্লোকে এই মঙ্গল রূপ নমস্কার করিলাম, এক্ষণে শ্রোতৃগণ তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শ্রবণ করুন ॥ ৬০ ॥

বক্তব্য বিষয়ের বাহুল্য এবং গ্রন্থের বিস্তার হইবে, এই আশঙ্কায় বিস্তররূপে বর্ণন না করিয়া অল্পাক্ষরে সার অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ বর্ণন করিতেছি ॥ ৬১ ॥

অনাদি ব্যবহার সিদ্ধ প্রাচীনগণ স্বীয় শাস্ত্রে কহিয়াছেন যথা ॥

অল্পাক্ষরে যে বাক্যে প্রকৃতার্থ বর্ণন করা হয়, সেই পরিমিত ও সারগর্ব্ভ বাক্যকে বাগ্মিতা বলে ॥ ৬২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করিলে অজ্ঞানাদি * দোষ

*"অজ্ঞান বিপর্য্যাস ভেদ ভয় শোকাঃ । অস্যার্থঃ । অজ্ঞানং স্বরূপাপ্রকাশঃ । বিপর্য্যাসো দেহাদ্যাহংবুদ্ধিঃ । ভেদঃ ভোগেচ্ছা । তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধঃ । শোকস্তন্নাশে অহংমের

পাইবে সন্তোষ ॥ ৬৩ ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহত্ত্ব। তার ভক্ত ভক্তি নাম প্রেমরসপাত্র ॥ ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার। শুনিলে জানিবে সর্ব্ব তত্ত্ববস্তু সার ॥ ৬৪ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদিবন্দনং মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

॥ ০ ॥ ইতি আদিখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

সকল বিনষ্ট হইবে, সমুদায় তত্ত্বের জ্ঞান জন্মিবে এবং সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে ॥ ৬৩ ॥

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত ইহাঁদের মহিমা এবং চৈতন্যদেবের যে ভক্ত, ভক্তিনামক প্রেমরসের পাত্র এই সকল বিচারপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন করিয়া লিখিয়াছি, তৎসমুদায় শ্রবণ করিলে সমস্ত তত্ত্ববস্তুর সার জানিতে পারিবে ॥ ৬৪ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ গোস্বামির পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৬৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ভক্তসুখদায়িনী টিপ্পনীসমন্বিত শ্রীগুর্ব্বাদি বন্দননামক মঙ্গলাচরণে প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

মৃতাংশ্মীতি বুদ্ধিঃ ॥" দোষা যথা বিষ্ণুযামলে ॥

মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা মদমাৎসর্য্যাহিংসাঃ খেদপরিশ্রমৌ। অসত্যক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বপরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ ॥"

উক্ত পদ্যে অজ্ঞানাদি দোষের অর্থ এই যে, অজ্ঞানাদি শব্দে অজ্ঞান, বিপর্য্যাস অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি, ভেদ (ভোগেচ্ছা), ভয় ও শোক এই পাঁচ। আর দোষ শব্দে বিষ্ণুযামলোক্ত অষ্টাদশ প্রকার দোষ। যথা—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষ রসতা (অতিশয় রসাস্বাদন), উল্বণ কাম (বাসনা), লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব, ও পরাপেক্ষা ॥ ৬৩ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

———•:*:•———

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং ॥ ১ ॥
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিলাসাস্পদং।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী। ইতি ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুমিতি। নানামতানি কুতর্ককর্ম্মযোগজ্ঞানবিবর্ত্তবাদাদয়ঃ ॥ ১ ॥
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনেতি। কলা বৈদগ্ধী। পাথো জলং তত্র জনির্জন্ম যেষাং পদ্মাদীনাং তৈর্ভ্রা-
জিতা। ভাজৃ দীপ্তৌ ॥ ২—৮ ॥

যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও নানামত অর্থাৎ কুতর্ক, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও বিবর্ত্তবাদ * রূপ কুম্ভীরসমূহে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তসাগর উত্তীর্ণ হয়েন, আমি সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

হে দয়াসাগর চৈতন্যদেব! যাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক উচ্চ কীর্ত্তন, যাহা গানবৈদগ্ধীরূপ পদ্মসমূহে বিরাজিত এবং যাহা হংস চক্রবাক ও ভ্রমরশ্রেণী স্বরূপ প্রেমভক্ত্যধিকারি ভক্তসমূহের বিশ্রাম স্থান, আপনার সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লীলারূপ অমৃতবাহিনী গঙ্গা আমার মরুভূমি সদৃশ নীরস জিহ্বায় প্রবাহিত হউন ॥ ২ ॥

---

* পঞ্চদশী ১৩ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দপ্রকরণে ৯ শ্লোকে ॥
অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ। নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ ॥
অস্যার্থঃ। স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। এ প্রকার বিবর্ত্ততা নিরবয়ব পদার্থেতেও সম্ভব হয়, যেমন আকাশে তলমলিনতা অর্থাৎ ইন্দ্রনীলকটাহতুল্যত্ব কল্পিত হয় ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ। বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥৩॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামীপুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন। অঙ্গপ্রভা অংশস্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ॥ ৫ ॥ অনুবাদ কহি পাছে বিধেয় স্থাপন। সেই অর্থ কহি

শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এবং গৌরভক্তবৃন্দ ইহাঁদের জয় হউক। এক্ষণে বস্তুনির্দ্দেশ ও মঙ্গলাচরণরূপ তৃতীয়শ্লোকের অর্থ বিচার করিতেছি ॥ ৩ ॥

উক্ত বিষয়ের শ্লোকার্থ যথা ॥

উপনিষদ্ অর্থাৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করেন, তাহাও এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তনুর আভামাত্র, যোগশাস্ত্রে যোগিগণ যাঁহাকে আত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তর্যামী পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশ বিভূতি। আর ইহ অর্থাৎ তত্ত্ববিচারে সাত্বততন্ত্রবাদিগণ যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া থাকেন, তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অতএব কৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন জগতে পরতত্ত্ব বলিয়া আর কেহ নাই ॥৪॥

এই শ্লোকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী অনুবাদ অর্থাৎ এই তিনটী কে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হইতেছে যে, ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা, অংশ এবং স্বরূপ, এই তিনটী বিধেয় অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক ॥ ৫ ॥

শুন শাস্ত্র বিবরণ ॥ ৬ ॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণানন্দ পূর্ণ জ্ঞান পরম মহত্ত্ব ॥ ৭ ॥ নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥ ৮ ॥ প্রকাশবিশেষে তিঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ২। ১১। নন্বু চ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাম ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈব ধর্ম্ম এব হি তত্ত্বমিতি কেচিৎ তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্তু অদেব তত্ত্বং বদন্তি কিন্তৎ জ্ঞানং নাম অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নন্বু তত্ত্ববিদোঽপি বিগীতবচনা এব নৈবং তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ ঔপনিষদৈর্ব্রহ্মেতি হৈরণ্যগর্ভৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈর্ভগবানিতি অভিধীয়তে ॥ তত্ত্বসন্দর্ভে। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বমিতি। জ্ঞানং চিদেকরূপং। অদ্বয়ত্বং চাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যৈকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনয়া পরমসুখরূপত্বং তস্য জ্ঞানস্য

অগ্রে অনুবাদ কহিয়া পশ্চাৎ বিধেয় স্থাপন করিতে হয়, এই অর্থে শাস্ত্রের বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥

যিনি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণরূপ পরতত্ত্ব, তাঁহাতেই পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ জ্ঞান ও পরম মহত্ত্ব বিরাজমান আছে ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনন্দন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই এই স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

ঐ শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ বিশেষে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং পূর্ণ ভগবান্ এই তিন নাম ধারণ করেন ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে
২ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে যথা ॥

কেহ কেহ তত্ত্ব জিজ্ঞাসাকেই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা বলিয়া থাকেন, কিন্তু

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৯ ॥

বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতং। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি যস্য স্বরূপমুক্তং। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাব্যক্তং শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং সর্ব্বভূতাত্মা দিব্যো দেব নারায়ণ ইত্যাদি। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তম ইতি গীতোপনিষদশ্চ ॥ ৯—১১ ॥

তাহা নয়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্বের স্ব স্ব মতানুসারে অনেক নাম আছে। যথা—উপনিষদ্ বেত্তারা তাঁহাকে ব্রহ্ম *, হিরণ্যগর্ব্ভোপাসকেরা পরমাত্মা, আর ভগবদ্ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

* ক্রমসন্দর্ভে। শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম। অন্তর্য্যামিত্বাদিময়মায়াশক্তিপ্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টজ্ঞানং পরমাত্মা। পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং জ্ঞানং ভগবানিতি ॥

অস্যার্থঃ। শক্তিবর্গ লক্ষণ তদ্ধর্ম্মবহির্ভূত কেবল জ্ঞানের নাম ব্রহ্ম। অন্তর্য্যামিত্বাদিময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্ট যে জ্ঞান, তাঁহার নাম পরমাত্মা। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট যে জ্ঞান তাঁহার নাম ভগবান্ ॥

ভাগবতসন্দর্ভে দুর্ঘটঘটত্বং চাচিন্ত্যত্বং শক্তিঃ। সা ত্রিধা। অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্মশুদ্ধজীবস্বরূপেণ। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ চ ইতি চতুর্দ্ধাত্বং ॥

অস্যার্থ। যিনি দুর্ঘটকে ঘটাইতে পারেন এবং অচিন্তনীয়া, তাঁহার নাম শক্তি। এই শক্তি তিন প্রকার, অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। তন্মধ্যে অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির সহিত পূর্ণস্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবরূপে ভগবান্ অবস্থিত হয়েন। তটস্থা শক্তির সহিত রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপে অবস্থিত হয়েন। আর বহিরঙ্গা মায়াখ্যা শক্তির সহিত প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় জড়াত্ম এবং প্রধানরূপে অবস্থিত হয়েন, এই চারি প্রকার ভেদ ॥

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥ ১০ ॥ চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ ১১ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ॥

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২ ॥

ভাগবতামৃতে কারিকে। নিষ্কলাদিস্বরূপং তদ্ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটিষু। বিভূতিভির্বসুধাদিভি-র্ভিন্নং ভেদমুপাগতং। সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ। তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ। দুর্গমসঙ্গমনী। তথৈকাদশে শ্রীভগবতা [illegible] প্রসঙ্গে এবোক্তং। পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্। বিকারঃ পুরুষো [illegible] রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরমিতি টীকা চ ব্রহ্মেত্যেষা ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের শুদ্ধ কিরণসমূহকে উপনিষদে অর্থাৎ বেদে নির্ম্মল ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন করেন ॥ ১০ ॥

মানবগণ চর্ম্মচক্ষে যেমন সূর্য্যদেবকে তেজোমণ্ডল ভিন্ন অন্য বিশেষ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ জ্ঞানমার্গে শ্রীকৃষ্ণের কোন আকার বিশেষ দেখিতে না পাইয়া প্রাকৃত জীবে কেবল তেজোময় ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করে ॥ ১১ ॥

এ বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ৫ অধ্যায়ে
৪০ শ্লোকে যথা ॥

যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশাদি পৃথক্ পৃথক্ ভূত রূপে অবস্থিত আছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম যে প্রভাশালি গোবিন্দের অঙ্গপ্রভা, আমি তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ১২ ॥

অন্যার্থঃ। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥ সে গোবিন্দ ভজি আমি তিঁহো মোর পতি। তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥ ১৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে॥

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥ ১৪॥

আত্মান্তর্যামী যারে যোগশাস্ত্রে কয়। সেহো গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥ অনন্ত স্ফাটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥ ১৫॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ৬। ৩২। সন্ন্যাসিনো হি ব্রহ্মচর্য্যাদিক্লেশৈঃ কথঞ্চিত্তরন্তি বয়ং ত্বনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ। বাতবসনা ইতি ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ঊর্দ্ধরেতসঃ॥ ১৪॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা কহিলেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি বিরাজমান আছেন, সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের অঙ্গকান্তি, আমি ঐ গোবিন্দকে ভজনা করি, তিনি আমার পতি, তাঁহারই অনুগ্রহে আমার সৃষ্টিবিষয়ে শক্তি হইবে॥ ১৩॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে
৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা॥

পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা, বসনহীন, সন্ন্যাসিগণ শান্ত ও অমলচিত্ত হইয়া আমার ব্রহ্মাখ্য ধামে গমন করিয়া থাকেণ॥ ১৪॥

যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে আত্মা অন্তর্যামী করিয়া বলেন, তিনিও গোবিন্দের অংশবিভূতি মাত্র, যেমন একটী মাত্র সূর্য্য বহুতর স্ফাটিকে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশ হইয়া থাকে॥ ১৫॥

[illegible] প্রমাণ শ্রীভগবদ্গীতায়॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥ ১৬॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মবাক্যং ১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে॥
তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।

সুবোধন্যাং। ১০। ৪২। অথবা কিমনেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন সর্ব্বত্র মদ্দৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ অথ বেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং যস্মাদিদং সর্ব্বং জগৎ একাংশেন একদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেব স্থিতঃ ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি। পাদোহস্য বিশ্বাভূতানীতি শ্রুতেঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি। ঈদৃক্ দৃষ্টিধারণায় বিভূতীর্দর্শমেহব্রবীং॥ ১৬॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ৯। ৩৯। সোহয়ং কৃতার্থোহস্মীত্যাহ তমিমমিতি। তমজং সম্যগধিগতঃ প্রাপ্তোহস্মি সম্যক্তমাহ বিধূতভেদমোহঃ। তদর্থং ভেদস্যোপাধিকত্বমাহ আত্মকল্পিতানাং স্বয়ং নির্ম্মিতানাং শরীরভাজাং প্রাণিনাং হৃদি হৃদি প্রতিহৃদয়ং ধিষ্ঠিতং অধিষ্ঠিতং অকারলোপস্ত্বার্ষঃ। নৈকধা অনেকধা অধিষ্ঠানভেদাদনেকধা ভাতমিত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং দৃশং দৃশং প্রতি একমেবার্কং অনেকপ্রতীতমিতি বেতি॥ ভগবৎসন্দর্ভে॥ তমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং বাষ্টান্তর্যামিরূপেণ নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতং। কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যুক্তাংশা তত্তদ্রূপেণ স্থিত-

১০ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে॥

ভগবান্ কহিলেন, অথবা হে অর্জ্জুন! তোমার এত অধিক জ্ঞান হওয়ার প্রয়োজন কি? ইহাই নিশ্চয় জান যে, এই জগৎ আমার এক অংশে অবস্থিতি করিতেছে॥ ১৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে
শ্রীভীষ্মের বাক্য যথা॥

এই ভগবান্ অজ অর্থাৎ ইহাঁর জন্ম নাই অথচ স্বয়ং স্বনির্ম্মিত প্রাণিদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে অনেকধারূপে প্রকাশমান হন্ তাহার ন্যায়, ইনিও অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, যাহা হউক, আমি ইহাঁকে

প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥১৭॥ সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাঞি ॥১৮॥ পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম। ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ১৯ ॥ বেদ ভাগবত উপনিষদ্ আগম। পূর্ণ-তত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম ॥ ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।

মূর্ত্তিশব্দসস্তমপি একমভিন্নমূর্ত্তিমেব সমধিগতোঽস্মি। অয়ং পরমমোহনবিগ্রহ এব ব্যাপকঃ স্বান্তর্ভূতেন নিজাকারবিশেষেণান্তর্যামিতয়া তত্র তত্র স্ফুরতি ইতি বিজ্ঞাতবানস্মি। যতোঽহং বিধূতভেদমোহঃ। অস্যৈব কৃপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহঃ ভগবদ্বিগ্রহস্য ব্যাপকত্বাসম্ভাবনাজনিততন্নানাত্বজ্ঞানলক্ষণো মোহো যস্য তথাভূতোঽহং তেষু ব্যাপকত্বে হেতুঃ। আত্ম-কল্পিতানাং আত্মন্যেবাধিষ্ঠানে প্রাকৃকৃতানাং অত্র দৃষ্টান্তঃ প্রতিদৃশমিতি। প্রাণিনাং নানা-দেশস্থিতানামবলোকনং প্রতি যথৈক এবার্কো বৃক্ষকুড্যাদ্যপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদ-ব্যবধানঃ সম্পূর্ণত্বেন সব্যবধানস্বসংপূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তো যথেকস্যৈব তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্রাংশে। বস্তুতস্তু শ্রীভগবদ্বিগ্রহোঽচিন্ত্যশক্ত্যা তথা ভাসতে। সূর্য্যস্তু দূরস্থবিতীর্ণাত্মতাস্বভাবেনেতি বিশেষ ইত্যাদি ॥ ১৭—২৩ ॥

প্রাপ্ত হইলাম, ইহাঁর দর্শনে আমার মোহ ও ভেদ জ্ঞান নিবারণ হইল ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় যে গোবিন্দের বর্ণন হইয়াছে, সেই সাক্ষাৎ গোবিন্দই এস্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জীব নিস্তার করিতে ইহাঁ ভিন্ন অন্য আর কেহ দয়ালু নাই ॥ ১৮ ॥

যিনি পরব্যোম অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত আছেন, তাঁহার নাম নারায়ণ, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, লক্ষ্মীকান্ত এবং ভগবান্ ॥ ১৯ ॥

বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রে যাঁহাকে পূর্ণ এবং যাঁহার সমান নাই বলিয়া বর্ণন করেন, ভক্তিযোগে ভক্তসকল তাঁহাকেই দেখিতে পান, যেমন দেবগণ সূর্য্যদেবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মূর্ত্তি

সূর্য্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ২০ ॥ জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। অতএব সূর্য্য তাঁরে দিয়েত উপমা ॥ ২১ ॥ সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ। একই বিগ্রহ মাত্র আকার বিভেদ ॥ ২২ ॥ ইহঁত দ্বিভুজ তিঁহ ধরে চারি হাত। ইহঁ বেণুধর তিঁহ চক্রাদিক সাথ ॥২৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৪। ১৪। তর্হি নারায়ণস্য পুত্রঃ সাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ নারায়ণস্ত্বমিতি। নহীতি কাক্বা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি। কুতোহহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি। এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি। নারং জীবসমূহোহয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি। ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ ত্বং নারায়ণো ন হীতি পুনঃ কাকুঃ। অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ। ততশ্চ নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স

সকল দর্শন করেন তদ্রূপ ॥ ২০ ॥

যাঁহারা জ্ঞান ও যোগমার্গে তাঁহাকে ভজন করেন তাঁহারা তাঁহাকে ব্রহ্ম ও আত্মরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। উপাসনাভেদে ঈশ্বরের মহিমা অবগত হওয়া যায়, এজন্য সূর্য্যের সঙ্গে তাঁহার উপমা দেওয়া হইল ॥ ২১ ॥

সেই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের সহিত অভেদ এবং একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার গত কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ ॥ ২২ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন দুই হস্ত, আর নারায়ণ চারি হস্ত, গোবিন্দ বেণুধর আর নারায়ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ॥ ২৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে
১৪ অধ্যায় ১৪ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে অধীশ ! আপনি কি নারায়ণ নহেন। আপনি

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥২৪॥

অস্যার্থঃ ॥

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ। অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন

তথেতি পুনস্ত্বমেবাসাবিতি। কিঞ্চ, ত্বমখিললোকসাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি। অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নন্বেবং নারায়ণপদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং। তন্নাম্না প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ নারায়ণোঽঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদেবা নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ইতি। তথা আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি। নন্বু, মন্মূর্ত্তেরপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথং জলাদ্যাশ্রয়ত্বং অত আহ তচ্চাপি সত্যং নেতি। তোষণী। নন্বু, জলশায়িত্বং তস্য মায়িকং নেত্যাহ তচ্চাপি সত্যং তজ্জলশায়িত্বং তস্য চ সত্যং সত্যলীলত্বাত্তবৈব ন তব মায়েতি অতঃ পূর্ব্বোক্তত্বদুদ্ভবত্বং মম সিদ্ধমেব। নন্বু মায়িকজলান্তঃপাতেন তদপি মমাঙ্গং কিমু জগদিব মায়িকং ন হি নহীত্যাহ তচ্চ তবাঙ্গং সত্যমেব নতু মায়া মায়িকমিত্যর্থঃ ॥ ২৪—৩৪ ॥

নিশ্চয় কহিতে পারি, আপনিই নারায়ণ, যেহেতু আপনি সর্ব্বদেহির আত্মা এরূপ হইয়াও আপনি নারায়ণ নহেন এমত নহে, কারণ নার অর্থাৎ জীবসমূহ আপনার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, অতএব সর্ব্বদেহির আশ্রয়ত্বপ্রযুক্ত আপনিই নারায়ণ। অপর হে দেব! আপনি অখিল লোকের সাক্ষী অর্থাৎ সমুদায় লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন, ইহাতেও নারায়ণ শব্দের বাচ্য, কারণ নার অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি অয়ন অর্থাৎ পরিজ্ঞান করেন তিনিই নারায়ণ, হে ভগবন্! নর হইতে উদ্ভূত যে সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, তথা তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল তন্মাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়াতে যে নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার মূর্ত্তি, ইহা সত্যই আপনার মায়া নহে ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা বৎসবালক হরণ করিয়া অপরাধ করিয়াছিলেন,

প্রসাদ॥ তোমার নাভিপদ্ম হৈতে মোর জন্মোদয়। তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয়॥ পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ। অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ॥ কৃষ্ণ কহে ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ। আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন॥ ব্রহ্মা বলেন তুমি কি না হও নারায়ণ। তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ॥ ২৫॥ প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি যত জীব রূপ। তাহার যে আত্মা তুমি মূলস্বরূপ॥ পৃথ্বী যৈছে ঘট কুলের কারণ আশ্রয়। জীবের নিদান তুমি তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥ ২৬॥ নার শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়। অয়ন শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥ অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ। এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ॥ জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার। তাহা সবা হইতে তোমার ঐশ্বর্য্য

ঐ অপরাধ ক্ষমা নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করত কহিলেন, হেকৃষ্ণ! আপনার নাভিপদ্ম হইতে আমার জন্ম ও প্রকাশ হয়, একারণ আপনি আমার পিতা ও মাতা, আমি আপনার সন্তান, পিতা মাতা বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না, এই হেতু আপনি আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া অনুগ্রহ করুন। কৃষ্ণ যদি এরূপ কহেন, অহে ব্রহ্মন্! নারায়ণ তোমার পিতা, আমি গোপ, কিরূপে তুমি আমার সন্তান হইলে? এই আশঙ্কার নিরাকরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনিই নারায়ণ, ইহার কারণ বলি শ্রবণ করুন॥ ২৫॥

হে প্রভো! এই সংসারে প্রাকৃত ও অপ্রকৃত যে সকল জীব সৃষ্ট হইয়াছে, আপনি সেই সকলের আত্মস্বরূপ, যেমন ঘটসমূহের প্রতি মৃত্তিকা কারণ, তদ্রূপ আপনি জীব সকলের নিদান ও আশ্রয়॥ ২৬॥

নার শব্দের অর্থ সমস্ত জীব, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়, অতএব আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়, একারণ আপনি মূল নারায়ণ। অপর দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষাদি যত অবতার আছেন, তাঁহারাই জীবের

অপার ॥ অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্ব পিতা। তোমার শক্তিতে তারা জগৎ রক্ষিতা ॥ নারের অয়ন যাতে করহ পালন। অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ২৭ ॥ তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ইথে যত জীব তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম। তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম ॥ ২৮ ॥ তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি। তুমি না দেখিলে নহে কার স্থিতি গতি ॥ নারের অয়ন যাতে করহ দর্শন। তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ২৯ ॥ কৃষ্ণ কহে না বুঝিয়ে তোমার বচন। জীবহৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ। সে সব তোমার অংশ এ সত্য বচন ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বর, তাঁহাদের হইতে আপনার ঐশ্বর্য্য অধিক, একারণ আপনি অধীশ্বর এবং সকলের পিতা, আপনার শক্তিতে ঐ সকল পুরুষাদি অবতার জগতের রক্ষক হইয়াছেন, অতএব আপনি যখন নারের অয়নকে অর্থাৎ পুরুষাদি অবতারকে পালন করেন, তখন আপনিই মূল নারায়ণ ॥ ২৭ ॥

অপিচ, হে ভগবন্! তৃতীয় কারণ বলি শ্রবণ করুন, অনেক ব্রহ্মাণ্ডে বহু বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম আছে, তাহাতে যত জীব বাস করে, আপনি তাহাদে ত্রৈকালিক অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কর্ম্ম সকলকে সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবলোকন করেন ॥ ২৮ ॥

আপনার দর্শনে সমস্ত জগতের অবস্থিতি হয়, আপনি না দেখিলে কাহারও স্থিতি এবং গতি হয় না, অতএব আপনি যখন দর্শন করেন, তখন আপনি নারের অয়ন, একারণ আপনি মূল নারায়ণ হয়েন ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার বাক্য বোধগম্য হইতেছে না, যিনি জীবের হৃদয়ে ও জলে বাস করেন, তিনিই নারায়ণ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা এই আশঙ্কার নিরাকরণপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো! আমি

কারণাব্ধি গর্ব্ভোদক ক্ষরোদকশায়ী। মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী॥ ৩২॥ সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব অন্তর্যামী। ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষনামী॥ হিরণ্যগর্ব্ভের আত্মা গর্ব্ভোদকশায়ী। ব্যষ্টিজীব অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥ ৩৩॥ ইহাঁ সবার দর্শনাদ্যে আছে মায়াগন্ধ। তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥

তথাহি স্বামিটীকায়াং ১১স্ক ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকস্য টীকায়াং।

বিরাট্ হিরণ্যগর্ব্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধায়ঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ১৫। ১৬। বিরাট্ হিরণ্যগর্ব্ভশ্চেতি নারায়ণে তুরীয়াখ্যো ভগবচ্ছব্দশব্দিতে। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ইতি। তদ্বতি ভগবচ্ছব্দশব্দিতে॥ ২৯—৩৪॥

সত্য বলিতেছি, জলে ও জীবে যে সকল নারায়ণ বাস করেন, তৎসমুদায়ও আপনার অংশ॥ ৩১॥

যে হেতু কারণাব্ধিশায়ী, গর্ব্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী ইহাঁরা মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন বলিয়া এ সকল মায়ী অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট॥৩২॥

এই তিন জলশায়ী সকলের অন্তর্যামী। ব্রহ্মাণ্ডসমূহের যিনি আত্মা, তাঁহার নাম পুরুষ, হিরণ্যগর্ব্ভ আত্মার নাম গর্ব্ভোদকশায়ী এবং ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামির নাম ক্ষীরোদকশায়ী॥

তাৎপর্য্য। যিনি সমষ্টি অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, তিনি কারণোদকশায়ী, যিনি হিরণ্যগর্ব্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মার অন্তর্যামী তিনি গর্ব্ভোদকশায়ী। আর যিনি বিরাট্‌রূপে ব্যষ্টিজীবের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী তিনি ক্ষীরোদকশায়ী॥ ৩৩॥

এই সকলের মায়ার সহিত দর্শন আছে, বলিয়া ইহাঁদিতে মায়ার গন্ধ আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তুরীয় পদার্থ, তাঁহাতে মায়ার গন্ধ নাই॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১১ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামির বাক্য যথা॥

বিরাট্, হিরণ্যগর্ব্ভ এবং কারণ এই তিনটী ঈশ্বরের অর্থাৎ পুরুষাব-

ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে॥

যদ্যপি এ তিনের মায়া লৈয়া ব্যবহার। তথাপি তৎস্পর্শ নাহি সবে মায়া পার॥ ৩৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে॥

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ইতি॥ ৩৫॥

সেই তিনের তুমি হও পরম আশ্রয়। তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয়॥ ৩৬॥ সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ। তেঁহ তোমার

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ১১। ৩৪। কুত ইত্যপেক্ষায়ামৈশ্বর্য্যলক্ষণমাহ এতদিতি। ঈশস্যেশনমৈশ্বর্য্যং নাম এতদেব কিন্তৎ প্রকৃতিস্থোঽপি তস্যা গুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সদা ন যুজ্যত ইতি যৎ। যথা আত্মস্থৈরানন্দাদিভিরাত্মাশ্রয়াপি বুদ্ধির্ন যুজ্যতে তদ্বৎ। বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তো বা আত্মস্থৈঃ সত্তাপ্রকাশাদিভির্যথা বুদ্ধির্যুজ্যতে ইতি আত্মা তথা যুজ্যতে। এবং বা অসদাত্মা দেহঃ তত্রস্থৈর্গুণৈঃ তদাশ্রয়া বুদ্ধিঃ তদুপাধির্জীবো যুজ্যতে। এবং প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈর্ন যুজ্যতে ইতি যৎ। এতদীশনমীশস্যেতি ভাবঃ॥ ৩৫—৪৪॥

তারের উপাধি, এইতিন উপাধিকে যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ পদার্থ বলে॥

যদিচ এই তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার আছে সত্য, তথাপি এই তিনে মায়ার স্পর্শ নাই, ইহাঁরা সকলে মায়াতীত॥ ৩৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে যথা॥

ঈশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব, বুদ্ধি যেমন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও আত্মার আনন্দাদি গুণে যুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ তিনি মায়াশ্রিত হইয়াও মায়ার সুখদুঃখাদি গুণে লিপ্ত হয়েন না॥ ৩৫॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনের আপনি পরম আশ্রয়, একারণ আপনি মূল নারায়ণ, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৩৬॥

বিলাস তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৭ ॥ তাতে ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ। কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্বনিরূপণ ॥ ৩৮ ॥ এই শ্লোক তত্ত্বলক্ষণ ভাগবতে সার। পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥ ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার। এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৪০ ॥ অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার। তিঁহ চতুর্ভুজ ইহঁ মনুষ্য আকার ॥ এইমত নানা-

অপর বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিন পরব্যোম অর্থাৎ মহা-বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণের অংশ, একারণ আপনাকে অংশী বলা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার অংশ আছে, তাহার নাম অংশী। সে যাহা হউক, ঐ পরব্যোমনাথ নারায়ণ আপনার বিলাসমূর্ত্তি হওয়াতে আপনি মূল নারায়ণ হইলেন ॥ ৩৭ ॥

অতএব ব্রহ্মার বাক্যে যিনি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তিনি শ্রীকৃ-ষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, এই তত্ত্বনিরূপণ করা হইল ॥ ৩৮ ॥

বক্ষ্যমাণ শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে তত্ত্বনিরূপণের সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ (সূত্র) জানিতে হইবে অর্থাৎ যেস্থানে তত্ত্ববিচার উপস্থিত হইবে, সেই স্থানে বক্ষ্যমাণ শ্লোকের অধিকার * হইবে ॥

এই শ্লোকটী পরিভাষা সূত্র § । ৩৯ ॥

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিনই শ্রীকৃষ্ণের বিহাররূপ। মূর্খলোকেরা ইহা না জানিয়া অন্য প্রকার অর্থ করে ॥ ৪০ ॥

মূর্খের অর্থ এই যে, নারায়ণ অবতারী অর্থাৎ অবতারের বীজ, আর কৃষ্ণ অবতার। নারায়ণ চতুর্ভুজ, আর কৃষ্ণ মনুষ্যরূপী। এইরূপ নানা-

* যে উত্তরপ্রকরণকে ব্যাপে তাহাকে অধিকার বলে ॥

§ অনিয়মে নিয়মকারিণী যা সা পরিভাষা ॥

অর্থাৎ যে অনিয়মে নিয়ম বিধান করে, তাহাকে পরিভাষা বলে। যাহার অনেক স্থানে প্রাপ্তি আছে, তাহাকে যে সঙ্কোচ করিয়া আনা তাহার নাম নিয়ম ॥

রূপে করে পূর্ব্বপক্ষ। তাহাকে নির্জ্জিতে ভাগবত পদ্য দক্ষ ॥ ৪১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৪২ ॥

শুন ভাই এই শ্লোকের করহ বিচার। এক মুখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রকার ॥ অদ্বয় * জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ ॥ ৪৩ ॥ এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন। আর এক

প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ করে, কিন্তু ঐ মূর্খকে পরাজয় করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তীতি" এই পদ্য সুদক্ষ ॥ ৪১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

কেহ কেহ তত্ত্ব জিজ্ঞাসাকেই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নয়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্বের স্ব স্ব মতানুসারে অনেক নাম আছে। যথা বেদজ্ঞেরা তাঁহাকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ব্ভোপাসকেরা পরমাত্মা, আর ভগবদ্ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

গ্রন্থকর্ত্তা কহিলেন, অহে ভাই! এই শ্লোকের অর্থ বিচার করিতেছি শ্রবণ কর। একটী মুখ্যতত্ত্ব, ঐ মুখ্যতত্ত্বের প্রকার তিন। যে অদ্বয় অর্থাৎ বস্ত্বন্তর রহিত স্বয়ং সিদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ হইয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণের রূপ হইতে পারেন না ॥ ৪৩ ॥

* তাদৃশাতাদৃশস্বয়ংসিদ্ধবস্তন্তররহিতত্বং অদ্বয়ত্বং ॥ স্বশক্ত্যেক সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসা মসিদ্ধত্বাচ্চ ॥

অস্যার্থঃ। তাদৃশ অতাদৃশ স্বয়ংসিদ্ধ বস্ত্বন্তরশূন্য জ্ঞান পদার্থকে অদ্বয় বলে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, ও তেজপ্রভৃতি শক্তি, এই নিজ শক্তিই একমাত্র তাহার সহায়, অথচ সেই পরমাশ্রয় ভগবান্ ব্যতীত শক্তিবর্গেরও সিদ্ধি হইতে পারে না ॥

শুন ভাগবতের বচন ॥ ৪৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্ব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ তবে সূতগোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৪৬ ॥ অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। কৃষ্ণ স্বয়ং

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ৩। ২৮। তত্র বিশেষমাহ এতে চেতি পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কেচিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতয়শ্চ। তত্র মৎস্যাদীনাং অবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণং। কুমারনারদাদিষ্বাধিকারিকেষু যথোপযোগমংশকলাবেশঃ। পৃথ্বাদিষু শক্ত্যাবেশঃ। কৃষ্ণস্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিত্বাৎ। সর্ব্বেষাং প্রয়োজনমাহ ইন্দ্রারয়ো দৈত্যাঃ তৈর্ব্যাকুলং উপদ্রুতং লোকং মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি। ইতি ॥ কৃষ্ণসন্দর্ভে। এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চশব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্য অংশকলাঃ। কেচিদংশাঃ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন চ দ্বিবিধাঃ কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ। কেচিত্তু কলা বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন

অহে পূর্ব্বপক্ষকারিন্! তুমি এই শ্লোকের অর্থে নির্ব্বচন হইলে, আর একটী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক বলি শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ। পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলিলাম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বিভূতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বশক্তিত্ব হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ ॥ ৪৫ ॥

সূতগোস্বামী সামান্যাকারে যে সকল অবতারের লক্ষণ করিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণেরও গণনা করা হইল, একারণ তিনি মনে অতিশয় ভীত হইয়া যাঁহার যে লক্ষণ, তিনি তাহা নিশ্চয় করিয়া কহিলেন ॥৪৬॥

ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস ॥৪৭॥ পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত আখ্যান। পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ তিঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার। এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার ॥ ৪৮ ॥ তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান *। শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৪৯ ॥

কথিতঃ। স কৃষ্ণস্তু ভগবানেষ এব পুরুষস্যাপ্যবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ। কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতং। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিধ্যতি। নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং। এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্ নতু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া নতুবা ভগবত্ত্বাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। ন চাবতারপ্রকরণেঽপি পঠিত ইতি সংশয়ঃ। পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ ॥ ৪৫—৫৯ ॥

যে সকল অবতার বর্ণিত হইল, ইহাঁরা কেহ কেহ পুরুষের কলা এবং কেহ কেহ অংশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, ইনি সকল অবতারের শিরোমণি ॥ ৪৭ ॥

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া পূর্ব্বপক্ষকারী অর্থাৎ বাদী কহিল, অহে গ্রন্থকার! তুমি এ কিরূপ ব্যাখ্যা করিলে, যিনি মহাবৈকুণ্ঠে স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ, তিনিই আসিয়া কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যখন শ্লোকের এই অর্থ দেখিতেছি, তখন তোমার বিচার কি ? ॥ ৪৮ ॥

গ্রন্থকর্ত্তা এই ব্যাখ্যা শুনিয়া পূর্ব্বপক্ষকারিকে কহিলেন, অহে বিপক্ষ! তুমি কেন কুতর্কের অনুমান করিতেছ, শাস্ত্রের বিরুদ্ধার্থ কখন প্রমাণ হইতে পারে না ॥ ৪৯ ॥

* নৈষা তর্কেণ মতিরপনীয়া ইত্যাদি।

ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ ॥

অস্যার্থঃ। তর্কদ্বারা মতিকে নষ্ট করিতে নাই, ব্যাপ্যের আরোপদ্বারা ব্যাপকের যে আরোপ, তাহার নাম তর্ক ॥

তথাহি শাস্ত্রং (অর্থাৎ কাব্যপ্রকাশালঙ্কারে)॥

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।

ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৫০॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়। আগে অনুবাদ কহি পাছে ত বিধেয়॥ ৫১॥ বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে যেই হয়ে জ্ঞাত॥ ৫২॥ যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র অনুবাদ ইহঁা বিধেয় পাণ্ডিত্য॥ বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য

অনুবাদমনুক্ত্বৈবেতি। অনুবাদঃ জ্ঞাতবস্তু বিধেয়ং অজ্ঞাতবস্তু ইত্যর্থঃ॥ ৫০—৬০॥

এই বিষয়ের প্রমাণ কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কারশাস্ত্রে যথা॥

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় উল্লেখ করিবে না, কারণ যিনি অগ্রে অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় উল্লেখ করেন, তাঁহার সেই বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহা কুত্রাপি প্রতিষ্ঠিত হয় না॥ ৫০॥

তাৎপর্য্য। অগ্রে অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিতে নাই, অগ্রে অনুবাদ বলিয়া পশ্চাৎ বিধেয় নির্দ্দেশ করিতে হয়॥ ৫১॥

বিধেয় ও অনুবাদের লক্ষণ এই যে, যে বস্তু অজ্ঞাত অর্থাৎ যাহাকে জানি না, তাহার নাম বিধেয়। আর যে বস্তু জ্ঞাত অর্থাৎ যাহা জানা আছে, তাহার নাম অনুবাদ॥ ৫২॥

যেমন এই বিপ্র পরমপণ্ডিত এই বলাতে, এ স্থানে বিপ্র অনুবাদ আর পাণ্ডিত্য বিধেয়। কেন না যেমন কোন ব্রাহ্মণ পথে যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আর এক জন অন্য জনকে কহে, অহে ভাই! এই যে ব্রাহ্মণ যাইতেছেন, ইনি পণ্ডিত, ঐ ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ও ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রাদি তিলক দর্শনে ব্রাহ্মণ জ্ঞান হইল, কিন্তু তাঁহার যে পাণ্ডিত্য আছে, তাহা বাহ্যে প্রকাশ নাই, সুতরাং ঐ পাণ্ডিত্য এস্থলে বিধেয়

অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥ ৫৩ ॥ তৈছে ইহঁ৷ অবতার সব হৈল জ্ঞাত। কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৫৪ ॥ এতে শব্দে অবতার আগে অনুবাদ। পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সম্বাদ ॥৫৫॥ তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত। তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৫৬ ॥ অতএব কৃষ্ণশব্দ আগে অনুবাদ। স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সম্বাদ ॥ ৫৭ ॥ কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য। স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ ৫৮ ॥ কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।

হইল, অতএব বিপ্রশব্দ অগ্রে বলিয়া পশ্চাৎ পাণ্ডিত্য শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ৫৩ ॥

তদ্রূপ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ" এই শ্লোকে 'এতে' শব্দ প্রয়োগ করাতে পূর্ব্বে যত যত অবতারের নাম উল্লেখ করিয়াছি, সেই সকল অবতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোক সকলে জানা হইয়াছে, কিন্তু "স এব প্রথমং দেব" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাঁরা সকল কাহার অবতার, ইহা জানা যায় নাই ॥ ৫৪ ॥

অতএব "এতে শব্দ" ইহা অগ্রে অবতার সকলের অনুবাদ হইল। "অংশকলাঃ পুংসঃ" পশ্চাৎ এই প্রয়োগ হেতু ইহার এই অর্থ বুঝাইল, সকল অবতার পুরুষের অংশ ও কলা, ইহাই এস্থলে বিধেয় ॥ ৫৫ ॥

এইরূপ কৃষ্ণ অবতার সকলের মধ্যে গণিত হওয়ায় কৃষ্ণ জ্ঞাত হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণ কে? তাঁহার এই বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত ॥ ৫৬ ॥

অতএব কৃষ্ণশব্দে অগ্রে প্রয়োগ হওয়ায় কৃষ্ণশব্দ অনুবাদ হইল, 'ভগবান্ স্বয়ং' ইহা পশ্চাৎ বলায় কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব বিধেয় হইল ॥৫৭

অপিচ, এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব সাধ্য, আর স্বয়ং ভগবান্ এই পদের কৃষ্ণত্ব ইহাই বাধ্য হইল ॥ ৫৮ ॥

তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥ নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্। তিঁহোই শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিতা ব্যাখ্যান॥ ৫৯॥ ভ্রম * প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। আর্ষ বিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ ৬০॥ বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ। তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ § দোষ॥৬১॥ যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের

অপর কৃষ্ণ যদি অংশ এবং নারায়ণ যদি অংশী হয়েন, তাহা হইলে সূতের বাক্য বিপরীত হইত অর্থাৎ যে অংশী নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনিই কৃষ্ণ, সূতগোস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন॥ ৫৯॥

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব অর্থাৎ অন্য বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া যে জ্ঞান, তাহার নাম ভ্রম, অনবধানতার নাম প্রমাদ, চিত্তের অন্যত্র বিক্ষেপের নাম বিপ্রলিপ্সা এবং ইন্দ্রিয়সকলের অপটুতার নাম ইন্দ্রিয়াপাটব, এই চারিটী দোষ ঋষি ও বিজ্ঞলোকের বাক্যে হয় না॥৬০

অহে পূর্ব্বপক্ষকারিন্! বলিলে ক্রোধ করিতেছ, কিন্তু তোমার বাক্য বিরুদ্ধার্থ হইতেছে, তোমার বাক্যে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ উপস্থিত হইল॥

তাৎপর্য্য। যেস্থানে বিধেয়াংশ প্রাধান্যরূপে নির্দ্দেশ হয়, তাহার নাম অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ অর্থাৎ অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিলে উক্ত দোষ হয়॥ ৬১॥

যাহার ভগবত্ত্ব হইতে অন্যের ভগবত্ত্ব হয়, তাহাতেই স্বয়ং ভগবানের

* অন্যস্মিন্ অন্যাভাসঃ ভ্রমঃ। অনবধানতা প্রমাদঃ। চিত্তস্যান্যত্র বিক্ষেপঃ বিপ্রলিপ্সা। ইন্দ্রিয়াপটুতা করণাপাটবঃ॥

অস্যার্থঃ। এক বস্তুর প্রতি যে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান, তাহার নাম ভ্রম। অনবধানতা অর্থাৎ মনোযোগশূন্যত্বকে প্রমাদ বলে। চিত্তের অন্যত্র বিক্ষেপের নাম বিপ্রলিপ্সা। ইন্দ্রিয়ের অপটুতার নাম করণাপাটব॥

§ অবিমৃষ্টো প্রাধান্যেনোদ্দিষ্টো বিধেয়াংশো যত্র॥

তাহাতেই সত্তা ॥ ৬২ ॥ দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন। মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ। আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥ ৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২। ১০। ১। দশলক্ষণং পুরাণং প্রাহেত্যুক্তং তানি দশলক্ষণানি দর্শয়তি অত্রেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ সর্গাদয়োঽত্র দশার্থা লক্ষ্যন্তে ॥১॥৬৪॥ নম্বেবমর্থভেদাচ্ছাস্ত্রভেদঃ স্যাত্তত্রাহ দশমস্যাশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং একস্যৈব প্রাধান্যাম্নায়ং দোষ ইত্যর্থঃ। নম্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ

সত্তা জানিতে হইবে ॥ ৬২ ॥

যেমন এক দীপ হইতে বহু দীপ প্রজ্বলিত হইলে, একটী মূলদীপকেই গণনা করিতে হয়। তদ্রূপ যত যত ভগবান্ আছেন, সকল ভগবানের এক শ্রীকৃষ্ণই কারণ। যাহা হউক, তাহাতেই তোমার কুব্যাখ্যা খণ্ডন হইবে ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! এই ভাগবতে দশটী অর্থ আছে, যথা—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়, এই দশটী অর্থ লক্ষিত হয় ॥ ৬৪ ॥

এই দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থই লক্ষ্য, তিনি আশ্রিত-

অস্যার্থঃ। যেস্থানে প্রাধান্যরূপে বিধেয়াংশ বর্ণিত হয় নাই, তাহার নাম অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ॥

বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ ৬৫॥

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ। এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥ ৬৬॥ কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম। কৃষ্ণের বিগ্রহে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥ ৬৭॥

তথাহি ১০ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ১ শ্লোকস্য টীকায়াং

শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ॥

শ্রুতেন শ্রুত্যৈব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাদ্বর্ণয়ন্তি অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেষু॥ ৬৫॥

মূলং। ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ। ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ॥ ২॥ ১০॥ ৩॥

স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ। মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম উতয়ঃ কর্ম্মবাসনা॥ ৪॥

অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাং। পুংসামীশকথা প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতা॥ ৫

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ। মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥ ৬

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতশ্চাধ্যবসীয়তে। স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥ ৭॥

যদিও এই দশটী অর্থ পরস্পর ভিন্ন তথাচ ইহাতে শাস্ত্র ভিন্ন জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ দশমপদার্থ যে আশ্রয়, তাহার তত্ত্বজ্ঞানার্থ মহাত্মগণ কোথাও শ্রুতিদ্বারা কোথাও সাক্ষাৎ কোথাও তাৎপর্য্যদ্বারা অন্য নয়টীর বর্ণন করেন॥ ৬৫॥

আশ্রয় পদার্থ জানিবার জন্য সর্গ, বিসর্গাদি এই নয়টী পদার্থের বর্ণন করিতে হইল, এই নয়ের উৎপত্তির যিনি কারণ, তাঁহারই নাম আশ্রয় পদার্থ॥ ৬৬॥

একা শ্রীকৃষ্ণ সকলের আশ্রয় এবং সকলের নিবাস স্থান, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে সমস্ত বিশ্বের বিশ্রামস্থান জানিতে হইবে॥ ৬৭॥

১০ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ের ১ শ্লোকের ব্যাখ্যায়

শ্রীধরস্বামির বাক্য যথা॥

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥৬৯॥ কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়্‌বিধ বিলাস। প্রাভব * বৈভবরূপে

স্বামিটীকা। সর্গাদীনাং প্রত্যেকলক্ষণমাহ ভূতানি আকাশাদীনি মাত্রাণি শব্দাদীনিচ ইন্দ্রিয়াণি ধীশব্দেন মহদহঙ্কারৌ গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্তৃভূর্তাদীনাং বিরাড়্‌রূপেণ স্বরূপতশ্চ জন্ম সর্গঃ। পুরুষো বৈরাজঃ তৎকৃতঃ পৌরুষশ্চরাচরসর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেনোৎকর্ষস্থিতিঃ স্থানং। স্বভক্তেষু তস্যানুগ্রহঃ পোষণং। তদনুগৃহীতানাং সতাং মন্বন্তরাধিপতীনাং ধর্ম্মকর্ম্মণাং বাসনাঃ উতয়ঃ। স্থিতাবেব হরেরবতারানুচরিতং অস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ সংকথাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ। অস্যাত্মনো জীবস্য হরের্যোগনিদ্রামনু পশ্চাচ্ছক্তিভিঃ সোপাধিভিঃ সহ শয়নং লয়ো নিরোধঃ। অন্যথা রূপং অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি হিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্ম তয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ। আভাসঃ সৃষ্টিঃ নিরোধো লয়শ্চ যতো ভবতি। অধ্যবসীয়তে প্রকাশতে চ স ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়ঃ কথ্যতে ॥ ৩—৭ ॥

দশমে দশমমিত্যাদি ॥ ৬৮—৭৮ ॥

গণের আশ্রয় বিগ্রহরূপী, পরমধাম এবং জগতের নিবাস স্থলস্বরূপ ॥ ৬৮ ॥

যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং শক্তিত্রয়ের জ্ঞান হয়, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণেতে আর অজ্ঞান থাকে না অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ৬৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ছয় প্রকার বিলাসকে শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপ কহে। যথা—

---

* লঘুভাগবতামৃতের যুগাবতারপ্রকরণের ১০ অঙ্ক হইতে ২৪ অঙ্ক পর্য্যন্ত।

অথ প্রাভববৈভবাঃ ॥

হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য ঊনকাঃ।
শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তে তত্তদাখ্যকাঃ॥ ১॥
প্রাভবশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
একে নাতিচিরব্যক্তা নাতিবিস্তৃতকীর্ত্তয়ঃ॥ ২॥
তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চঃ যুগানুগাঃ॥ ৩॥
অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্মুনিচেষ্টিতাঃ।
ধন্বন্তরি ঋষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে॥ ৪॥
অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্ম্মো ঝষাধিপঃ।
নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহহয়াননৌ।
পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতাঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। যাঁহাদের হরিতুল্য সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিৎ ঊণ, শক্তির তারতম্যবশতঃ ক্রমে প্রাভব ও বৈভব বলিয়া সংজ্ঞা হয়॥ ১॥

শাস্ত্রদৃষ্টে প্রাভব দুই প্রকার দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রথম প্রভাব চিরকালস্থায়ী হয়েন না ও দ্বিতীয় প্রাভবের কীর্ত্তি অতিশয় বিস্তার নহে, তন্মধ্যে প্রথম প্রাভব যুগানুগত॥ ২॥

মোহিনী, হংস ও শুক্লপ্রভৃতি অচিরস্থায়ী অর্থাৎ ইহাঁরা কার্য্যমাত্রেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কার্য্যাবসানে পুনরায় অন্তর্দ্ধান হয়েন॥ ৩॥

দ্বিতীয় প্রাভব প্রায় শাস্ত্রকর্ত্তা মুনিসদৃশ হইয়া থাকেন। যথা—ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাসদেব ও কপিল॥ ৪॥

অনন্তর বৈভবাবস্থ অবতার সকল কীর্ত্তন করি। যথা—কূর্ম্ম ১। মৎস্য ২। নরসখ নারায়ণ ৩। বরাহ ৪। হয়গ্রীব ৫। পৃশ্নিগর্ভ ৬। প্রলম্বঘ্ন বলদেব ৭। তথা যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ অর্থাৎ যজ্ঞ ১। বিভু ২। সত্যসেন ৩। হরি ৪। বৈকুণ্ঠ ৫। অজিত ৬। বামন ৭। সার্ব্বভৌম ৮। ঋষভ ৯। বিষ্বক্সেন ১০। ধর্ম্মসেতু ১১। সুধামা ১২। যোগেশ্বর ১৩। এবং বৃহদ্ভানু ১৪। এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাবতার, এই সকলে মিলিত একবিংশতিকে বৈভবাবস্থ অবতার বলে॥ ৫॥

অথ স্বাংশঃ॥

লঘুভাগবতামৃতের প্রথমপ্রকরণের ১৯। ২০ অঙ্কে॥

তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ॥ ১॥

অস্যার্থঃ। অভেদস্বরূপ হইয়া যিনি অল্পশক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে॥ ১॥

সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু ॥ ২ ॥

অথ আবেশঃ ॥

লঘুভাগবতামৃতের প্রথম প্রকরণে ২১। ২২ অঙ্কে ॥

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।

ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ১ ॥

বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ।

অক্রূরদৃষ্ট্যান্তে চামী দশমে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২ ॥

যথা—পরব্যোম ও মহাতলাদি ধামে সঙ্কর্ষণ ও মৎস্যাদি স্বাংশ ॥ ২ ॥

অথ আবেশ ॥

অস্যার্থঃ। যে সকল জীবে জ্ঞানশক্ত্যাদি কলা দ্বারা জনার্দ্দন প্রবিষ্ট হয়েন, সেই সমুদায় মহত্তম জীবদিগকে আবেশ বলা যায় ॥ ১ ॥

যথা—বৈকুণ্ঠে অনন্ত, এই অনন্ত দুই প্রকার হয়েন, এক ভূমণ্ডলধারিত্ব, দ্বিতীয় বিষ্ণুর শয্যারূপত্ব, এই দুই যে জনার্দ্দনের শক্ত্যাবেশ, সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়ে জ্ঞানাবেশ। তথা আদি-শব্দ প্রয়োগহেতু পরশুরাম ও পৃথুরাজ প্রভৃতিতে ঐ প্রকার শক্ত্যাবেশ জানিতে হইবে। দশমস্কন্ধে বর্ণন আছে, অক্রূর যমুনাজলমধ্যে ঐ সকল শক্তি দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৭০ ॥ অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার। বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার ॥ কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী। ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি ॥ ৭১ ॥ এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ। অনন্ত রূপে এক রূপ নাহি কিছু ভেদ ॥ ৭২ ॥ চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম। তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৭৩ ॥ মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ। তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৭৪ ॥ জীব-শক্তি তটস্থাখ্যা নাহি তার অন্ত। মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥ ৭৫ ॥ এই ত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি। সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥ ৭৬ ॥ যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়। সেই

প্রাভব, বৈভব এই দুইটী শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। অংশ আর শক্ত্যাবেশ রূপে অবতার দুই প্রকার। বাল্য ও পৌগণ্ড এই দুই প্রকার ধর্ম্ম ॥ ৭০

শ্রীকৃষ্ণ কিশোরমূর্ত্তি (একাদশ বর্ষ অবধি পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়-সকে কিশোর কহে) এবং স্বয়ং অবতারী অবতার সকলের বীজ, তিনি বিশ্ব মধ্যে প্রাভবাদি ছয় রূপে ক্রীড়া করেন ॥ ৭১ ॥

উল্লিখিত ছয় রূপে অনন্ত প্রকার ভেদ হয়, অতএব অনন্ত রূপই এক রূপ, ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ৭২ ॥

ঈশ্বরের চিচ্ছক্তিই স্বরূপশক্তি, ইহাঁকে অন্তরঙ্গা শক্তি বলে, এই শক্তির অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম বৈভব ॥ ৭৩ ॥

যিনি এই মায়াশক্তি বহিরঙ্গা শক্তি অথচ জগতের কারণ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই মায়াশক্তিরই বৈভব অর্থাৎ মায়াশক্তি হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় ॥ ৭৪ ॥

তৃতীয় তটস্থাখ্যা জীবশক্তি, এই জীবশক্তির অন্ত নাই। যাহা হউক ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি, এই তিন শক্তিই মুখ্য এবং ইহাঁদের ভেদও অনন্ত ॥ ৭৫ ॥

যে সকল প্রাভবাদিস্বরূপ বর্ণন করিলাম, আর এই তিন শক্তি,

পুরুষাদি সবের কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ৭৭ ॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ ৭৮ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

দিক্‌প্রদর্শিন্যাং। ঈশ্বরঃ পরম ইতি। কৃষির্ভূ ইতি। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি যস্মাদেব তাদৃক্ কৃষ্ণশব্দবাচ্যঃ তস্মাদীশ্বরঃ সর্ব্ববশয়িতা। তদিদমুপলক্ষিতং বৃহদ্গৌতমীয়ে। শ্রীকৃষ্ণস্যৈবার্থান্তরেণ। অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং। কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে। ইতি। কলয়তি নিয়ময়তি সর্ব্বমিতি কালশব্দার্থঃ। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বরস্তস্মাৎ পরমঃ পরা সর্ব্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীঃ শক্তয়ো যস্মিন্। তদুক্তং শ্রীভাগবতে। রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুত ইতি নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতে ইত্যাদি তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি চ। তথৈবাগ্রে। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি। তাপন্যাঞ্চ। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতমিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ পরমস্তস্মাদাদিশ্চ। তদুক্তং শ্রীদশমে। শ্রুত্বা জিতং জরাসন্ধমিতি। টীকা চ স্বামিপাদানাং। আদৌ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা একাদশে তু। পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ইতি। ন চৈতদাদিত্বং তস্যাভাবাপেক্ষং কিন্ত্বনাদির্ন বিদ্যতে আদির্যস্য তাদৃশং। তাপন্যাঞ্চ। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্ত্বা নিত্যোঽনিত্যানামিতি। যস্মাদেব তাদৃশতয়া আদিস্তস্মাৎ সর্ব্বকারণকারণং মহৎস্রষ্টা পুরুষস্যাপি কারণং। তথাচ শ্রীদশমে। যস্যাংশাংশাংশভাগেনেতি। টীকা চ। যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্যাংশো মায়া

এ সমুদায়ের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণে এইসকলের অবস্থিতি ॥ ৭৬ ॥

যদিচ ব্রহ্মাণ্ড সকলের পুরুষাবতার আশ্রয় সত্য তথাপি ঐ পুরুষসকলের আবার শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়, একারণ শ্রীকৃষ্ণই মূল আশ্রয় ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, সমস্ত শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৭৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ৫ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং অনাদি, কিন্তু সকলের আদি এবং গোবিন্দ তথা সকলের কারণ যে মায়া, তাহারও তিনি

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণমিতি ॥ ৭৯ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল মতে। তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥ ৮০ ॥ সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনে চৈতন্য রূপে কৈল অবতার ॥ ৮১ ॥ অতএব চৈতন্যগোসাঞি পরতত্ত্ব সীমা। তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা ॥ ৮২ ॥ সেহ ত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী। সকল সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী ॥ ৮৩ ॥

তস্যাংশো গুণাঃ তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি। সচ্চিদানন্দলক্ষণো যো বিগ্রহস্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। তাপনীহয়শীর্ষয়োরপি সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণ ইতি। ব্রহ্মাণ্ডে। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি। তদেবমস্য তথালক্ষণশ্রীকৃষ্ণরূপত্বে সিদ্ধে চোভয়লীলাভির্নির্ব্বিষ্টত্বেন কচিৎ বৃষ্ণীন্দ্রত্বং কচিদ্গোবিন্দত্বঞ্চ দৃশ্যতে। যথা দ্বাদশে শ্রীসূতঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোপবনিতা ব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রব শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ইতি। চিন্তামণিরিত্যাদি। গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি। দশমে গোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভীবাক্যং। ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে ইতি। অস্তু তাবৎ পরমগোলোকাবতীর্ণানাং তাসাং গবেন্দ্রত্বমিতি। তাপনীষু চ ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধনং প্রকাশিতং। গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি ॥ ৭৯ — ৯০ ॥

কারণ ॥ ৭৯ ॥

অহে পূর্ব্বপক্ষকারিন্! তুমি ভালরূপে এ সকল সিদ্ধান্ত অবগত আছে, তথাপি আমাকে উদ্বেজিত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বপক্ষ করিতেছ! ॥ ৮০ ॥

যাহা হউক, উক্ত প্রকার ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ অবতারী অর্থাৎ সকল অবতারের বীজ, তিনিই চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৮১ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পরম তত্ত্বের অবধি, তাঁহাকে ক্ষীরোদকশায়ী কহিলে তাঁহার মহিমার কি আর আধিক্য হইবে? ॥ ॥

যদি কোন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া বর্ণন করেন,

অবতারিদেহে সব অবতারের স্থিতি। কেহ কোনরূপে কহে যার যেন মতি ॥ ৮৪ ॥ কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ। কেহ কহে ক্ষীরোদশায়ী কেহ ত বামন ॥ কেহ কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি। সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী ॥ ৮৫ ॥ সর্ব্ব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন। এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন ॥ ৮৬ ॥ সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥ ৮৭ ॥ চৈতন্য-

---

তাহা মিথ্যা নহে কারণ যিনি অবতারী হয়েন, তাঁহাতে সকলই সম্ভব হয় ॥ ৮৩ ॥

অপর অবতারির দেহে যখন সকল অবতারের স্থিতি আছে, তখন যাহার যেরূপ বুদ্ধি, সে সেইরূপ বর্ণন করে ॥ ৮৪ ॥

কেহ কৃষ্ণকে নরনারায়ণ, কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বামন এবং কেহ কেহ পরব্যোমনাথ নারায়ণ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু যে যাহা বলুক, অবতারিতে * সকলই সম্ভব হয় ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বশ্রোতাগণ! আপনাদের চরণে নমস্কার করি, আপনারা এক-চিত্তে এ সমুদায় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন ॥ ৮৬ ॥

সিদ্ধান্ত বলিয়া কেহ চিত্তে আলস্য করিবেন না, সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে চিত্তসংলগ্ন হয় ॥ ৮৭ ॥

---

* অবতারী। মহাকৌর্ম্মে।
দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।
অংশাস্তত্রাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথনৃসিংহক্রোড়বামনাঃ।
নারায়ণো নরসখঃ হয়শীর্ষোঽজিতাদয়ঃ।
এভির্যুক্ত সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ। ইত্যাদিনা চ ॥

অস্যার্থঃ। ঈশ্বরে দেহদেহি ভেদমাত্র নাই। পুরুষ প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ অংশ ও অবতার। তথা শ্রীজানকীনাথ, নৃসিংহ, বরাহ, নারায়ণ, নরসখ, হয়গ্রীব ও অজিত, এই সকলের সহিত পরম পুরুষ মিলিত হইয়া নিত্য অবস্থিত হয়েন ॥

মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে। চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে ॥৮৮॥ চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে। কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮৯ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

এ সকল সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা জানিতে পারা যায়, মহিমা জ্ঞান হইলে তাঁহাতে চিত্ত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয় ॥ ৮৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা বলিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিস্তাররূপে বর্ণন করিলাম। যিনি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এই তত্ত্বনিরূপণ করা হইল ॥ ৮৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ রঘুনাথগোস্বামির পাদপদ্মে আশা করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত বর্ণন করিলেন ॥ ৯০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-রত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভক্তসুখদায়িনী টীপ্পনীতে বস্তুনির্দ্দেশ ও মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

——০ঃ*ঃ০——

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ তৃতীয় শ্লোকের এই কৈল বিবরণ। চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২ ॥

বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ২ শ্লোকে ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুমিত্যাদি ॥ ১—১৫ ॥

যাঁহার পাদপদ্মাশ্রয় প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তির শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে সিদ্ধান্ত স্বরূপ উৎকৃষ্ট মণিসকল সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতচন্দ্র এবং গৌরভক্তবৃন্দ ইহাঁদের জয় হউক। ভক্তগণ! এই তৃতীয় শ্লোকের অর্থ বিবরণ করিলাম, এক্ষণে চতুর্থ শ্লোকের অর্থ বলি শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ১ অঙ্কে ২ শ্লোকে ॥

কোন অবতার কর্ত্তৃক যাহা যখন অর্পিত হয় নাই, এমত উন্নত অর্থাৎ মুখ্য উজ্জ্বল রসবিশিষ্ট স্বীয় ভজনসম্পত্তিরূপ ভক্তিদানার্থ করুণা বশতঃ যিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার স্বর্ণ অপেক্ষাও দ্যুতিসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই শচীনন্দনদেব হরি তোমাদের হৃদয়-

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহ একবার। অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার ॥ ৫ ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ জানি। সেই চারি যুগে এক দিব্য যুগ মানি ॥ ৬ ॥ একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দমন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর। সাতাইস চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর ॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৭ ॥ দাস্য সখ্য বাৎসল্য

রূপ পর্ব্বতগুহায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দরে প্রকাশিত হইয়া তত্রস্থ হস্তিকুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ শচীনন্দনরূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়কন্দরে উদিত হইয়া তোমাদের হৃদ্রোগরূপ হস্তিবৃন্দকে বিনষ্ট করুন ॥ ৩ ॥

যিনি ব্রজেন্দ্রকুমার পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি গোলোক এবং ব্রজস্থ জনগণ সহ নিত্য বিহার করিতেছেন ॥ ৪ ॥

ঐ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এক দিনে একবার অবতীর্ণ হইয়া প্রকটরূপে বিহার করেন ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মার এক দিন কাহাকে বলে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে এক দিব্য অর্থাৎ দেবসম্বন্ধীয় এক যুগ হয়। এইরূপ একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর, ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে চৌদ্দ মন্বন্তরকাল গত হয় ॥ ৬ ॥

এক্ষণে বৈবস্বত নামে মন্বন্তর, ইহার সাতাইস চতুর্যুগ গত হইলে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ব্রজস্থ পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন ॥ ৭ ॥

শৃঙ্গার চারি রস। চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥ দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লৈয়া। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥ চির-কাল নাহি করি প্রেম ভক্তিদান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ ১০॥ সকল জগৎ মোরে করে বিধি ভক্তি। বিধি ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ ১১॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥ ১২॥ সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥ ১৩॥ যুগ-

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই চারি রস, এই চারি রসে যে সকল ভক্ত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই বশীভূত হয়েন॥ ৮॥

দাস, সখা, পিতা, মাতা ও কান্তাগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করেন,॥ ৯॥

অনন্তর বৃন্দাবনে যথেচ্ছ বিহারপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করত মনোমধ্যে বিচার করিলেন, আমি চিরকাল প্রেমভক্তি দান করি নাই, প্রেমভক্তি ব্যতিরেকে জগৎ সুস্থির হইতে পারে না॥ ১০॥

সমস্ত জগতের লোক আমার বিধিভক্তি যাজন করে, কিন্তু বিধি-ভক্তিদ্বারা কোন ব্যক্তিই ব্রজভাব লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। সমুদায় জগৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে মিশ্রিত হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা প্রেম শিথিল হয়, সুতরাং তাহাতে আমার প্রীতির সম্ভাবনা নাই॥ ১১॥

যাহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করে, তাহারা চতুর্ব্বিধ মুক্তি পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে॥ ১২॥

সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) সারূপ্য (সমানরূপত্ব) সামীপ্য (নিকটে থাকা) সালোক্য (সমান লোকে বাস) এই চারি প্রকার মুক্তি।

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥ ১৪ ॥
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে ॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥ ১৫ ॥

তথাহি গীতায়াং ৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।

সুবোধন্যাং। ৪। ৮। কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ পরিত্রাণায়েত্যাদি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং পরিত্রাণায় রক্ষণায় দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতঃ তেষাং বিনাশায় বধায় চ এবঞ্চ ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থং সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং। যথাহুঃ। লালনে তাড়নে

বৈধীভক্তিদ্বারা এই চতুর্বিধা মুক্তিলাভ হয়। আর সাযুজ্য অর্থাৎ নির্ব্বাণ যাহাতে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য লাভ হয়, ভক্তগণ তাহা প্রার্থনা করেন না ॥ ১৩ ॥

সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে কলিযুগের ধর্ম্ম হরিনামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি প্রকার ভক্তি দিয়া জগৎকে নৃত্য করাইব ॥ ১৪ ॥

এবং ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া লোক সকলকে শিক্ষা দিব, আপনি ধর্ম্ম আচরণ না করিলে লোক সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যায় না, এই সিদ্ধান্ত শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্কর্ম্মিদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপন প্রয়োজন বশতঃ আমি যুগে যুগে

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ১৬ ॥

ভগবদ্গীতায়াং ৩ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।

সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥

তত্রৈব ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে! ইতি চ ॥ ১৮ ॥

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ ১৯ ॥

মাতুর্নাকারুণ্যং যথা ভবেৎ। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি ॥ ১৬ ॥

ততঃ কিমত আহ উৎসীদেয়ুরিতি উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন ভ্রংস্যেয়ুঃ। ততশ্চ যো বর্ণ সঙ্করো ভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ং এবমহমেব প্রজাঃ উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যাং ॥ ১৭॥

কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাত্তথাহ যদ্যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতো জনোহপি তত্তদেবাচরতি শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং যাবৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোহপ্যনুসরতি ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ৩ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে যথা ॥

হে অর্জ্জুন! আমি যদি কোন কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক উচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইয়া—আমিই প্রজাবিনাশক হইয়া পড়ি ॥ ১৭ ॥

ঐ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে যথা ॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, ইতর লোকেরা তদনুগামী হয়, তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া নিরূপণ করেন, ইতর লোকেরা তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া আচরণ করে ॥ ১৮ ॥

যদি যুগধর্ম্ম আমার অংশ হইতে প্রবর্ত্তিত হয় সত্য, তথাপি আমা ব্যতিরেকে অন্যের বৃন্দাবনসম্বন্ধীয় প্রেম দিবার শক্তি নাই ॥ ১৯ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ৯৩ অঙ্কধৃতঃ শ্লোকঃ ॥

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।

কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা, লতাস্বপি প্রেমদো ভবতীতি ॥ ২০ ॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গ। পৃথিবীতে অবতরি করিব নানারঙ্গ ॥ এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২১ ॥ চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহ-

সন্ত্ববতারা বহব ইত্যাদি ॥ ১৯—২১ ॥

লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে

৯৩ অঙ্কধৃত বিল্বমঙ্গলকৃত শ্লোকে যথা ॥

যদিচ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ বহু বহু অবতার আছে, তথাপি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য এমত কে আছে যে, লতা প্রভৃতিকেও প্রেমদান করিতে পারে ? ॥ ২০ ॥

একারণ আমি আপন ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওত নানাপ্রকার রঙ্গ করিব, এই বিবেচনা করিয়া কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায় * শ্রীকৃষ্ণ আপনি অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২১ ॥

* তৃতীয়স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোক হইতে ২০ শ্লোক পর্য্যন্ত ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ॥

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগং।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতং ॥ ১ ॥
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমং।
সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ॥ ২ ॥
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালঃ শতসংখ্যয়োঃ।
তমেবাহুর্যুগং তজ্জ্ঞা যত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ। মৈত্রেয় কহিলেন, বিদুর! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগ। সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ সহ এই চারি যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর অর্থাৎ মনুষ্য পরিমাণে ৪৩২০০০০ বিংশতি সহস্রাধিক ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বর্ষে চতুর্যুগ হয় ॥ ১ ॥

গ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥ ২২॥ সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে। কল্মষ দ্বিরদ নাশ যাহার হুঙ্কারে॥ ২৩॥ প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম। ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥ ২৪॥ ডু ভৃঞ্ ধাতুর

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার হয়, ইহাঁর গ্রীবাদেশ সিংহসদৃশ, বীর্য্য ও হুঙ্কার সিংহতুল্য॥ ২২॥

এই সিংহ জীবের হৃদয়কন্দরে বাস করুন, ইহাঁর হুঙ্কারে পাপরূপ হস্তির বিনাশ হইবে॥ ২৩॥

এই চৈতন্যদেবের প্রথম লীলায় বিশ্বম্ভর নাম হয়, বিশ্বম্ভর নামের অর্থ এই যে "বিশ্বং বিভর্ত্তীতি বিশ্বম্ভরঃ" অর্থাৎ ইনি ভক্তিরস প্রদান করিয়া প্রাণি সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন॥ ২৪॥

(১) ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ, এই হেতু প্রেম দিয়া ত্রিভুবন

তাহার বিশেষ এই যে, সত্য যুগাদির পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন দুই এক সহস্র এবং এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও যথাক্রমে চারি, তিন, দুই, একশত বৎসর অর্থাৎ সত্যযুগ দিব্য পরিমাণে চারি সহস্র বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশে চারি চারি শত করিয়া আটশত বৎসর। এই প্রকারে ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যাকাল তিনশত এবং সন্ধ্যাংশ তিনশত বৎসর। দ্বাপরযুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর, তাহার সন্ধ্যাকাল দুইশত এবং সন্ধ্যাংশ দুইশত বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর তাহার সন্ধ্যাকাল একশত এবং সন্ধ্যাংশ একশত বৎসর অর্থাৎ মনুষ্যপরিমাণে অষ্টাবিংশতি সহস্র সপ্তদশ লক্ষ বৎসরে সত্যযুগ (১৭২৮০০০) ষট্‌নবতি সহস্রাধিক দ্বাদশ লক্ষ বৎসরে ত্রেতাযুগ (১২৯৬০০০) চতুষষ্টি সহস্রাধিক অষ্ট লক্ষ বৎসরে দ্বাপরযুগ (৮৬৪০০০) দ্বাত্রিংশৎ সহস্রাধিক চতুর্লক্ষ বৎসরে কলিযুগ (৪৩২০০০)॥ ২॥

ওহে বিদুর! যুগের অগ্রে সন্ধ্যা এবং অন্তে সন্ধ্যাংশ, তাহার পরিমাণ যথাক্রমে যুগ-সংখ্যাক শত বৎসর ঐ সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী যে কাল, তাহাকে যুগজ্ঞ পণ্ডিতেরা যুগ বলিয়া থাকেন, সেই কালেই যুগবিশেষের গবালম্ভনাদি ধর্ম্ম বিহিত হইয়া থাকে॥ ৩॥

(১) টুডু ভৃঞ্ ভৃতিপুষ্টোঃ। (কবিকল্পদ্রুমঃ)।

অর্থ ধারণ পোষণ। ধরিল পোষিল প্রেম দিঞা ত্রিভুবন ॥ ২৫ ॥ শেষ-লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥২৬ তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়। কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ২৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা ॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ॥ ইতি ॥ ২৮ ॥

শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি। সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮। ৯। অস্য তব পুত্রস্য। অতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেকং নাম ভবিষ্যতি। ইতি ॥ তোষণী। আসন্নিতি। তত্র প্রকটার্থোঽয়ং অনুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য শুক্লাদিবর্ণাস্ত্রয় আসন্। ইদানীং তৎপুত্রত্বেতু জগন্মোহনশ্যামবর্ণতামেব গতঃ। এতদুক্তং ভবতি। তনূর্গৃহ্ণত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগমায়াপ্রভাব ইত্যুক্তঃ ॥২৮॥২৯॥

ধারণ ও পোষণ করা হয় ॥ ২৫ ॥

অপর ইনি শেষ লীলায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেন, ঐ নামের অর্থ এই, কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া বিশ্বকে ধন্য করিলেন ॥ ২৬ ॥

গর্গাচার্য্য ঐ কৃষ্ণের যুগাবতার জানিয়া তাঁহার নাম করণ সংস্কারে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা ॥

গর্গাচার্য্য কহিলেন, নন্দ! তোমার এই পুত্রটী প্রতি যুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন, ইহাঁর শুক্ল, রক্ত, তথা পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর "কৃষ্ণ" এই একটী নাম হইল ॥

তাৎপর্য্য। শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন কান্তি, শ্রীপতি সত্য,

শ্রীপতি॥ ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ। এই সর্ব্ব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥ ১৯॥

তথাহি ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে যথা॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ৩০॥

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥ তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। নবমেঘ জিনি কণ্ঠ নিঃস্বন গম্ভীর॥ ৩১॥ দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ৫। ২৫। দ্বাপরে ইতি। শ্যামঃ অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ নিজানি চক্রাদীনি আয়ুধানি যস্য সঃ। শ্রীবৎসো নাম বক্ষসো দক্ষিণে ভাগে রোমাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদির্যেষাং করচরণাদিগত পদ্মাদীনাং তৈরঙ্কৈরক্ষিতৈশ্চিহ্নৈর্লক্ষণৈর্বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিঃ পতাকাদিভিশ্চ॥ ৩০—৩৬॥

ত্রেতা ও কলিযুগে ধারণ করেন। সম্প্রতি দ্বাপর যুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেন, ইহাই সমস্ত শাস্ত্র, তন্ত্র ও পুরাণের অভিপ্রায়॥ ১১॥

অপর প্রমাণ ১১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে যথা॥

দ্বাপরযুগে ভগবান্ অতসীকুসুমবৎ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, চক্রাদি আয়ুধধারী, শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত এবং কৌস্তুভভূষিত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন॥ ৩০॥

কলিযুগের নাম প্রচারই যুগধর্ম্ম, এজন্য চৈতন্যদেব পীতবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাঁর তপ্তহেমসদৃশ কান্তি, শরীর সুদীর্ঘ এবং নবমেঘসদৃশ কণ্ঠের গভীর স্বর॥ ৩১॥

অপর যিনি দীর্ঘ ও বিস্তারে আপনার হস্তের পরিমাণে চারিহস্ত হয়েন, তাঁহাকে মহাপুরুষ বলা যায়, উক্ত প্রকার শরীরকে ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল কহে। গুণাধার চৈতন্যদেবের শরীর ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল বলিয়া

মণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৩২ ॥ আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন। তিলফুল সম নাসা সুধাংশুবদন ॥ শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ। ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম ॥ ৩৩ ॥ চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভুষণ। নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে ॥ ৩৪ ॥ এই সব গুণ লৈয়া মুনি বৈশম্পায়ন। সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥ ৩৫ ॥ দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ। দুই লীলার চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৩৬ ॥

তথাহি মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ সর্গে

সহস্রনামস্তোত্রে ॥

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

•সহস্রনাম টীকায়াং। সুবর্ণবর্ণেতি। হেমাঙ্গঃ হিরণ্ময়ঃ পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। চন্দনাঙ্গদী। আহ্লাদজনককেয়ুরযুক্তঃ। সন্ন্যাসকৃৎ মোক্ষাশ্রমং চতুর্থং কৃতবান্। শমঃ সন্ন্যাসিনাং প্রাধা-

---

কথিত আছে ॥ ৩২ ॥

অপিচ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজানুলম্বিত ভুজ, কমললোচন ইহাঁর নাসা তিলফুলসদৃশ, বদন চন্দ্রের ন্যায়, ইনি শান্ত, দান্ত, নিষ্ঠা এবং কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ ॥ ৩৩ ॥

তথা ভক্তবৎসল, সুশীল ও সর্ব্বভূতে সম এবং ইনি নৃত্যকালে হস্তে চন্দনের অঙ্গদ, বালা, চন্দনের অলঙ্কার এই সকল পরিধান করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন ॥ ৩৪ ॥

চৈতন্যদেবের এই সকল গুণ গ্রহণ করিয়া বৈশম্পায়ন মুনি সহস্র নামে এই সকল নাম গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

আদি ও অন্তভেদে শ্রীচৈতন্যর লীলা দুই প্রকার, এই দুই লীলায় ইহাঁর চারিটী নাম আছে ॥ ৩৬ ॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৪৯ অধ্যায়ে সহস্রনাম স্তোত্রে ॥

সুবর্ণবর্ণ। ১। হেমাঙ্গ। ২। বরাঙ্গ। ৩। ও চন্দনাঙ্গদী। ৪।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ ইতি ॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আর বার। কলিযুগের যুগধর্ম্ম যুগ অবতার ॥ ৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে যথা ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।

নোন জ্ঞানসাধনং শমমাচষ্টে ইতি শমঃ। নিষ্ঠাঃ শান্তিঃ পরায়ণং। প্রলয়কালে নিতরাং তত্রৈব তিষ্ঠন্তি ভূতানীতি নিষ্ঠাঃ। সমস্তাবিদ্যানিবৃত্তিঃ শান্তিঃ সা ব্রহ্মৈব। পরায়ণঃ পুনরাবৃত্তিশঙ্কারহিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ৫। ২৯। নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। কৃষ্ণতাং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং। যদ্বা, ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতং যজ্ঞৈরর্চ্চনৈঃ সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং স্তুতিশ্চ তৎপ্রধানৈঃ সুমেধসো বিবেকিনঃ। ইতি ॥ ক্রমসন্দর্ভে। কৃষ্ণাবতারানন্তরং কলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ কৃষ্ণেতি। টীকাকৃদ্ভিরেব ব্যাখ্যাতং। যথা, অন্তঃকৃষ্ণবর্ণমপি বহিরাভাসিতরূপান্তরেণাকৃষ্ণং পীতমিত্যর্থঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইতি শ্রীগর্গবাক্যাৎ দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইতি পূর্ব্বোক্তেশ্চ তস্যৈব পারিশেষ্যাৎ। কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদত্বমপি নিগূঢ়দর্শিনামনু-

---

সন্ন্যাসকৃৎ। ৫। শম। ৬। শান্ত। ৭। এবং নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। ৮। এই আটটী নামের মধ্যে আদিলীলায় চারিটী। আর অন্তলীলায় সন্ন্যাসকৃৎ হইতে চারিটী নাম হয় ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে পুনর্ব্বার কলিযুগের যুগধর্ম্ম ও যুগাবতার স্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে যথা ॥

করভাজন কহিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণিজ্যোতিঃবিশিষ্ট এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত যখন ভগবান্

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ ॥

শুনহ সকল লোক চৈতন্যমহিমা। এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৩০ ॥ কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজসুখে ॥ কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এই অর্থ পরমাণ। কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৩১ ॥ কেহ যদি কহে তাঁরে কৃষ্ণবরণ। আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ ॥ দেহকান্ত্যে হয় তিঁহ অকৃষ্ণবরণ। অকৃষ্ণবরণে কহে পীতবরণ ॥ ৪২ ॥

অতএব শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ স্তবমালায়াং নির্ণীতমস্তি যথা ॥

ত্তবসিদ্ধং জ্ঞেয়ং। তত্র হেতুঃ যজ্ঞৈঃ পরিচর্য্যামার্গৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধানৈঃ। গৌড়াদিদেশে মহানুভাবসহস্রানুভবসিদ্ধমেবৈতদিতি ভাবঃ। অতএব গ্রন্থাদৌ দর্শিতং। অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিত্যাদি ॥ ৩৮—৪২ ॥

কলাবিতি স চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ কৃষ্ণো নোঽস্মান্ কৃপয়তু ইত্যন্বয়ঃ। যং কৃষ্ণং কলৌ

অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকি মনুষ্যেরা নামসঙ্কীর্ত্তন রূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য। অহে লোকসকল! শ্রীচৈতন্যের মহিমা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর, এই শ্লোকে তাঁহার মহিমার সীমা কহিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ এই দুইটী বর্ণ বিরাজ করিতেছেন অথবা যিনি স্বীয় মুখে কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এই অর্থ প্রমাণ স্বরূপ! কৃষ্ণ ব্যতিরেকে তাঁহার মুখে অন্য কিছু আইসে না ॥ ৪১ ॥

কেহ যদি চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণবর্ণ কহে, তাহা হইলে অন্য আর একটী বিশেষণদ্বারা তাহা নিবারণ করিতে হইবে। চৈতন্যদেব দেহকান্তিদ্বারা অকৃষ্ণবর্ণ, অকৃষ্ণবর্ণ বলিলে পীতবর্ণ বোধ করায় ॥ ৪২ ॥

অতএব স্তবমালায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় স্তবে ১ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ নির্ণয় করিয়াছেন যথা—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তিতি ॥ ৪৩ ॥

প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্ততি ॥ ৪৪ ॥ জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে। অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৪৫ ॥ ভক্তির বিরোধি কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম ॥ ৪৬ ॥ বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে

অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়কলৌ সর্ব্বকলৌ তু নামাবতারস্যাধিকারাৎ। বিদ্বাংসঃ সুমেধসঃ কীর্ত্তনপ্রচুরৈঃ যজ্ঞবিধানৈঃ স্ফুটং অভিযজন্তে দ্যুতিভরাৎ কান্ত্যতিশয়াৎ অকৃষ্ণং গৌরমঙ্গং যস্য তং কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদ্যেকাদশস্কন্ধীয়পদ্যার্থঃ স্ফুটিতঃ। অস্য সম্যগ্ব্যাখ্যা মদীয়ায়াং রসিকরঙ্গদানাম্ন্যাং শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং দ্রষ্টব্যা ॥ ৪৩—৪৭ ॥

কলিযুগে পণ্ডিতগণ নামসঙ্কীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা যাঁহাকে উপাসনা করেন, যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীমতী রাধিকার অতিশয় কান্তিদ্বারা গৌরবর্ণ হইয়াছেন এবং চতুর্থাশ্রমি পরমহংসদিগের উপাস্য বলিয়া পণ্ডিতেরা যাঁহাকে কীর্ত্তন করেন, সেই চৈন্যাকৃতি মহাপুরুষ আমাকে অনুকম্পা করুন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ কাঞ্চনের তুল্য দ্যুতি, যাঁহার ছটায় অজ্ঞানরূপ তমঃসমূহ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৪ ॥

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যদেব জীবের কল্মষ তমঃ নাশ করিবার নিমিত্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

কর্ম্ম, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই সকল ভক্তির বিরোধি, ইহাদিগকেই কল্মষ কহে, এই কল্মষের নাম মহাতমঃ ॥ ৪৬ ॥

চৈতন্যদেব দুই বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক প্রেমদৃষ্টে যে অবলোকন করেন, তাহাতেই কল্মষ তমঃ নাশ করিয়া জীবগণকে প্রেমে পরিপূর্ণ

চায়। কল্মষ তমো নাশ করি প্রেমেতে ভাসায়॥ ৪৭॥

অতএব শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরপি স্তবমালায়াং নির্ণীতমস্তি যথা॥

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং তঃ কৃপয়তু॥ ৪৮॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥ অন্য অবতারে সব শস্ত্র সৈন্য সঙ্গে। চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥ ৪৯॥

নিখিলকল্যাণকরত্বং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি স্মিতেতি। যস্য স্মিতালোকঃ জগতাং তদ্বর্ত্তিপ্রাণিনাং শোকং হরতি যস্য গিরান্তু প্রারম্ভঃ সম্ভাষণোপক্রমঃ জগতাং কুশলপটলীং কল্যাণসহিতং পল্লবয়তি বিস্তারয়তি। যস্য পদালম্ভঃ চরণাশ্রয়ণং কং বা জনং প্রেমনিবহং কৃষ্ণপ্রেমসন্ততিং ন প্রণয়ত্যপি তু সর্ব্বং জনং তং প্রাপয়তীত্যর্থঃ॥ ৪৯—৫০॥

করিয়াছেন॥ ৪৭॥

অতএব স্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় স্তবে ৮ শ্লোকে]
শ্রীরূপগোস্বামী নির্ণয় করিয়াছেন যথা॥

যাঁহার ঈষৎ হাস্যসহকৃত কৃপাকটাক্ষ সকলের শোক হরণ করিয়া থাকে, যাঁহার বাক্যারম্ভ জগতের কল্যাণ বিস্তার করে এবং যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সামান্য লোকেও সমধিক কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যাকৃতি শচীনন্দন আমাদিগকে যথেষ্ট কৃপা করুন॥ ৪৮॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ সন্দর্শন করেন, তাঁহার পাপক্ষয় এবং প্রেমধন লাভ হয়, অন্যান্য যত অবতার হইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গে শস্ত্র ও সৈন্য ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে অঙ্গ আর উপাঙ্গ এই মাত্র সৈন্য ছিল॥ ৪৯॥

তথাহি অঙ্গোপাঙ্গানামস্ত্রাবতারত্বং শ্রীরূপগোস্বামি-
ভিরপি স্তবমালায়াং নিরূপিতমস্তি যথা॥
সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং। ইতি॥ ৫০॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন। অঙ্গ শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন॥ ৫১॥ অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র পরমাণ। অঙ্গের অবয়ব শব্দের উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥ ৫২॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০স্ক ১৪অ ১৪ শ্লোকে)॥
নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

এস্থলে শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকলের অবতারত্ব শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত স্তবমালায় শ্রীগৌরাঙ্গের ১ প্রথম স্তবের ১ শ্লোকে যথা॥

শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা যাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন এবং যিনি স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণকে বিশুদ্ধ স্বীয় ভজনপ্রণালী উপদেশ দিয়াছেন, সেই অপূর্ব্বরূপ সম্পন্ন শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন॥৫০

অঙ্গ উপাঙ্গ ও অস্ত্র ইহাঁরা স্বস্ব কার্য্য সাধন করেন। অঙ্গ শব্দের আর একটী অর্থ করি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন॥ ৫১॥

শাস্ত্রপ্রমাণে অঙ্গ শব্দের অর্থ অংশ, আর অঙ্গের যে অবয়ব তাহার নাম উপাঙ্গ॥ ৫২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধের
১৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে যথা॥

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়েতি ॥ ৫৩॥

অস্যার্থঃ ॥

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ। সেহো তোমার অঙ্গ তুমি মূল নারায়ণ ॥ অঙ্গশব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়। মায়াকার্য্য নহে সবে চিদানন্দময় ॥ ৫৪ ॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ। অঙ্গের অবয়ব গণে কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ ৫৫ ॥ অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে। সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ ৫৬ ॥ নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর। অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লৈয়া। দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥ পাষণ্ডদলন

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! নর হইতে উদ্ভূত যে সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তথা তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল তন্মাত্র অয়ন আশ্রয় হওয়াতে যে নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার মূর্ত্তি ইহা সত্যই, আপনার মায়া নহে ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য। যে নারায়ণ জলশায়ী ও অন্তর্যামী, তিনি আপনার অঙ্গ একারণ আপনি মূল নারায়ণ, অঙ্গ শব্দের অর্থ অংশ ইহা সত্য, ঐ সকল মায়াকার্য্য নহে, তৎসমুদায় চিদানন্দ স্বরূপ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই দুইটী অঙ্গ। অঙ্গের যে সকল অবয়ব তাহাদিগকে উপাঙ্গ কহে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সঙ্গে অঙ্গ উপাঙ্গসকল তীক্ষ্ণ অস্ত্র, ইহাঁরা সকল পাষণ্ডদলনে অতিশয় সমর্থ ॥ ৫৬ ॥

নিত্যানন্দ গোস্বামী ইনি সাক্ষাৎ হলধর (বলরাম) আর অদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামী ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর (শিব) অপর শ্রীবাসাদি যে সকল পারিষদ ইহাঁরা সৈন্য স্বরূপ। এই সকলকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতিরূপ

বানা নিত্যানন্দরায়। অদ্বৈত হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডি পলায় ॥ ৫৭ ॥ সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥ সেই সে সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার ॥ ৫৮ ॥ কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম। যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম ॥ ৫৯ ॥ ভাগবতসন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে। এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬০ ॥

তথাহি ভাগবতসন্দর্ভে মঙ্গলাচরণে ২ শ্লোকে ॥

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।

অন্তঃকৃষ্ণমিতি। বয়ং আশ্রিতাঃ স্মঃ ভবামঃ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু কীর্ত্তন করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলে, পাষণ্ডিদলন বানা (বানা পশ্চিমদেশীয় শব্দ, ধর্ম্মসম্প্রদায় চিহ্ন বিশেষ) শ্রীনিত্যানন্দের দর্শনে এবং অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারে সমস্ত পাষণ্ডী পলায়নপরায়ণ হইতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, ইনি সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক, যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা ইহাঁর ভজনা করেন তিনিই ধন্য, তিনিই সুমেধা, তদ্ভিন্ন যত সংসারস্থ লোক তৎসমুদায়ই কুমেধা অর্থাৎ কুবুদ্ধি। সংসার মধ্যে যত যত যজ্ঞ আছে, সে সকল যজ্ঞ অপেক্ষা কৃষ্ণনামরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ॥৫৮॥

অপর যে ব্যক্তি বলে এক কৃষ্ণনাম কোটি অশ্বমেধের তুল্য, সে অতি পাষণ্ড, যম তাহাকে দণ্ড প্রদান করেন ॥ ৫৯ ॥

ভাগবতসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে শ্রীজীবগোস্বামী বক্ষ্যমাণ শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

যথা ভাগবতসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে দ্বিতীয় শ্লোকে ॥

যিনি অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহে গৌরবর্ণ বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া কলি-

কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৬১ ॥

উপপুরাণে শুনিয়াছি শ্রীকৃষ্ণবচন। কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥ ৬২ ॥

তথাহি উপপুরাণে ॥

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরানিতি ॥ ৬৩ ॥

ভাগবত ভারতশাস্ত্র আগমপুরাণ। চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারের প্রকট প্রমাণ ॥ প্রত্যক্ষ * দেখহ নানা প্রকট প্রভাব। অলৌকিককর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব ॥ ৬৪ ॥ দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলুকে না

অহমিত্যাদি ॥ ৬৩—৬৫ ॥

যুগে সঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা অঙ্গপ্রভৃতির বৈভবসকল দেখাইয়াছেন, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আশ্রয় করি ॥ ৬১ ॥

উপপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়াছি, তিনি ব্যাসের প্রতি কৃপা করিয়া ঐ সকল বচন কহিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

যথা উপপুরাণে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি কোন যুগে কোন সময়ে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া পাপহত নর সকলকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব ॥ ৬৩ ॥

অপর শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, তন্ত্র ও পুরাণ এই সকল শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতারবিষয়ক প্রমাণসকল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ইঁহার প্রভাবের প্রাকট্য, লোকাতীত কর্ম্ম ও অলৌকিক মহিমা অবলোকন কর ॥ ৬৪ ॥

* প্রত্যক্ষং স্যাদৈন্দ্রিয়কমপ্রত্যক্ষমতীন্দ্রিয়ং।
প্রভাবঃ সর্ব্বজিৎ স্থিতিঃ। লোকাতীতঃ। লোকস্তু ভুবনে জনে। অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ ॥

দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ৬৫ ॥

তথাহি যামুনাচার্য্যস্তোত্রে ॥

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ

সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।

প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ-

নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুমিতি ॥ ৬৬ ॥

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে। তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৬৭ ॥

কস্যচিৎ শ্রীবৈষ্ণবস্য। নন্বেবম্বিধং গুণসম্পন্নং হরিং তামসাঃ কথং ন সেবন্তে। ইত্যাশঙ্কায়ামাহ। আসুরপ্রকৃতয়ো জ্ঞাতুং ন সমর্থাঃ। ইত্যাহ ত্বামিতি। শীলরূপচরিতৈঃ। শীলং স্বভাবঃ। রূপাণি দিব্যমঙ্গলগ্রহাণি চরিতানি চরিত্রাণি শীলঞ্চ রূপাণি চ চরিত্রাণি চ তৈঃ। পরমঃ প্রকৃষ্টসত্ত্বেন পরমেণোৎকৃষ্টেন প্রসিদ্ধেন সত্ত্বেন বলেন চ সাত্ত্বিকতয়া সত্ত্বগুণপ্রধানত্বেন চ প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং। প্রখ্যাতং প্রসিদ্ধং দৈবস্য পরমার্থং বিদন্তি তেষাং পরাশরাদীনাং মতৈঃ প্রবলৈরধিকৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

হা কষ্ট! যাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভক্ত তাহারা উহাঁর ঐ সকল অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়াও, পেচক যেমন সূর্য্য কিরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তদ্রূপ দেখিতে পায় না ॥ ৬৫ ॥

শ্রীসম্প্রদায় মতাবলম্বি শ্রীযামুনাচার্য্য কৃতালক-
মন্দারস্তোত্রে ১৫ শ্লোকে যথা ॥

হে ভগবন্! তোমার অবতারের তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ সাত্ত্বিক প্রবল শাস্ত্র সকল দ্বারা তোমার শীলতা, রূপ, চরিত্র ও পরমসাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু যাহারা অসুরপ্রকৃতি মনুষ্য তাহারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৫ ॥

যদিচ প্রভু আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন, তথাপি তাঁহার ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেন ॥ ৬৭ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৮ শ্লোকে ॥

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ। ইতি ॥ ৬৮ ॥

অসুরস্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্ত-জন-স্থানে ॥ ৬৯ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য পঞ্চদশবিলাসে
একাশীত্যধিকশতাঙ্কধৃতমাগ্নেয়বিষ্ণুধর্ম্ময়োঃ বচনং ॥

তত্রৈব। আসুরপ্রকৃতয়ঃ। আসুরী প্রকৃতির্যেষাং তে স্ত্রিয়াঃ পুরুষভাবঃ। ত্বদেকশরণাস্তু তাং পশ্যন্তীত্যাহ উল্লঙ্ঘিতেতি। অতিক্রান্তাস্ত্রিধা সীমানো দেশকালপরিচ্ছেদা যস্যাঃ সা সমানা অতিশায়িনী অধিকা চ সম্ভাবনা যস্য তত্তথোক্তং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবঃ পরিব্রঢ়িমঃ প্রভুত্বস্য স্বভাবঃ স্বরূপং ভবতাপি মায়াবলেন নিগুহ্যমানং। অনিশং নিরন্তরং ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

ঐ যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্রের ১৮ শ্লোকে ॥

হে ভগবন্! দেশ, কাল ও পরিমাণ এই তিন সীমাদ্বারা জগতের সমস্ত বস্তু আবদ্ধ হয়, কিন্তু আপনার প্রভুত্বের স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ সম ও অতিশয় হীন হওয়ায় ঐ তিন সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হইয়াছে, পরন্তু আপনি মায়াবলদ্বারা স্বরূপকে আচ্ছাদন করিলেও যাঁহারা আপনার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা ঐ স্বরূপকে সর্ব্বদা দর্শন করেন ॥ ৬৮ ॥

তাৎপর্য্য। যাহারা অসুরস্বভাব তাহারা কখন শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের নিকট আপনার স্বরূপ গোপন করিতে পারেন না ॥ ৬৯ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসের ১৫ বিলাসে
অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচন যথা ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ৭০॥

আচার্য্য গোসাঞি কৃষ্ণের ভক্ত অবতার। কৃষ্ণ অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥ ৭১॥ কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার। প্রথমেই করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥ ৭২॥ পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ। প্রথমেই কৈল সবার পৃথিবীতে জনম্॥ ৭৩॥ মাধব ঈশ্বরপুরী শচী জগন্নাথ। অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥ ৭৪॥ প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার। কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার॥ ৭৫॥ কেহ

দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যাদি॥ ৭০—৮১॥
হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং। তুলসীদলেতি বিক্রিণীতে বশাং করোতি॥ ৮২—৮৫॥

এই লোকে দুই প্রকার সৃষ্টি এক দৈব, দ্বিতীয় আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা দৈবসৃষ্টি, আর যাহারা বিষ্ণুর অভক্ত তাহারা আসুর সৃষ্টি অর্থাৎ অসুরপ্রকৃতি॥ ৭০॥

অপর অদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাবতার, এই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অবতার জন্য হুঙ্কার করিয়াছিলেন॥ ৭১॥

সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতার করেন, তখন অগ্রেই গুরুবর্গের সঞ্চার করিয়া থাকেন॥ ৭২॥

পিতা, মাতা ও গুরু প্রভৃতি যত যত মান্যগণ আছেন, শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইবার পূর্ব্বে এ সকলের পৃথিবীতে জন্ম হয়॥ ৭৩॥

একারণ মাধব, ঈশ্বরপুরী শচীদেবী ও জগন্নাথমিশ্র ইঁহারা পৃথিবীতে অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যও প্রকটিত হয়েন॥ ৭৪॥

অদ্বৈতাচার্য্য প্রকট হইয়া দেখিলেন, সংসারস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণভক্তির গন্ধহীন সংসারব্যাপারে মত্ত হইয়া রহিয়াছে॥ ৭৫॥

পাপে কেহ পুন্যে করে বিষয়ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভব-রোগ ॥ ৭৬ ॥ লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণহৃদয়। বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয় ॥ আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার। আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৭৭ ॥ নাম বিনু কলিকালে নাহি ধর্ম্ম আর। কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥ ৭৮ ॥ শুদ্ধভাবে করিমু কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর দৈন্য করি করিমু নিবেদন ॥ ৭৯ ॥ আনিঞা কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার। তবে ত অদ্বৈত নাম সফল আমার ॥ ৮০ ॥ কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন আরাধনে। বিচারিতে এক শ্লোক হৈল তাঁর মনে ॥ ৮১ ॥

এই সকল লোকের মধ্যে কেহ পাপে এবং কেহ বা পুণ্যে বিষয় ভোগ করিতেছে, কিন্তু যাহাতে ভবরোগ বিনষ্ট হয়, এমত ভক্তিযোগ কাহাতেও দেখিতে পাইলেন না ॥ ৭৬ ॥

পরন্তু করুণহৃদয় আচার্য্য ঐ প্রকার লোক সকলের গতি দেখিয়া কিসে ইহাদের হিত হয়, এই বিচার করত ইহাই নিশ্চয় করিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ হইয়া আপনি ভক্তি আচরণপূর্ব্বক ভক্তি প্রচার করেন, তবেই লোকসকলের কল্যাণ হইবে ॥ ৭৭ ॥

নাম ব্যতিরেকে যখন কলিযুগে আর ধর্ম্ম নাই, তখন কলিকালে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইবে ? ॥ ৭৮ ॥

যাহা হউক আমি নিরন্তর বিশুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া দৈন্যসহকারে তাঁহাকে নিবেদন করি ॥ ৭৯ ॥

আমি যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া কীর্ত্তন সঞ্চার করিতে পারি, তবেই ত আমার অদ্বৈত নাম সফল হইবে ॥ ৮০ ॥

অনন্তর আচার্য্য মহাশয় কি আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হইবেন, এই বিচার করিতে করিতে তাঁহার মনোমধ্যে একটী শ্লোক উদিত হইল ॥ ৮১ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে
১১০ অঙ্কধৃত গৌতমীয়তন্ত্রে নারদবচনং ॥
তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ। ইতি ॥ ৮২ ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ। জল তুলসী কৃষ্ণকে দেয় যে বা জন ॥ তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। তুলসীর সম কিছু নাহি আর ধন ॥ তারে আত্মা বেচি করেন ঋণের শোধন। এত ভাবি আচার্য্য করেন সেই আরাধন ॥ গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণের চরণ ভাবি করে সমর্পণ ॥ ৮৩ ॥ কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার ॥ ৮৪ ॥ চৈতন্য

হরিভক্তিবিলাসের ১১ বিলাসের ১১০ অঙ্কধৃত
গৌতমীয়তন্ত্রে নারদের বাক্য ॥

একপত্র তুলসী অথবা একগণ্ডূষমাত্র জল দিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা যায়, তাহা হইলে ঐ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তগণের নিকট আপনার আত্মাকে (দেহকে) বিক্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৮২ ॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু উক্ত শ্লোকের এই অর্থ বিচার করিলেন, যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে জল বা তুলসী প্রদান করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত এই বিবেচনা করেন যে, তুলসীর তুল্য আর কিছু ধন নাই, অতএব আত্মবিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব, আচার্য্য মহাশয় এই বিবেচনায় ঐরূপ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যাহা হউক, প্রভুবর আচার্য্য নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম চিন্তা করিয়া তাঁহাতে তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল সমর্পণপূর্ব্বক হুঙ্কারদ্বারা আহ্বান করিতে লাগিলেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার হওয়া হয় ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

অবতারের এই মুখ্যহেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥ ৮৫ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৩ স্ক ৯ অ ১১ শ্লোকে) ॥

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ৯। ১১। ত্বমিতি ভক্তিযোগেন শোধিতে হৃৎসরোজে আস্সে তিষ্ঠসি। শ্রুতেন শ্রবণেনেক্ষিতঃ পন্থা যস্য। কিঞ্চ, শ্রবণং বিনাপি ত্বদ্ভক্তাঃ মনসা যদ্যদ্বপুঃ রূপং স্বেচ্ছয়া ধ্যায়ন্তি তত্তৎ প্রণয়সে প্রকটয়সি সতাং তদ্ভক্তানাং অনুগ্রহায়। ইতি। ক্রম-সন্দর্ভে। ভক্তানাস্তু ত্বং বশ এবেত্যাপরং কিং বক্তব্যমিত্যাহত্বমিতি। ভক্তিযোগোঽত্র প্রেমা। পরিভাবিতত্বং যোগ্যতামাপাদিতত্বং। শ্রুতং ভগবৎপ্রতিপাদকবেদবৈদিকশাস্ত্রবিচারশ্রবণং। তর্হি মদ্রূপাবির্ভাবে কিং কারণং তত্রাহ যদ্যদিতি। ধিয়া শ্রুতেনৈব লব্ধেন বুদ্ধিবিশেষেণ। তে পূর্ব্বোক্তাঃ। শ্রুতেক্ষিতত্বৎপথঃ ত্বং পুমাংসো যদ্যদ্বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সীত্যর্থঃ। ননু, ঈশ্বরোঽহং কথমেবং তেষাং বশঃ স্যাং তত্রাহ সদনুগ্রাহায় সংস্থ তেষু অনুগ্রহ এব তব বশত্বে কারণং নান্যদিতি ভাবঃ। ননু, শ্রুতমাত্রেণ মম কথং বহুনাং রূপাণাং জ্ঞানং স্যাত্তদভাবে চ কথমেকতরনিষ্ঠঃ স্যাত্তত্রাহ। হে উরু

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার হওয়ার প্রতি মুখ্য কারণ এই যে, ধর্ম্ম সেতু ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছাবশতঃ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৮৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ৯ অ ১১ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নাথ! পুরুষদিগের হৃৎপদ্ম ভক্তিযোগে শোধিত হইলে ত্বদীয় শ্রবণদ্বারা তাহারা তোমার পথ দেখিতে পায় এবং পুরুষ-সকল তদ্রূপ হইলেই তাহাদের বিশুদ্ধ হৃদয় সরোজে গিয়া তুমি অধিষ্ঠান কর। হে উরুগায়! তোমার কৃপার কথা কি বলিব? তোমার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতিরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনোদ্বারা তোমার যে যে মূর্ত্তি

তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতি ॥ ৮৬ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপ সার। ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥৮৭॥ চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈলসুনিশ্চিতে। অবতীর্ণ হৈল গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৮৮ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার সামান্যকারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

সায়েতি। বেদেন স্বমুরুধৈব গীয়স ইতি। স্বস্বমতানুসারেণ সা স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮৬—৮৯ ॥

॥ ০ ॥ ইতি আদিখণ্ডে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, তুমি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সেই সেই রূপই প্রকটিত কর ॥ ৮৬ ॥

উক্ত শ্লোকের সংক্ষেপে এই সারার্থ কহিলাম, শ্রীকৃষ্ণের যত যত অবতার হয়, তৎসমুদায়ই ভক্তের ইচ্ছাধীন হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

চতুর্থশ্লোকে অর্থাৎ "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" এই শ্লোকে এই অর্থ নিশ্চয় হইল যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কেবল প্রেম প্রকাশ জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৮৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই তৃতীয় পরিচ্ছেদ বিস্তার করিলেন ॥ ৮৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতে তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ॥ চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ। পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন ভক্ত-গণ॥ মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস॥ ৩॥ চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার। প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার॥ ৪॥ সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ। আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥ ৫॥ পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ-

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেনেত্যাদি॥ ১—৯॥

অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদে শাস্ত্র দৃষ্টিদ্বারা ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ রূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়॥ ১॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতচন্দ্র এবং গৌরভক্তবৃন্দ ইহাঁদের জয় হউক জয় হউক॥

হে ভক্তগণ! চতুর্থ শ্লোকের অর্থ বিবরণ করা হইল, এক্ষণে পঞ্চম শ্লোকের অর্থ বিবরণ করিতেছি শ্রবণ করুন॥ ২॥

মুল শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অর্থ লাগাইতে অর্থাৎ অর্থ সঙ্গতি করিবার জন্য অগ্রে আভাস কহিতেছি॥ ৩॥

হে ভক্তসকল! চতুর্থ শ্লোকের এই সারার্থ কহিলাম যে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু কেবল প্রেম ও নাম প্রচার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ৪॥

এই অর্থ সত্য বটে কিন্তু ইহাকেও বহিরঙ্গ জানিতে হইবে, ইহা ভিন্ন আর এক অন্তরঙ্গ অর্থ আছে, বলি শ্রবণ করুন॥ ৫॥

অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রের প্রচারে ॥ স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন ॥ ৬ ॥ কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতার কাল। ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৭ ॥ পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার আসি তাতে মিলে ॥৮॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ * ॥ ৯ ॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সং-

পূর্ব্বে যেমন পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ ভার হরণ করেন না, যিনি স্থিতি কর্ত্তা বিষ্ণু জগতের পালন করিয়া থাকেন ভার হরণপ্রভৃতি তাঁহারই কার্য্য ॥ ৬ ॥

পরন্তু ঐ কাল শ্রীকৃষ্ণের অবতার কাল হওয়াতে ভূভারহরণকাল অবতার কালের মধ্যে আসিয়া মিশ্রিত হইল ॥ ৭ ॥

হে শ্রোতাগণ! যে কালে পূর্ণ ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়ে অন্যান্য অবতার সকল আসিয়া তাঁহাতে মিলিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) মৎস্য প্রভৃতি অবতার আর যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার যত আছেন, ঐ সকল আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎসমুদায় মিলিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

* লঘুভাগবতামৃতে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকরণে ৭ অঙ্ক হইতে ১৪ অঙ্ক পর্য্যন্ত শ্রীরূপগোস্বামির কারিকা ॥

স্যুর্মহান্তোঽতিপরমমহত্তমতয়া স্মৃতাঃ।
তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ বসুসংখ্যকাঃ ॥ ৭ ॥
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।

তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ স তাং মতাঃ ॥ ৮ ॥

ইতোতে পরমব্যোমনাথব্যূহৈঃ সহৈকতাং ।
স্ববিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ ॥ ৯ ॥
অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ ।
তথা শ্রীজানকীনাথ নৃসিংহ ক্রোড় বামনাঃ ।
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ ॥ ১০ ॥
এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
অতো বৃন্দাবনে তত্তল্লীলাপ্রকটতেক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥
বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাত্র দর্শিতা যা বিরিঞ্চয়ে ।
সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটির্বৃন্দাবনেঽদ্ভুতা ।
সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা ॥ ১৩ ॥
বাসুদেবাদিলীলাস্তু মথুরাদ্বারকাদিষু ।
তত্তদ্রূপৈর্ব্রজান্তস্ত বাল্যেহাভিশ্চ দর্শিতাঃ ॥ ১৪ ॥

মহৎ শব্দের অর্থ অতিশয় পরম মহত্তম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চারি ব্যূহ এবং মহানারায়ণের চারি ব্যূহ, এই দুইয়ে অষ্ট ব্যূহ, এই সকলকেই মহৎ শব্দে উল্লেখ করা যায় ॥ ৭ ॥

তৎ সমুদায়ের উৎকর্ষাপকর্ষগর্ভভেদ এই যে, মহাবৈকুণ্ঠনাথের বাসুদেব প্রভৃতি ব্যূহ-চতুষ্টয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহচতুষ্টয় উৎকর্ষশালী, পঞ্চরাত্র গ্রন্থকর্তা নারদপ্রভৃতি সৎ সকলের এই মত ॥ ৮ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহ সকল স্ববিলাসরূপ পরমব্যোমনাথের ব্যূহের সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অংশ শব্দে শ্রীকৃষ্ণের অংশ পরমব্যোমনাথ এবং প্রসিদ্ধ অবতার যে সকল পুরুষাদি তথা শ্রীজানকীনাথ, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরসখ নারায়ণ ও হয়শীর্ষ প্রভৃতি ॥ ১০ ॥

এই সকলের সহিত সর্ব্বদা যোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হয়েন ॥ ১১ ॥

অতএব বৃন্দাবনে পরমব্যোমনাথাদির সেই সেই লীলা সকল প্রকটরূপে দেখা গিয়াছে ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন মধ্যে ঈশ্বর সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকলের কোটিসংখ্যারূপ যে অদ্ভুত লীলা ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠেশ্বরের লীলা জানিতে হইবে, যে হেতু ইহা অংশ-দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে, মথুরা ও দ্বারকাদি স্থানে বাসুদেবাদি লীলা প্রকাশ করিয়াছেন তথা ব্রজমধ্যে বাল্যচেষ্টাদ্বারা তত্তদ্রূপে অর্থাৎ বাসুদেবাদিরূপে সেই লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

হারে ॥ ১০ ॥ আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ। যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥ প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১১ ॥ রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুইহেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১২ ॥ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সর্ব্ব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে মোর নাহি প্রীত ॥ ১৩ ॥ আমাকে

অতএব তৎকালে বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অবস্থিতি করায় শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুদ্বারা অসুর সকলের সংহার করেন ॥ ১০ ॥

অসুরমারণ প্রভৃতি কার্য্য সকলকে শ্রীকৃষ্ণের আনুষঙ্গিক * অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনাধীন কহা যায়, তিনি যে জন্য অবতীর্ণ হয়েন তাহাই মূল কারণ ॥ ১১ ॥

প্রেমরসের সারভাগ আস্বাদন এবং লোকমধ্যে রাগমার্গীয়া ভক্তি প্রচার এই দুই কারণ জন্য পরম কারুণিক রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের দুইটী ইচ্ছার উদ্গম হয় ॥ ১২ ॥

এক ইচ্ছা এই যে, তিনি মনোমধ্যে বিচার করিলেন, সমুদায় জগৎ

* লঘুভাগবতামৃতের নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকরণে ২৯। ৩০ অঙ্কে যথা ॥

তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি ॥
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ।
অভ্যর্থনন্তু যত্তস্য তত্তুবেদানুষঙ্গিকঃ ॥

অস্যার্থঃ। ভয়ঙ্কর দানবগণকর্ত্তৃক প্রিয়তম সকল পীড়িত হইলে তাহাদের প্রতি করুণাই এস্থলে অবতারের প্রতি হেতু, ইহাই উক্ত হইল ॥

অংশের কার্য্যও অংশিতে ঘটনা করিয়া হেতুর আভাস বলিতেছেন যথা—ভূমির ভার অপহরণনিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রার্থনা, তাহাই এস্থলে আনুষঙ্গিক ॥

ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৪

আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ ১৫ ॥

তথাহি গীতায়াং (৪অ ১১ শ্লোকে) ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ইতি ॥ ১৬ ॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। এই ভাবে করে যেই

সুবোধন্যাং। ৪। ১১। যে যথেতি যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজাম্যনুগৃহ্লামি। নতু সকামা মাং বিহায় ইন্দ্রাদীন্ যে ভজন্তি তানহমুপেক্ষে ইতি মন্তব্যং। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে। ইন্দ্রাদিরূপেণৈব মমাপি সেব্যত্বাৎ ॥ ১০—১৭ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮২। ৩১। অতিভদ্রমিদং দম্ভবতীনাং মদ্বিয়োগেন মৎপ্রেমা-

---

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিমোহিত হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যদ্বারা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিতে প্রেম শিথিল হয় সুতরাং ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে আমার প্রীতি বোধ হয় না ॥১৩॥

অতএব যে ব্যক্তি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে এবং আপনাকে হীন বোধ করে, আমি কখন তাহার প্রেমে বশ হইয়া অধীন হই না ॥১৪

যে যে ভক্ত যে যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি সেই সেই ভাবে তাহাকে ভজনা করিয়া থাকি, ইহাই আমার স্বভাব ॥ ১৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভগবদ্গীতার ৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

যে ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে প্রাপ্ত হয়, আমি তাহার নিকট সেইরূপে ভজনীয় হই, কেন না, হে পার্থ! মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকারে আমার পথানুবর্ত্তী হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

আমার পুত্র, আমার সখা এবং আমার প্রাণপতি এই ভাবে যে

মোরে শুদ্ধ রতি ॥ আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন। সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ১৭ ॥

তথাহি দশমে (৮২অ ৩১ শ্লোকে) ॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ। ইতি ॥ ১৮ ॥

মাতা মোকে পুত্রভাবে করয়ে বন্ধন। অতি হীন জ্ঞানে করে

তিশয়ো জাত ইত্যাহ ময়ীতি। ময়ি ভক্তিমাত্রমেতাবদমৃতত্বায় কল্পতে। যত্তু ভবতীনাং যৎ স্নেহ আসীৎ। তদ্দিষ্ট্যা অতিভদ্রং। কুতঃ। মদাপনঃ মৎপ্রাপক ইতি। বৈষ্ণবতোষণ্যাং। অপ্রসিদ্ধং মদৈশ্বর্য্যং নূনমেতাভিরপি জ্ঞানমস্তীতি ক্ষণাদনুসন্ধায় তদেবালম্ব্য যাথার্থ্যে-নাপি সান্ত্বয়তি। অহমেবেশ্বরশ্চেত্তথাপি শক্রক্ষপণলীলাবেশেন কৃতেঽপি ভবতীনাং বিয়োজনে মম শক্তির্ন ভবিষ্যত্যেব স্নেহপারবশ্যাদিত্যভিপ্রায়েণাহ ময়ীতি। হি প্রসিদ্ধৌ। ভক্তির্নববিধানামেকাপি প্রীতিমাত্রং বা ভূতানাং সর্ব্বেষামপি অমৃতত্বায় কল্পেতে। ততো ভবতীনাং সর্ব্বতঃ পূজ্যানাং মদাপনঃ মামেব সাক্ষাৎ প্রাপয়তি বলাদাকর্ষতি যঃ স্নেহঃ উৎস্থা-স্ত্রীভাবহেতুঃ প্রেমপরিপাকবিশেষঃ স যদাসীৎ সংযোগবিয়োগলীলাভ্যামাবির্বভূব। তত্তু দিষ্ট্যা অতিভদ্রং। পুনর্বিয়োগসম্ভবাভাবাৎ ইতি ভাবঃ ॥ ১৮—২৮ ॥

ব্যক্তি আমাতে শুদ্ধ রতি (বিশুদ্ধ ভক্তি) করে, আর আপনাকে বড় এবং আমাকে সম বা হীন করিয়া মানে, আমি সর্ব্বপ্রকারে তাহারই অধীন হই ॥ ১৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গোপীগণ! আমার প্রতি ভক্তিই ভূতগণের অমৃতের (মোক্ষের) নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব আমার প্রতি তোমা-দের যে স্নেহ আছে, ইহা অতি মঙ্গলের বিষয়, যে হেতু তাহা আমার প্রাপক ॥ ১৮ ॥

মাতা পুত্রভাবে আমাকে বন্ধন করেন এবং আমার প্রতি হীন

লালন পালন ॥ ১৯ ॥ সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম ॥ ২০ ॥ প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন ॥ ২১ ॥ এই শুদ্ধ ভক্ত লৈয়া করিব অবতার। করিব বিবিধ ভাতি অদ্ভুত বিহার ॥ ২২ ॥ বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার ॥ ২৩ ॥ মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া

বুদ্ধি করিয়া লালন পালন করেন ॥ ১৯ ॥

সখা বিশুদ্ধভাবে এই বলিয়া আমার স্কন্ধে আরোহণ করে, ভাই! তুমি কোন্ বড়লোক তোমাতে আমাতে তুল্য ॥ ২০ ॥

প্রিয়া যদি মানভরে আমাকে ভর্ৎসন * করেন, বেদস্তুতি হইতে সেই ভর্ৎসন বাক্য আমার মন হরণ করে ॥ ২১ ॥

আমি এই সকল শুদ্ধ ভক্ত অর্থাৎ বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসের ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইব এবং তাঁহাদের সহিত বিবিধ প্রকার অদ্ভুত বিহার করিব ॥ ২২ ॥

বৈকুণ্ঠপ্রভৃতি স্থানে যে যে লীলার প্রচার নাই, আমি সেই সেই লীলা করিব, যেহেতু ঐ সকল লীলাই আমাকে চমৎকার বোধ করায় অর্থাৎ আমার বিস্ময়ের প্রতি কারণ হয় ॥ ২৩ ॥

গোপীগণের মদ্বিষয়ক যে উপপতি ভাব † তাহা যোগমায়া আপ-

* ন তথা রোচতে বেদঃ পুরাণাদ্যাস্তথেতরে।
যথা তাসান্ত গোপীনাং ভর্ৎসনাগর্ব্বিতং বচ ইতি।
আদিপুরাণে গোপীপ্রেমামৃতে স্বয়মেবোক্তং ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! বেদ বা অন্যান্য পুরাণাদি সকল আমার তদ্রূপ রুচিকর বোধ হয় না, যেমন গোপীদিগের ভর্ৎসনাগর্ব্বিতবাক্য আমার রুচিজনক হয় ॥

† উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়কভেদস্য একাদশাঙ্কে যথা ॥

করিবেন আপন প্রভাবে ॥২৪॥ আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপী-

নার প্রভাবে আপনি সমাধান করিবেন ॥ ২৪ ॥

গোপীদিগের সহিত আমার যে উপপতি ভাব তাহা আমি জানি না এবং গোপীগণও জানেন না * যে হেতু পরস্পরের রূপ গুণে পরস্পরের

রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয় প্রেমসর্ব্বস্বো বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥

অস্যার্থঃ। যে ব্যক্তি আসক্তি বশতঃ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পরকীয়া রমণীর প্রতি অনুরাগী হয় এবং ঐ পরকীয়া রমণীর প্রেমই যাহার সর্ব্বস্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকেই উপপতি বলিয়া থাকেন॥

উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণের ৬ অঙ্কে॥

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

অস্যার্থঃ। যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম অপেক্ষা না করিয়া আসক্তিবশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ বিধি অনুসারে স্বীকার করা হয় নাই, তাহারাই পরকীয়া॥

† উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণের ১৯। ২০ অঙ্কে॥

মায়াকল্পিত তাদৃক্ স্ত্রী শীলনেনানুসূয়িভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

তথাহি দশমে॥

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

অস্যার্থঃ। যদিচ গোপীগণ পরোঢ়া ছিলেন তথাচ তাঁহাদের পতির সহিত সঙ্গম হয় নাই, অভিসারাদি কালে যোগমায়াকল্পিত তাদৃক্ গোপীমূর্ত্তি গৃহান্তবর্ত্তিনী দেখিয়া গোপগণের এরূপ বোধ হইত যে, আমার পত্নী আমার গৃহে আছে, সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াভাব প্রকাশ করেন নাই॥

যথা শ্রীদশমে ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে॥

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা ঐ রূপ আচরণেও কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া

গণ। দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥ ২৫ ॥ ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ ২৬ ॥ এই সব রসসার করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥২৭॥

মনঃ অপহৃত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাগমার্গে উভয়ের মিলন হয়, কিন্তু দৈববশতঃ কখন মিলন হয় এবং কখন মিলন না হইয়াও থাকে ॥ ২৬ ॥

আমি এই সব রসের সারভাগ আস্বাদন করিব এবং ইহারই দ্বারা ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিব ॥

করেন নাই, ফলতঃ কৃষ্ণের মায়ায় তাঁহারা স্ব স্ব দারদিগকে আপনার পার্শ্বেই অবস্থিত বোধ করিতেন ॥

উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদের ১২ অঙ্কে যথা ॥

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো

দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্কাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।

কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভ জরতীবাক্যেন দূনাত্মনো

রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপীক্রোড়ে গতা সর্ব্বরী ॥

অস্যার্থঃ। পৌর্ণমাসীর প্রতি বৃন্দা কহিলেন, দেবি! একদা রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রাঙ্গণকোণস্থ বদরীবৃক্ষের মূলে অবস্থিত হইয়া কোকিলাদির নিনাদচ্ছলে শ্রীরাধাকে সঙ্কেত করেন, তচ্ছ্রবণে শ্রীরাধা শয়নগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে গেলে তদীয় করস্থ শঙ্খবলয়ের ধ্বনি হইতে লাগিল, কিন্তু ঐ ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি আনন্দসংপ্লবে নিমগ্ন হইতে ছিলেন, অন্য গৃহে সুপ্তা জরতী (জটিলা) সেই শঙ্খনিনাদ শ্রুত হইয়া এ কে? এ কে? করিয়া চিৎকার করাতে উভয়েরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে জরতী প্রসুপ্তা বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ সঙ্কেত করিলে শ্রীরাধাও দ্বারোদ্ঘাটন করিতে গেলেন, তাহাতেও আবার ঐরূপ শব্দ হইল, জরতীও নিদ্রা যায় নাই, পূর্ব্ববৎ এ কে? এ কে? করিয়া উঠাতে অমনি দুই জনেই তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন, হা কষ্ট! এই প্রকারে সমস্ত রজনীই বদরীমূলে যাপিত হইল ॥

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি কর্ম্ম ধর্ম্ম॥

তথাহি শ্রীভাগবতে॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩৩। ৩৯। অনুগ্রহায়েতি শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসোঽতিবহির্মুখা-নপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ। তোষণ্যাং। নন্বাপ্তকামস্য কুতঃ ক্রীড়নে প্রবৃত্তিঃ। কুত-স্তরাং বা বহির্দৃষ্ট্যা লোকবিগীতে তস্মিন্নিত্যত্রাহ অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায়। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়া ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয়শ্রীভগবদ্বচনাৎ। মানুষং নরাকারং

ভক্তগণ ব্রজের নির্ম্মল রাগ † শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন আমাকে রাগমার্গে ভজন করেন॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্ক ৩৩অ ৩৬ শ্লোকে যথা॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! আপনি শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়ায়

† রাগ যথা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগের দ্বিতীয় লহরীর ৩৫ অঙ্কে॥

স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটং।
তৎসম্বন্ধলবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি॥

অস্যার্থঃ। স্নেহের নাম রাগ। সেই রাগ কিরূপ এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন। যে স্নেহে স্পষ্টরূপে দুঃখও সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে রাগ বলে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ লেশমাত্রে প্রাণনাশ পর্য্যন্তও প্রীতি প্রদান করে অর্থাৎ প্রাণনাথ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়॥

যথা—গুরুরপি ভুজগাদ্ভীস্তক্ষকাৎ প্রাজ্য রাজ্য-
চ্যুতিরতিশয়িনী চ প্রাণচর্য্যা চ গুর্ব্বী।
অতনুত মুদমুচ্চৈঃ কৃষ্ণলীলাসুধান্ত-
র্বিহরণসচিবত্বাদোত্তরেয়স্য রাজ্ঞঃ॥

অস্যার্থঃ। তক্ষক নাগ হইতেও গুরুতর ভয়, সসাগরা ধরার সর্ব্বতোভাবে রাজ্যচ্যুতি এবং মরণ পর্য্যন্ত অনশন ব্রত, ইহারা সকল কৃষ্ণলীলামৃতের সাহায্যবশতঃ রাজা পরীক্ষিতের দুঃখপ্রদ না হইয়া অতিশয়রূপে আনন্দ বিস্তার করিয়া ছিল॥

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ইতি ॥

আশ্রিতঃ। ব্রহ্মরূপেণ সর্ব্বাশ্রয়োঽপি স্বয়মাশ্রয়ং কৃতবানিতি। তস্য পরব্রহ্মস্বরূপস্য পরমাশ্রয়ত্বং দর্শিতং। তদুক্তং। দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহমিতি। তথা গীতোপনিষৎসু ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। আস্থিত ইতি পাঠেঽপ্যাদরবিষয়ঃ কৃতঃ ইতি স এবার্থঃ। এবং ভক্তানুগ্রহার্থস্তু ক্রীড়েত্যভিপ্রেতং। আপ্তকামত্বেঽপি ভক্তানুগ্রহো যুজ্যতে। বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তথা স্বভাবাৎ যদ্ভাবভাবিতে চাত্র দৃশ্যতেঽসৌ। যথা রহূগণানুগ্রাহকে শ্রীজড়ভরতে যথা বা ভবদনুগ্রাহকে ময়ীতি চ। তত্র ভক্তশব্দেন ব্রজদেব্যো ব্রজজনাশ্চ সর্ব্বে কালত্রয়সম্বন্ধিনোঽন্যে চ বৈষ্ণবা গৃহীতাঃ। ব্রজদেবীনাং পূর্ব্বরাগাদিভির্ব্রজজনানাং জন্মাদিভিরন্যেষাঞ্চ তদ্দর্শনশ্রবণাদিভিরপূর্ব্বত্বস্ফুরণাৎ। অতএব তাদৃশ ভক্ত প্রসঙ্গেন তাদৃশীঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষণীঃ ক্রীড়া ভজতে যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোঽন্যোঽপি জনস্তৎপরো ভবেৎ। কিমুত রাসরূপামিমাং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোরিত্যাদি ॥২৮ ৩৬॥

দোষ শঙ্কা করিবেন না, শ্রীকৃষ্ণ যদি আপ্তকাম হইলেন, তাঁহার কেন এরূপ নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্তি, অতএব শ্রবণ করুন, যদিও ভগবান্ আপ্তকাম, তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া তাদৃশী ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া লোকে তৎপর হয় অর্থাৎ শৃঙ্গাররসাকৃষ্ট যে সকল ব্যক্তি ভগবদ্বহির্মুখ, তাহাদিগকেও আত্মপরায়ণ করিয়াছিলেন ॥

+ শ্রীধরস্বামির মতে ব্যাখ্যা।

যদ্যপি এমত হইল, তবে পূর্ণকাম ভগবানের কি নিমিত্ত নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইল, এই হেতু বলিতেছেন। অনুগ্রহায় ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা কেবল শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচিত্ত, অতএব আত্মনিষ্ঠ নহে, তাহাদিগকে আত্মনিষ্ঠ করিবার নিমিত্ত এই ক্রীড়া, ইহাই ভাবার্থঃ ॥

বৈষ্ণবতোষণীর ব্যাখ্যা। যদি বল, আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণের কি নিমিত্ত ক্রীড়াতে রুচি, আর কেনই বা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বহির্দৃষ্টি লোকদিগের নিন্দনীয় কার্য্যে রুচি, এই নিমিত্ত কহিতেছেন। অনুগ্রহায়েত্যাদি ॥

অর্থাৎ ভক্ত সকলের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মানুষ অর্থাৎ নরাকারকে আশ্রয়

করিয়াছেন, যে হেতু পদ্মপুরাণেতে শ্রীভগবানের বচন আছে যে, (আমার ভক্ত সকলের বিনোদের নিমিত্ত আমি বিবিধ প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকি) তবে ব্রহ্মরূপেতে সর্ব্বাশ্রয় হইয়াও স্বয়ং নরাকার আশ্রয় করিয়াছেন, ইহাতে সেই পরব্রহ্ম স্বরূপের পরমাশ্রয়ত্বও দেখান হইয়াছে। তাহা দশমস্কন্ধের টীকায় শ্রীধরস্বামিকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, (দশমস্কন্ধে আশ্রিতাশ্রয়রূপ দশমপদার্থ লক্ষ্য ইত্যাদি) এবং সেইরূপ ভগবদুপনিষৎ সকলেও অর্থাৎ ভগবদ্গীতাতেও আছে (আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি) আর আস্থিত এই পাঠেতেও আদর বিশেষ করা হইয়াছে, এই হেতু আস্থিত পদেরও সেই আশ্রিতই অর্থ। তবে ইদানীং স্বেচ্ছা হেতু মানুষদেহকে বিরচিত করিয়া আশ্রয় করিয়াছেন, এ ব্যাখ্যাটী ঘটে না, যে হেতু পরেতে গোলোকে গোপসকলকর্ত্তৃক আধিষ্ঠাতৃস্বরূপে কৃষ্ণ নামক নরাকার পরব্রহ্মের অনুভব করা হইয়াছে, এমত যদি হইল, তবে ভক্তানুগ্রহের নিমিত্ত তাঁহার ক্রীড়া এইটীই অভিপ্রেত এবং আপ্তকাম হেতু ভক্তানুগ্রহই যুক্ত হয়, যে হেতু বিশুদ্ধসত্ত্বের সেই প্রকার স্বভাব। এবং তন্মাত্র যদ্ভাব ভাবিতেপ ইহাই দৃশ্য হয়। এবং সেইরূপ রন্তুগণের অনুগ্রাহক জড়ভরতে। "অথবা ভবদনুগ্রহকে আমাতে ইত্যাদি"। তন্মধ্যে ভক্তশব্দেরদ্বারা ব্রজদেবী এবং ব্রজজন সকল ও কালত্রয়সম্বন্ধি বৈষ্ণবসকল গ্রহণ করা হইয়াছে, যে হেতু ব্রজদেবী সকলের পূর্ব্বরাগাদিদ্বারা ব্রজজন সকলের জন্মাদিদ্বারা অন্য সকলের তত্তৎভগবদ্রূপ লীলাদ দর্শন শ্রবণাদিদ্বারা অপূর্ব্বত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। অতএব তাদৃশ ভক্তসঙ্গের দ্বারা তাদৃশী অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষণী ক্রীড়া করেন, যাহা সাধারণী হইলেও শ্রবণ করিয়া ভক্ত ভিন্ন জনেও সেই কৃষ্ণপর হইবে, তবে আবার রাসলীলারূপ এই ক্রীড়া শ্রবণে যে কৃষ্ণপর হইবে, তাহার কথা আর কি বলিব এই অর্থ। ইহা বিক্রীড়িতমিত্যাদি এই অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকেতে বলা হইবে। অথবা মনুষ্যদেহাশ্রিত সমস্ত জীব সেই কৃষ্ণপর হইবে, যে হেতু মনুষ্যলোকেই শ্রীভগবানের অবতার হয় এবং ভগবদ্ভজনেরই মুখ্যত্ব আছে যে হেতু মনুষ্য সকলেরই মুখেতে ভগবল্লীলা শ্রবণাদি সিদ্ধি আছে। আর "ভূতানাং" এই পাঠ থাকিলে তাহার অর্থ এই যে, নিজাবতার কারণ ভক্তসম্বন্ধদ্বারা সকল জনেরই অর্থাৎ বিষয়ী, মুমুক্ষু এবং মুক্ত ইহাদের সকল জনের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত। ইহাদ্বারা পরম কারুণ্যই কারণ উক্ত হইয়াছে, তথাপি ভক্তসম্বন্ধেরই দ্বারা সকল অনুগ্রহ জানিবে, অন্য কারণ সেই পূর্ব্বোক্ত পদদ্বারা জানিবে। তন্মধ্যে স্বামি-পাদে উক্ত বহির্মুখানপি এই পদেতে সেই বহির্মুখ পর্য্যন্তত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। যে হেতু পরম প্রেমপরাকাষ্ঠাময়তাদ্বারা শ্রীশুকদেবেরও তদ্দর্শনাতিশয়ের প্রবৃত্তি আছে। আর "গোপীনাং" এই পাঠেও ইহার অর্থান্তরে এইরূপ ব্যাখ্যা জানিবে। যদি বল এমত হইলেও

নিত্যলীলার মত গুপ্তরূপে সেই প্রকার ক্রীড়া করুন, প্রাপঞ্চিক লোক সকলের জন্য তাঁহার প্রকাশের প্রয়োজন কি? এই নিমিত্ত বলিতেছেন। প্রপঞ্চগত ভক্ত সকলের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত মানুষদেহ অর্থাৎ মর্ত্তলোকরূপ বিরাড়দেহাংশকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই প্রকাশ হইয়াছেন, এই অর্থ, যে হেতু শ্রুতিতে আছে, যাঁহার শরীর পৃথিবী ইত্যাদি। অতএব পৃথিবীতে শরীর শব্দের প্রয়োগ আছে এবং মানুষ শব্দতে মনুষ্যলোকের লক্ষিতত্ব আছে, আর অন্য পদ সকল সমানার্থক জানিবে। অথবা তৎপরো ভবেৎ এখানে ভক্ত সকলের অর্থাৎ ভূত সকলের বহুত্ব হেতু তাহারা কর্ত্তৃত্বরূপে বিপরিণামেতে অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মে বর্ত্তমান হয় না এবং ব্যাখ্যান্তরেতেও অধ্যাহারাদি কষ্ট হয়, কিন্তু সেই সেই স্থানের ব্যাখ্যানে ভগবান্ এই পদটী প্রকরণবশতই লভ্য হয়। অতএব ইনি তদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করিয়া নিজেও তৎপর হইবেন অর্থাৎ যখন যখন শ্রবণ করেন, তখন তখন শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হয়েন, এই অর্থ॥

চক্রবর্ত্তির মতে ব্যাখ্যা।

কি অভিপ্রায়েতে নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন, এই যে দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাহার উত্তর বলিতেছেন, অনুগ্রহায় ইত্যাদি। অর্থাৎ ভক্তসকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া, যাহা শ্রবণ করিয়া মানুষদেহাশ্রিত জীব তৎপর অর্থাৎ তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হইবে ইহাতে অন্য ক্রীড়া হইতে বিশেষরূপে এই মধুররসময়ী ক্রীড়ার তাদৃশী মণিমন্ত্র মহৌষধ সকলের মত কোন অতর্ক্য শক্তি আছে, এইটীই বোধগম্য হয়। এবং মানুষদেহাশ্রিত জীবই সেই ভগবদ্ভক্তিতে অধিকারী, ইহাই অভিপ্রেত ইতি॥

———

ভবেৎ ক্রিয়া বিধি লিঙ্ সেই ইহা কহে। কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায়ে ॥ ২৮ ॥ এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ-প্রাকট্য-কারণ। অসুরসংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ২৯ ॥ এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩০ ॥ কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন। যুগধর্ম্ম কালের হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩১ ॥ দুই হেতু অবতরি লৈয়া ভক্তগণ। আপনে আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কী-

উল্লিখিত শ্লোকে "তৎপরো ভবেৎ" এই শেষ চরণে ভবেৎ এই ক্রিয়াপদ বিধি অর্থে লিঙ্ অর্থাৎ মুগ্ধবোধব্যাকরণের মতে ভূধাতুর উত্তর খীসংজ্ঞার যাৎ প্রত্যয় করিয়া ভবেৎ এই ক্রিয়াপদ সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে বিধি অর্থে লিঙ্ এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে যে, রাসলীলা শ্রবণ করিয়া লোক সকল কৃষ্ণপরায়ণ হইবেন অর্থাৎ কৃষ্ণভজনে অনুরক্ত হইবেন, নতুবা প্রত্যবায়ী পাপভাগী হইতে হইবে, "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত" ইত্যাদি স্থলে যেমন বিধি লঙ্ঘন জন্য প্রত্যবায়ী হয়, তদ্রূপ এস্থলে শ্রীরাসলীলা শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তিসহকারে শাস্ত্রোক্ত যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণকে না ভজিলে দোষভাগী হইয়া নরকে গতি লাভ করিবে ॥ ২৮ ॥

বহির্ম্মুখজন সকলকে আত্মপরায়ণ করা শ্রীকৃষ্ণের অবতার হওয়ার প্রতি একটী মুখ্য কারণ, আর অসুরমারণ প্রভৃতি কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিষয়ে আনুষঙ্গিক প্রয়োজন অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনাধীন, কিন্তু ইহা মুখ্য নহে, প্রসঙ্গাধীন জানিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

এই মত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণ ভগবান্, যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করা ইঁহার কার্য্য নহে ॥ ৩০ ॥

কোন কারণবশতঃ যখন শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইতে ইচ্ছা হইল, সেই সময়েই যুগধর্ম্ম কাল আসিয়া তাহাতে মিলিত হইল ॥ ৪১ ॥

সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং প্রেমের সারভাগ

র্ত্তন ॥ সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে। নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সবারে ॥ ৩২ ॥ এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। আপনে আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৩ ॥ দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার। চারি বিধ প্রেম চারি ভক্তই আধার ॥ ৩৪ ॥ নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে ॥ ৩৫ ॥ তটস্থ হৈয়া মনে বিচার যদি করি। সর্ব্বরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৩৬ ॥

আস্বাদন এবং লোক মধ্যে রাগমার্গে ভক্তি প্রচার এই হেতু ভক্তগণ সহ অবতীর্ণ হইয়া আপনি প্রেম আস্বাদন এবং লোকমধ্যে নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন। মহাপ্রভু এতদ্দ্বারা চণ্ডালপ্রভৃতিতে নাম সঙ্কীর্ত্তন সঞ্চার-পূর্ব্বক নাম ও প্রেমের মালা গাঁথিয়া সকলকে পরিধান করাইলেন ॥৩২

এইমত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া আপনি আচরণ করত ভক্তি প্রচার করিলেন ॥ ৩৩ ॥

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং শৃঙ্গার এই চারি প্রকার প্রেমের ভক্তই আধার অর্থাৎ ভক্তেতে এই চারিপ্রকার প্রেম অবস্থিত থাকে ॥ ৩৪ ॥

যে ভক্ত যে প্রেমের আধার, তিনি স্বীয় স্বীয় আশ্রিত ভাবকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানেন এবং স্বীয় ভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় সুখ আস্বাদন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবনিষ্ঠ দাসত্ব, সখ্যভাবনিষ্ঠ সখ্য, বাৎসল্যভাবনিষ্ঠ বাৎ-সল্য এবং শৃঙ্গারভাবনিষ্ঠ শৃঙ্গারসম্বন্ধীয় সুখ অনুভব করেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক যে চারি প্রকার রাগ ভক্তির উল্লেখ করা হইল, যদিচ আধার ভেদে স্বস্ব ভাব প্রধান তথাপি তটস্থ হইয়া অর্থাৎ সমীপ-বর্ত্তী হইয়া বিচার করিলে সকল রস অপেক্ষা শৃঙ্গাররসেই মাধুর্য্য

অতএব শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈর্ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ
এতদেব নির্ণীতমস্তি যথা॥
যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে। নন্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতং। তত্রাদৌ সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়ে চ কস্যচিৎ ক্বচিৎ প্রবৃত্তৌ কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি। যথোত্তরমুক্তক্রমেণ স্বাদ্বী অভিরুচিতা। নন্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ। নির্ব্বাসনো একবাসনো বহুবাসনো বা তত্রাদ্যয়োরন্যতর স্বাদাভাবাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব। অন্ত্যস্য চ রসাভাসিত্বা পর্য্যবসানাগ্রাস্তীতি সত্যং। তথাপ্যেকবাসনস্য তদ্ঘটতে। রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষত্বেঽপি সদৃশরসস্যোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশ রসস্য তু

অধিক॥ ৩৬॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে স্থায়িভাব নামক ৫ লহরীর ২১ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে যথা॥

মধুরা, উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষ উল্লাসময়ী এই মধুরারতি * বাসনা ভেদে স্বাদবিশিষ্ট হইয়া কোন স্থানে কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া

* উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণের ৯ অঙ্কে রুদ্রের উক্তি ও বিষ্ণুগুপ্তসংহিতায় বর্ণিত আছে যথা॥

বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা।
তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধং॥
যত্র নিষেধ বিশেষঃ দুর্ল্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাং।
তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ং॥

অস্যার্থঃ। স্ত্রীগণের যে সকল বামতা, দুর্ল্লভতা এবং বহু নিবারণত্ব তাহাই পঞ্চবাণের বাণ বলিয়া অভিহিত॥

যে কোন মৃগাক্ষীতে, বিশেষ নিষেধ এবং দুর্ল্লভতা বিদ্যমান, নাগরিক লোকদিগের তাহাতেই হৃদয় নির্ভর হয়॥

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিদিতি ॥ ৩৭ ॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম। স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৩৮ ॥ পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার

সামগ্রীপরিপোষাপরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ॥ ৩৭—৪২ ॥

থাকে ॥ ৩৭ ॥

অতএব এই শৃঙ্গাররসের নাম মধুর রস ইহা * স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দুই প্রকার হয় ॥ ৩৮ ॥

পরকীয়া ভাবে রসের অতিশয় উল্লাস হয়, কিন্তু এই ভাবের বৃন্দা-

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব পঞ্চমলহরীর ২০ অঙ্কে যথা ॥

মিথোহরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণং।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষ ভ্রূক্ষেপ প্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। হরি এবং মৃগাক্ষী রমণীর পরস্পর স্মরণ দর্শনপ্রভৃতি অষ্টবিধ সম্ভোগের আদি কারণের নাম প্রিয়তা, এই প্রিয়তার আর একটী নাম মধুরা। ইহাতে কটাক্ষ ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং হাস্যপ্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণের ৩ অঙ্কে যথা ॥

করগ্রাহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥

অস্যার্থঃ। যাহারা পাণিগ্রহণবিধি অনুসারে প্রাপ্তা এবং পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং পাতিব্রতধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না, রসশাস্ত্রে তাহাদিগকেই স্বকীয়া বলে ॥

উক্ত প্রকরণের ৬ অঙ্কধৃত

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥

অস্যার্থঃ। যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম অপেক্ষা না করিয়া আসক্তি-বশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ বিধি অনুসারে স্বীকার করা হয় নাই, তাহারাই পরকীয়া ॥

অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৩৯ ॥ ব্রজবধূগণে এই ভাবে নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ ৪০ ॥ প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরি আস্বাদনের কারণ ॥ ৪১ ॥ অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি। সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৪২ ॥

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা যথা ॥

বন ভিন্ন অন্য কোনস্থলে অবস্থিতি নাই ॥ ৩৯ ॥

ব্রজসুন্দরী সকলে এই পরকীয়া ভাব নিত্য বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধায় এই ভাবের পরম অবধি জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

যত যত ভাব আছে, তাহার মধ্যে প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাবরূপ যে প্রেম * তাহাই সর্ব্বোত্তম, এই ভাবই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনবিষয়ে কারণ-স্বরূপ অর্থাৎ প্রৌঢ় নির্ম্মল প্রেম ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের যে কি মধুরিমা তাহা আস্বাদন হয় না ॥ ৪১ ॥

এই কারণে শ্রীগৌরহরি প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব অঙ্গীকার করিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার ভাব স্বীকার পূর্ব্বক আপনার বাঞ্ছা সাধন করিলেন ॥ ৪২ ॥

স্তবমালায় গৌরাঙ্গদেবের ১ স্তবে ২ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী এই বিষয় কহিয়াছেন যথা ॥

---

* প্রেম। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণের ৪৬ অঙ্কে যথা ॥

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
তদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

অস্যার্থঃ। ধ্বংসের কারণ সত্ত্বে যাহার ধ্বংস হয় না এমত যুবক যুবতীদ্বয়ের পরস্পর ভাব বন্ধনকে প্রেম কহে ॥

৪৮ অঙ্কে "স ত্রিধি কথ্যতে প্রৌঢ় মধ্য মন্দ প্রভেদতঃ।" তত্র প্রৌঢ়ঃ। "বিলম্বাদিভির জ্ঞাতচিত্তবৃত্তৌ প্রিয়ে জনে। ইতরঃ ক্লেশকারী যঃ স প্রেমা প্রৌঢ় উচ্যতে ॥"

অস্যার্থঃ। ঐ প্রেম প্রৌঢ় মধ্য ও মন্দ ভেদে তিন প্রকার হয়। তন্মধ্যে প্রৌঢ় যথা। বিলম্বাদিদ্বারা প্রিয়জনের অর্থাৎ নায়িকার চিত্তবৃত্তি অজ্ঞাত হইলে ইতরের (নায়কের) যে ক্লেশকারী হয়, সেই প্রেমকে প্রৌঢ় বলে ॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ইতি ॥ ৪৩ ॥
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪৪ ॥

সুরেশানামিতি। পুনঃ কীদৃশ্য সুরেশানাং দুর্গং দুর্গম্যং বস্তু পুনঃ কীদৃশঃ উপনিষদাং শ্রুতিশিরসাং অতিশয়েন অভিচেষ্টয়া গতির্ন স্বাপাততো গম্য ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃক্ প্রণত পটলীনাং ভক্তসমূহানাং মধুরিমা মাধুর্য্যং। পুনঃ কীদৃশঃ অশেষগোপীনাং প্রেম্নো নির্য্যাসঃ। প্রেম ইতি প্রীতিরুক্তিঃ প্রেমোঽভিন্নত্বেঽপি প্রেমত্বেনৈক্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

অপারমিতি। যো দেবঃ প্রণয়িজনবৃন্দস্য শ্রীনন্দাদেঃ রসস্তোমং হিত্বা কস্যাপ্যনির্বচনীয়স্য শ্রীরাধিকাখ্যস্য কমপি মধুরং আশ্রয়ানুরূপং উপভোক্তুং স্বাং শ্যামাং রুচং কান্তিং আবব্রে আবৃতবান্। হৃত্বেতি পাঠে প্রণয়িজনবৃন্দস্য মধ্যে কস্যাপি শ্রীরাধিকাখ্যস্যেত্যর্থঃ।

যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অভয়দাতা ও নিখিল উপনিষদের লক্ষ্যস্থান যিনি মুনিগণের ঐহিক পারত্রিকের সর্ব্বস্ব ও ভক্তবৃন্দের সাক্ষাৎ মাধুর্য্যস্বরূপ এবং ব্রজবনিতাদিগের প্রেমসার, সেই চৈতন্যদেবকে আবার কি আমি দেখিতে পাইব ॥ ৪৩ ॥

ঐ দ্বিতীয় স্তবে ৩ শ্লোকে যথা ॥

যিনি মধুররস আস্বাদন করিব বলিয়া ব্রজবনিতাদিগের অপার মাধুর্য্যভাব অপহরণপূর্ব্বক তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করত স্বীয়রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে সাতিশয় অনু-

ভারহরণ হেতু কৈল ধর্ম্ম সংস্থাপন। মূল হেতু আগে শ্লোক করিব বিবরণ ॥ ভাব গ্রহণের এই শুনহ প্রকার। তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোক করিয়া বিচার ॥ ৪৫ ॥ এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস। এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৪৬ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াং ॥

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনাতদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যামাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ইতি ॥ ৪৭ ॥

পুনঃ কীদৃক্ তদীয়াং তৎসম্বন্ধিনীং গীতাং দ্যুতিং প্রকটয়ন্ ॥ ৪৪—৫৩ ॥

টীকা শ্রীবৃন্দাবনতর্কালঙ্কারস্য।

কম্পা করুন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ভার হরণ নিমিত্ত ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়াছেন ইহা সামান্য, অবতারের মূল কারণ অর্থাৎ যে জন্য তিনি অবতার হইলেন, তাহা অগ্রিম শ্লোকে বিস্তার করিব। হে শ্রোতাগণ! চৈতন্যদেবের ভাব গ্রহণের প্রকার বলি, শ্রবণ করুন তজ্জন্য পঞ্চম শ্লোকের বিচার করিতেছি ॥ ৪৫ ॥

এই ত পঞ্চম শ্লোকের আভাস কহিলাম, এইক্ষণে সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতেছি ॥ ৪৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীস্বরূপগোস্বামির কড়চার যথা ॥

যে রাধাকৃষ্ণ উভয়ে এক আত্মা হইয়াও দুই দেহ ধারণপূর্ব্বক রস আস্বাদন নিমিত্ত পরস্পর বিলাস করিয়াছিলেন, সেই দুই একত্র রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত এক্ষণে ঐ দুইয়ে মিলিত হইয়া চৈতন্যগোসাঞি

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোহন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি। রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥ ৪৮॥ ইথি লাগি করি আগে তাঁর বিবরণ। যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন॥ ৪৯॥ রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥ ৫০॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন। হ্লাদিনীদ্বারায় করেন ভক্তের পোষণ॥ ৫১॥ সৎ চিৎ আনন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥ ৫২॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥ ৫৩॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ১২অ ৬৯ শ্লোকে॥

নামে অবতীর্ণ হইলেন॥ ৪৭॥ ৪৮॥

এজন্য অগ্রে তাঁহার বিবরণ করি, উহাতেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহিমা সকলের কথন হইবে॥ ৪৯॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার স্বরূপ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তি, ইহাঁর নাম আহ্লাদিনী॥ ৫০॥

আহ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করান, শ্রীকৃষ্ণ ঐ আহ্লাদিনীদ্বারা ভক্তের পোষণ করিয়া থাকেন॥ ৫১॥

শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চিৎ ও পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, ইহাঁর একটী চিৎশক্তি তিনরূপ ধারণ করেন, যথা—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ॥ ৫২॥

শ্রীকৃষ্ণের সৎ (বিদ্যমানতা) চিৎ (জ্ঞান) ও আনন্দ এই তিন অংশে অর্থাৎ আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সৎ অংশে সন্ধিনী এবং চিৎ অংশে সম্বিৎ বলিয়া যাঁহাকে মানিয়া থাকি॥ ৫৩॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণের ১ অংশে ১২অ ৬৯ শ্লোকে যথা॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ইতি ॥ ৫৪ ॥

ভগবৎসন্দর্ভে স্বামিভিঃ। হ্লাদিনীতি। হ্লাদিনী আহ্লাদকরী। সন্ধিনী সত্তা। সম্বিৎ বিদ্যাশক্তিঃ। একা মুখ্যা অব্যভিচারিণীস্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ। তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু। জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি তামেবাহ। হ্লাদ তাপকরী মিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী। তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী। তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদিগুণৈর্ব্বর্জ্জিতে। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ। হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকর ইতীতি। অত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ তা সা সন্ধিনী। এবং জ্ঞানরূপোঽপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সম্বিদিতি জ্ঞেয়ং। তত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তদেবং তস্যাত্মস্ব-রূপে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা লক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং। তচ্চান্যনিরপেক্ষ্যস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্বিশুদ্ধং। তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানঞ্চেদাধারশক্তিঃ। সম্বিদংশ প্রধানমাত্মবিদ্যা হ্লাদিনী সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধার শক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তং। যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যত ইতি। তথা জ্ঞান তৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়াত্মবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে এবং ভক্তি তৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকা-

ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি সকলের আধার, তোমাকে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ শক্তি সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। হ্লাদিনী শক্তি আহ্লাদকারী (মনঃ প্রসাদজনক সত্ত্বগুণ) সন্ধিনী শক্তি তাপকরী (বিষয় বিয়োগাদিতে দুঃখজনক তমোগুণ) সম্বিৎ শক্তি উভয় মিশ্রা (উভয়াত্মক রজোগুণ) (জীবাত্মাতে যেমন পৃথক্ রূপে অবস্থিতি করে) সেইরূপ তোমাতে অবস্থিতি করিতে

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম । ভগবানের সত্তা যত তাহাতে বিশ্রাম ॥ ৫৫ ॥ মাতা পিতা স্থান গৃহে শয্যাসন আর । এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥ ৫৬ ॥

তথাহি চতুর্থে ৩অ ২১শ্লোকে শ্রীশিববাক্যং ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং

যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।

শতে । অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে । লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে । যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে । আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি । যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ । গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ । আত্মবিদ্যা জ্ঞানং । ত্বং সর্ব্বাশ্রয়ত্বাদ্যমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং বিবিধানামনোবাঞ্ছ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ । অথ মূর্ত্তা পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে । ইয়মেব বসুদেবাখ্যা তদুক্তং শ্রীমহাদেবেন । সত্ত্বমিতি ॥ ৫৪—৫৬ ।

শ্রীভাবার্থদীপিকায়াং । ৪ । ৩ । ২১ । কিঞ্চন কেবলং অভ্যাগতেষ্বেব বাসুদেবদৃষ্ট্যা নমনং ক্রিয়তে কিন্তু নিত্যমেব মনসি বাসুদেবশ্চিন্ত্যত ইত্যাহ বিশুদ্ধং সত্ত্বমন্তঃকরণং সত্ত্বগুণো বা বসুদেবশব্দেনোক্তং । কুতঃ যদ্যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্ত্বে পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে অপগতমাবৃতমাবরণং যস্মাৎ সঃ অয়মর্থঃ বসুদেবে ভবতি । প্রতীয়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্দ্ধার্য্যতে ।

পারে না, কারণ তুমি ত্রিগুণাতীত ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য । সন্ধিনীর যে সার অংশ, তাহার নাম শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানের যত সত্তা আছে, তৎসমুদায় তাহাতেই বিশ্রাম করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা এবং আসন এ সকল শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥ ৫৬ ॥

শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে যথা ॥

মহাদেব সতীকে কহিলেন, প্রিয়ে । আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমত নহে, নিত্যই ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি, বিশুদ্ধ যে সত্ত্বগুণ তাহাই বসুদেব এই

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো

হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৫৮ ॥ হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। ভাবের পরম কাষ্ঠা

তত্রশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বসত্যস্মিন্ বা বসুদেবঃ দীব্যতি দ্যোতত ইতি বা বসুভিঃ পুণ্যৈর্দীব্যতি প্রকাশত ইতি বা বসুদেবশব্দবাচ্যং শুদ্ধং সত্ত্বং ততঃ কিমত আহ সত্ত্বে চ তস্মিন্মে ময়া নমসা নমস্কারেণানুবিধীয়তে সেব্যত ইত্যর্থঃ। মনসেতি পাঠে মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। যতোঽধো ভূতেষু প্রত্যাহৃতেষক্ষিষু জায়তে প্রকাশতে ইন্দ্রিয়াগোচর ইত্যর্থঃ। ইতি। ভগবৎসন্দর্ভে। সত্ত্বং বিশুদ্ধমিতি বিশুদ্ধঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি। বিশেষেণ শুদ্ধং সত্ত্বং যৎ তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তং কুতস্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ। যৎ তস্মাৎ তত্র তস্মিন্ পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে ইতি বা বাসুদেবঃ। তস্মাদ্বসুদেব শব্দিতং বিশুদ্ধসত্ত্বং। স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি। অপাবৃত আবরণশূন্যঃ সন্ প্রকাশতে। প্রাকৃতং সত্ত্বং চেত্তর্হি তত্র প্রতিফলমেবাবধীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গততয়া তস্য তত্রাবৃতত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ফলিতার্থমাহ। এবং ভূতে সত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ বিধীয়তে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। তচ্চ তৎ সত্ত্ব তাদাত্ম্যাপন্নমেব অন্যথা নৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পর্য্যবসিতং। ননু কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং তেন সত্ত্বেন তত্রাহ। হি যস্মাদধোক্ষজঃ। অধঃকৃতমতিক্রান্তমক্ষজমিন্দ্রিয়জ্ঞানং যেন সঃ ॥৫৭-৬০

শব্দে উক্ত হয়, কেননা সত্ত্বগুণে নির্ম্মল পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান, এই কারণে সেই সত্ত্বস্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি মনোদ্বারা সদাই নমস্কারপূর্ব্বক সেবা করি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভগবত্ত্ব জ্ঞান ইহাই সম্বিৎ শক্তির সারভাগ, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভৃতি সমুদায় ইহারই অন্তর্গত ॥ ৫৮ ॥

আর হ্লাদিনী শক্তির সারভাগ প্রেম § প্রেমের সারভাগ ভাব এবং

---

§ উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ৪২ অঙ্কে যথা ॥

ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ বরীয়সাং॥

অস্যার্থঃ। সমর্থা রতি প্রৌঢ়া অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মহাভাব দশাকে প্রাপ্তি করায়, একারণ মুক্ত ও প্রধান প্রধান ভক্ত সমর্থা রতির অন্বেষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্য নহে॥

ঐ ৪৬ অঙ্কে॥

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অস্যার্থঃ। ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না, এমত যুবক যুবতিদ্বয়ের পরস্পর ভাববন্ধনকে প্রেম কহে॥

ঐ ১০৯ অঙ্কে॥

অনুরাগঃ স্বয়ংবেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয় বৃত্তি হইয়া আপনার দ্বারা সম্বেদনে যোগ্য অর্থাৎ স্বীয়ভাবের উন্মুখতা দশা প্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রকাশ লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে ভাব বলা যায়॥

ঐ ১১০। ১১১ অঙ্কে॥

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্ত জতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাৎ
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমং।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥ ১১০॥
মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ।
ব্রজদেব্যেক সংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥ ১১১॥

কোন কুঞ্জে পরস্পর পরস্পরের মাধুর্য্যাস্বাদে নিমগ্ন এবং উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবে অলঙ্কৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাভাবমাধুরী অনুমোদন করিয়া বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের নিকুঞ্জসম্বন্ধীয় কুঞ্জরাজ, শৃঙ্গাররসরূপ স্বকার্য্যকুশল শিল্পী, স্বেদ অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্য দ্রব্যরূপ যে সাত্ত্বিক বিশেষ বৃত্তি তাহার দ্বারা শ্রীরাধার এবং তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে দ্রবীভূত করত অভিন্নরূপে সংযোজিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্ম্যমধ্যে চিত্র করিবার নিমিত্ত নবরাগ হিঙ্গুলদ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন॥

তাৎপর্য্য। শৃঙ্গাররসই কারু অর্থাৎ শিল্পী, কৃতি অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মেতে পটু, এতদ্দ্বারা রতি সুস্পষ্ট হইল, শ্রীরাধা এবং তোমার এই সূচনা দ্বারা ঔপপত্যভাবহেতু লোকদ্বয় নিন্দার অনবেক্ষণপ্রযুক্ত প্রেম সূচিত হইলে। পরস্পরের চিত্তই জতু অর্থাৎ লাক্ষা, প্রেমরূপ উষ্মা-দ্বারা, পক্ষে অগ্নিসন্তাপদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া এতদ্দ্বারা স্নেহ, একীভাবরূপে মেলন ইহাদ্বারা প্রণয়। ক্রমে অর্থাৎ ধীরে ধীরে এতদ্দ্বারা বাম্য প্রকাশনিমিত্ত মান ভেদভ্রম যেরূপে নির্ব্বৃত্ত হয়, এরূপে একত্রীকরণ হেতু সুসখ্য প্রকাশ, গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের কুঞ্জসকলে কুঞ্জরপতি যে তুমি ইহাতে মহাগজেন্দ্র তুল্য লীলাশালী তোমার সুকুমার চরণদ্বয়ের পর্ব্বতগহ্বর কুঞ্জাদিতে পরস্পর মিলন নিমিত্ত রাত্রি দিন অভিসারকারি যে তোমরা দুই জন যুবক যুবতীর কষ্ট ও সুখজনক, এতদ্দ্বারা রাগ। নিত্য নূতনত্বে ভাসমান যে রাগ, তাহাই হিঙ্গুলরাশি, এতদ্দ্বারা অনুরাগ। ভূম অর্থাৎ বহুতর এতদ্দ্বারা মহাভাব, নবরাগ অর্থাৎ হিঙ্গুল তদ্দ্বারা চিত্তরূপ লাক্ষার রক্তিমাকরণ। হিঙ্গুলারক্ত জতুর অন্তর্ব্বহি হিঙ্গুলাকারত্ব, উভয় চিত্তের মহাভাবা-কারত্ব, অনুরাগোৎকর্ষের স্বসংবেদ্যার্থ, ব্রহ্মাণ্ড হর্ম্ম্যোদরে চিত্র করিবার নিমিত্ত। পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সকলে যে সকল হর্ম্ম্য অর্থাৎ ধনিদিগের বাসস্থান তদুদরে তদন্তর্ব্বর্ত্তি ধনিজনহৃদয়ে, অতিশয় উক্তিপ্রযুক্ত ভক্তজনের অন্তঃকরণ সকলে চিত্রের নিমিত্ত অর্থাৎ বিস্ময় প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাভাব ক্রিয়া ক্ষোভ অনুভবনীয়। এতদ্দ্বারা যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব উক্ত হইল এবং উত্তরোত্তর উদাহরণ সকলে মহাভাব চিহ্ন সকল কোন স্থানে ব্যস্ত, কোন স্থানে সমস্ত গম্য হইয়া থাকে ॥ ১১০।

উল্লিখিত এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীসকলে অতিশয় দুর্লভ, কেবল ব্রজসুন্দরীগণেরই সম্বেদ্য অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীসকলেই সম্ভব হয়, ইহা মহাভাব নামে কথিত হইয়া থাকে ॥১১১॥

নাম মহাভাব ॥ ৫৯ ॥ মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ৬০ ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাপ্রকরণে ২ অঙ্কে ॥

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সীতি ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ ৬২ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫অ ৩৭ শ্লোকে ॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

লোচনরোচন্যাং। তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে ইতি। তাসু শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী মহাভাবস্বরূপেয়মিতি ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

তত্রৈব। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিরিত্যনেন তাসাং সর্ব্বাসামপি ভক্তিরস প্রতি-

ভাবের চরম সীমার নাম মহাভাব অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু নাই ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা, ইনি সমস্ত গুণের আকর এবং শ্রীকৃষ্ণের যত যত কান্তা আছেন, তৎসমুদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা ॥ ৬০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির রাধাপ্রকরণের ২ অঙ্কে ॥

রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুইয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে রাধা অধিকা, ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং গুণের দ্বারা অতিশয় বরীয়সী ॥ ৬১ ॥

যাঁহার চিত্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা ভাবনাযুক্ত, সেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়শক্তি, ইনি কৃষ্ণলীলার সহায় স্বরূপা ॥ ৬২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ৫ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ॥

তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ইতি ॥ ৬৩ ॥

ভাবিতাত্বং গম্যতে। ভক্তির্হি পূর্ব্বগ্রন্থে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মেত্যত্র পরমানন্দরূপতয়া দর্শিতা তস্যাশ্চ রসত্বাপত্তিঃ স্থাপিতা। ততশ্চ তেনানন্দচিন্ময়াত্মকেন ভক্তিবিশেষময়েন প্রতিভাবিতাভিঃ প্রতিক্ষণং নিত্যমেব ভাবিতাভিঃ সম্পাদিতসত্তাভিঃ কলাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ। দিক্প্রদর্শিন্যাং। তৎপ্রেয়সীনাস্তু কিম্বক্তব্যং পরমশ্রিয়াং তাসাং সাহিত্যেনৈব তস্য তল্লোকবাস ইত্যাহ। আনন্দেতি। অখিলানাং গোলোকবাসিনাং অন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণামাত্মভূতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশয়ত্বং দর্শিতং। তত্র হেতুঃ। কলাভিঃ হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ। তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ আনন্দেতি আনন্দচিন্ময়ো যো রসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা তেন ভাবিতাভিঃ পূর্ব্ববত্তাসাং তন্নাম্না রসেন। সোঽয়ং ভাবিতো জাতঃ। ততশ্চ তেন যা প্রতিভাবিতা জাতাস্তাভিঃ সহেত্যর্থঃ। প্রতিশব্দালত্যক্তে যথা প্রত্যুপকৃতঃ। স ইত্যুক্তে তস্য প্রাপ্তোপকারিত্বমায়াতি তদ্বৎ। তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব নতু প্রকটলীলাবং পরদারত্বব্যবদারেণেত্যর্থঃ। পরম লক্ষ্মীণাং তাসাং তৎ পরদারত্বাসম্ভবাৎ অস্য স্বদারতাময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিতয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষণার্থং প্রকটলীলায়াঃ মায়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ। য এবেত্যেবকারেণ যং প্রাপঞ্চিকপ্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতা ব্যবহারেণ নিবসতি। সোঽয়ং যত্র বা প্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতা ব্যবহারে যো নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথাচ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকটলীলা নিত্যলীলাশীলময় দশার্ণ ব্যাখ্যানে। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেতি। গোলোক এবেত্যেবকারেণ সোঽয়ং লীলাতু তস্মান্নান্যা বিদ্যতে ইতি প্রকাশতে ॥ ৬২—৭১ ॥

যাঁহারা আনন্দচিন্ময়রস অর্থাৎ পরম প্রেমময় উজ্জ্বল শৃঙ্গার নামক রসদ্বারা প্রতিভাবিত অর্থাৎ ভাবনাবিশিষ্ট এবং যাঁহারা স্বীয় দাররূপে হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিস্বরূপা, তাঁহাদের সহিত যে অখিলের আত্মা গোলোকে বাস করিতেছেন, সেই গোবিন্দ আদি পুরুষকে আমি ভজনা করি ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণকে করায় যৈছে রস আস্বাদন। ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥ ৬৪ ॥ কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। লক্ষ্মীগণ এক নাম মহিষীগণ আর ॥ ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৬৫ ॥ অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের প্রচার ॥ ৬৬ ॥ লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশ বিভূতি। বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি ॥ ৬৭ ॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ আকার স্বভাবভেদে

হে শ্রোতৃগণ! শ্রীরাধা যেরূপে কৃষ্ণকে রস আস্বাদন করান এবং যেরূপে ক্রীড়ার সহায় হইয়াছেন, তাহার বিবরণ বলি শ্রবণ করুন ॥৬৪

কৃষ্ণকান্তাগণ ত্রিবিধ প্রকারে দৃষ্ট হয়েন, এক লক্ষ্মীগণ, দ্বিতীয় মহিষীগণ আর তৃতীয় ব্রজাঙ্গনারূপ, এই ব্রজাঙ্গনারূপ সমস্ত কান্তাগণের মধ্যে সার, পরন্তু শ্রীরাধা হইতে সমুদায় কান্তাগণের বিস্তার হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

অবতারী * শ্রীকৃষ্ণ যেমন অবতার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীরাধা হইতে তিন প্রকার কান্তাগণের বিস্তার হয় ॥ ৬৬ ॥

লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার অংশ বিভূতি অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অংশ বিশেষ। আর মহিষীগণ বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির ছায়াস্বরূপ ॥ ৬৭ ॥

অপর লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভব, বিলাস এবং অংশরূপ ॥

তাৎপর্য্য। বৈভব শব্দে রূপ, বিলাস শব্দে অন্যরূপে শরীরের প্রকাশ এবং অংশ শব্দে স্বরূপগত অভেদ হইয়াও ন্যূন শক্তির প্রকাশ অর্থাৎ লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার রূপ, শ্রীরাধার শরীরের অন্যরূপে প্রকাশ

* যাঁহা হইতে অবতার সকল হয়, তাঁহার নাম অবতারী, যাঁহা হইতে অংশ সকল প্রকাশ হয়, তাঁহার নাম অংশী, স্ত্রীলিঙ্গে অংশিনী ॥

ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ৬৮ ॥ বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ ৬৯ ॥ তাঁর মধ্যে ব্রজে নানাভাব রসভেদে। কৃষ্ণেরে করায় রাসাদিকলীলাস্বাদে॥৭০ গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি ॥ ৭১ ॥

তথাহি বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

এবং শ্রীরাধার সদৃশ হইয়া কিঞ্চিন্ন্যূন শক্তিবিশিষ্ট, আর মহিষীগণ শ্রীরাধার প্রাভব এবং প্রকাশস্বরূপ ॥

তাৎপর্য্য। প্রাভব শব্দে স্বরূপ, প্রকাশ শব্দে বহুস্থানে এককালীন একরূপের যে প্রকটতা অর্থাৎ মহিষীগণ শ্রীরাধার স্বরূপ এবং শ্রীরাধার প্রকাশ মূর্ত্তি এই সকল বিষয় লঘুভাগবতামৃতে দেখিবেন ॥

অপর আকার ও স্বভাবভেদে রসের ভিন্নতা জন্য ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ অর্থাৎ শ্রীরাধার শরীরের বহুত্ব ॥ ৬৮ ॥

শ্রীরাধা যে বহু মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই বহু কান্তা ব্যতিরেকে রসের উল্লাস হয় না, সুতরাং লীলার সহায়তা নিমিত্ত বহুতররূপ প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

অপিচ, যে সকল কান্তাগণের উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে শ্রীরাধা বৃন্দাবনে নানা রসভেদে অর্থাৎ বিপক্ষ ও সুহৃৎপক্ষ ভেদে শ্রীকৃষ্ণকে রাসপ্রভৃতি অনেক প্রকার রস আস্বাদন করাইয়াছেন ॥ ৭০ ॥

অতএব শ্রীরাধা গোবিন্দের আনন্দদায়িনী, গোবিন্দের সর্ব্বস্ব এবং গোবিন্দের সমস্ত কান্তার শিরোমণি স্বরূপা ॥ ৭১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তি-সামান্য-লহরীতে ১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ধৃত বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রের বচন যথা ॥

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ ৭২॥

অস্যার্থঃ। দেবী কহি দ্যোতমানা পরমসুন্দরী। কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া পূজার বসতি নগরী॥ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে॥ কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধা নামে পুরাণে বাখানে॥ ৭৩॥

তথাহি দশমে ৩০অ ২৪ শ্লোকে॥

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

দেবী কৃষ্ণময়ীত্যাদি॥ ৭২॥ ৭৩॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩০। ২৪। রহ একান্তস্থানং। তোষণ্যাং। অনয়েতি। নূনং

শ্রীরাধা, দেবী কৃষ্ণময়ী-পরদেবতা-সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী-সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী এবং পরা বলিয়া কথিত হইয়াছেন॥ ৭২॥

গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা যথা॥

দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতমানা অর্থাৎ দীপ্তিময়ী, এতদ্দ্বারা শ্রীরাধা পরমা সুন্দরী অথবা দিব ধাতুর অর্থ পূজা ক্রীড়া গতিপ্রভৃতি হেতু শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও ক্রীড়ার আধার স্বরূপা। কৃষ্ণময়ী শব্দের অর্থ এই যে শ্রীরাধার ভিতরে এবং বাহিরে যে কোন স্থানে নেত্রপাত হয়, সেই স্থানেই তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, অথবা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসময় একারণ শ্রীরাধাও তাঁহার স্বরূপ, কেননা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত একরূপ হয়েন। রাধা শব্দের অর্থ এই যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ আরাধনা করেন, একারণে তাঁহার নাম রাধা, পুরাণে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ৭৩॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোক॥

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ইতি ॥ ৭৪ ॥

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্বজগতের মাতা ॥ সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান ॥ ৭৫ ॥ কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্ব শক্তিবর্য্য ॥৭৬॥ সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥ ৭৭ ॥ কিম্বা কান্তি শব্দে

বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ ঈশ্বরঃ ভক্তেষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতন্ত্রোঽপি বা। অনয়ৈবারাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ নত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নাম কারণঞ্চ দর্শিতং। তত্র হেতুঃ গোবিন্দঃ নোঽস্মান্ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো নিশি বনান্তস্থান্‌ত্যক্ত্বা। তত্রাপি রহঃ অস্মদগম্যে একান্তস্থানে যামনয়ং। তত্র চ সর্ব্বা অপ্যস্মান্ বিহায় যন্ গচ্ছন্নপি যামেব রহোঽনয়দিত্যর্থঃ ॥ ৭৪—৯৮ ॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, অহে সখীগণ! এই রমণী নিশ্চয় ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা * করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে কি গোবিন্দ আমাদিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে নির্জন স্থলে আনয়ন করেন ॥ ৭৪ ॥

অতএব শ্রীরাধা সর্ব্বপূজ্যা, পরমদেবতা, সর্ব্বপালিকা ও সকল জগতের মাতা। পূর্ব্বে অংশিনী শ্রীরাধায় সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ ব্যাখ্যা করিয়াছি, শ্রীরাধা সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠান স্বরূপা ॥ ৭৫ ॥

অথবা সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দে শ্রীকৃষ্ণের ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্য, শ্রীরাধা ঐ ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ শক্তি, একারণ তিনি সকল শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৭৬ ॥

অপর কান্তিশব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য, ঐ সৌন্দর্য্য যাহাতে বসতি করে

* রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধা ইতি নাম কারণঞ্চ দর্শিতং।
অর্থাৎ যিনি আরাধনা করেন এই অর্থে রাধা। রাধা নামের এই কারণ দেখান হইল ॥

কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৭৮ ॥ রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥ ৭৯ ॥ জগত মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা-ঠাকুরাণী ॥ ৮০ ॥ রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ ৮১ ॥ মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ কৃষ্ণ রাধা ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ৮২ ॥ প্রেমভক্তি শিক্ষার্থে আপনে অবতরি। রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ ৮৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-রূপে কৈল অবতার। এই ত পঞ্চমশ্লোকের অর্থ পরচার ॥ ৮৪ ॥ ষষ্ঠ-

---

অতএব শ্রীরাধা হইতেই সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

কিম্বা কান্তি শব্দে শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় ইচ্ছাকে বলে, একারণ শ্রীকৃ-ষ্ণের সকল ইচ্ছাই শ্রীরাধাতে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৭৮ ॥

অথবা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ করিলাম ॥ ৭৯ ॥

যিনি জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা তাঁহার মোহিনী, অতএব শ্রীরাধা সকলের পূজ্যতমা ॥ ৮০ ॥

শ্রীরাধা পূর্ণশক্তি এবং কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ দুই এক বস্তু, শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে পরস্পরের ভেদ নাই ॥ ৭১ ॥

মৃগমদ ও তদীয় গন্ধে যেমন পরস্পর বিচ্ছেদ নাই, যেমন অগ্নি ও জ্বালাতে কখন ভেদ নাই, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীধারা সর্ব্বদা একই স্বরূপ, লীলারস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি শিক্ষাদিবার জন্য শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি এই দুই অঙ্গীকার করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকের অর্থ এবে করিতে প্রকাশ। প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥ ৮৫ ॥ অবতরি প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন। এহো গৌণ হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥ ৮৬ ॥ অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ। রসিকশেখর কৃষ্ণ সেই কার্য্য নিজ ॥ ৮৭ ॥ অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ৮৮ ॥ স্বরূপগোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥ ৮৯ ॥ রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ৯০ ॥ শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপ-

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, পঞ্চম শ্লোকের এই সারার্থ বিস্তার করিলাম ॥ ৮৪ ॥

এক্ষণে ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ শ্লোকের আভাস কহিতেছি ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিলেন, ইহা তদীয় অবতারের প্রতি গৌণহেতু অর্থাৎ মুখ্য প্রয়োজন নহে, এ বিষয় পূর্ব্বে সূচনা করিয়াছি ॥ ৮৬ ॥

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অবতারের প্রতি একটী মুখ্য কারণ আছে, সেই কার্য্যটী তাঁহার নিজের জানিতে হইবে ॥ ৮৭ ॥

অবতারের প্রতি ঐ কারণ অতি গূঢ় তাহা তিন প্রকার, স্বরূপ দামোদর হইতে ঐ সমুদায় প্রচার হয় ॥ ৮৮ ॥

স্বরূপ গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর অতিশয় অন্তরঙ্গ, একারণ তিনি মহাপ্রভুর সমস্ত প্রসঙ্গ অবগত আছেন ॥ ৮৯ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরে শ্রীরাধার ভাব ও মূর্ত্তি বিরাজমান, সেই ভাবে তাঁহার অন্তরে নিরন্তর সুখ দুঃখের উদ্গম হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

ময় বাদ ॥ ৯১ ॥ রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে। সেই ভাবাবিষ্ট মত্ত প্রভু রাত্রি দিনে ॥৯২॥ রাত্রে বিলপেন স্বরূপের কণ্ঠধরি। আবেশে আপন ভাব কহেন উঘারি ॥ ৯৩ ॥ যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর। সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ৯৪ ॥ এবে কার্য্য নাহিঁ কিছু এ সব বিচারে। আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ৯৫ ॥ পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়ো ধর্ম্ম। কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতি মর্ম্ম ॥ ৯৬ ॥ বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল। পৌগণ্ড সফল

শেষ লীলায় শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিরহ, উন্মাদ, ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময় বাক্য ॥ ৯১ ॥

উদ্ধবকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার যেরূপ ভাবোদ্গম অর্থাৎ চিত্র জল্প-ভাব উদিত হইয়াছিল, শ্রীমহাপ্রভু সেই ভাবে দিবা রাত্র মত্ত থাকিতেন ॥ ৯২ ॥

তিনি রজনীযোগে বিলাপ করিতে করিতে স্বরূপের কণ্ঠ ধারণ করিয়া ভাবাবেশে স্বীয় ভাব সকল উদ্ঘাটন করিতেন ॥ ৯৩ ॥

মহাপ্রভুর অন্তঃকরণে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তখন দামোদর গীত ও শ্লোকে মহাপ্রভুকে তদ্বিষয়ক সুখ প্রদান করিতেন ॥ ৯৪ ॥

সে যাহা হউক, এক্ষণে এ সকলের বিচারের কোন প্রয়োজন নাই, পরে এ সকল বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব ॥ ৯৫ ॥

পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের তিন প্রকার বয়ো ধর্ম্ম, যথা— কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর * এই কৈশোর অতিশয় আশ্চর্য্য ॥ ৯৬ ॥

* বয়ঃ কৌমার পৌগণ্ড কৈশোরমিতি তত্ত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনন্তু ততঃ পরং ॥

পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নাম কৌমার, ছয় বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নাম পৌগণ্ড, আর এগার বৎসর হইতে ষোলের বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নাম কৈশোর ॥

কৈল লৈঞা সখা বল ॥ রাধিকাদি লৈয়া কৈল রাসাদি বিলাস। বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥ ৯৭ ॥ কৈশোর বয়স কাম জগত সকল। রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥ ৯৮ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ৫ অংশে ১৩অ ৩৯ শ্লোকে ॥

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ। ইতি ॥ ৯৯ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চ ॥

বাচা সূচিত সর্ব্বরী রতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।

সোঽপি কৈশোরকবয় ইত্যাদি ॥ ৯৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য আবেশে কৌমার, সখাগণ সঙ্গে পৌগণ্ড, আর শ্রীরাধা প্রভৃতিকে লইয়া রাসাদি লীলাদ্বারা কৈশোর বয়স সকল করত বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া রসের সারভাগ আস্বাদন করেন ॥ ৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাসাদিলীলায় কৈশোর বয়স, কাম ও সমস্ত জগৎ এই তিনকে সফল করিয়াছিলেন ॥ ৯৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণের ৫ অংশে ১৩অ ৩৯ শ্লোকে ॥

অমঙ্গলশূন্য সেই শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরগত বয়োধর্ম্মকে সম্মান অর্থাৎ সফল করিয়া শারদীয়া রজনী সকলে স্ত্রীরত্নসমূহের মধ্যে অবস্থিত হওত রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৯৯ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ১ লহরীর ১২৪ অঙ্কধৃত
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

যজ্ঞপত্নী সদৃশীর প্রতি তত্তল্লীলার অন্তরঙ্গ দূতী কহিলেন, অহে সখীবৃন্দ! এক দিবস কুঞ্জ মধ্যে শ্রীরাধা সহচরীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত

তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিরিতি ॥ ১০০

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ৭ অঙ্কে ৫ শ্লোকে ॥

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষী রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১০১ ॥

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণরসের সদন। যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বণ ॥

দুর্গমসঙ্গমনী। বাচেতি যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরপদূত্যা বাক্যং ॥ ১০০ ॥

হরিরেষ ন চেদিতি। এষো হরিঃ চেদ্যদিতি অত্র মথুরায়াং ন অবাতরিষ্যৎ ন অবতীর্ণো বভূব মধুরাক্ষী রাধিকা চ অবতীর্ণা ন বভূব তদা তস্মিন্ কালে ইয়ং বিসৃষ্টিঃ বৃথা নিরর্থকং ভবিষ্যতি মকরাঙ্কঃ কন্দর্পস্তু পুনর্বিশেষতঃ বৃথা ভবিষ্য দীত্যর্থঃ ॥ ১০১—১০৫ ॥

হইয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ঐ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পরে উপবেশনপূর্ব্বক সখীগণের অগ্রে প্রাগল্ভ্য বচনদ্বারা রজনীবিলাসবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলে, শ্রীরাধা লজ্জায় কুঞ্চিত-লোচনা হইলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পয়োধরযুগলে বিচিত্র তিলক রচনার পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক কুঞ্জ মধ্যে বিহার করত কৈশোর বয়স সফল করিয়াছিলেন ॥ ১০০ ॥

বিদগ্ধমাধবের ৭ অঙ্কে ৫ শ্লোকে বৃন্দার প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি ॥

হে বৃন্দে! যদি এই হরি ও মধুরাক্ষী রাধিকা মথুরায় অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার এই বিশ্বের এবং বিশেষতঃ কন্দর্পের সৃষ্টি ব্যর্থ হইত অর্থাৎ এই দুইয়ের জন্মে বিশ্বসৃষ্টি ও কন্দর্পের সাফল্য হইয়াছে ॥ ১০১ ॥

যদিচ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে এইরূপ রসের আলয় স্বরূপ রসনির্য্যাস অর্থাৎ রসের সারভাগ আস্বাদন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার তিন বাঞ্ছা

তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছার পূরণ। তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১০২ ॥ তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান। কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥ পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১০৩ ॥ না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥ ১০৪ ॥ রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১০৫ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে শ্রীরাধাবৃন্দয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তিঃ ॥

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ

হে বৃন্দে কস্মাদাগতা। বৃন্দাহঃ হরেঃ পাদমূলাৎ। অসৌ কৃষ্ণঃ কুত্র। কুণ্ডারণ্যে। কিং কুরুতে। নৃত্যশিক্ষাং। গুরুঃ কঃ। প্রতি তরুলতং তরুলতাঃ প্রতি অব্যয়ীভাবসমাসঃ।

পূর্ণ হয় নাই, একারণে তাহা আস্বাদন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন ॥ ১০২

ঐ তিন বাঞ্ছার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বাঞ্ছার অর্থাৎ "শ্রীরাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশো বা" ইহার ব্যাখ্যা করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যদিচ আমি রসের আধার, পূর্ণানন্দময় ও চিন্ময় পূর্ণতত্ত্বস্বরূপ, তথাপি শ্রীরাধার প্রেম আমাকে উন্মত্ত করিয়াছেন ॥ ১০৩ ॥

আহা! শ্রীরাধার প্রেমে যে কি বল আছে, আমি তাহা জানি না, ঐ বলে আমাকে সর্ব্বদা বিহ্বল (বিবশ) করিয়া রাখিয়াছে ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধিকার প্রেম গুরুস্বরূপ, আমি তাহার শিষ্যরূপ নট, ঐ প্রেম সর্ব্বদা আশ্চর্য্যরূপে নৃত্য করাইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ৮ সর্গে ৭৭ শ্লোকে

শ্রীরাধা ও বৃন্দার পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তি ॥

শ্রীরাধা কহিলেন, হে প্রিয়সখি বৃন্দে! কোথা হইতে আসিতেছ?

কুঞ্জারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাদিতি ॥ ১০৬ ॥

নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হৈতে কোটি গুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥ ১০৭ ॥ আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়। রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় ॥ ১০৮ ॥ রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহিক ঠাঞি। তথাপিহ ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১০৯ ॥ যাহা হৈতে

দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব উত্তমনটীব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং কৃষ্ণং স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি ॥ ১০৬—১১১ ॥

বৃন্দা কহিলেম, রাধে! আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে আসিতেছি। শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কোথায়? বৃন্দা কহিলেন, কুঞ্জারণ্যে। শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি করিতেছেন? বৃন্দা কহিলেন, নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন, শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, নৃত্য শিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা কহিলেন, তোমার যে মূর্ত্তিস্বরূপ প্রতি তরুলতা শৈলূষীর অর্থাৎ নটীর ন্যায় সকল দিকে স্ফূর্ত্তিশীলা হইয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করাইতেছে ॥ ১০৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, নিজপ্রেম আস্বাদনে আমার যে আহ্লাদ হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেম আস্বাদনে আমার কোটি গুণ আনন্দ জন্মে ॥ ১০৭ ॥

আমি যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় * হইয়াছি, তদ্রূপ শ্রীরাধার প্রেমও বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় জানিতে হইবে ॥ ১০৮ ॥

শ্রীরাধার প্রেম বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, উহার বৃদ্ধি পাইতে আর স্থান নাই, তথাচ ঐ রাধাপ্রেম সততই ক্ষণে বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১০৯ ॥

* কৃষ্ণ বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়, নির্ব্বিকার ও ইচ্ছাময়, সর্ব্বব্যাপী ও সুন্দর মূর্ত্তি, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মারাম ও ভক্তপ্রেমাকাঙ্ক্ষী ইত্যাদি ॥

গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ॥ ১১০ ॥
যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর। তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥ ১১১ ॥

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং ॥

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধো

বিভুর্ব্যাপকোঽপি চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপত্বাৎ। সদৈবাভিতো বৃদ্ধিং কলয়ন্ ধাবন্ লোকবল্লীলাকৈবল্যাৎ। অনুরাগো নাম সদানুভূয়মানোঽপি বস্তুনাপূর্ব্বতয়া অননুভূতস্ব ভানসম্পর্কঃ। প্রেম্নঃ পাকরূপভাববিশেষঃ স চ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধত এবেতি। গৌরবচর্য্যয়া হীনো মদীয়তাময় মধুরস্নেহোত্থত্বাৎ। উপচিতো বক্রিমা কৌটিল্যপর্য্যায় বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ সোঽপি

নিশ্চয় বলিতেছি যে, রাধাপ্রেম হইতে আর গুরু বস্তু নাই, তথাপি গুরুর ধর্ম্ম যে গৌরব তাহা উহাতে বর্জ্জিত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

অপর যে রাধাপ্রেম হইতে সুনির্ম্মল আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, তথাপি সর্ব্বদা ঐ প্রেমের ব্যবহার বাম্য † (প্রতিকূল) ও বক্রস্বরূপ ॥ ১১১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ দানকেলিকৌমুদির ২ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার এতাদৃশ অনুরাগ যে, যাহা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিশীল হইতেছে, যাহা গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়াও গৌরব চর্য্যা অর্থাৎ সম্মানাদি বিহীন হইয়াছে এবং যাহা মুহুর্মুহুঃ বক্রিমভাবকে ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

† রাধাপ্রেম বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়, যথা চরম মহাভাবময় ও সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল প্রেম অপেক্ষা জগতে গুরু বস্তু নাই, কিন্তু রাধাপ্রেম গৌরববিহীন, নির্ম্মল অথচ বাম্যভাব পূর্ণ ॥

জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১১২ ॥

সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয় ॥ ১১৩ ॥ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ ১১৪ ॥ আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ ১১৫ ॥ কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১১৬ ॥

শুদ্ধঃ শুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মকত্বাং নিরুপাধিত্বাচ্চ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং ॥১১২—১২৪॥

সেই রাধিকানুরাগ জয়যুক্ত হউক ॥ ১১২ ॥

উক্ত প্রেমের শ্রীরাধিকাই পরম আশ্রয় এবং ঐ প্রেমের আমিই কেবল বিষয় § ॥ ১১৩ ॥

বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদের বিষয়, আমি যেরূপ সুখ আস্বাদন করি, আমা হইতে কোটি গুণ আনন্দ আশ্রয়ের (শ্রীরাধার) অনুভব হয় ॥ ১১৪ ॥

আশ্রয় জাতীয় সুখ অর্থাৎ শ্রীরাধা সম্বন্ধীয় সুখ আস্বাদন করিতে আমার মন ধাবিত হয়, কিন্তু যত্ন করিয়াও আস্বাদন করিতে পারিতেছি না, উপায় কি করিব? ॥ ১১৫ ॥

আমি যদি কখন এই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারি, তবেই আমার সম্বন্ধে এই প্রেমানন্দের অনুভব হইবে ॥ ১১৬ ॥

§ যাহাতে প্রেম থাকে তিনিই প্রেমের আশ্রয়, যাঁহার প্রতি প্রেম প্রযুক্ত হয়, তিনিই প্রেমের বিষয়। রসতত্ত্বে বিভাব বলিয়া একটী সামগ্রী আছে, বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার, বিষয় ও আশ্রয়। শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধা ও প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। অতএব রসতত্ত্বে যে সুখ তাহা বিষয় জাতীয়, শ্রীরাধার সুখ আশ্রয় জাতীয়॥

এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী। হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেম লোভ ধক্-ধকী ॥ ১১৭ ॥ এই এক শুন আর লোভের প্রকার। স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১১৮ ॥ এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১১৯ ॥ যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎ-প্রেমদর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণেক্ষণ ॥ ১২০ ॥ আমার মাধু-র্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ ১২১ ॥ মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে দোঁহে বাঢ়ে

শ্রীকৃষ্ণ এই চিন্তা করিয়া পরম কৌতুকে অবস্থিত রহিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে প্রেম বৃদ্ধিশীল হইয়া তদ্বিষয়ক লোভে তাঁহাকে অধৈর্য্য করিল ॥ ১১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আর এক প্রকার লোভের কারণ অর্থাৎ "যেন প্রেম্না মদীর মধুরিমা কীদৃশো বা আস্বাদঃ" এই দ্বিতীয় বাঞ্ছা বর্ণন করি শ্রবণ করুন, একদিন শ্রীকৃষ্ণ মণিভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত আপনার শ্রীমূর্ত্তির মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, আহা! আমার মাধুর্য্য অনন্ত অদ্ভুত পরিপূর্ণ, ত্রিভুবন মধ্যে কেহ এই মধুরিমার সীমা লাভ করিতে পারে নাই ॥ ১১৮ ॥

শ্রীরাধা একাকী নিত্য এই মাধুর্য্যামৃতের সমুদায় আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ১১৯ ॥

যদিচ শ্রীরাধার উৎকৃষ্ট প্রেম নির্ম্মল দর্পণ (আদর্শ) স্বরূপ তথাপি তাহার স্বচ্ছতা (নির্ম্মলতা) ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ১২০ ॥

আমার মাধুর্য্যের বৃদ্ধি পাইতে আর স্থান নাই, কিন্তু এ দর্পণের অগ্রে নূতন নূতন রূপে প্রকাশ শীল হইতেছে ॥ ১২১ ॥

কার নাহিক হারি ॥ ১২২ ॥ আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১২৩ ॥ দর্পণাদ্যে যদি দেখি আপন মাধুরী। আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ॥ বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়। রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১২৪ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লোকে ॥

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ

দুর্গমসঙ্গমনী। অপরিকলিতেতি মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বলক্ষাতিশয়ং বপুশ্চিত্রং দৃষ্ট্বা

আমার মাধুর্য্য ও শ্রীরাধার প্রেম এই দুইয়ে হোড় অর্থাৎ জিগীষা করিয়া ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কাহারও পরাজয় হইল না ॥ ১২২ ॥

আমার মাধুর্য্য নিত্য নূতন নূতন হয়, যে ভক্তের যেরূপ প্রেম, তিনি আপনার প্রেমানুসারে তদ্রূপ আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ১২৩ ॥

দর্পণ প্রভৃতিতে যদি আমার মাধুর্য্য আমিই অবলোকন করি, তাহা হইলে তাহা আস্বাদন করিতে আমারই লোভ হয়, কিন্তু আস্বাদন করিতে আমি সমর্থ হই না। যখন আস্বাদনের উপায় উদ্ভাবন করি, তখনি শ্রীরাধার স্বরূপ হইতে আমার মন উৎকণ্ঠিত হয় ॥ ১২৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবে ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত কহিলেন, আহা! আমার কি গুরুতর আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, ইহা পূর্ব্বে কখন নিরীক্ষিত হয় নাই, অধিক কি বলিব, যদ্দর্শনে এই আমিও লুব্ধচিত্ত হইয়া সকৌতুকে শ্রীরাধার ন্যায় উপভোগ করিতে বাসনা করি-

সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব। ইতি ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১২৬ ॥ শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন। আপনা আস্বাদিতে করে অনেক যতন ॥ ১২৭ ॥ এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেবা করে। তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥ ১২৮ ॥ অতৃপ্ত হঞা করে সবে বিধাতা নিন্দন। অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ কোটি নেত্র না দিলেক সবে দিল দুই। তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥১২৯

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০ স্ক ৮২অ ২৭ শ্লোকে ॥

শ্রীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মান তন্মাধুর্য্যত্বাৎ ॥ ১২৫—১২৯ ॥

তেছি ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বতঃসিদ্ধ বল এই যে, কৃষ্ণ প্রভৃতি যত যত নরনারী আছেন, তৎসমুদায়কে চঞ্চল করিয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

ইহা শ্রবণ বা দর্শন করিলে সকলের মন আকর্ষণ হয়, শ্রীকৃষ্ণ আপনি আস্বাদন করিতে অনেক যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ১২৭ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই মাধুর্য্য পান করেন, তাঁহার তৃষ্ণার শান্তি হয় না, বরং ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১২৮ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শনকারি ব্যক্তি অতৃপ্ত হইয়া এই বলিয়া বিধাতাকে নিন্দা করেন যে বিধাতা অতি অবিদগ্ধ, তাঁহার নৈপুণ্য নাই, তিনি ভালরূপে সৃষ্টি করিতে জানেন না, তাহার কারণ এই যে, তিনি আমাকে কোটি নেত্রে না দিয়া কেবল দুইটীমাত্র নেত্র প্রদান করিলেন, তাহাতে আবার নিমেষ দিয়াছেন, অতএব আমি সেই সনিমেষ দুই নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের কি মাধুর্য্য অবলোকন করিব ! ॥ ১২৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ৮২অ ২৭ শ্লোকে ॥

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যদ্দর্শনে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপং॥ ১৩০॥

১০ স্ক ৩১অ ১৫ শ্লোকে॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮২। ২৭। অভীষ্টত্বে লিঙ্গং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু ব্যবধায় পক্ষ্মকৃতং বিধাতারং শপন্তি। দৃগ্ভির্নেত্রদ্বারৈর্হৃদীকৃতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য তদ্ভাবং তদাত্মতাং প্রাপুঃ। অপি নিত্যযুজাং আরূঢ়যোগিনামপি॥ ১৩০॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩১। ১৫। কিঞ্চ। ক্ষণমপি ত্বদদর্শনে দুঃখং দর্শনেন চ সুখং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামুপাগতাঃ তত্তু কথমস্মান্ ত্যক্তুমুৎসহসে ইতি সকরুণমূচুঃ অটতীতি দ্বয়েন যদ্যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বাম-পশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটি ক্ষণার্দ্ধমপি যুগবদ্ভবতি এবমদর্শনে দুঃখমুক্তং পুনঃ কথঞ্চিদ্দিনান্তে তব শ্রীমুখং তৎ উচ্চৈর্বীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব নিমেষমাত্র-মপ্যন্তরমসহ্যমিতি দর্শনসুখমুক্তং। ইতি। বৈষ্ণবতোষণ্যাং। যুগায়তে দুঃখময়ত্বাদ্দুরতিক্রমত্বেন ইতি পরমদুঃখং। ততশ্চিরমদর্শনদুঃখমসহ্যমিতি সত্বরং দর্শনং দেহি ইতি ভাবঃ। অপশ্যতাং সর্ব্বেষামপি ব্রজজনানাং কিমুতাস্মাকং। কুটিলাঃ কুন্তলাশ্চূর্ণকুন্তলা উপরিভাগে

শুকদেব কহিলেন, গোপীগণ বহুকালের পর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অভীষ্ট প্রাপ্তিপূর্ব্বক অনিমিষ দর্শনার্থ চক্ষুর্দ্বয়ে পক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং যোগিদিগের দুরাপ শ্রীকৃষ্ণকে চক্ষুর্দ্বারা হৃদয়স্থ করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয় ভাবে গদগদ হইলেন॥ ১৩০

১০ স্কন্ধের ৩১অ ১৫ শ্লোকে॥

গোপীগণ কহিলেন, হে নাথ! দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখাতে প্রাণিমাত্রের পক্ষে ক্ষণার্দ্ধকালও

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে

জড় উদীক্ষতাং পক্ষকৃদ্দৃশাং ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণালোক বিনা নেত্র ফল নাহি আন। যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্ ॥ ১৩২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১০ স্ক ২১অ ৭ শ্লোকে ॥

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ

...ম্মিন্ তৎ। স্বত এব শ্রীযুক্তং মুখং উদীক্ষতাং চেতি চকারান্বয়ঃ। ভবতদেষাং পক্ষকৃৎ উদীক্ষমাণানামপীতি আক্ষেপার্থঃ। অন্যৈস্তু। যথা ত্রুবিভঙ্গ প্রভৃতে কদাপি তত্তোঽস্মাকং ন কিঞ্চিৎ সুখং জাতং প্রত্যুতাদর্শনকালে দর্শনকালেঽপি দুঃখমেবেত্যাহুঃ। অটতীতি পূর্ব্বাদুঃখমুক্তং। দর্শনকালেঽপি দুঃখমাহুঃ কুটিলেতি। জড়ঃ অনভিজ্ঞঃ অনিমিষত্বাকরণাৎ গণনীয় ইতি শেষঃ ॥ ১৩১ ॥ ১৩২ ॥

তত্রৈব। ১০। ২১। ৭। অক্ষণ্বতাং চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং প্রিয়দর্শনং পরমন্যং ন বিদামঃ ন বিদ্ম ইত্যর্থঃ। তচ্চ ফলং সাখিভিঃ সহ পশূন্ বনং প্রবেশয়তোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ বক্তুং যৈর্নিপীতং তৈরেব জুষ্টং সেবিতং নান্যৈরিত্যর্থঃ। কথং ভূতং বক্তং। অনুবেণু বেণুং অনুবর্ত্তমানং তং বাদয়ৎ। তথা অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গং অথবা যৈর্নিপীতং তয়োর্বক্ত্রং তৈর্যৎ জুষ্টং ইদমেবাক্ষণ্বতামক্ষ্ণোঃ ফলমিতি। বৈশম্পায়নোন্যাৎ। অক্ষণ্ব-

---

...মৃগবৎ অতিশয় দুর্যাপনীয় বোধ হয় এবং দিনান্তে তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার শোভন বদন অবলোকন করিয়া নিমেষকাল ব্যবধান ও অসহ্য হওয়াতে সেই সকল প্রাণির নিকট চক্ষুর পক্ষকারী ব্রহ্মা মন্দ বলিয়া গণ্য হয়েন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতিরেকে চক্ষুর অন্য ফল নাই, যে ব্যক্তি কৃষ্ণ দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান্ ॥ ১৩২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের
১০ স্কন্ধের ২১অ ৭ শ্লোকে ॥

গোপীরা কহিলেন, হে সখীগণ! চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের প্রিয়দর্শ-

সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং

তামিতি। অত্র তেষাং ব্যাখ্যাসঙ্গতিঃ ক্রিয়তে। চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং বিদ্মঃ পরমন্যৎ প্রিয়দর্শনমপি ফলং ন বিদ্মঃ। নন্বিদমিতি কিং তত্রাহ তচ্ছেত্যাদি। নিপীতমত্যুত্কটং জুষ্টমাস্বাদিতং। অথ বেতি। যৈর্নিপীতং তয়োর্বক্ত্রং তৈর্যৎ জুষ্টং তদিদমেব তেষামক্ষ্ণোঃ ফলমিত্যর্থঃ। উভয়ত্র তেষামেবাস্বাদবিষয়ত্বং দর্শিতং কথমন্যো বোধয়িতুং শক্যস্ত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ। বিশেষতয়া নির্দেশমকৃত্বা প্রথমমিদন্তয়ৈব নির্দেশঃ সুগোপ্যত্বেন সহসা নাম প্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ। যদ্বা, প্রেমভরোদয়বৈবশ্যেন সদ্যস্তদ্বিশেষনির্দেশাশক্তেঃ। পশূনিত্যাদিনা তথা তস্য চান্যৈঃ সহিতস্যান্যদাহনাথা বা দর্শনমপীতি বিবক্ষিতং। তচ্চাক্ষ্ণোঃ ফলং ন বিদ্মো বয়মিতি। অন্যাজনাস্তন্যাজানন্তু নাম ইত্যর্থঃ। এষা সোল্লুণ্ঠোক্তিঃ। অতোঽস্মাকং চক্ষুঃ সাফল্যং ন কিমপি বৃত্তং। তদানীং তথা দর্শনাভাবাদিত্যর্থঃ। যদপি যত্র তত্র যদা যেন তেন প্রকারেণ তদ্বক্ত্রজোষণমেব চক্ষুঃ ফলং। ব্রজান্তস্ত তাসাং তৎ সুষ্ঠু ফলত্যেব। তথাপি বনবিহারে তথা তদ্দর্শনৌৎসুক্যেন তথোক্তং। অয়মেব হি নির্ভরপ্রেমোৎকৃষ্টপ্রাপ্তিবিশেষলক্ষণঃ স্বভাবঃ। হে সখ্য ইতি যুষ্মাভিরেতন্নিরন্তরাং জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ। অনুপশ্চাৎ স্থিত্বা বনাদ্বনান্তরং বা বিশেষেণ প্রবেশেন সঙ্কেতঢুণ্ডুরশব্দাদিনা প্রবেশয়তোঃ ব্রজেশো গোপরাজঃ শ্রীনন্দ এব তস্য সুতয়োঃ। বলদেবস্যাপি তৎসুতত্বব্যবহারো দর্শিত এব। ভ্রাতর্মম সুত ইত্যাদৌ তাতং ভবন্তং মন্বান ইতি শ্রীবসুদেবোক্তেঃ। অতএব তস্য পুনর্ব্রজাগমনে রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিত ইতি বক্ষ্যতে চ। অথ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতমিতি দর্শনাৎ স্বভাবব্যাখ্যাতার্থো যথা। ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে অনুপশ্চাৎ বেণুজুষ্টং বক্ত্রং যৈর্নিপীতং শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রমেব বেণুজুষ্টতয়া পশ্চাদ্ভাবেন কনিষ্ঠতয়া চ প্রসিদ্ধং। অতএবৈকত্বং। নিতরাং পীতমিত্যনেন বক্ত্রস্য সুধাময়চন্দ্ররূপকত্বং ধ্বন্যতে। বৈ প্রসিদ্ধং। তথা স্নিগ্ধকটাক্ষমোক্ষং যথা স্যাত্তথা জুষ্টঞ্চ। যদ্বা। অনুরক্তজনানাং যুষ্মাকং কটাক্ষমোক্ষো যস্মিন্। কিম্বা অনুরক্তজনেষু কটাক্ষমোক্ষো যস্য তদিতি সেবায়াং সুখবিশেষসম্পত্তিহেতুঃ। তেষাং অক্ষণ্বতাং ইন্দ্রিয়বতাং ইদং নিপানং জোষণঞ্চৈব ফলং সর্বেন্দ্রিয়সাফল্যং বিদ্মঃ। ন চান্যৎ কিমপি তন্নি-

নই চক্ষুর ফল, তদ্ব্যতীত অন্য ফল আছে আমাদের বুদ্ধিতে এমত উদয় হয় না, পরন্তু যে সকল ব্যক্তি বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে পশু সহ বন

যৈর্বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং। ইতি॥ ১৩৩॥

তত্রৈব ১০ স্কন্ধের ৪৪ অ ১৩ শ্লোকে॥

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং

লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।

পানাদিরূপস্য পরমফলরূপতয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্মসাফল্যসিদ্ধেঃ। অয়মপি নিগূঢ়াভিপ্রায়ঃ ইদমেব পরং কেবলং ফলং ন বিদ্মঃ। কিং তৎ জুষ্টং প্রীত্যা দৃষ্টং যৎ তর্হি কিমন্যৎ ফলং তদাহুঃ। যৈরধরামৃতপানদ্বারা নিপীতং তেষাং যন্নিপীতং তেষাং যন্নিপানরূপং ফলং ইদমেবেতি॥১৩৩॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৪৪। ১৩। অহো কষ্টং অল্পপুণ্যা বয়ং যতোঽস্মাভিরনবসরে দৃষ্টোঽয়ং গোপাস্তু বহুপুণ্যা ইত্যাহুঃ গোপ্য ইতি। অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং অঙ্গং। লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠং। কিঞ্চ, অসমোর্দ্ধং ন বিদ্যতে সমং ঊর্দ্ধমধিকঞ্চ যস্মাৎ। তদপি ন অন্যেন আভরণাদিনা সিদ্ধং কিন্তু স্বত এব। ঐশ্বরস্য একান্ত ধাম ঐশ্বর্য্যস্য চ অব্যভিচারিস্থানং। পাঠান্তরে অমুষ্যেশ্বরস্যেত্যন্বয়ঃ। এবম্ভুতং নিত্যনবীনরূপং যা নেত্রৈঃ পশ্যন্তীতি। বৈষ্ণবতোষণ্যাং। গোপ্য ইতি অত্র তেষামবতারিকায়াং দৃষ্টোঽয়মিতি পর্য্যন্তঃ পূর্ব্বপদ্যাভিপ্রায়ঃ। গোপ্যস্থিত্যুত্তরস্য জ্ঞেয়ঃ। অসমোর্দ্ধং অনন্তদাবির্ভাবান্তরেষ্বপি ন বিদ্যতে সমং কিমুতোর্দ্ধং যস্য তদিত্যর্থঃ। পিবন্তীতি তৃষার্ত্তা ইবামৃতমিতি ভাবঃ। অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণমধিকাবির্ভাবি প্রেম তৎ স্ফূর্ত্ত্যোঃ পরস্পরবর্দ্ধনত্বাদিতি ভাবঃ। দুরাপং লক্ষ্ম্যাদিভির্দুর্ল্লভমপি। শ্রিয়ঃ সর্ব্বশোভয়াঃ। ঈশ্বরস্যেতি পাঠে পরমেশ্বরস্যাপি পরমালম্বনরূপমিত্যর্থঃ। অন্যৈস্তুঃ। তত্র সৌন্দর্য্যমিতি লেখেপ্যঙ্গমিতি নূনং প্রথমলেখকভ্রমাৎ। অন্যথা কিঞ্চেত্যস্য তদপীত্যাদেশ্চাসঙ্গতিরিতি। যদ্বা, ব্রজভুবাং ধন্যত্বেন তদ্বাসিমাত্র ধন্যত্বং ব্যঞ্জিতং। তত্রাপি শ্রীগোপীনাং

প্রবেশকারী ব্রজপতিতনয় রামকৃষ্ণের সেই বদনারবিন্দ পান করিতেছে, যাহাতে নিরন্তর বেণু সংলগ্ন আছে এবং যাহাতে স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাদেরই সেই ফল অনুভূত হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন জন তাহার আস্বাদ প্রাপ্ত হয় না॥ ১৩৩॥

১০ স্কন্ধের ৪৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে॥

মথুরাস্থ স্ত্রীগণ কহিল, অহো কি কষ্ট! আমাদের অত্যল্প পুণ্য,

দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি ॥ ১৩৪ ॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল। যাহার শ্রবণে মন হয়েত চঞ্চল ॥ কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণের উপযায় ক্ষোভ। সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে লোভ ॥ ১৩৬ ॥ এইত দ্বিতীয় হেতু কৈল বিবরণ। তৃতীয় হেতুর ইবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৩৭ ॥ অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।

কিং বক্তব্যমিতি কাশ্চিৎ পরমবিদগ্ধাঃ শ্রীশুকেনাপ্যনুমোদমানমেষমীষু বাঢ়মনুমোদমানং বাক্যমাহুঃ। গোপ্য ইতি। তপো ভগবদারাধনলক্ষণং। কিং কতমৎ আচরিতবত্যঃ। ঈশ্বর ফলস্য বাঙ্মনসাতীতত্বাৎ তদপি তাদৃশমিত্যর্থঃ। যদি জানীথ তদা বয়মপি তত্রোদ্যমং করবামেতি ভাবঃ ॥ ১৩৪ ॥

যেহেতু অসময়ে ইহাঁকে দেখিলাম, গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিল, তাহারা ইহাঁর নবীন মনোহররূপ অহরহঃ নয়নগোচর করিতেছে, আহা! ইহাঁর লাবণ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার সমান বা অধিক লাবণ্যশালী কেহ নাই। অপর এই লাবণ্য আভরণাদি দ্বারা উৎপন্ন এমত বলা যাইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং ঐশ্বর্য্য, যশঃ তথা লক্ষ্মীর অব্যভিচারি স্থান, অতএব ইহা অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অপূর্ব্ব এবং তাহার বলও অপূর্ব্ব, যাহা শ্রবণ করিলে মন অতিশয় চঞ্চল হয় ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভ উৎপাদন করে তিনি স্বয়ং আস্বাদনও করিতে পারেন না, তাঁহার মনোমধ্যে লোভ বিদ্যমান থাকে ॥ ১৩৬ ॥

অবতার হওয়ার প্রতি এই দ্বিতীয় হেতুর বিবরণ করিলাম। এক্ষণে তৃতীয় হেতুর অর্থাৎ "মদনুভবতঃ সৌখ্যং কীদৃশং" ইহার লক্ষণ বলি শ্রবণ করুন ॥ ১৩৭ ॥

স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥ যে বা কেহ অন্য জানে সেহ তাঁহা হইতে। চৈতন্যপ্রভুর তিঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥ গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম। বিশুদ্ধ নির্ম্মলপ্রেম কভু নহে কাম॥ ১৩৯॥

তথাহি গৌতমীয়তন্ত্রে॥

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।

প্রেমৈবেতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ কারিকায়াং তত্তৎক্রীড়ানিদানস্যাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি। দুর্গমসঙ্গমন্যাং। এবাঃ পরং তদ্ভূত ইত্যানুস্যত্যা তত্র হেতুমাহ ইতীতি

এই রসসিদ্ধান্ত অতিশয় গূঢ়, ইহা কেবল স্বরূপগোস্বামী মাত্র অবগত আছেন। ইহা যদি অন্য কোন লোকে জানে, সেও স্বরূপ গোস্বামী হইতে অবগত হইয়াছে, যেহেতু ইনি চৈতন্যপ্রভুরই এবং চৈতন্যপ্রভুর অভিপ্রায়ই স্বরূপগোস্বামিতে বিদ্যমান॥ ১৩৭॥

গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাহা রূঢ় * এই রূঢ়ের নাম মহাভাব। এই প্রেম বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, ইহা সামান্য কাম নহে॥ ১৩৯॥

গৌতমীয়তন্ত্রে॥

গোপরামাদিগের শুদ্ধ প্রেমকেই কাম বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ প্রেম, কাম নয়। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবপ্রভৃতি

* উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণের ১১৩। ১১৪ অঙ্কে।

সরূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চ কথ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ॥

তত্র রূঢ়ঃ।

উদ্দীপ্তসাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥

অস্যার্থঃ। পণ্ডিতগণ এই মহাভাবকে রূঢ় এবং অধিরূঢ় নামে দুই প্রকারে ভেদ করিয়া থাকেন॥

তন্মধ্যে রূঢ় যথা॥

যে মহাভাবে সাত্ত্বিকভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে রূঢ়ভাব বলে॥

ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ। ইতি ॥ ১৪০ ॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৪১ ॥ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ১৪২ ॥ কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল ॥ ১৪৩ ॥ বেদধর্ম্ম লোক-ধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥ দুস্ত্যজ আর্য্য পদ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন ॥ সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ ১৪৪ ॥ কহিয়ে ইহাকে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন

এবং এতাদৃশেন কান্তত্বাভিমানরূপেণ ভাবেনোপলক্ষিতো যঃ প্রেমাতিশয়স্তমেবেতি শ্লেষঃ ॥ ১৩৫—১৪৭ ॥

ঐ কাম বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ১৪০ ॥

কাম ও প্রেম এই দুইয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ, যেমন লৌহ ও কাঞ্চ-নের স্বরূপগত ভেদ তদ্রূপ ॥ ১৪১ ॥

আপনার ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার নাম কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছাকে প্রেম বলে ॥ ১৪২ ॥

কামের তাৎপর্য্য এই যে, কেবল নিজ বিষয়ক সম্ভোগ, আর যাহাতে কৃষ্ণসুখবিষয়ক তাৎপর্য্য, তাহার নাম প্রেম এই প্রেম মহা-বলিষ্ঠ ॥ ১৪৩ ॥

বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য ও দেহসুখ, এই সকলের তাৎপর্য্য আত্মসুখ। আর দুস্ত্যজ আর্য্যপথ অর্থাৎ কুলাচার, নিজপরিবারবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনের তাড়ন ভৎর্সন, এ সমুদায় ত্যাগ করিয়া যে কৃষ্ণের ভজন ও কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত যাহা করা হয়, তাহার নাম প্রেমসেবা ॥ ১৪৪ ॥

দাগ ॥ ১৪৫ ॥ অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৪৬ ॥ অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ ॥ ১৪৭ ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৩১অ ১৯ শ্লোকে ॥

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩১। ১৯। অতিপ্রেমধর্ষিতা রুদত্য আহুঃ। যদিতি। হে প্রিয় যত্তে তব সুকুমারং পদাব্জং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দ্দনশঙ্কিতাঃ শনৈর্দধীমহি ধারয়েম তেন অটবীং গচ্ছসি নয়সীতি পাঠে পশূন্ বা কাঞ্চিদন্যাং বা আত্মানমেব বা নয়সি প্রাপয়সি তৎ ততঃ তৎপদাম্বুজং বা কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ কিং স্বিন্নব্যথতে কথং নু নাম ন ব্যথতেতি ভবানেব আয়ুর্জীবনং যাসাং নোধীর্ভ্রমতি মুহ্যতীতি। দশমটিপ্পন্যাং। যদিতি অম্বুরুহ রূপকেণ সিদ্ধেঽপি সুকোমলত্বে সুজাতেতি বিশেষণং ততোঽপি পরমকোমলত্ব-বিবক্ষয়া শনৈরিত্যত্র হেতুঃ ভীতা ইতি। তত্র চ হেতুঃ। কর্কশেষ্বিতি। স্তনেষু

এই প্রেমসেবাকে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ বলা যায়, ইহা অতি বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ, ধৌতবস্ত্রে যেমন কোন দাগ থাকে না তদ্রূপ ॥ ১৪৫ ॥

অতএব কাম ও প্রেম এই দুইয়ে বহুতর অন্তর, কাম অন্ধতম (অন্ধকারময়) আর প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর (সূর্য্য) স্বরূপ ॥ ১৪৬ ॥

একারণ গোপীগণের কামের গন্ধ নাই, তাঁহারা যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তাহা কেবল কৃষ্ণসুখ ও কৃষ্ণসম্বন্ধ নিমিত্ত মাত্র ॥ ১৪৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে
৩১অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে যথা ॥

অবশেষে গোপীগণ প্রেমধর্ষিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়ে! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমরা স্তনের উপরে সম্মর্দ্দন আশঙ্কায় আস্তে আস্তে ধারণ করিয়া

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ । ইতি ॥ ১৪৮ ॥

আত্মসুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ হেতু করে

যদীয়মহীতাত্র হেতুঃ । হে প্রিয়েতি । প্রিয়ত্বেন হৃদ্যেব তত্রাপি স্তনেষেব ধারণস্য যোগ্যত্বাৎ তেনাটবীমটসি অধুনা নিশি বনে ভ্রমসীত্যর্থঃ । স এব চরণস্যৈব ধারণে পুনঃ পুনস্তদ্ব্রেখে চ হেতুরুক্তঃ । অনিষ্টাশঙ্কয়া তত্রৈব বদ্ধিতস্নেহাতিশয়ত্বাৎ । পূর্ব্বং গোচারণায় তৃণময়প্রদেশ এব পরিভ্রমণাৎ প্রায়িকত্বেনঃশিলেত্যাদ্যুক্তং । সম্প্রতি তু কর্কশপাষাণেন দৃশ্যমানে পুলিনোপরিতন যমুনাতটে ভ্রমণাৎ কূর্পাদিভিরিতি । যদ্যপি তদানীং শ্রীবৃন্দাদেব্যাদি প্রযত্নেন শ্রীবৃন্দাবনস্য স্বভাবেন চ তেষামপি তত্র তত্রাশঙ্কা নাস্তি । তথাপি অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তীত্যাদি ন্যায়েন সাতাং সা জায়েতৈব । ভ্রমতি মুহ্যতি । ভবদায়ুষামিতি । ইত্থমেবোপক্রান্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইতি । মধ্যে চাত্যন্তং চলসি যদ্ব্রজাদিতি । অতস্তেষাং ব্যথা সাক্ষজ্জীবন এবোদ্যতে । তদধুনা প্রাণান্ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শক্নুম ইতি ভাবঃ । তদেবং তাদৃশং কা এব হৃদ্রুজঃ । তন্নিরসনঞ্চ স্বয়মেব পরমপ্রিয়ত্বমাঙ্গে সলালনসুখনিরসমনেবেতি দ্রুতমেব সমাগচ্ছেতি ভাবঃ । নয়সীতি পাঠে গচ্ছসীত্যেবার্থঃ । নয়পয়গতাবিতি ধাতোঃ । তদেবং তাসাং সর্ব্বস্যাপি ভাবস্য প্রেমৈকময়ত্বে স্থিতে শ্রীভগবতোঽপ্যেবমেব জ্ঞেয়ং । হন্ত মা ময়ি প্রেমৈকময্য ইত্যাদিত্যঃ পরমসুখময়াত্ম দানমেব সমঞ্জসং তচ্চ যোগ্যত্বাদেবমেবমিত্যালোচ্য তাদৃশপ্রেমবিলাসময় তত্তদিচ্ছা জায়ত ইতি । এবমন্যদপ্যূহ্যং সদ্ভদৈস্তদেকয় সটেকরিতি ॥ ১৪৮—১৫০ ॥

থাকি, তুমি সেই চরণদ্বারা এখন অটবী ভ্রমণ করিতেছ, তোমার সেই চরণকমল কি সূক্ষ্মপাষাণাদিদ্বারা ব্যথিত হইতেছে না ? অবশ্যই হইতেছে, তাহাই ভাবিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে, কারণ তুমিই আমাদের পরমায়ুঃ ॥ ১৪৮ ॥

গোপীগণ আত্মসুখ দুঃখ বিচার করেন . কেবল কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত

সব ব্যবহার ॥ ১৪৯ ॥ কৃষ্ণ লাগি আর সর্ব্ব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫০ ॥

তথাহি দশমস্কন্ধে ৩২অ ২০ শ্লোকে ॥

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়ে বলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩২। ২১। এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থমুজ্ঝিতো লোকঃ যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণায় বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতিক্ষণাৎ স্বা জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসাং বো যুষ্মাকং পরোক্ষং অদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎ প্রেমালাপান শৃণ্বতৈব তিরোহিতং অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং তস্মাৎ হে অবলা হে প্রিয়াঃ প্রিয়ং মাং অসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাস্থঃ। ইতি। দশমটিপ্পন্যাং। অদা তু ভবতীনাং নিকট এব স্থিতবানস্মীত্যাহ। এবং তুহস্তোৎভিযযুং কাশ্চিদিত্যাদিপ্রকারেণ মদর্থেত্যাদি। হে অবলা ইতি তত্তৎপরিত্যাগে দুষ্করত্বং সূচয়তি। মাসূয়িতুমিত্যত্র হেতুঃ বিশেষমপ্যাহ প্রিয়ং প্রিয়া ইতি। হি নির্দ্ধারণে। যদ্বা এবং যথাদন ইত্যাদি প্রকারেণ। বো যুষ্মাকং মনুষ্যবৃত্তয় এব ময়া তিরোহিতং। পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মন ইত্যাদি ভবদ্বাক্যানুসারেণাগ্রতঃ পার্শ্বতঃ স্থিতৈব ভবদ্দৃষ্টিমাত্রাগোচরী বভূব ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বতা পরোক্ষং ভজতা প্রেমালাপাদিকমনুমোদনেন। তথানুগ্রহে হেতুঃ। মার্হথেতে। মা ত্বয়ং নিষেধে। তথাপি মাসূয়িতুং মার্হথ অপি তু ময়া দত্ত দুঃখা যূয়ং মার্হথৈবেত্যর্থঃ। কুতঃ। প্রিয়ং প্রিয়াঃ। প্রিয়স্য প্রিয়াসু তথা কর্ত্তু যযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। এতচ্চানুনয়চাতুর্য্যাং। অথবা। এবং মদনুবৃত্তিমাত্রার্থতালক্ষণপূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ পরোক্ষমপি ভজতৈব সমক্ষবৎ পরোক্ষতায়ামপ্যানু-

সমুদায় ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ১৪৯ ॥

আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ জন্য অন্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত শুদ্ধ অনুরাগ করেন ॥ ১৫০ ॥

সেইরূপ তোমরা যুক্তাযুক্ত বিবেচনা না করিয়া আমার নিমিত্ত লোক পরিত্যাগ করিয়াছ এবং ধর্ম্মের পরীক্ষা না করিয়া বেদধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছ ও স্নেহ ত্যাগ হেতু জ্ঞাতি পরিহার করিয়াছ, অতএব তোমাদের ধ্যান প্রবৃত্তি নিমিত্ত পরোক্ষভাবে আনুগত্য করিয়া যেন

মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ১৫১ ॥

দশমস্কন্ধে ৪৬ অ ২ শ্লোকে ॥

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।

মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ॥

শ্রীমুখেনৈব ভগবতোক্তত্বাৎ ইতি ॥ ১৫২ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে পূর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে তৈছে তাহারে ভজিতে ॥ ১৫৩ ॥

কুলামেব কুর্ব্বতেত্যর্থঃ। তদর্থমেব তিরোহিতমিতি পর্য্যবসানং। সমানমন্যৎ ॥ ১৫১ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৪৬। ২। গোপীনাং বিশেষতঃ সন্দেশে কারণমাহ তা ইতি। মমেব সঙ্কল্পাত্মকং মনো যাসাং তাঃ। অহমেব প্রাণো যাসাং তাঃ। মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ পতিপুত্রাদয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥

তোমাদের প্রেমালাপ শুনি নাই, তদ্রূপ ভাব ব্যক্ত করত অন্তর্হিত হইয়াছিলাম, হে অবলাগণ! হে প্রিয়া সকল! এই সকল বিবেচনা করিয়া তোমরাও আমার প্রতি দোষারোপ করিতে যোগ্য হইও না ॥ ১৫১ ॥

১০ স্কন্ধের ৪৬ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে উদ্ধবকে কহিয়াছেন, হে বন্ধো! আমার প্রতিই তাঁহাদের মন, আমিই তাঁহাদের প্রাণ, আমার নিমিত্তই তাঁহারা পতি পুত্রাদি ত্যাগ করিয়াছেন এবং আমিই তাঁহাদের দয়িত, প্রেষ্ঠ ও আত্মা, তাঁহারা মনো দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫২ ॥

পূর্ব্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে, যে ব্যক্তি যে রূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভজে, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে তদ্রূপ ভজিয়া থাকেন ॥ ১৫৩ ॥

গীতাসু। ৪ অ ১১ শ্লোকে ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১৫৪ ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥ ১৫৫ ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৩২ অ ২১ শ্লোকে ॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং

স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

সুবোধিন্যাং। ৪। ১১। ননু, কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্নামি ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যং যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্ত ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩২। ২২। আস্তামিদং পরমার্থং শৃণুতেত্যাহ নেতি নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ বিবুধানামায়ুষামপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধু কৃত্যং

শ্রীভগবদ্গীতার ৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

যে ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে প্রাপ্ত হয়, আমি তাহার নিকট সেইরূপে ভজনীয় হই, হে পার্থ! মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকারে আমার পথানুবর্ত্তী হইয়া থাকে॥ ১৫৪ ॥

গোপীর ভজনে শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই প্রমাণস্বরূপ॥ ১৫৫ ॥

১০ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সুন্দরীবৃন্দ! তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য,

যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনেতি ॥ ১৫৬ ॥

প্রত্যুপকারকৃত্যং ন পারয়ে ন শক্নোমি কথং ভূতানাং ভবতীনাং দুর্জ্জরা অজরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্বা মাং অভজন্ তাসাং বশ্চিত্তং তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তস্মাদ্বো যুষ্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তদ্যুষ্মৎ সাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু যুষ্মৎ সৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং নতু মংকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ। দশমটিপ্পণ্যাং। ব ইতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী। যুষ্মান্ প্রতীত্যর্থঃ। স্বসাধুকৃত্যং স্বীয়ং প্রত্যুপকারকৃত্যং ন পারয়ে কর্ত্তুং ন শক্নোমি। যদ্বা, বো যুষ্মাকং যৎ স্বীয়ং অসাধারণং সাধুকৃত্যং তদহং ন পারয়ে তৎসদৃশ প্রত্যুপকারে ন সমর্থোঽস্মীত্যর্থঃ। অত হেতুঃ। নিরবদ্যা কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেঽপি বস্তুতো নির্ম্মলপ্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগাঃ সম্যক্ মদ্বিষয়কচিত্তৈকাগ্রতা স্বস্বপত্যাদিস্পর্শাভাবেন চ নির্দ্দোষা সংযুক্ সঙ্গমো বা যাসাং। তত্র হেতুঃ। যা ইতি দুর্জ্জরা কুলবধূত্বেন ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলা গৃহসম্বন্ধি ঐহিক পারলৌকিকসুখকুললোকধর্ম্মমর্য্যাদাঃ সংবৃশ্চ যা মামভজন্। পরমানুরাগেণ মযাত্মনিবেদনং কৃতবত্য ইত্যর্থঃ। অন্যৈস্তু, যথা বিগতো বুধো গণনাভিজ্ঞো যস্মাত্তেনানন্তেনায়ুষাপীত্যর্থঃ। দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ নিত্যগোপালনাদিদৃঢ়কৃত্য নিবন্ধনাৎ সর্ব্ববন্ধুজনানুবৃত্তিবন্ধাংশ্চ সংবৃশ্চ্য যা ভবতীরহমাভজন সেবিতবানস্মি। শৃঙ্খলামিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। দুর্জ্জরেতি বিশেষণেন শৃঙ্খলারূপকেণ চ নিজশক্ত্যাপ্যচ্ছেদ্যত্বং সংশব্দেন চাশক্তি কিঞ্চিৎ ত্যাগেঽপি বহিরত্যাগাসামর্থ্যং। স্বস্বপদাম্বার্পণেন সর্ব্বৈনিরপেক্ষ্যপূর্ব্বকভজনস্যাভাবেন চ প্রত্যুপকারাশক্তেঃ ॥ ১৫৬—১৫৮ ॥

তোমাদের প্রতি আমি চিরকালেও স্বীয় সাধুকৃত্য করিতে সমর্থ হইব না, তোমার দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ, কিন্তু আমার মন অনেকের প্রতি প্রেমাবদ্ধপ্রযুক্ত এক নিষ্ঠ হয় নাই, অতএব তোমাদের সাধুকৃত্যদ্বারা তোমাদের কৃত সাধুকৃত্যের বিনিময় হইল অর্থাৎ তোমাদের শীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম, প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারিলাম না ॥ ১৫৬ ॥

তবে যে দেখিয়া গোপীর নিজদেহে প্রীত। সেহ ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৫৭ ॥ এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন এই তাঁর সম্ভোগ সাধন ॥ এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ। এই লাগি করে দেহের মার্জন ভূষণ ॥ ১৫৮ ॥

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।

তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনং ॥ ১৫৯ ॥

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৬০ ॥ গোপিকা করেন যবে কৃষ্ণ দরশন। সুখ বাঞ্ছা নাহি

নিজাঙ্গমিতি। ভাজনং পাত্রং ॥ ১৫৯ ॥

তবে যে গোপীর নিজদেহে প্রীত দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণের নিমিত্ত নিশ্চয় জানিতে হইবে ॥ ১৫৭ ॥

আমি এই দেহ কৃষ্ণকে সমর্পণ করিলাম, ইহা তাঁহারই ধন ও তাঁহারই সম্ভোগের সাধন, ইহার দর্শন স্পর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়, এজন্য গোপী ইহার মার্জন ও ভূষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৫৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ আদিপুরাণে

গোপীপ্রেমামৃতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যে সকল গোপী আপনাদের অঙ্গকেও আমার ভোগ্য বলিয়া যত্ন করেন, হে পার্থ! সেই সকল গোপীগণ হইতে আমার প্রেমভাজন আর কেহ নাই ॥ ১৫৯ ॥

গোপীভাবের আর এক অদ্ভুত স্বভাব এই যে, উহার প্রভাব বুদ্ধির গোচর হয় না ॥ ১৬০ ॥

গোপিকা যখন কৃষ্ণ দর্শন করেন, যদিচ তাহাতে তাঁহাদের সুখ বাঞ্ছা না থাকুক, তথাপি তাহাতে তাঁহাদের কোটিগুণ সুখোৎপত্তি

সুখ হয় কোটিগুণ ॥ ১৬০ ॥ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥ ১৬১ ॥ তা সবার নাহি নিজ-সুখ অনুরোধ। তথাপি বাঢ়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥ ১৬২ ॥ এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥১৬৩ গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাঢ়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৬৪ ॥ আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ। এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥ ১৬৫ ॥ গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত। কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত ॥ ১৬৬ ॥ এই মত অন্য অন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি। অন্য অন্যে বাঢ়ে কেহ মুখ নাহি

হয় ॥ ১৬০ ॥

অপর গোপিকা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ আনন্দ হয়, তদপেক্ষা গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে কোটিগুণ আনন্দ অনুভব করেন ॥ ১৬১ ॥

যদিচ গোপীগণের নিজ সুখের অনুরোধ নাই, তথাপি তাঁহাদের সুখবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইল ॥ ১৬২ ॥

এ বিরোধের এই একমাত্র সমাধান দেখা যায় যে, গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখেই পর্য্যবসান হয় ॥ ১৬৩ ॥

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে মাধুর্য্য এত দূর বৃদ্ধি পায় যে, যাহার আর সমতা নাই ॥ ১৬৪ ॥

আমার দর্শনে কৃষ্ণ এত সুখ প্রাপ্ত হইলেন, এই সুখে গোপীর অঙ্গ ও মুখ প্রফুল্ল হইতে থাকে ॥ ১৬৫ ॥

সে যাহা হউক, গোপীশোভা অবলোকন করিয়া কৃষ্ণের যত শোভার বৃদ্ধি হয়, কৃষ্ণসন্দর্শন করিয়াও গোপীর তত শোভা বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৬৬ ॥

এইরূপ গোপীশোভা ও কৃষ্ণশোভা পরস্পর হুড়াহুড়ি অর্থাৎ

মুড়ি ॥ ১৬৭ ॥ কিন্তু কৃষ্ণসুখ হয় গোপীরূপ গুণে। তার সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ ১৬৮ ॥ অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে ॥ ১৬৯ ॥

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে ৮ শ্লোকে ॥

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং

উপেত্যেতি। পুনঃ কীদৃশং আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ পথি উপেত্য আগত্য অভি সর্ব্বতো-

ঠেলাঠেলি আরাম্ভ হইলে উভয়ই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কেহ বিমুখ হইল না ॥ ১৬৭ ॥

কিন্তু গোপীদিগের রূপ গুণে যে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়, সেই সুখে গোপিদিগের সুখ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১৬৮ ॥

অতএব ঐ সুখে কৃষ্ণসুখ পোষণ করে, এ নিমিত্ত গোপীপ্রেমে কামদোষ নাই ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে গোপীগণ যে নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের সুখানুভব করেন, তাহাতে কামগন্ধ নাই, যে হেতু কৃষ্ণের সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত-স্বরূপ গোপীদিগের নিজ সুখ, কখন ঐ সুখ গোপীদিগের স্বার্থ নহে। উহা কৃষ্ণগত সুখ, অতএব ঐ সুখ প্রেমের অঙ্গ ভিন্ন কামের অঙ্গ নয়। সামান্য নায়িকাদিগের যে পুরুষদর্শনে সুখোৎপত্তি হয়, সেই সুখ সেই নায়িকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বলিয়া তাহা কামাঙ্গ। "অন্য অন্যে বাঢ়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি" এই পয়ারের ভাব এই যে, গোপীসুখে কৃষ্ণসুখ বৃদ্ধি হয় এবং কৃষ্ণসুখে গোপিকার সুখ অধিকতর হইয়া কৃষ্ণসুখ আরও বৃদ্ধি করে। এ স্থলে সুখের পরাজয় কোন পক্ষে লক্ষিত হয় না, অতএব গোপীপ্রেমে কামদোষ নাই ॥ ১৬৯ ॥

এই বিষয় স্তবমালার কেশবাষ্টকে ৮ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবমিতি ॥ ১৭০ ॥

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন । যে প্রকারে হয় প্রেম কামদোষ হীন ॥ ১৭১ ॥ গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি । মাধুর্য্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥ ১৭২ ॥ প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ । তাহা নাহি নিজসুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৭৩ ॥ নিরুপাধি

ভাবেন অর্চ্চিতং পূজিতং কৈঃ নটতাং অপাঙ্গানাং ভঙ্গীশতৈঃ । তৈঃ কীদৃগ্ভিঃ । স্মিতান্যেব অঙ্কুরঃ পুষ্পাগামগ্রাঃ তদ্যুক্তৈঃ । অন্যোঽপি বন্ধুজনমাগমনসময়ে নটনং বিধায় দূর্ব্বাঙ্কুরাদিভিঃ পূজয়তীতি আভিরিতাসুদ্যস্য বিধেয়স্থলাভিনিবেশনাবিমৃষ্টবিধেয়াংশোঽপি অতিহর্ষাত্তাসাং ন দুষ্টঃ শ্রীকবিচরণানামপি তত্তদাসক্ত্যা তথা প্রয়োগশ্চ । অত্র পতিশব্দো ভক্ত্যাতিশয়িত্ব-প্রতিপাদকঃ । তাসাং ব্যাপারমুক্ত্বা তস্যাপি ব্যাপারং পুনর্বিশিনষ্টি স্তনা এব স্তবকাস্তেষু সঞ্চরং নয়নচঞ্চরীকস্য অঞ্চলমেকদেশো যস্য তং ॥ ১৬০—১৭৫ ॥

টীকা বৃন্দাবনতর্কালঙ্কারস্য ॥

দর্শনের নিমিত্ত অট্টালিকায় আরূঢ়, ঈষৎ হাস্যযুক্ত ব্রজযুবতীগণের কটাক্ষমালায় যিনি সৎকৃত হইতেছেন এবং যিনি পুষ্পস্তবকে ভ্রমর গতির ন্যায় তাঁহাদিগের স্তনমণ্ডলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে অরণ্য হইতে গোষ্ঠে আগমন করিতেছেন, আমি সেই কেশবকে ভজনা করি ॥ ১৭০ ॥

যে প্রকারে প্রেম কামদোষ হীন হয়, ইহাই গোপীদিগের আর একটী প্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন ॥ ১৭১ ॥

গোপীপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পুষ্টি করে, ঐ মাধুর্য্য আবার মহা-তুষ্ট হইয়া প্রেমকে বৃদ্ধি করে ॥ ১৭২ ॥

বিষয়ানন্দে যে প্রীতি হয়, তাহাই আশ্রয়ের আনন্দ অর্থাৎ বিষয়া-

প্রেম যাহা তাহা এই রীতি। প্রীতি বিষয়ের সুখ আশ্রয়ের প্রীতি ॥১৭৪
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দে উপরে ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ ১৭৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে ২ লহর্য্যাঃ ২৪ অঙ্কে ॥

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ীতি ॥১৭৬॥

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। অঙ্গস্তম্ভেতি। প্রেমানন্দং স্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং সন্তং নাভ্যনন্দদিত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। প্রেমা তাবৎ দ্বিধা বিশেষণভাক্ স্তম্ভাদিনা আনুকূল্যেচ্ছয়া চ। অত্র দাসানামানুকূল্যেচ্ছৈবাতিহৃদ্যা। সেবারূপস্বপুরুষার্থসম্পাদকত্বাৎ। স্তম্ভাদিকং স্বহৃদামেব তদ্বিঘাতকত্বাৎ তস্মাৎ স্তম্ভকরত্বাংশেনৈব তং নাভ্যনন্দৎ কিন্ত্বানুকূল্যকরত্বেনৈবাত্যানন্দদিতি। সবিশেষণবিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়েন। আরম্ভ আটোপঃ। অঙ্গস্তম্ভাসঙ্গমিতি বা পাঠঃ। ইতি ॥ ১৭৬ ॥

নন্দে (কৃষ্ণানন্দে) যে প্রীতি, তাহাই তদাশ্রয়ানন্দ অর্থাৎ গোপিকার আনন্দ। ইহাতে নিজসুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ নাই ॥ ১৭৩ ॥

যে স্থানে নিরুপাধি প্রেম, সেই স্থলেই এই রীতি, বিষয়ের সুখে যে প্রীতি, তাহাই আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ১৭৪ ॥

আত্মপ্রেমানন্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দের বাধ হয়, সেবানন্দের বাধ হইলে ভক্তের নিজ প্রেমানন্দের প্রতি ক্রোধ জন্মে ॥ ১৭৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে ২ দ্বিতীয় লহরীর ২৪ অঙ্কে ॥

দারুক শ্রীকৃষ্ণের চামরবীজন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এমত সময়ে প্রেমানন্দ উপস্থিত হইয়া তদীয় অঙ্গ সকলে স্তম্ভাতিশয় বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু দারুক ঐ প্রেমানন্দকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার অন্তরায় (বিঘ্ন) বলিয়া অবধারণ করত তাহার প্রতি আর আদর প্রকাশ করেন নাই ॥ ১৭৬ ॥

তত্রৈব দাক্ষিণবিভাগে তৃতীয়লহর্য্যাং ৩২ শ্লোকে ॥

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেহপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনেতি ॥ ১৭৭ ॥

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে। স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ১৭৮ ॥

তথাহি তৃতীয়স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।

তত্রৈব। আনন্দস্য বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বমেব নিন্দাত্বেন বিবক্ষিতং। নতু স্বরূপং সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষেণপদমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ ॥ ১৭৭—১৭৮ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ২৯। ১১। অহৈতুকী ফলানুসন্ধানশূন্যা অব্যবহিতভেদদর্শন-রহিতা চ ইতি। দুর্গমসঙ্গমন্যাং। অহৈতুকীত্যন্যাভিলাষিতাশূন্যা অব্যবহিতা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা ভক্তির্ভাবরূপা তত্রাপ্যত্র তদব্যভিচারিণী ক্রিয়ারূপাপি লক্ষ্যতে। আত্যন্তিকঃ পরমপুরু-

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৩ লহরীর ৩২ শ্লোকে ॥

পদ্মাক্ষী রুক্মিণী গোবিন্দদর্শননিবারক অশ্রুসমূহবর্ষণকারি আনন্দকে অতিশয়রূপে নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ১৭৭ ॥

অপর শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা ব্যতিরেকে আত্মসুখের নিমিত্ত সালোক্যাদি গ্রহণ করেন না ॥ ১৭৮ ॥

৩ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

মা! নির্গুণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি শ্রবণ করুন, আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি, আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামি গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ফলানুসন্ধানরহিতা এবং ভেদ-দর্শনবিবর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭৯ ॥

৩ স্কন্ধে ২৯ অ ১১ শ্লোকে ॥

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৮০ ॥

৯ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে ॥

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।

বার্থ এবেত্যর্থঃ। ইতি ॥ ১৭৯ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ২৯। ১২। ভক্তানাং নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েনাহ। সালোক্যং ময়া সহৈকস্মিন্ লোকে বাসং সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং সারূপ্যং সমানরূপতাং একত্বং সাযুজ্যং। উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্লন্তি কুতস্তৎকামনেত্যর্থঃ। দুর্গমসঙ্গমন্যাং অহৈতুকীমেব বিশেষেণ দর্শয়তি। সালোক্যেতি যস্যামিতি শেষঃ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ কারিকা। সালোক্যেত্যাদি পদ্যস্থভক্তোৎকর্ষনিরূপণং। ভক্তের্বিশুদ্ধতা ব্যক্তা লক্ষণে পর্য্যবসান্তি ॥ ১৮০ ॥

ভক্তিরত্নাবল্যাং। প্রতীতং প্রাপ্তমপি অন্যৎ স্বর্গাদি। কিং বহুনা ॥ ১৮১—১৮৪ ॥

লক্ষণ ॥ ১৭৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ৩ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

কপিলদেব কহিলেন, মা! যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি? তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস)' সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (সমান রূপতা এবং একত্ব) অর্থাৎ সাযুজ্য এই সকল মুক্তি দিতে চহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না ॥ ১৮০ ॥

৯ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে ॥

অপর সেই সকল মনুষ্য সাধুসেবা দ্বারা পদার্থচতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতমিতি চ ॥ ১৮১ ॥

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম। নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ-হেম ॥১৮২॥ কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা সখী দাসী ॥ ১৮৩ ॥ গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত। প্রেমসেবা পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত ॥ ১৮৪ ॥

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে ॥

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥ ১৮৫ ॥

গোপীপ্রেমামৃতে ॥

সহায়া ইত্যাদি ॥ ১৮৫ ॥

থাকে, ইহাতে কালনাশ্য অন্য বস্তুতে তাহাদের অভিলাষ হইবে সম্ভাবনা কি? ॥ ১৮১ ॥

গোপীপ্রেম স্বভাবতই কামগন্ধ হীন, যেমন নির্ম্মল-উজ্জ্বল-শুদ্ধদাহোত্তীর্ণ সুবর্ণ তদ্রূপ ॥ ১৮২ ॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী, সহায়, প্রিয়া, শিষ্যা, সখা এবং দাসী হয়েন ॥ ১৮৩ ॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মনোভীষ্ট, প্রেমসেবার পরিপাটী এবং অভিলষিত চেষ্টা সমুদায় অবগত আছেন ॥ ১৮৪ ॥

ইহার প্রমাণ আদিপুরাণে গোপীপ্রেমামৃতে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পার্থ! আমি সত্য বলিতেছি, গোপী সকল আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহারা আমার নিমিত্ত কি না করিয়া থাকেন? তাঁহারা আমার সহায়, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করেন, বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিত-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ১৮৫ ॥

আদিপুরাণে গোপীপ্রেমামৃতে যথা ॥

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।

জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥ ইতি ॥১৮৬॥

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা। রূপ গুণ সৌভাগ্য প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥ ১৮৭ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ইতি ॥ ১৮৮ ॥

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে॥

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।

তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥ ইতি ॥ ১৮৯ ॥

মন্মাহাত্ম্যমিত্যাদি॥ ১৮৬। ১৮৭॥

যথা রাধেতি। হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং যথেতি নতু সাধারণপ্রিয়েত্যাহ সর্ব্বাসু গোপীষপি মধ্যে॥ ১৮৮॥ ত্রৈলোক্যে পৃথিবীত্যাদি॥ ১৮৯—১৯১॥

আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত ভাব কেবল গোপীগণই অবগত আছেন, হে পার্থ! স্বরূপতঃ ঐ সমস্ত আর কেহ জানে না॥ ১৮৬॥

ঐ সকল গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বপ্রধানা, রূপে, সৌভাগ্যেও প্রেমে শ্রীরাধা ব্যতিরেকে আর কেহ অধিকা নাই॥ ১৮৭॥

পদ্মপুরাণে॥

শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়, সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র বল্লভা॥ ১৮৮॥

আদিপুরাণে গোপীপ্রেমামৃতে॥

ত্রিলোক মধ্যে পৃথিবী অতিশয় ধন্য, যাহাতে বৃন্দাবন পুরী অবস্থিত আছেন, বৃন্দাবন অপেক্ষা আবার গোপীগণ ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয়া রাধানাম্নী গোপী বর্ত্তমানা॥ ১৮৯॥

রাধা সহ ক্রীড়া রসবৃদ্ধির কারণ। আর গোপীগণ সব রসোপকরণ ॥ ১৯০ ॥ কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন। তাহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ ॥ ১৯১ ॥

তদুক্তং শ্রীজয়দেবচরণৈঃ ॥

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীরিতি ॥ ১৯২ ॥

সেই রাধার ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার। যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল

বালবোধনাং। কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক্ প্রকারেণ ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীস্তত্যাজ। হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বকশারদীয়রাসান্তর্বিস্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিতবিষয়স্পৃহাবাসনা সম্যক্ সারভূতায়াঃ প্রাঙ্নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিৎ বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকনিষ্ঠস্পন্দনাৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯২—১৯৪ ॥

শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া রসবৃদ্ধির নিমিত্তরূপ, অন্যান্য গোপী সকল রসের উপকরণ স্বরূপ ॥ ১৯০ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন, ইহা ব্যতিরেকে অন্য গোপী সকল শ্রীকৃষ্ণের সুখের হেতু হয়েন না ॥ ১৯১ ॥

এই বিষয় শ্রীজয়দেব ঠাকুর গীতগোবিন্দের ৩ সর্গে ১ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন ॥

কংসারি শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণ সাররূপ রাসলীলা বাসনা বদ্ধা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরী সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৯২ ॥

ঐ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া চৈতন্যাবতার হয়, ইনি যুগধর্ম্ম নাম ও প্রেম এই উভয় প্রচার করেন। চৈতন্যদেব শ্রীরাধার ভাবে নিজ বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিলেন, তাঁহার অবতারের প্রতি এই বাঞ্ছা মূল কারণ

পরচার ॥ সেই ভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ। অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ ॥ ১৯৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার। আনুষঙ্গে হৈল সব রসের প্রচার ॥ ১৯৪ ॥

তথাহি শ্রীজয়দেবচরণৈঃ ॥

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।

তত্রৈব। বিশ্বেষামিতি। হে সখি মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্। বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীগণানাং অনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছিতাতিরিক্তরসদানাং প্রীণনেনানন্দং জনয়ন্ পুনঃ কিং কুর্ব্বন্। অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্ কীদৃশৈঃ নীলকমলশ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং শ্রেণীপদেন নবনবায়মানত্বং শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং কোমলশব্দেন সুকুমারত্বং সূচিতং। ননু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ। নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাৎ অত আহ ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ স্বস্বপ্রেমানুরূপালিঙ্গনাদ্যনুরঞ্জনেনানুরঞ্জিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোন্যানুরঞ্জনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমপরিপাকোদ্গতপূর্ণরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরসস্তিরস্কৃত ইতি সূচিতং। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ। নৈবং বাচ্যং। স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ ন অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতা স্যাৎ ন

জানিতে হইবে ॥ ১৯৩ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি তিনিই নন্দনন্দন, তিনি রসময়-মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রস স্বরূপ। ঐ রস আস্বাদন করিতে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন, অন্যান্য রসের প্রচার তাঁহার আনুষঙ্গিক অর্থাৎ প্রসঙ্গাধীন ॥ ১৯৪ ॥

শ্রীজয়দেবঠাকুর গীতগোবিন্দের
১ সর্গে ১২ শ্লোকে কহিয়াছেন যথা ॥

হে সখি! অঙ্গসৌন্দর্য্যদ্বারা জগতের আনন্দ জন্মাইয়া এবং ইন্দীবরসদৃশ সুন্দর করচরণাদিদ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন। অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ ধর্ম্ম। চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ১৯৬ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস। গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥ আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ। ভক্তি-ভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥১৯৭॥ ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস। মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ১৯৮ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং ॥

প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিতক্রিয়য়েত্যর্থঃ। নন্বেকেনানেকাসাং সমাধানং কথং স্যাৎ তত্রাহ শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমান্ ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে। যতঃ সোহপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি ॥ ১৯৫—২২৩ ॥

সব উদয় তাঁহাদের কর্ত্তৃক স্বচ্ছন্দভাবে প্রত্যঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া মূর্ত্তি-মান্ শৃঙ্গার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের আলয় স্বরূপ, তিনি অশেষ বিশেষ-রূপে রসের আস্বাদন করিলেন। ঐ রসাস্বাদনদ্বারাই কলিযুগের ধর্ম্ম প্রচার করেন, যাঁহারা চৈতন্যের দাস, তাঁহারাই এ সমুদায় মর্ম্ম অবগত আছেন ॥ ১৯৬ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস গদাধর, দামোদর, মুরারি হরিদাস, আর যত কৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্ত আছেন, আমি ভক্তিভাবে তাঁহাদের চরণ মস্তকে ধারণ করি ॥ ১৯৭ ॥

ষষ্ঠ শ্লোকের এই আভাস কহিলাম, এক্ষণে মূল শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতেছি.শ্রবণ করুন ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীস্বরূপ গোস্বামির কড়চোক্ত শ্লোক ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ ১৯৯॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়। না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥ ২০০॥ অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥ ২০১॥ হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ। এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥ ২০২॥ এ সব সিদ্ধান্তরস আম্রের পল্লব। ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥ অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয়

শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা অর্থাৎ মাহাত্ম্য কিরূপ ও আমার অদ্ভুত মধুরিমা অর্থাৎ মাধুর্য্যাতিশয় যাহা শ্রীরাধা প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যাতিশয়ই বা কীদৃশ এবং আমার মধুরিমার অনুভব হেতু শ্রীরাধিকারই বা কি প্রকার সুখোদ্গম হয়, এই তিন বিষয়ে লোভ হেতু শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শচীগর্ভ সমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন॥ ১৯৯॥

এ সব সিদ্ধান্ত অতি গূঢ়, বলিবার যোগ্য নহে, কিন্তু না বলিলেও কেহ ইহার অন্ত পাইবে না॥ ২০০॥

অতএব কিছু নিগূঢ়রূপে কহিতেছি, রসিক ভক্তগণ বুঝিবেন, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা জানিতে সমর্থ হইবে না॥ ২০১॥

যাঁহারা হৃদয়ে চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে ধারণ করেন, তাঁহারাই এই সমুদায় সিদ্ধান্তে আনন্দ লাভ করিবেন॥ ২০২॥

এ সমুদায় সিদ্ধান্তের রস আম্রের পল্লব স্বরূপ, কোকিল তুল্য ভক্তগণের ইহা অতিশয় প্রিয়।* আর যদি ইহাতে অভক্ত উষ্ট্রের

---

* বিদগ্ধমাধবের ১ অঙ্কে ১৬ শ্লোকে॥
উদাসতাং নাম রসানভিজ্ঞাঃ কৃতৌ ভবামী রসিকাঃ স্ফুরন্তি।

প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥২০৩॥ যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥ ২০৪ ॥ অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার। নিঃশঙ্কে কহিয়ে সবার হউক চমৎ-কার ॥ ২০৫ ॥ কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে। পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে ॥ আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন ॥ আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ২০৬ ॥ আমা হৈতে গুণী বড় জগতে

প্রবেশ না হয়, তাহা হইলে আমার চিত্তে বিশেষ আনন্দ লাভ হইবে ॥ ২০৩ ॥

অপর যাহার জন্য ক‍হিতে ভয় হয়, যে যদি জানিতে না পারে তাহা হইলে ত্রিভুবনে ইহার তুল্য আর সুক কি ? ॥ ২০৪ ॥

অতএব আমি ভক্তগণকে নমস্কার করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সিদ্ধান্ত কহি-তেছি, অভক্তের ইহাতে চমৎকার বোধ হউক ॥ ২০৫ ॥

সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে এই এক বিচার আছে, যে লোকে আমাকে পূর্ণানন্দ ও পূর্ণরস স্বরূপ কহে, আমা হইতে ত্রিভুবন আন-ন্দিত হয়, কিন্তু আমাকে আনন্দ দিবে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে ? তবে যে ব্যক্তি আমা অপেক্ষা শত শত গুণ আনন্দানুভব করেন, তিনিই মাত্র আমার মনকে আহ্লাদিত করিতে সমর্থ ॥ ২০৬ ॥

পরন্তু জগতে আমা অপেক্ষা অধিক গুণবান্ অসম্ভব, কেবল এক শ্রীরাধাতেই অধিক গুণবত্তা অনুভব হয় অর্থাৎ শ্রীরাধাই আমা-

ক্রমেলকৈঃ কামমুপেক্ষিতেঽপি পিকাঃ সুখং যান্তি পরং রসালে ॥

অস্যার্থঃ। পারিপার্শ্বিক। ভাব ! শঙ্কার প্রয়োজন নাই, যেহেতু রসানভিজ্ঞ জন সকলই আপনার কৃত অভিনয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবে, কিন্তু রসিক সকল ইহাতে আনন্দানু-ভব করিবেন। কারণ উষ্ট্র সকল আম্রতরুকে উপেক্ষা করিলেও কোকিলকুল তাহাতে পরম সুখানুভব করিয়া থাকে ॥ ২০৩ ॥

অসম্ভব। এ কলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ ২০৭ ॥ কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার ॥ মোর-রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥২০৮॥ মোর স্বর বংশীগীতে আকর্ষে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২০৯ ॥ যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধার অঙ্গগন্ধ ॥ ২১০ ॥ যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস। রাধার অধররসে মোরে করে বশ ॥ ২১১ ॥ যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২১২ ॥ এই মত জগ-তের আমি সুখহেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥ ২১৩ ॥ এই মত অনুভব আমার প্রতীত। বিচার দেখিয়ে যবে সব বিপরীত ॥২১৪॥

অপেক্ষা অধিক গুণবতী ইহাই অনুভব করি ॥ ২০৭ ॥

যদিচ আমার রূপ কোটি কামকে জয় করিয়াছে, যাহার সম বা উর্দ্ধ মাধুর্য্য আর নাই এবং যদিচ আমার রূপে ত্রিভুবন আপ্যায়িত হয়, তথাপি শ্রীরাধার দর্শনে আমার নয়ন সুশীতল হইয়া থাকে ॥ ২০৮ ॥

অপর যদিচ আমার স্বর ও বংশীগীতে ত্রিভুবন আকর্ষিত হয়, তথাপি শ্রীরাধার বাক্যে আমার শ্রবণ অপহৃত হইয়া থাকে ॥ ২০৯ ॥

যদিচ আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধসম্পন্ন হয়, তথাপি শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার চিত্ত ও ঘ্রাণকে হরণ করে ॥ ২১০ ॥

যদিচ আমার রসে জগৎ রসবিশিষ্ট হয়, তথাপি শ্রীরাধার অধর-রসে আমাকে বশীভূত করিয়াছে ॥ ২১১ ॥

যদিচ আমার স্পর্শ কোটি চন্দ্র অপেক্ষা শীতল, তথাপি শ্রীরাধার স্পর্শ আমাকে সুশীতল করে ॥ ২১২ ॥

যদিচ আমি এইরূপে জগতের সুখের হেতু, তথাপি শ্রীরাধার রূপ গুণ আমার জীবনের উপায়স্বরূপ ॥ ২১৩ ॥

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥ ২১৫॥ পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥ ২১৬॥ কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। সেই সুখে মগ্ন

এইরূপ অনুভব আমার প্রতীত হয়, যখন বিচার করিয়া দেখি, তখন সকলই বিপরীত বোধ হইয়া থাকে॥ ২১৪॥

শ্রীরাধার দর্শনে আমার নয়ন তৃপ্ত হয় এবং আমার দর্শনে শ্রীরাধা সুখে অজ্ঞান হইয়া থাকেন॥ ২১৫॥

বনমধ্যে পরস্পর বেণুর * (কীচকের) সঙ্ঘর্ষণে শব্দ হইলে আমার মুরলীরব জ্ঞানে শ্রীরাধার চেতনা অপহৃত হয় এবং আমার ভ্রমে তিনি তমালবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন॥ ২১৬॥

* উজ্জ্বলনীলমণির সখীভেদপ্রকরণের ৫৬ অঙ্কে যথা॥

নায়িকা-প্রাণসংরক্ষা যত্নঃ॥

আমায়ান্তং কথয়তি মৃষা কুর্ব্বতী দিব্যমুগ্রং মূর্চ্ছারম্ভে তব মণিময়ীং দর্শয়ত্যাশু মূর্ত্তিং।
বন্যে বেণৌ ধ্বনতি মরুতা কর্ণরোধং বিধত্তে রক্ষত্যস্যাঃ কথমপি তনুং মাধবী যাদবেন্দ্র॥

অস্যার্থঃ। উদ্ধব বৃন্দাবন হইতে পুনরায় মধুপুরী আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে! শ্রীরাধার ত কুশল? উদ্ধব কহিলেন, হে যাদবেন্দ্র! মাধবী-নাম্নী কাচিৎ সখী বক্ষ্যমাণ উপায়ক্রমে কথঞ্চিৎ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীরাধা তোমার বিরহে অতিশয় কাতরা হইয়া মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! শ্রীকৃষ্ণের আগমন দিন যে অতীত হইল, অতএব হে সখি! অনুজ্ঞা দাও প্রাণত্যাগ করি, এতচ্ছ্রবণে মাধবী কহিলেন, রাধে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, শ্রীরাধা কহিলেন, সখি! তুমি কি আমাকে প্রতারণা করিতেছ! তাঁহাকে ত অগ্রে দেখিতেছি না, এই বলিয়া সহসা মূর্চ্ছিতা হইলে ঐ মাধবী শীঘ্র করিয়া তোমার মণিময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইতে থাকেন। অপর অরণ্য মধ্যে বায়ুবেগে [বেণু সকলের সঙ্ঘর্ষণ জনিত শব্দ উৎপন্ন হইলে কি জানি শ্রীকৃষ্ণের মুরলী নিনাদ জ্ঞানে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হয়েন, এই আশঙ্কায় অমনি গিয়া তাঁহার কর্ণরোধ করেন, অতএব হে সখে! এ যাবৎ শ্রীরাধার এই প্রকারে প্রাণ রক্ষা হইতেছে॥

রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ ২১৭ ॥ অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ ॥ ২১৮ ॥ তাম্বূল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দসমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে ॥ ২১৯ ॥ আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শত মুখে কহি তবু নাহি পাই অন্ত ॥২২০ লীলা অন্তে সুখে ইহাঁর যে অঙ্গমাধুরী। তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥ ২২ ॥ দুহাঁর যে সম রস ভরত মুনি মানে। আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। তাহা হৈতে রাধাসুখ শত অধিকাই ॥ ২২২ ॥

আমি কৃষ্ণের আলিঙ্গন পাইলাম, আমার জন্ম সফল হইল, এই বলিয়া ক্রোড়ে বৃক্ষ ধারণ করত সেই সুখে নিমগ্ন রহেন ॥ ২১৭ ॥

অনুকূল বায়ুসহকারে যদি আমার গন্ধ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে ভ্রমরী তুল্য বোধ করত প্রেমে অন্ধ হইয়া ঐ গন্ধে উড়িয়া পড়িতে ইচ্ছা করেন ॥ ২১৮ ॥

অপর যখন তিনি আমার চর্ব্বিত তাম্বূল আস্বাদন করেন, তখন তিনি আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া কিছুই জানিতে পারেন না ॥ ২১৯ ॥

আমার সঙ্গমে শ্রীরাধা যেরূপ আনন্দ লাভ করেন, একশত মুখে বলিলেও তাহার অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ২২০ ॥

লীলার অন্তে সুখে ইহাঁর যেরূপ অঙ্গমাধুর্য্য প্রকাশ পায়, তাহা অবলোকন করত সুখে নিমগ্ন হইয়া আমি আপনাকে বিস্মৃত হইয়া থাকি ॥ ২২১ ॥

নায়ক নায়িকা দুই জনের যে সম রস, তাহা রসশাস্ত্রকার ভরত মুনি মানিয়া থাকেন, কিন্তু তিনিও আমার ব্রজের রস জানিতে সমর্থ নহেন, অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ প্রাপ্ত হই, শ্রীরাধার সঙ্গমে তদপেক্ষা শত গুণ সুখ লাভ করিয়া থাকি ॥ ২২২ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ॥

এতয়োরন্যোন্যেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ শ্রীরূপগোস্বামিনা

নিশ্চিতোঽস্তি যথা।

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরে

বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুত-শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।

অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্

ত্বামাসাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥ ২২৩ ॥

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেতি হৃষ্যত্ত্বচং

নির্ধূতেতি। হে রাধে মমেন্দ্রিয়কুলং ইন্দ্রিয়সমূহং ত্বামাস্বাদ্য মুহুর্ব্বারম্বারং মোদতে হর্ষযুক্তং ভবতি। তত্র হেতুঃ হে কল্যাণি তে তব বিম্বাধরঃ রক্তবর্ণাধরঃ নির্ধূতো পরাজিতো অমৃতানাং মাধুরী পরিমলো যেন সঃ। বক্ত্রং মুখং পঙ্কজস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তৎ। গিরো ভাষাঃ কুহুরুতানাং কোকিলানাং শ্লাঘাভিদঃ তিরস্কারিণাঃ। অঙ্গং অবয়বঃ চন্দনশীতলং চন্দনাদপি স্নিগ্ধং। ইয়ং তনুঃ মূর্ত্তিঃ সৌন্দর্য্যাণাং সর্ব্বস্বং ভজতে যা তাদৃশী ॥ ২২৩ ॥

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর ইন্দ্রিয়ের আহ্লাদস্বরূপ।

শ্রীরূপগোস্বামী ললিতমাধবের ৯ অঙ্কে ৯ শ্লোকে

নির্ণয় করিয়াছেন যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুরী-পরিমলকে দূরীভূত করিতেছে, তোমার বদন পদ্মগন্ধযুক্ত, তোমার বাক্য সকল কোকিলের কণ্ঠরবকে তিরস্কার করিতেছে এবং তোমার এই অঙ্গ চন্দনতুল্য সুশীতল ও সৌন্দর্য্যের সার স্বরূপ। অতএব হে রাধে! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ মুহুর্মুহুঃ আনন্দিত হইতে লাগিল ॥ ২২৩ ॥

শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপে শ্রীরাধার নয়ন যুগল লোভযুক্ত, স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয়

বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাং।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধররসে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং ॥ ইতি॥২২৪॥

তাতে জানি মোয় আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ। আমা হৈতে রাধা পায় যে-জাতীয় সুখ। তারে আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২২৫ ॥ নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে। সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ২২৬ ॥

তাং রাধাং কথং ভূতাং তদাহ রূপ ইতি। কংসহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপে রূপদর্শনে লুব্ধে লোভযুক্তে নয়নে যস্যাস্তাং। স্পর্শে সম্মেলনে হৃষ্যন্তী রোমাঞ্চিতা ত্বগ্ যস্যাস্তাং। পরিমলে অঙ্গগন্ধে সংহৃষ্টে প্রফুল্লে নাসাপুটে যস্যাস্তাং। বাণ্যাং বচনশ্রবণায় উৎকলিতে উৎকণ্ঠিতে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাস্তাং। অধরপুটে অধরামৃতপানে আরজ্যন্তী অনুরাগান্বিতা রসনা জিহ্বা যস্যাস্তাং। ন্যঞ্চৎ পূজিতং মুখমেবাম্ভোরুহং যস্যাস্তাং। বহির্বাহ্যে অপি এবার্থে দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা প্রকাশিতা মহতী ধৃতির্ধৈর্য্যং যয়া তাং। অন্তরেতু প্রোদ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভূতেন বিকারেণাকুলাং ॥ ২২৪—২৩৬ ॥

রোমাঞ্চিত, বাক্য শ্রবণে কর্ণ উত্তম্ভিত, অঙ্গগন্ধে নাসাদ্বয় প্রফুল্ল, অধরপুটে রসনা বশীকৃত, সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখপদ্ম নম্রীভূত, ধৈর্য্যনাশক উৎকট রোমাঞ্চাদি বিকার সমূহে অঙ্গ সমুদায় পরিব্যাপ্ত লক্ষিত হয় ॥ ২২৪ ॥

এই সকল কারণে বোধ হয় আমাতে কোন এক অপূর্ব্ব রস আছে, আমার মোহিনী শ্রীরাধা ঐ রসকে বশীভূত করিয়াছেন ॥

শ্রীরাধা আমা হইতে যে জাতীয় সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা উন্মুখ থাকি ॥ ২২৫ ॥

কিন্তু নানা যত্ন করিয়াও আমি তাহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হই না, পরন্তু সে সুখ মাধুর্য্যের আঘ্রাণে আমার চিত্তে লোভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৬ ॥

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার। প্রেম রস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥ ২২৭ ॥ রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। তাহা শিখাইল লীলা আচরণদ্বারে ॥ ২২৮ ॥ এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২২৯ ॥ রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২৩০ ॥ রাধাভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হৈব অবতীর্ণ ॥২৩১ সর্ব্ব ভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। হেন কালে আইল যুগাবতার সময় ॥ ২৩২ ॥ সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন। তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥ ২৩৩ ॥ পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি।

রস আস্বাদন নিমিত্ত আমি অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রেমরস আস্বাদন করিলাম ॥ ২২৭ ॥

ভক্তজন রাগমার্গে যে প্রকারে ভক্তি করেন, লীলা আচরণদ্বারা লোক সকলকে তাহা শিক্ষা করাইলাম ॥ ২২৮ ॥

কিন্তু শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ এবং আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখোদয় হয়। আমার এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ হইল না, যে হেতু বিজাতীয় ভাবে তাহার আস্বাদন হয় না ॥ ২২৯ ॥

অতএব শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার ব্যতিরেকে ঐ তিন সুখ কখন আস্বাদ্য হইতে পারে না ॥ ২৩০ ॥

যাহা হউক আমি শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহার বর্ণ ধারণ করিয়া ঐ তিন সুখ আস্বাদন করিতে অবতীর্ণ হইব ॥ ২৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বতোভাবে এইরূপ নিশ্চয় করিলেন, ইতি মধ্যে যুগাবতারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩২ ॥

ঐ কালে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেছিলেন তাঁহার হুঙ্কার শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিল ॥ ২৩৩ ॥

রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥ নবদ্বীপে শচী গর্ত্ত শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥ ২৩৪ ॥

এই ত কহিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান। স্বরূপ গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥ ২৩৫ ॥ এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ। শ্রীরূপ-গোসাঞির শ্লোক প্রমাণসমর্থ ॥ ২৩৬ ॥

তথাহি স্তবমালায়াং ॥

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ইতি ২৩৭ ॥

গ্রন্থকারস্য।

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং।

মঙ্গলেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্য সামান্য-বিশেষ মঙ্গলাচরণং। চৈতন্যস্য তত্ত্বলক্ষণং

শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে পিতা, মাতা ও গুরুগণকে অবতীর্ণ করাইয়া শ্রীরাধার ভাব ও বর্ণ অঙ্গীকার পূর্ব্বক নবদ্বীপে শচীগর্ত্তরূপ শুদ্ধ দুগ্ধসমুদ্রে পূর্ণ-চন্দ্রস্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২৩৪ ॥

স্বরূপ গোস্বামির পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া এই ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম ॥ ২৩৫ ॥

আমি এই যে দুই শ্লোকের অর্থ করিলাম, ইহাতে শ্রীরূপ গোস্বা-মির বর্ণিত শ্লোক প্রমাণ বিষয়ে সমর্থ ॥ ২৩৬ ॥

স্তবমালায় গৌরাঙ্গদেবের দ্বিতীয় স্তবে ৩ শ্লোকে যথা ॥

যিনি মধুর রস আস্বাদন করিব বলিয়া ব্রজবনিতাদিগের অপার মাধুর্য্য ভাব অপহরণপূর্ব্বক তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করত স্বীয়রূপগোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে সাতিশয় অনু-কম্পা করুন ॥ ২৩৭ ॥

মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তত্ত্ব লক্ষণ এবং অবতারের প্রয়োজন,

প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতং ॥ ২৩৮ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতারে মূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

অবতারে অবতারবিষয়ে মূলপ্রয়োজনং ষট্কৈঃ শ্লোকৈর্নিরূপিতং নির্ণয়ঃ কৃতঃ ॥ ২৩৮ ॥

॥ • ॥ আদিখণ্ডে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ • ॥

এই কয়েকটী বিষয় ছয় শ্লোকদ্বারা নিরূপিত হইল ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ২৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃতায়াং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পন্যাং চৈতন্যাবতার মূলপ্রয়োজনকথন নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ।

———০:*:০———

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২ এই ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল চৈতন্য মহিমা। পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব সীমা ॥ ৩ ॥ সর্ব্বাবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ ৪ ॥ একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ

বন্দ ইতি শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং ঈশ্বরং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তারং অনন্ত-মগণ্যমদ্ভুতমৈশ্বর্য্যং যস্য তং। যস্য নিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া কৃপয়া তস্য নিত্যানন্দস্য স্বরূপং তত্ত্বং অজ্ঞেনাপি মূর্খেণাপি ময়া নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

যাঁহার ইচ্ছা বশতঃ অজ্ঞ ব্যক্তিও তৎস্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, সেই অনন্ত, অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যশালী, ঈশ্বর, শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতচন্দ্র এবং গৌরভক্তবৃন্দ ইহাঁদের জয় হউক জয় হউক ॥ ২ ॥

প্রথমাবধি ছয় শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সাত শ্লোক হইতে পাঁচ শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের তত্ত্ব সকল নিরূপণ করিতেছি ॥ ৩ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারী অর্থাৎ ইহাঁ হইতেই অবতার সকল প্রকাশ হয়, শ্রীবলরাম ইহাঁরই দ্বিতীয় দেহ স্বরূপ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে এক স্বরূপ অর্থাৎ এক তত্ত্ব, কিন্তু লীলা

কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ ৫ ॥ সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই বলরাম সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকঃ ॥

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।

শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্য রামঃ শরণং মমাস্তু ॥৭॥

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি করে কৃষ্ণের

নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ শরীর প্রকাশ করিয়াছেন, এই বলদেব শ্রীকৃষ্ণের আদ্য কায়ব্যূহ ইতি কৃষ্ণলীলার সহায় স্বরূপ ॥ ৫ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্ব অবতারের বীজস্বরূপ, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায় স্বরূপ বলদেব তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ

শ্রীস্বরূপগোস্বামির কড়চায় যথা ॥

যিনি পরব্যোমস্থিত মহাসঙ্কর্ষণ, যিনি কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, যিনি গর্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষা পুরুষ, যিনি ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু এবং যিনি শেষ অর্থাৎ অনন্তদেব, ইহাঁরা যাঁহার অংশকলা সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূলসঙ্কর্ষণ, ইনি পঞ্চবিধ রূপ অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ এই পঞ্চরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন ॥ ৮ ॥

---

* ব্যূহশব্দের অর্থ যুদ্ধার্থ সৈন্যরচনা, সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষ যেমন ব্যূহের মধ্যে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কর্ষণাদি কায়ব্যূহের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লীলা করিয়া থাকেন॥

সেবন ॥ ৮ ॥ আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥ ৯ ॥

শ্রীবলরাম মূলসঙ্কর্ষণরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন, আর চারি প্রকার শরীর ধারণ করিয়া অর্থাৎ কারণাব্ধিশায়ী * গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলা কার্য্য করিয়া থাকেন ॥৯

* এই বিষয় লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্ববিভাগে ৩৫ অঙ্ক হইতে ৪১ অঙ্ক পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে ॥

অস্যাবতারস্ক শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি ॥ ৩৫ ॥

উক্ত পুরুষের অবতারত্ব যথা

শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ॥

প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ, তিনিই পরব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার ॥ ৩৫ ॥

অস্য চ ভেদাঃ সাত্বততন্ত্রে ॥

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।

প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং ॥

উক্ত পুরুষের ভেদ সকল যথা ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

বিষ্ণু অর্থাৎ আদিসঙ্কর্ষণের পুরুষনামে তিনটী রূপ আছে, তন্মধ্যে এক মহত্তের স্রষ্টা অর্থাৎ "স ঐক্ষত বহুস্যাং" সেই পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আমি অনেক হইব, এই শ্রুতি উক্ত মহাসমষ্টি জীব প্রকৃতির স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ অথবা মহাবিষ্ণু বলিয়া কথিত হয়েন। দ্বিতীয় পুরুষরূপ অণ্ডসংস্থিত অর্থাৎ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" এই শ্রুতি উক্ত সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পুরুষ। ইনি গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন নামক সর্ব্ব অবতারের মূল অর্থাৎ ইহাঁ হইতেই অবতার সকল হয়, এ স্থলে কেহ বলেন, সূক্ষ্মান্তর্যামী প্রদ্যুম্ন এবং স্থূল অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ। তৃতীয় পুরুষরূপ সর্ব্বভূতে অবস্থিত অর্থাৎ পয়োপরি অধিষ্ঠানকর্ত্তা। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" দুইটী চিৎস্বরূপ পক্ষী, যাহারা পরস্পর অবিয়োগ এবং এক ভাবাপন্নপ্রযুক্ত সখ্যত্ব বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা এক কালীন দেহরূপ বৃক্ষে আলিয়া

তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥
তত্র প্রথমং যথা একাদশস্কন্ধে ॥
ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥
ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি।
নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ।
আবিরাসীৎ কারণার্ণো নিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশুঃ স্বয়ং মহান্।

অবস্থিতি করিলেন, ঐ দুয়ের মধ্যে যিনি জীব, তিনি দেহজনিত কর্ম্মফল ভোগ করিতে লাগিলেন, অন্য যে পরম তিনি দেহোৎপন্ন কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে ইনি ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ, ইহাঁ হইতেই ব্রহ্মার জন্ম হয়, এই তিন পুরুষকে জানিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৬ ॥

উক্ত ত্রিবিধ রূপের মধ্যে প্রথম রূপ মহত্তের স্রষ্টৃ যথা ॥

একাদশস্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

স্বসৃষ্ট পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যখন আদিদেব নারায়ণ অংশ অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন, তখনই তিনি মহৎস্রষ্টৃরূপ পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন ॥

ব্রহ্মসংহিতাতে ॥

স্বয়ং রূপের অঙ্গবিশেষ সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন, তিনিই সহস্র শীর্ষা পুরুষ অর্থাৎ অসংখ্য মস্তকবিশিষ্ট। সেই মহাবিষ্ণুকে কারণার্ণবশায়ী বলা যায়। ঐ ভগবান্ই নারায়ণ, তাঁহা হইতে প্রথমে জলের উৎপত্তি হয়, ঐ জলরাশিকে কারণার্ণব অর্থাৎ কারণসমুদ্র বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণন করেন, সেই কারণার্ণব সঙ্কর্ষণাত্মক অর্থাৎ সম্যক্ বিশ্বাকর্ষক নারায়ণ হইতে উৎপন্ন। অনন্তর সহস্র অংশবিশিষ্ট আদিপুরুষ নারায়ণ সেই কারণার্ণবে যোগনিদ্রাগত অর্থাৎ স্বস্বরূপ আনন্দসমাধি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত হইলেন, তৎপরে কারণজলে ভাসমান সঙ্কর্ষণ নামক ঐ আদিপুরুষের প্রত্যেক লোমকূপে সংসারের বীজ

তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতাবৃতানিতু ইত্যোতদন্তং ॥ ৩৭ ॥
লিঙ্গমত্র স্বয়ং রূপস্যাঙ্গভেদ উদীরিতঃ ॥ ৩৮ ॥
দ্বিতীয়ং যথা তত্রৈব তদনন্তরং।
প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়মিতি ॥ ৩৯ ॥
গর্ব্ভোদকশয়ঃ পদ্মনাভোঽসাবনিরুদ্ধকঃ।
ইতি নারায়ণোপাখ্যানমুক্তং মোক্ষধর্ম্মকে।
সোঽয়ং হিরণ্যগর্ব্ভস্য প্রদ্যুম্নস্থে নিয়ামকঃ ॥ ৪০ ॥
অথ যচ্চ তৃতীয়ং স্যাদ্রূপং তচ্চাপাদৃশ্যতে।
কেচিৎ স্বদেহান্তরিতি দ্বিতীয়স্কন্ধপদ্যতঃ ॥ ৪১ ॥

স্বরূপ অপঞ্চীকৃত মহাভূতে আবৃত বহু বহু স্বর্ণবর্ণ অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সকল উৎপন্ন হইল ॥ ৩৭ ॥

উপরে যে লিঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহা গোবিন্দের অঙ্গভেদ অর্থাৎ অংশ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৮ ॥

দ্বিতীয় পুরুষরূপ অণ্ডসংস্থিত। যথা—

ব্রহ্মসংহিতায় ॥

অনন্তর ভগবান্ ঐ পূর্ব্ব সৃষ্ট প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্বস্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ রূপান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

যিনি গর্ব্ভোদকশায়ী পদ্মনাভ তিনি অনিরুদ্ধ, মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণোপাখ্যানে এই যে কথিত হইয়াছে, তাঁহাকে অনিরুদ্ধ নিয়ামক প্রদ্যুম্ন বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

অনন্তর যে তৃতীয় পুরুষরূপ তাহা দ্বিতীয়স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি।"

অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তি স্বস্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয় আছে, তন্মধ্য স্থান বাসকারি প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া থাকেন, সেই পুরুষ চতুর্ভুজ এবং তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্ম বিরাজমান ॥ ৪১ ॥

সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন। শেষরূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ১০ ॥ সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ। সেই রাম চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ১১ ॥ সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে। যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥ ১২ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং ॥

মায়াতীতে ব্যাপি বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।

রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১৩॥

প্রকৃতির পর পরব্যোম নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥ সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের

সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করা হয়, আর শেষরূপে তাঁহার বিবিধ প্রকারে সেবা করেন ॥ ১০ ॥

যিনি সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি সর্ব্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ আস্বাদন করেন, সেই বলরাম শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দ নামে অবস্থিত আছেন ॥১১॥

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী" এই সপ্তম শ্লোকের অর্থ ৮। ৯। ১০। ১১ এই চারি শ্লোকে ব্যাখ্যা করিতেছি, ইহাতেই সমস্ত লোক নিত্যানন্দতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন ॥ ১২ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামির কড়চার শ্লোকে ॥

মায়াতীত সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণ ঐশ্বর্য্য স্বরূপ শ্রীচতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মধ্যে যাঁহার সঙ্কর্ষণ নামক রূপ প্রকাশ পাইতেছে, সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ বলদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৩ ॥

প্রকৃতির (মায়ার) পর পরব্যোম (বৈকুণ্ঠ) নামে ধাম আছে, যেমন কৃষ্ণবিগ্রহ বিভুত্বাদি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ সর্ব্বগ (সর্ব্বত্রগামী) অনন্ত (অপরিচ্ছেদ্য) ও বিভু (সর্ব্বব্যাপক') ইহা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অবতারগণের বিশ্রাম স্থান

তাঁহাই বিশ্রাম ॥ ১৪ ॥ তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি। দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম। শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ-তনু সম। উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায় ॥ ১৭ ॥ চিন্তা-মণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন। চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ ১৮ ॥ প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ। গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ১৯ ॥

জানিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

ঐ বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে কৃষ্ণলোক নামে এক লোক আছে, উহা দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন প্রকারে বিভক্ত ॥ ১৫ ॥

সকলের উপর শ্রীগোকুল যাহা ব্রজলোক ধাম বলিয়া বিখ্যাত, এই লোকের গোলোক, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন ইত্যাদি নাম ভেদ হয়। এই লোক সর্ব্বত্রগামী, অনন্ত (অপরিসীম) সর্ব্বব্যাপক কৃষ্ণের তনু তুল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শরীর যেমন ঐ সকল গুণবিশিষ্ট, গোলোক প্রভৃতি ধাম ও সেই প্রকার, ইহা কোন নিয়মের অধীন নহে, পরন্তু উর্দ্ধাধো সকল দিকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥

বৃন্দাবন ধাম একমাত্র, ইহাঁর দ্বিত্ব নাই, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি স্বরূপ, ইহাতে যে সকল বন আছে, তাহার সমুদায় বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ। প্রাকৃত জনসকলের চর্ম্মচক্ষে বৃন্দাবন দৃষ্ট হয়েন না, কেবল সংসারগর্ভ সামান্য ভূখণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

কিন্তু ভক্তগণ প্রেমনেত্রে ইহাঁর যথার্থ স্বরূপ অনুভব করেন, ঐ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোপ গোপী সঙ্গে নিত্য বিহার করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসংভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২০

মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া । নানা রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হঞা ॥ ২১ ॥ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ । সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ২২ ॥ এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় । নিজগণ লৈয়া

দিক্‌প্রদর্শিন্যাং । চিন্তামণীতি । অভি সর্ব্বতোভাবেন চালনানয়নচারণগোস্থানানয়নপ্রকারেণ পালয়ন্তং । কদাচিদ্রহসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ । লক্ষ্মীতি লক্ষ্যোঽত্র গোপসুন্দর্য্য এবেতি ব্যাখ্যাতমেব । তদেবং চিন্তামণিপ্রকরসদ্মাদিময়ং কথা গানং নাট্যং গমনমপীতি বক্ষ্যমাণানুসারেণেতি ॥ ২০—৩১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

যে স্থানকার গৃহ সকল চিন্তামণি রচিত, যে স্থানে লক্ষ ২ কল্পবৃক্ষ শোভা বিস্তার করিতেছে, সেই স্থানে যিনি শত সহস্র লক্ষ্মী অর্থাৎ গোপসুন্দরীকর্ত্তৃক সসম্ভ্রমে সেব্যমান হইয়া সুরভিগণ পালন করিতেছেন, সেই গোবিন্দ আদি পুরুষকে আমি ভজনা করি ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা এবং দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ রূপে নিজরূপ প্রকাশ করিয়া নানা রূপে বিলাস করেন ॥ ২১ ॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিকে চতুর্ব্যূহ বলে । শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত চতুর্ব্যূহের অংশী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে চতুর্ব্যূহের প্রকাশ হয় । (অংশী শব্দের অর্থ এই যে যাহার অংশ আছে) শ্রীকৃষ্ণ তুরীয় * বিশুদ্ধ পদার্থ ॥ ২২ ॥

* শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন । "বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ । ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ ॥" শ্লোকার্থঃ । বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটী ঈশ্বরের উপাধি, যিনি এই তিন উপাধি-রহিত, তাঁহাকে তুরীয় বলা যায় অর্থাৎ তিনি নিরুপাধি চতুর্থ পদার্থ ॥ ২২ ॥

খেলে অনন্ত সময় ॥ ২৩ ॥ পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ। নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥ স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥ ২৪ ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়। শ্রী ভূ লীলা শক্তি তাঁর চরণসেবয় ॥২৫॥ যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়া মাত্র ধর্ম্ম। তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৬ ॥ সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার। চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি। বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা সবার হয়

শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন লোকে শ্রীকৃষ্ণ কেবল লীলাময় অর্থাৎ এই তিন লোকে কেবল লীলাস্বরূপ বিগ্রহ। নিজগণ সঙ্গে লইয়া এই তিন স্থানে অনন্তকাল অর্থাৎ অনাদি কাল বিহার করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমে অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নারায়ণরূপে বিবিধ প্রকার বিলাস করেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ দ্বিভুজ বিগ্রহ। ঐ বিগ্রহ নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ হয়েন। নারায়ণমূর্ত্তির চারিহস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ, ইহাঁতে সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ আছে অর্থাৎ নারায়ণমূর্ত্তি কেবল ঐশ্বর্য্যময়। শ্রী, ভূ, লীলাপ্রভৃতি শক্তিসকল এই নারায়ণবিগ্রহের চরণসেবা করেন ॥২৫॥

যদিচ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম তথাপি জীবের প্রতি কৃপা করিয়া এই সমুদায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

নারায়ণ সালোক্য, * সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য এই চারি প্রকার মুক্তি দিয়া জীবকে উদ্ধার করেন ॥ ২৭ ॥

* সালোক্যশব্দের অর্থ ভগবানের সহিত এক লোকে বাস। সামীপ্যশব্দের অর্থ ভগবানের সমীপবর্ত্তিত্ব। সার্ষ্টিশব্দের অর্থ ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্য, সারূপ্যশব্দের অর্থ ভগবানের তুল্য রূপাদি ॥ ২৭ ॥

স্থিতি ॥ ২৮ ॥ বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥ ২৯ ॥ সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার। চিৎ-স্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ॥ ৩০ ॥ সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ। ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ ৩১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং ॥৭।১।২৯॥ তদঘং কামাদিনিমিত্তং পাপং হিত্বা। ইতি। ক্রমসন্দর্ভে।

মহাবৈকুণ্ঠলোকে ব্রহ্মসাযুজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্বরূপ মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তির গতি নাই অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মতেজ নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহারা বৈকুণ্ঠে যাইতে পারেন না। তাঁহাদের বৈকুণ্ঠের বাহিরে অবস্থিতি হয় ॥ ২৮ ॥

বৈকুণ্ঠের বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল আছে, উহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভারূপ পরম উজ্জ্বলস্বরূপ ॥ ২৯ ॥

ঐ তেজোময় মণ্ডলের নাম সিদ্ধলোক, উহা প্রকৃতির পারে অবস্থিত অর্থাৎ সেস্থানে মায়া প্রবেশ করিতে পারে না। অপর ঐ লোক কেবল চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানময়, সেখানে চিৎশক্তির বিকার নাই। বিকার-শব্দের অর্থ এই যে বিলাসাদি বিশেষ গত ধর্ম্মসমূহ। সিদ্ধলোকে কেবল চিৎস্বরূপমাত্র একটী সত্তা আছে, কিন্তু চিদ্বিশেষ রূপ বিলাস অর্থাৎ মূর্ত্তিমাত্র নাই ॥ ৩০ ॥

যেমন বাহির হইতে সূর্য্যমণ্ডলের কোন বিশেষ দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরে রথ আদি সমুদায় অবয়ব বিশেষ লক্ষিত হয় * ॥ ৩১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

বহু বহু ব্যক্তি ভক্তি অনুসারে কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা স্নেহহেতু

---

* তত্ত্বকে দূর হইতে আলোচনা করিলে কেবল এক অদ্বয় নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব প্রতীত হয়, তাহাতে প্রবেশ হইতে পারিলে বৈকুণ্ঠ বৈচিত্র প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩২ ॥

কামেদ্দ্বেষাদিতি। যথা বিহিতয়া ভক্ত্যা ঈশ্বরে মন আবেশ্য তদ্গতিং গচ্ছন্তি তথৈবাবিহিতেনাপি কামাদিনা বহবো গতা ইত্যর্থঃ। তদঘং তেষু কামাদিষু মধ্যে যদ্দ্বেষভয়য়োরঘং ভবতি তদ্ধিত্বৈব। ভয়স্যাপি দ্বেষসম্বলিতত্বাদঘোৎপাদকত্বং জ্ঞেয়ং। অত্র কেচিৎ কামেঽপ্যঘং মন্যন্তে। তত্রেদং বিচার্য্যতে। ভগবতি কাম এব কেবলঃ পাপাবহঃ। কিম্বা পতিভাবযুক্তঃ। অথবা উপপতিভাবযুক্ত ইতি। স এব কেবল ইতি কেচিৎ স কিং দ্বেষাদিগণ পাতিতত্বাৎ। তদ্বৎ স্বরূপেণৈব বা পরমশুদ্ধভগবতি যদধরপানাদিকং যচ্চ কামুকত্বাদ্যারোপণং তেনাতিক্রমেণ বা পাপশ্রবণেন বা। নাদ্যেন। উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়া ইত্যত্র দ্বেষাদেনা কৃষ্ণতত্বাৎ। অতঃ প্রিয়া ইতি স্নেহবৎ কামস্যাপি প্রীত্যাত্মকত্বেন তদ্বদেব ন দোষঃ। তাদৃশীনাং কামোহি প্রেমৈকরূপঃ। যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষ্বিত্যাদাবতিক্রন্যাপি স্বসুখং তদানুকূল্য এব তাৎপর্য্যদর্শনাৎ। সৈরিন্ধ্র্যাস্তু ভাবো রিরংসাপ্রায়ত্বেন শ্রীগোপীনামিব কেবলতত্তাৎপর্য্যাভাবাত্তদপেক্ষয়ৈব নিন্দ্যতে নতু স্বরূপতঃ। সানঙ্গতপ্তকুচয়োরিত্যাদৌ অনন্তচরণেন রুজো,মৃজন্তীতি পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্ত্তিমিতি কার্য্যদ্বারা তৎস্তুতেঃ। তত্রাপি সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠেত্যত্র প্রীত্যভিব্যক্তেশ্চ। তদেবং তস্য কামস্য দ্বেষাদিগণান্তঃপাতিত্বং পরিহৃত্য তেন পাপবহত্বং। অথ কামুকত্বাদ্যারোপণাধরপানাদিরূপস্তত্র ব্যবহারোঽপি নাতিক্রমহেতুঃ। যতো লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ন্যায়েন লীলা তত্র স্বভাবত এব সিদ্ধা। তত্র চ শ্রী ভূ লীলাদিভিস্তস্য তাদৃশলীলায়াঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যসিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্রলীলাবিনোদস্য তস্যাভিরুচিতত্বাবগমাৎ। তাদৃশলীলারসমাহস্বাভাবিকং ভগবত্তাদ্যনমুসন্ধানমপি কামুকত্বাদিমননমপি চ তদভিরুচিতত্বেনৈবাবগম্যতে। তথা প্রেয়সীজনানামপি তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বেন পরমশুদ্ধরূপত্বাৎ ততো ম্লানত্বাভাবাচ্চ তদধরপানাদিকমপি নাহুরূপং। পূর্ব্বযুক্ত্যা তদভিরুচিতমেব ইতি ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি নিমিত্ত পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই, গোপীগণ কামহেতু, কংস ভয়জন্য, শিশুপালাদি ভূপাল দ্বেষনিমিত্ত, যাদবগণ সম্বন্ধবশতঃ, তোমরা (যুধিষ্ঠিরাদি) স্নেহপ্রযুক্ত এবং আমরা (নারদাদি) ভক্তি করিয়া তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩২ ॥

সপ্তমস্কন্ধ পদ্যবিচারণে,

অতএব শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং ॥

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং।

তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাযুষোরিতি ॥ ৩৩ ॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস। নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। তত্র তদ্গতিং গতা ইত্যুক্তৌ সন্দেহান্তরং নিরস্যতি যদরীণামিতি। প্রিয়াণাং গোপীবৃষ্ণ্যাদীনাং অনয়োঃ কিরণার্কোপমানেন ব্রহ্মসংহিতা যথা। যস্য প্রভা প্রভবতো জগদিত্যাদি শ্রীভগবদ্গীতাচ ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। তথৈব স্বামিটীকা চ দৃশ্যা। তচ্চ যুক্তং একস্যাপি তস্যাধিকারিবিশেষং প্রাপ্য স বিশেষাকার ভগবত্ত্বেনোদয়াদ্দ্যনত্বং নির্ব্বিশেষাকারব্রহ্মত্বেনোদয়াদ্যনত্বমিতি প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ প্রভেতি জ্ঞেয়ং। অতএবাত্মারামাণামপি ভগবদ্গুণেনাকর্ষণমুপপদ্যতে। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ শ্রীভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

সপ্তমস্কন্ধের এই পদ্যবিচারে শ্রীরূপগোস্বামিকর্তৃক *

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ২ সাধন ভক্তিলহরীতে

১৩৬ অঙ্কে ধৃত শ্লোক যথা ॥

বহু বহু ব্যক্তি তদ্গতি লাভ করিয়াছে, এই সন্দেহান্তর উপস্থিত হওয়ায় শ্রীরূপ গোস্বামি ঐ সন্দেহ নিরাসপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর ঐক্যপ্রযুক্ত শত্রুগণ ও প্রিয়বর্গের যে এক প্রাপ্য কথিত হইয়াছে, তাহার প্রভেদ এই যে, সূর্য্য ওসূর্য্যের কিরণ। তাৎপর্য্য। সূর্য্য ও কিরণ বস্তুতঃ দুই এক পদার্থ হইলেও ইহাতে যেমন পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভেদ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মে প্রভেদ জানিবে, শত্রু কিরণস্থানীয় ব্রহ্মে গতি প্রাপ্ত হয়, আর প্রিয়বর্গ সূর্য্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণে গতি লাভ করেন ॥ ৩৩ ॥

সেই প্রকার অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তির ন্যায় পরব্যোমে (মহাবৈকুণ্ঠে) নানা প্রকার চিৎশক্তির বিলাস, আর বাহিরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগে নির্ব্বিশেষ (সর্ব্বব্যাপক) তেজোমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩৪

বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩৪ ॥ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥ ৩৫ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ইতি ॥ ৩৬ ॥

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে। দ্বারকা চতুর্ব্যূহের

সিদ্ধলোক ইতি। তমসঃ পারে প্রকৃত্যাবরণস্য বহিঃ। সিদ্ধাঃ অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধাঃ নির্গ-র্ভাঃ ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ সন্তঃ দৈত্যাশ্চ হরিণা শ্রীকৃষ্ণেন কর্ত্রা হতাঃ সন্তঃ যত্র সিদ্ধলোক মুক্তি-ধাম্নি বসন্তি তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৬৪ ॥

এই লোক কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়, যাঁহারা সাযু-জ্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তির অধিকারী, তাঁহারাই ঐ স্থানে ব্রহ্মেতে গিয়া লয় প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ উপাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয়েন ॥ ৩৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর
পূর্ব্ববিভাগে ২ সাধনভক্তিলহরীর
১৩৭ অঙ্কে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় বচন যথা ॥

সিদ্ধগণ ও ভগবান্ হরিকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া যে সিদ্ধলোকে বাস করিতেছেন, সেই সিদ্ধলোক মায়ার পর পারে অবস্থিত।

তাৎপর্য্য। যে সকল সাধক জ্ঞানমার্গেব্রহ্মের উপাসনা করেন, আর যে সকল দৈত্য হরির প্রতি বৈরভাব করিয়া তদীয় হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদেরই ঐ সিদ্ধলোকে গতি হয় ॥ ৩৬ ॥

উক্ত পরব্যোমে নারায়ণের চতুঃপার্শে দ্বারকায় যে চতুর্ব্যূহ আছেন,

দ্বিতীয় প্রকাশ ॥ বাসুদেব সঙ্কর্ষন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৩৭ ॥ তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ। চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ ॥ ৩৮ ॥ চিচ্ছক্তি বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম। শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৯ ॥ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।

আছেন, তাঁহার দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ প্রকাশ পাইতেছেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ, ইহা তুরীয় অর্থাৎ উপাধিত্রয় শূন্য এবং বিশুদ্ধ ॥ ৩৭ ॥

ঐ স্থানে যে বলরামের রূপ, তাহা মহাসঙ্কর্ষণ, তিনি চিৎশক্তির অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির আশ্রয় এবং সমস্ত কারণ * স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

চিৎশক্তির একটি বিলাসের নাম শুদ্ধসত্ত্ব, একারণ যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম আছে, তৎসমুদায় শুদ্ধসত্ত্বময় † ॥ ৩৯ ॥

ঐ পরব্যোমে যে ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্য § আছে, তৎসমুদায় চিন্ময়

---

* প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি।

এই শ্রুত্যুক্ত প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কারতত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি যে সকল তত্ব জগৎ সৃষ্টির প্রতি কারণ এই সঙ্কর্ষণদেব তাহাদেরও কারণ স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

† এই বিষয়ের প্রমাণ দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥

অস্যার্থঃ। অপর সে স্থানে রজো বা তমোগুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুই গুণে মিশ্রিত সত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, আর সে স্থানে কালকৃত বিনাশও হয় না। অধিক কি বলিব, মায়াও সে স্থানে যাইতে পারেন না, ইহাতে অন্যান্য শোক মোহাদির কথা বক্তব্য কি ? অর্থাৎ সে স্থানে উহাদের থাকিবার অধিকার নাই; এ নিমিত্ত তত্রত্য ভগবৎ-পারিষদগণকে সুর এবং অসুরগণ নিরন্তর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

§ "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥"

অস্যার্থঃ। সমগ্র ঈশ্বরত্ব (প্রভুত্ব) বীর্য্য (পরাক্রম) যশঃ, সম্পৎ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়কে ঐশ্বর্য্য বলে ॥ ৪০ ॥

সঙ্কর্ষনের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪০ ॥ জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্ষণ সর্ব্ব জীবের আশ্রয় ॥ ৪১ ॥ যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়। সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণসমাশ্রয় ॥ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার। অনন্ত কহিতেনারে মহিমা যাঁহার ॥৪২॥ তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম। তেঁহো যাঁর অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৪৩ ॥ অষ্টম শ্লোকের এই সংক্ষেপ বিবরণ। নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৪৪ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াং ॥

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।

অর্থাৎ অপ্রাকৃত এবং ঐ সকল সঙ্কর্ষণের বিভূতি ॥ ৪০ ॥

ঐ স্থানে জীবনামক এক তটস্থাখ্য শক্তি আছে, মহাসঙ্কর্ষণ সকল জীবের আশ্রয় স্বরূপ ॥ ৪১ ॥

অপর যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি ও যাঁহাতে প্রলয় হয়, সেই পুরুষেরও সঙ্কর্ষণ আশ্রয়। এই সঙ্কর্ষণ সকলের আশ্রয়, ইহার যত ঐশ্বর্য্য, তৎসমুদায় অদ্ভুত ও অপরিসীম। অনন্তদেবও ইহাঁর মহিমা কহিতে সমর্থ নহেন ॥ ৪২ ॥

যিনি তুরীয় অর্থাৎ উপাধিত্রয়বর্জ্জিত তাহার নাম সঙ্কর্ষণ, ঐ সঙ্কর্ষণ যাঁহার অংশ, তাঁহার নাম নিত্যানন্দ রাম ॥ ৪৩ ॥

অষ্টম শ্লোকের এই সংক্ষেপ বিবরণ করিলাম, এক্ষণে নবম শ্লোকের অর্থ করি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীস্বরূপগোস্বামির কড়চায় যথা ॥

যিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা, যাহার অঙ্গে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যিনি সাক্ষাৎ কারণসমুদ্রে শয়ন করিয়াছেন, সেই

যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৪৫ ॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম। তাহার বাহিরে হয় কারণার্ণব নাম ॥ বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥৪৬॥ বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়। মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৪৭ ॥ চিন্ময় জল সেই পরম কারণ। যার এক

সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডসমূহের অন্তর্যামী প্রথম পুরুষাবতার যাঁহার একাংশ স্বরূপ, সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ বলদেব তাঁহার শরণাগত হই ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ সিদ্ধলোকনামে স্থান বর্ণন করিয়াছি, তাহার বাহিরে কারণসমুদ্র আছে, এই জলনিধি অনন্ত এবং অপার, ইহার অবধি অর্থাৎ সীমা নাই ॥ ৪৬ ॥

বৈকুণ্ঠে যে সকল পৃথিব্যাদি আছে তৎসমুদায় চিন্ময় মায়িক ভূতের সেস্থানে জন্ম না ॥ ৪৭ ॥

---

* ভগবৎসন্দর্ভের ৩৮০ পৃষ্ঠায় ৩০ অঙ্কে ॥

অথ শ্রীমহাবৈকুণ্ঠস্য তাদৃশত্বন্তু স্বতরামেব। তথা নানাশ্রুতিপদোত্থাপনেন পাদ্মোত্তরখণ্ডেঽপি প্রকৃত্যন্তর্গতবিভূতিবর্ণানন্তরং তাদৃশত্বমভিব্যঞ্জিতং শ্রীশিবেন।

এবং প্রাকৃতরূপায়া বিভূতেরূপমুত্তমং।
ত্রিপাদ্বিভূতিরূপং তু শৃণু ভূধরনন্দিনি।
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাঃ পারে পরব্যোমত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদং।
অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ং।

সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতং।
অসংখ্যমজরং নিত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জ্জিতং।
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাবহং।
সমানাধিক্যরহিতং আদ্যন্তরহিতং শুভং।
তেজসা অদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরং।
এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং পদং।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধামশাশ্বতং নিত্যমচ্যুতং।
ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৩০॥

অথ নানা শ্রুতি উত্থাপনদ্বারা সুতরাং শ্রীমহাবৈকুণ্ঠেরও ঐ প্রকার হইল॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও প্রকৃতির অন্তর্গত বিভূতি বর্ণনের পর শ্রীশিব ঐ মহাবৈকুণ্ঠের তাদৃশত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যথা॥

হে পর্ব্বতনন্দিনি! এই প্রকার প্রাকৃতরূপ বিভূতি হইতে উত্তমরূপে যে ত্রিপাদ্ বিভূতিরূপ তাহা শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও মহাবৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে পবিত্র বিরজানদী অবস্থিত আছেন, তাহা বেদাঙ্গরূপ ঘর্ম্মবারিদ্বারা প্রবাহিত হইতেছে॥

ঐ বিরজার পারে ত্রিপাদ্ বিভূতিশালী সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য ও অনন্ত অর্থাৎ পরিমাণ রহিত পরব্যোম অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠনামে স্থান আছে॥

যাহা শুদ্ধসত্ত্বময়, অলৌকিক, অবিনাশি এবং ব্রহ্মের আশ্রয়। অপর যে ধাম অনেক কোটি সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজোময়, তথা সর্ব্ববেদস্বরূপ, শুভ্রবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার প্রলয় বর্জ্জিত, সংখ্যা শূন্য, অজর অর্থাৎ জীর্ণভাব রহিত, সত্য, জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থাত্রয়বর্জ্জিত স্বর্ণময়, মোক্ষপদ, ব্রহ্মানন্দসুখস্বরূপ এবং যাহার সমান বা অধিক নাই, যাহা আদ্যন্তশূন্য মঙ্গলস্বরূপ, তেজো দ্বারা অতিশয় অদ্ভুত, রমণীয় ও নিত্য আনন্দসমুদ্র ইত্যাদি গুণযুক্ত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ॥

অপর সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ইহাঁরা যে লোক প্রকাশ করিতে পারেন না এবং যেস্থানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না তাহাই হরির পরম ধাম॥

পরন্তু ঐ পরব্যোম শাশ্বত, নিত্য ও অবিনাশী তাহা শতকোটিকল্পেও বর্ণন করিবার শক্তি নাই॥ ৩০॥

কণ গঙ্গা জগৎপাবন ॥ ৪৮ ॥ সেইত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ। আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥ মহৎস্রষ্টা পুরুষ তিঁহ জগৎ কারণ। আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥ ৪৯ ॥ মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণসমুদ্র মায়া স্পর্শিতে না পারে ॥ ৫০ ॥ সেইত মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি। জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥ ৫১ ॥ জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে

ঐ কারণ সমুদ্রের জল চিন্ময় (অপ্রাকৃত) এবং পরম কারণস্বরূপ জগৎ পবিত্রকারিণী গঙ্গা ইহাঁরই এক কণাসদৃশ ॥ ৪৮ ॥

ঐ কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ আপনার এক অংশে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। উনিই মহৎস্রষ্টা পুরুষ, জগতের কারণ এবং আদ্য অবতার স্বরূপ * উনিই মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন ॥ ৪৯ ॥

মায়াশক্তি কারণ সমুদ্রের বাহিরে রহিয়াছেন, কারণ সমুদ্র স্পর্শ করিতে উহাঁর শক্তি নাই ॥ ৫০ ॥

সেই মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি হয়, তন্মধ্যে প্রথম প্রকার এই যে, ঐ মায়া জগতের উপাদান * রূপে প্রধান প্রকৃতি হয়েন ॥ ৫১ ॥

---

* এই বিষয়ের প্রমাণ ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে যথা ॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥

অস্যার্থঃ। প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পরমব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, অপর কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, ইন্দ্রিয় সকল, সমষ্টি শরীরস্বরূপ বিরাট্ দেহ স্বরাট্ অর্থাৎ বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম ॥৪৯॥

* উপাদান কারণ এই যে যেমন মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হয় তদ্রূপ মায়া স্বয়ং জগৎ রূপ ধারণ করিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা এই উপাদানকে সমবায় কারণ কহেন ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ৩ স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে কপিলদেব কহিয়াছেন যথা ॥

যত্তত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।

কৃপা॥ ৫২॥ কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥ ৫৩॥ অতএব কৃষ্ণমূল জগৎ কারণ। প্রকৃতির কারণ যৈছে অজাগলস্তন॥৫৪॥ মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত কারণ।

প্রকৃতি জড় অর্থাৎ অচেতন রূপা, উনি জগতের প্রতি কারণ নহেন, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া * ঐ প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করেন॥ ৫২॥

কৃষ্ণ শক্তিদ্বারা ঐ প্রকৃতি জগতের প্রতি গৌণ কারণ হয়েন, যেমন অগ্নির শক্তিতে লৌহ দাহ করিয়া থাকে অর্থাৎ লৌহপিণ্ড যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত না হইলে দাহ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণকৃপা ব্যতিরেকে প্রকৃতি জগৎ নির্ম্মাণের প্রতি কারণ হইতে পারেন না॥ ৫৩॥

অতএব কৃষ্ণই জগতের মূল কারণ, প্রকৃতির যে কারণতা তাহা অজাগল স্তনস্বরূপ অর্থাৎ ছাগলের গলস্থ স্তন যেমন কোন কার্য্যের নিমিত্ত হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতির কারণতা জানিতে হইবে॥ ৫৪॥

পূর্ব্বে মায়ার যে দ্বিবিধ অবস্থিতি বলিয়াছি, তাহার দ্বিতীয় প্রকার

প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ॥

অস্যার্থঃ। কপিলদেব কহিলেন, মাতঃ! নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান তাহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সমাহার, অতএব ব্রহ্ম নহেন এবং তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ কার্য্য, অতএব মহত্তত্ত্বও নহেন, অপিচ তাহা কার্য্য ও কারণস্বরূপ, অতএব কালাদিও বলিতে পারা যায় না এবং তাহা নিত্য অতএব জীবের প্রকৃতিও নহে॥ ৫১॥

* এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভগবদ্গীতার ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে যথা॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

অস্যার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার অধ্যক্ষতাহেতু প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্বসংসারকে উৎপন্ন করে, এই কারণ বারম্বার জগতের পরিবর্ত্তন হয়॥ ৫২॥

সেই নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ॥ ৫৫ ॥ ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার। তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥ ৫৬ ॥ কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তার করেন সহায়। ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায় ॥ ৫৭ ॥ দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥৫৮॥ এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন। মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের

এই যে মায়াংশে ঐ মায়াকে জগতের প্রতি নিমিত্ত কারণ কহা যায়, কিন্তু ইহাও নহে, যাহাতে নারায়ণই হেতুকর্ত্তা হইয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

যেমন ঘটের প্রতি হেতুকর্ত্তা কুম্ভকার হয়, তেমনি জগতের প্রতি হেতুকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার হয়েন ॥ ৫৬ ॥

জগৎ নির্ম্মাণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তাঁহার সহায়তা মাত্র করেন, যেমন ঘট নির্ম্মাণে চক্র দণ্ডাদি উপায় স্বরূপ, তদ্রূপ জগৎ নির্ম্মাণে মায়াকে চক্র দণ্ডাদি তুল্য জানিতে হইবে ॥ ৫৭ ॥

পুরুষ দূর হইতে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তাহাতে জীবরূপ বীর্য্য * আধান করেন ॥ ৫৮ ॥

* এই বিষয়ের প্রমাণ ৩ স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ং ॥

অস্যার্থঃ। কপিলদেব কহিলেন, মাতঃ! এক্ষণে ঐ সকল তত্ত্বের উৎপত্তির প্রকার এবং তাহাদের যেরূপ লক্ষণ, বর্ণন করি শ্রবণ করুন। জীবের অদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইলে পরম পুরুষ সেই প্রকৃতির যোনিতে অর্থাৎ অভিব্যক্তি স্থানে আপনার চিৎস্বরূপ বীর্য্য আধান করেন, তাহাতে প্রকৃতি মহত্তত্ত্বকে প্রসব করিল। ঐ মহত্তত্ত্ব হিরণ্ময় অর্থাৎ প্রকাশ বহুলই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ ॥

৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে বিদুরমৈত্রেয়সম্বাদে ॥

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥

অর্থাৎ চিৎশক্তিযুক্ত পরমাত্মা কালশক্তিবশতঃ গুণক্ষোভযুক্ত মায়াতে আত্মার অংশ

গণ ॥ ৫৯ ॥ অগণ্য অনন্ত যত খণ্ড সন্নিবেশ। তত রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥ ৬০ ॥ পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥ ৬১ ॥ পুনরপি শ্বাস যদি পৈশে অভ্যন্তরে। শ্বাস সহ পৈশে ব্রহ্মাণ্ড পুরুষশরীরে ॥৬২॥ গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্র্যসরেণু চলে। পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৬৩ ॥

ঐ পুরুষ একাংশে যখন মায়ার সহিত মিলিত হয়েন, তখন ঐ মায়া হইতে ব্রহ্মাণ্ড সকল উৎপন্ন হয় ॥ ৫৯ ॥

যত অগণ্য অনন্ত অণ্ডের রচনা হইল, পুরুষও তত রূপে ঐ সকল অণ্ডে প্রবেশ করিলেন § ॥ ৬০ ॥

পুরুষের নাসা হইতে যখন নিশ্বাস বহির্গত হয়, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকলের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

আর পুনরায় যখন নিশ্বাস অন্তরে প্রবেশ করে, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকলও ঐ পুরুষের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৬২ ॥

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেমন ত্র্যসরেণু সকল (ছয় পরমাণুর সমষ্টি) যাতায়াত করে, তদ্রূপ পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড সকল গমনাগমন করিতেছে ॥ ৬৩ ॥

স্বরূপ যে পুরুষ প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন ॥ ৫৮ ॥

§ এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ৫ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে যথা ॥

প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ং।
সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ভগবান্ ঐ পূর্ব্ব প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং প্রবেশ করেন। ঐ বিশ্বাত্মা সহস্রশীর্ষা পুরুষ সঙ্কর্ষণাখ্য মহাবিষ্ণু, তিনি নিত্য, তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই ॥ ৬০ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে ॥

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ইতি ॥ ৬৪ ॥

তথাহি শ্রীদশমে ১৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।

দিক্ প্রদর্শিন্যাং। যস্যৈকেতি এতজ্জগদণ্ডনাথা বিষ্ণ্বাদয়ঃ জীবন্তি তত্তদধিকারিতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি ॥ ৬৪ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৪। ১১। ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্বমপীশ্বর এবেতি চেত্তত্রাহ ক্বাহমিতি। তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ অহংকারঃ খং আকাশং চরো বায়ুঃ অগ্নিস্তেজো বার্জলং ভূশ্চ। প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তৈঃ সংবেষ্টিতো যোহণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিঃ কায়ো যস্য সোহহং ক্ব। ক্বচ তে মহিত্বং। কথং ভূতস্য। ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতানাণ্ডানি তান্যেব পরমাণবস্তেষাং চর্যা। পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ৪৮ শ্লোকে যথা ॥

যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাস কালকে অবলম্বন করিয়া তল্লোমবিবরস্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ব্রহ্মা সকল জীবন ধারণ করেন সেই মহাবিষ্ণু যে গোবিন্দের এক কলাবিশেষ হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৬৪ ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, আকাশ বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী এই অষ্টাবরণে পরিবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র পরিমিত আমার শরীর, আমি কোথায়? আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ড-

ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বমিতি ॥ ৬৫ ॥

অংশের অংশ যেই তার কলা নাম। গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ তাঁর নিজ রূপ এক মহাসঙ্কর্ষণ। তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলাতে গণন ॥ ৬৬ ॥ যাঁহাকে ত কলা কহি তেঁহ মহাবিষ্ণু। মহাপুরুষ অবতারী সেই সর্ব্ববিষ্ণু ॥ ৬৭ ॥ গর্ব্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।

যস্য তস্য তব। অতোহতিতুচ্ছত্বাত্ত্বয়ানুকম্প্যোহহমিতি ॥ দশমটিপ্পন্যাং। ক্বাহমিতি। মহাপুরুষস্য তু সর্ব্ববিশ্বস্থিত্বমেবেতি। মুহুঃ সৃষ্টিপ্রলয়য়োর্নিক্রমপ্রবেশাভ্যাং ঈদৃগ্বিধেত্যাদ্যুক্তং। রোমবিবরত্বং সূক্ষ্মত্বৈকদেশত্বং। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতেতি। মহিত্বং মাহাত্ম্যং। অতঃ স্বয়মেবানুকম্প্যঃ কর্ত্তুমর্হসীতি ভাবঃ ॥ ৬৫—৬৮

বিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে ঈশ্বর বলিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ড ও আমার শরীর বটে, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষের ন্যায় আপনার শরীরের প্রত্যেক লোমবিবর, অতএব আমি অতিতুচ্ছ, আমার প্রতি অনুকম্পা করুন ॥ ৬৫ ॥

যাহা অংশের অংশ, তাহার নাম কলা অর্থাৎ ষোল ভাগের এক ভাগ। শ্রীবলরাম গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি। ঐ বলরামের স্বীয় একটী মূর্ত্তির নাম মহাসঙ্কর্ষণ, ইহাঁর যে অংশ স্বরূপ পুরুষ, তিনি কলারূপে পরিগণিত হয় ॥ ৬৬ ॥

যাঁহাকে কলা বলিলাম, তাঁহার নাম মহাবিষ্ণু, এই মহাবিষ্ণু অবতারী অর্থাৎ ইহাঁ হইতে মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার সকল হইয়া ইনি সর্ব্ববিষ্ণু অর্থাৎ সমুদায় জয় করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

অপর গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী এই দুইয়ের পুরুষ নাম হয়, এই দুই যাহার অংশ, তিনি মহাবিষ্ণু জগতের আশ্রয় স্বরূপ ॥

সেই দুই যাঁর অংশ বিষ্ণু বিশ্বনাম ॥ ৬৮ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৩৬ অঙ্কে সাত্বততন্ত্রে ॥

বিষ্ণোস্তু ত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।

একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং ॥

বিষ্ণোস্তু ইতি। বিষ্ণোঃ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণস্য ভগবতস্ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যানি। এষং আদ্যং, কারণার্ণবশায়িনং। দ্বিতীয়ং গর্ভোদকশায়িনং তৃতীয়ং ক্ষীরোদকশায়িনং। তানি রূপাণি জ্ঞাত্বা

উক্ত পদ্যসকলের তাৎপর্য্য এই যে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি (অংশ) শ্রীবলরাম, ইহার অপর একটী নাম সঙ্কর্ষণ, ইহাঁর অংশকে মহাবিষ্ণু বলা যায়, ইনি ভগবানের কলা। মহাবিষ্ণু হইতে আর দুইটী পুরুষ অবতীর্ণ হয়েন, একটী গর্ভোদশায়ী, দ্বিতীয় ক্ষীরোদশায়ী ॥ ৬৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডে
৩৬ অঙ্কে সাত্বততন্ত্রের বচন যথা ॥

বিষ্ণু অর্থাৎ আদিসঙ্কর্ষণের পুরুষ নামে তিনটী রূপ আছে, তন্মধ্যে এক মহতের স্রষ্টা অর্থাৎ ("স ঐক্ষত বহু স্যাং" সেই পুরুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন আমি অনেক হইব এই শ্রুতি কথিত মহাসমষ্টি জীব প্রকৃতির দ্রষ্টা) কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণ অথবা মহাবিষ্ণু বলিয়া কথিত হয়েন। দ্বিতীয় পুরুষরূপ অণ্ডসংস্থিত (অর্থাৎ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ" এই শ্রুতি কথিত সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পুরুষ)। ইনি গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ননামক সর্ব্ব অবতারের মূল অর্থাৎ ইহাঁ হইতেই অবতার সকল হয়, এস্থলে কেহ বলেন সূক্ষ্মান্তর্যামী প্রদ্যুম্ন এবং স্থূল অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ। তৃতীয় পুরুষরূপ সর্ব্বভূতে অবস্থিত অর্থাৎ পদ্মোপরি অধিষ্ঠানকর্ত্তা। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরশ্নন্নভিচাকশীতি ॥" দুইটী চিৎস্বরূপ পক্ষী যাঁহারা পরস্পর অবিয়োগ এবং একভাবাপন্নপ্রযুক্ত সখ্যত্ব বিধান করিয়াছেন, তাঁহারা এক কালীন দেহরূপ বৃক্ষে আসিয়া

তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতেতি ॥ ৬৯ ॥

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি। মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারের তিহোঁ অবতারী ॥ ৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭১ ॥

সেই পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা। নানা অবতার করে জগতের

জনো বিমুচ্যতে সংসারাদ্বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯—৭৪ ॥

অবস্থিতি করিলেন, ঐ দুইয়ের মধ্যে যিনি জীব তিনি দেহজনিত কর্ম্মফল ভোগ করিতে লাগিলেন, অন্য যে পরম তিনি দেহোৎপন্ন কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে ইনি ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ, ইহাঁ হইতেই ব্রহ্মার জন্ম হয়, এই তিন পুরুষরূপ জানিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৬৯ ॥

যদিচ এই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণের কলা অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের এক ভাগরূপে বর্ণন করিলাম, তথাচ ইনি মৎস্য কূর্ম্মপ্রভৃতির অবতারী অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্মপ্রভৃতি ইহাঁ হইতেই অবতীর্ণ হয়েন ॥ ৭০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলিলাম, তন্মধ্যে কেহ পুরুষের অংশ এবং কেহ কেহ বা তাঁহার কলা অর্থাৎ বিভূতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বশক্তিহেতু সাক্ষাৎ ভগবান্। এই জগৎ দৈত্যগণকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে যুগে যুগে ঐ সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ দৈত্যগণের বিনাশপূর্ব্বক লোকসকলকে নিরুপদ্রব ও সুখী করেন ॥ ৭১ ॥

ভর্ত্তা ॥ ৭২ ॥ সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত যেই অংশে অবধান। সেইত অংশেরে কহি অবতার নাম ॥ ৭৩ ॥ আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান্। সর্ব্ব অবতার বীজ সর্ব্বাশ্রয় ধাম ॥ ৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ॥

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২। ৬। ৪০। অবতারান্ বিস্তরেণাহ আদ্য ইতি। পরস্য ভূমঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ যস্য সহস্রশীর্ষেত্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতারঃ। বক্ষ্যতি হি। ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ। যচ্চোক্তং। বিষ্ণোস্তু ত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে। ইতি। যদ্যপি সর্ব্বেষামবিশেষেণাবতারত্বমুচ্যতে। তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ মন আদীনি কার্য্যাণি ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারা দক্ষাদয়ো বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যং। মনো মহত্তত্ত্বং দ্রব্যং মহাভূতানি ক্রমোঽত্র ন বিবক্ষিতঃ বিকারঃ অহঙ্কারঃ গুণঃ

অতএব ঐ পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, উনি নানাবিধ অবতার করেন এবং উনিই জগতের ভর্ত্তা ॥ ৭২ ॥

ঐ পুরুষ সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত যে অংশে অবস্থিত হয়েন, সেই অংশের নাম অবতার ॥ ৭৩ ॥

ভগবান্ মহাপুরুষ আদ্য অবতার, কিন্তু ইনি সকল অবতারের বীজ এবং সকলের আশ্রয় ॥ ৭৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে
৪০ শ্লোকে যথা ॥

প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পরমব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, অপর কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, মহাভূত, অহঙ্কারতত্ত্ব, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয় সকল, সমষ্টি শরীরস্বরূপ বিরাড়্ দেহ,

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৭৫॥

প্রথম স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ ॥

সত্বাদি বিরাট্ সমষ্টিশরীরং স্বরাট্ বৈরাজঃ স্থাস্নু স্থাবরং চরিষ্ণু জঙ্গমং ব্যষ্টি শরীরং ॥ ৭৫ ॥

তত্রৈব। ১। ৩। ১। জগৃহ ইতি। মহাদাদিভির্মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈরেকাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানীতি ষোড়শ কলা অংশা যস্মিন্। নন্বু যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবম্ভূতস্তথাপি বিরাড়্জীবান্তর্যামিনো ভগবতো বিরাড়্রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং। ক্রমসন্দর্ভঃ। জগৃহ ইতি। তত্র ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যত্র যো ভগবান্ নির্দ্দিষ্টঃ স এবেদমিত্যাদৌ চ যস্যৈবাবির্ভাবা মহৎস্রষ্ট্রাদয়ো বিষ্ণুপর্য্যন্তা নির্দ্দিষ্টাঃ স ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবেতি পূর্ব্বদর্শিত শৌনকাদ্যভীষ্টনিজাভিমতস্থাপনায় পরমাত্মনো বিশেষানুবাদপূর্ব্বকং দর্শয়িতুং তৎপ্রসঙ্গেনান্যানবতারান্ কথয়িতুং তত্রৈব ব্রহ্ম চ নির্দ্দেষ্টুমারভতে জগৃহ ইতি। যঃ শ্রীভগবান্ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যত্বেন পূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টঃ স এব পৌরুষং রূপং পুরুষত্বেনাম্নায়তে যদ্রূপং তদেবাদৌ সর্গারম্ভে জগৃহে। প্রাকৃতপ্রলয়ে স্বস্মিন্ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীকৃতবান্। কিমর্থং তত্রাহ। লোকসিসৃক্ষয়া তস্মিন্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিব্যষ্ট্যুপাধিজীবানাং সিসৃক্ষয়া প্রাদুর্ভাবনার্থমিত্যার্থঃ। কীদৃশং সৎ তদ্রূপং লীনমাসীত্তত্রাহ। মহদাদিভিঃ সম্ভূতং মিলিতং। অন্তর্ভূতমহদাদিতত্ত্বমিত্যার্থঃ। সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগেত্যাদৌ হি সম্ভবতির্মিলনার্থঃ। তত্র হি মহদাদীনি লীনান্যাসন্নিতি ভবেৎ। বিষ্ণোস্তু ত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ইতি নারদীয়তন্ত্রাদৌ মহৎস্রষ্টৃত্বেন প্রথমং পুরুষাখ্যং রূপং যৎ শ্রূয়তে তস্মিন্নাবির্ভূয়িদং মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎপতিরিত্যাদি। নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ। আবিরাসীৎ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ। যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশুঃ স্বয়ং মহানিত্যাদিব্রহ্মসংহিতাদৌ

স্বরাট্ অর্থাৎ বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর, জঙ্গম ॥ ৭৫ ॥

১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

সূত কহিলেন, ভগবান্ লোক সকল সৃষ্টি করিবার মানসে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্রদ্বারা ষোড়শ কলান্বিত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ অংশবিশিষ্ট

সংভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৭৬ ॥

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহো তাঁহাতে সংসার। অন্তরাত্মারূপে তাঁর জগৎ আধার ॥ ৭৭ ॥ প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।

কারণার্ণবশায়ি সঙ্কর্ষণত্বেন শ্রূয়তে। তদেব জগৃহ ইতি প্রতিপাদিতং। পুনঃ কীদৃশং তদ্রূপং তত্রাহ। ষোড়শকলং। তৎসৃষ্ট্যুপযোগী পূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ। তদেবং যস্তদ্রূপং জগৃহে স ভগবান্ যং তেন গৃহীতং তৎ সর্ব্বজ্ঞানামাশ্রয়ত্বাৎ পরমাত্মেতি পর্য্যবসিতং ॥ ৭৫—৭৮ ॥

কুত ইত্যপেক্ষায়ামৈশ্বর্য্যলক্ষণমাহ এতদিতি। ঈশস্যেশনমৈশ্বর্য্যং নাম এতদেব। কিং তং প্রকৃতিস্থোঽপি তস্য গুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সদা ন যুজ্যত এতদেব কিং তৎ। প্রকৃতিস্থোঽপি তস্যা গুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সদা ন যুজ্যত ইতি যং। যথা আত্মস্থৈরানন্দাদিভিরাত্মাশ্রয়াপি বুদ্ধির্ন যুজ্যতে তদ্বৎ। বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তো বা আত্মস্থৈঃ সত্তা প্রকাশাদিভির্যথা আত্মা তথা ন যুজ্যতে ইতি বা অসদাত্মা দেহঃ তত্রস্থৈগুণৈস্তদাশ্রয়া বুদ্ধিস্তদুপাধির্জীবো-

---

বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

যদিচ ঐ পুরুষ সকলের আশ্রয় এবং উহাঁতে সংসার অবস্থিত আছে ও তাঁহার অন্তরাত্মারূপে জগৎ আধার স্বরূপ ॥ ৭৭ ॥

যদিচ প্রকৃতির সহিত তাঁহার উভয় সম্বন্ধ অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির মধ্যে ও প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে এইরূপ উভয় সম্বন্ধ সত্ত্বেও তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার স্পর্শ গন্ধ নাই অর্থাৎ তিনি মায়াতীত ॥ ৭৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের
১ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

ঈশ্বরের ইহাই ঈশ্বরত্ব, বুদ্ধি যেমন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও আত্মার আনন্দাদি গুণে যুক্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ তিনি

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ইতি॥ ৭৯॥

এই রূপ গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়। সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তিময়॥ ৮০॥ আমি ত জগতে বসি জগৎ আমাতে। না আমাতে জগৎ বৈসে না আমি জগতে॥ ৮১॥ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ

হপি যুজ্যতে এবং প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈর্ন যুজ্যতে ইতি যৎ। এতদীশনমীশস্যেতি॥৭৯ ১২৩॥

মায়াশ্রিত হইয়াও মায়ার সুখ দুঃখাদি গুণে লিপ্ত হয়েন না॥ ৭৯॥

এই মত * গীতাতেও পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি স্বরূপ॥ ৮০॥

গীতার অর্থ এই যে, আমি জগতে বাস করি, জগৎ আমাতে বাস করে এবং আমি জগতে বাস করিনা, জগতও আমাতে বাস করে না॥ ৮১॥

হে অর্জ্জুন! আমার এই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য জানিও। গ্রন্থকর্ত্তা কহি-

---

* শ্রীভগবদ্গীতার ৯ অধ্যায়ে ৪। ৫ শ্লোকে যথা॥

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥ ৪॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার অব্যক্ত মূর্ত্তিকর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হইয়াছে, সকল মহাভূত আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করি না॥ ৪॥

অথচ আমার ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ সংঘটন দর্শন কর যে, ঐ সকল ভূত আমাতে নাই এবং আমি ভূতগণের ধারণ ও পালন করিয়াও ভূতস্থ হই না॥ ৫॥

আমার। এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৮২ ॥ সেই ত পুরুষ যাঁর অংশ ধরে নাম। চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৮৩ ॥ এই ত নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ। দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৮৪ ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াং ॥

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ব্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮৫ ॥

সেই ত পুরুষানন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা ॥ ৮৬ ॥ ভিতরে প্রবেশি দেখি সব অন্ধকার। রহিতে

লেন, আমি এই গীতার অর্থ প্রচার করিলাম ॥ ৮২ ॥

সেই পুরুষ যাঁহার অংশ নাম ধারণ করেন, তিনিই শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে নিত্যানন্দ রাম ॥ ৮৩ ॥

এই নবম শ্লোকের অর্থ বিস্তার করিলাম, এক্ষণে মনোযোগপূর্ব্বক দশম শ্লোকের অর্থ শুন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীরূপগোস্বামির কড়চার শ্লোক ॥

যাঁহার নাভিপদ্মের নালে লোক সকল অবস্থিতি করিতেছে, যিনি লোক-সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার সূতিকাগৃহস্বরূপ, সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার হিরণ্যগর্ব্ভান্তর্যামী যাঁহার কলা স্বরূপ, সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ বলদেবের শরণাগত হই ॥ ৮৫ ॥

এই পুরুষ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া * বহু মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেই সকল অণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৮৬ ॥

অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সমুদায় অন্ধকার,

* ব্রহ্মসংহিতার ৫ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে। "প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদিতি" এই পরিচ্ছেদের ৬০ অঙ্কে লিখিত হইয়াছে ॥

নাহিক স্থান করিল বিচার ॥ ৮৭ ॥ নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ডপূরণ ॥ ৮৮ ॥ ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। আয়াম বিস্তার দুই হয় এক সম ॥ ৮৯ ॥ জলে ভরি অর্দ্ধ তাহে কৈল নিজবাস। আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ ৯০ ॥ তাহাতে প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম। শেষ শয়ন জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৯১ ॥ অনন্ত শয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন। সহস্র মস্তক

কিরূপে ইহাতে বাস করি, এই বিচার করিয়া ॥ ৮৭ ॥

আপনার অঙ্গ হইতে * ঘর্ম্মজল সৃষ্টি করিলেন, তদ্দ্বারা ঐ ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধ পরিপূর্ণ হইল ॥ ৮৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমাণ, দীর্ঘ প্রস্থ সকল দিকেই তুল্য অর্থাৎ কোন দিকে ন্যূনাধিক নাই ॥ ৮৯ ॥

ঐ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি যোজন জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে আপনার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। অপর অর্দ্ধভাগে (২৫ কোটি যোজনে) চতুর্দ্দশ লোক কল্পনা করিলেন ॥ ৯০ ॥

এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আপনার বাস স্থান একটী বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ করেন। আর শেষরূপে জলে গিয়া বিশ্রাম করিলেন ॥ ৯১ ॥

তিনি যখন অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, তখন তাঁহার রূপের কথা

* এই বিষয়ের প্রমাণ মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে যথা ॥

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥

অস্যার্থঃ। সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিগণিত স্বীয় দেহ হইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে, এই মনে করিয়া প্রথমতঃ জল হউক বলিলেন, তৎপরে আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বীয় শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন ॥

তাঁর সহস্রবদন ॥ সহস্র চরণ হস্ত সহস্র নয়ন। সর্ব্ব অবতার বীজ জগৎ কারণ ॥ ৯২ ॥ তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম। সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥ ৯৩ ॥ সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন। তিহঁ ব্রহ্মা

আর কি বলিব। তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র চরণ, সহস্র হস্ত ও সহস্র নয়ন অর্থাৎ তাঁহার সমস্তই অসংখ্য। উনিই (গর্ভোদশায়ী) সকল অবতারের বীজ এবং উনিই জগতের কারণ ॥ ৯২ ॥

ঐ গর্ভোদশায়ির নাভি হইতে একটী পদ্ম উৎপন্ন হয়, সেই পদ্মই ব্রহ্মার সূতিকাধামে অর্থাৎ ঐ পদ্ম হইতেই * ব্রহ্মার জন্ম হয় ॥ ৯৩ ॥

---

* ১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ২—৫ শ্লোক।

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ ২ ॥
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতং ॥ ৩ ॥
পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্র চক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতং।
সহস্রমূর্দ্ধা শ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ ॥ ৪ ॥
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে যোগনিদ্রা বিস্তার করত একার্ণবে শয়ান হইলে তাঁহার নাভিস্বরূপ হ্রদস্থ অম্বুজ হইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন ॥ ২ ॥

তাঁহার ঐ বিরাট্‌ মূর্ত্তির অবয়ব সংস্থান অর্থাৎ চরণাদি সন্নিবেশদ্বারা ভূর্লোকাদি লোকসমস্ত কল্পিত হয় সত্য কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমো গুণাদিতে অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব তাহাই তাঁহার যথার্থরূপ ॥ ৩ ॥

ঐ বিরাট্‌ মূর্ত্তি সহস্র সহস্র অর্থাৎ অপরিমিত পদ, অপরিমিত উরু ও অপরিমিত বদনে অতিশয় অদ্ভুত এবং অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য শ্রবণ, অসংখ্য লোচন, অসংখ্য নাসিকা, তথা অসংখ্য শিরোভূষণ, অসংখ্য বসন, অসংখ্য কুণ্ডলে শোভমান্‌ হন্‌। যোগিগণ অনন্ত জ্ঞানাত্মক চক্ষুর্দ্বারা সর্ব্বদাই তাহা দেখিতে পান ॥ ৪ ॥

এই বিরাট্‌ মূর্ত্তি নানা অবতারের বীজ অর্থাৎ যখন যে কোন অবতারের প্রয়োজন

হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ৯৪ ॥ বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগৎ পালনে। গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি গুণ সনে ॥ ৯৫ ॥ রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ৯৬ ॥ হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী জগৎ কারণ। যাঁর অঙ্গে করি স্থির-চরের কল্পন ॥ ৯৭ ॥ হেন নারায়ণ

ঐ পদ্মনালে চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্ট হয়, সেই পুরুষ ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৪ ॥

এবং বিষ্ণু হইয়া জগতের পালনে তৎপর হইলেন, এই বিষ্ণু স্বয়ং গুণাতীত, গুণের সহিত উহাঁর স্পর্শ নাই ॥ ৯৫ ॥

পরে ঐ পুরুষ রুদ্ররূপধারণ করিয়া জগতের সংহার করেন, যাহা হউক, ঐ পুরুষের ইচ্ছানুসারে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ॥ ৯৬ ॥

অপর যিনি হিরণ্যগর্ভ * অন্তর্যামী তিনিই জগতের কারণ, উহাঁরই

হয় তখন ইহাঁ হইতেই হইয়া থাকে, অথচ অব্যয়, কদাপি তাঁহার বিনাশ নাই এবং তাহা সকলের নিধান অর্থাৎ কার্য্যাবসানে প্রবেশ স্থান। অপর ইনি যে সকল অবতারেরই বীজ বটেন এমত নয় অথচ সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই বীজ, কেননা যাঁহার অংশে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অংশ হইতেই মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ জন্মিয়াছেন, আবার ইহাঁদের অংশ হইতে দেব তির্য্যক্ নরাদির উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং বিরাট্ মূর্ত্তিই সকলের বীজ ॥ ৫ ॥

* লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্ববিভাগে ব্রহ্মপ্রকরণে ৪৫ অঙ্ক হইতে ৪৭ অঙ্ক পর্য্যন্ত ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সূক্ষ্মোঽত্র স্থূলো বৈরাজসংজ্ঞকঃ।
ভোগায় সৃষ্টয়ে চাভূৎ পদ্মভূরিতি স দ্বিধা ॥ ৪৫ ॥
বৈরাজ এব প্রায়ঃ স্যাৎ স্বর্গাদ্যর্থং চতুর্ম্মুখঃ।
কদাচিৎ ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সন্ সৃজতি স্বয়ং ॥ ৪৬ ॥
তথাচ পাদ্মে ॥
ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ইতি ॥ ৪৭ ॥

যাঁর অংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥ ৯৮ ॥ দশক শ্লোকের এই কৈল বিবরণ। একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৯৯॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াং ॥

যস্যাংশাংশাংসঃ পরাত্মাখিলানাং পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।

অঙ্গে স্থাবর জঙ্গমপ্রভৃতি জগতের কল্পনা হয় ॥ ৯৭ ॥

ঐ নারায়ণ যাঁহার অংশের অংশ, সেই প্রভু নিত্যানন্দ সকলের শিরোভূষণ স্বরূপ ॥ ৯৮ ॥

এইত দশম শ্লোকের অর্থ করিলাম, এক্ষণে মনোযোগপূর্ব্বক একাদশ শ্লোকের অর্থ শ্রবণ কর ॥

যিনি জগতের পোষণকর্ত্তা বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী, সেই তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশের অংশ স্বরূপ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি ভাগের এক ভাগ মাত্র। আর ক্ষৌণীভর্ত্তা অর্থাৎ পৃথিবীধারণকর্ত্তা যে অনন্ত তিনি

বরাহপুরাণে লিখিয়াছেন "ব্রহ্মসম্বৎসরশতাদেকাহ শৈবমুচ্যতে। শৈবসম্বৎসরশতান্নিমেষং বৈষ্ণবং বিদুঃ ॥" অস্যার্থঃ। ব্রহ্মসম্বন্ধীয় একশত বৎসরে শিবসম্বন্ধীয় একদিবশ হয়, শৈব একশত বৎসরে বিষ্ণুসম্বন্ধীয় এক নিমেষ হয়, এই বচনানুসারে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন করত হরি বিরিঞ্চি হর এই সংক্রাক্রম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কহিলেন, উক্ত তিনের মধ্যে যিনি পদ্মভূ অর্থাৎ পদ্ম হইতে উৎপন্ন, তিনি ভোগ ও সৃষ্টির নিমিত্ত সূক্ষ্মমূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূলমূর্ত্তি বৈরাজ নামে দুই প্রকার হইলেন ॥ ৪৫ ॥

অপর উল্লিখিত মূর্ত্তিদ্বয় মধ্যে যিনি বৈরাজ তিনি সর্গাদি অর্থাৎ বেদপ্রচার নিমিত্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইলেন। কখন বা ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন ॥ ৪৬ ॥

যথা পদ্মপুরাণে ॥

কোন মহাকল্পে উপাসনাদ্বারা জীব ব্রহ্মা হয় এবং কোন মহাকল্পে ভগবান্ মহাবিষ্ণু স্বয়ং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন্ ॥ ৪৭ ॥

ক্ষৌণীভর্ত্তা যং কলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০০॥

নারায়ণের নাভিনালমধ্যে ত ধরণী। ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ তাঁহা ক্ষীরোদকমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম। পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ১০১ ॥ সকল জীবের তেঁহ হয় অন্তর্যামী। জগৎ পালক তিঁহ জগতের স্বামী ॥ ১০২ ॥ যুগ মন্বন্তরে করি নানা অবতার। ধর্ম্ম-

যে অনন্ত তিমি যাঁহার কলাস্বরূপ অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের এক ভাগমাত্র, সেই নিত্যানন্দ নামক রাম অর্থাৎ বলদেবের শরণাপন্ন হই ॥ ১০০ ॥

নারায়ণের নাভি হইতে যে পদ্ম উৎপন্ন হয় তাহার নালের মধ্য-ভাগে পৃথিবী, ঐ পৃথিবীর মধ্যভাগে সাতটী সমুদ্র আছে। তাহার মধ্যে যে ক্ষীরোদসাগর তাহার মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে এক* দ্বীপ আছে, উহাই পালয়িতা বিষ্ণুর নিজ ধাম ॥ ১০১ ॥

এই বিষ্ণু সকল জীবের অন্তর্যামী এবং জগৎপালনকর্ত্তা ও জগতের স্বামী ॥ ১০২ ॥

* লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্ববিভাগে বিষ্ণুপ্রকরণে ১৭। ১৮ অঙ্কে ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

শ্বেতো নাম মহানস্তি দ্বীপঃ ক্ষীরাব্ধিবেষ্টিতঃ

লক্ষযোজনবিস্তারঃ সুরম্যঃ সর্ব্বকাঞ্চনঃ।

কুন্দেন্দু কুমুদপ্রখ্যৈর্লোল কল্লোলরাশিভিঃ।

ধৌতামল শিলোপেতঃ সমন্তাৎ ক্ষীরবারিধেঃ ॥ ইতি ॥

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণাদৌ মোক্ষধর্ম্মে চ কীর্ত্তিতঃ।

ক্ষীরাব্ধেরুত্তরে তীরে শ্বেতদ্বীপো ভবেদিতি ॥

অস্যার্থঃ। ক্ষীরসাগরে বেষ্টিত লক্ষযোজন বিস্তার শ্বেতনামে এক দ্বীপ আছে, তাহা সুরম্য, সমুদায় কাঞ্চনময় এবং কুন্দ, ইন্দু ও কুমুদ তুল্য শুভ্রবর্ণ, ক্ষীরসাগরের তরঙ্গদ্বারা তাহার অমলশিলা সকল সর্ব্বতোভাবে ধৌত হইতেছে ॥

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণাদি ও মোক্ষধর্ম্মে ক্ষীরসাগরের উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ কীর্ত্তিত হইতেছে ॥

সংস্থাপন করে অধর্ম্ম-সংহার ॥ ১০৩ ॥ দেবগণ নাহি পায় তাঁহার দর্শন। ক্ষীরোদক তীরে যাই করেন স্তবন ॥ তবে অবতরি করেন জগত পালন। অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ ১০৪ ॥ সেই বিষ্ণু হয় যাঁর আংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব অবতংস ॥ ১০৫ ॥ সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরয়ে ধরণী। কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি ॥১০৬॥ সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল। সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল ॥১০৭॥ পঞ্চাশৎ কোটিযোজন পৃথিবী বিস্তার। যার এক ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥ ১০৮ ॥ সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার। ঈশ্বরসেবন বিনু নাহিজানে আর ॥১০৯॥ সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ গান। নিরবধি গানগুণ

উনি যুগ মন্বন্তরে নানা অবতার পূর্ব্বক অধর্ম্ম সংহার করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন ॥ ১০৩ ॥

দেবগণ উহাঁর দর্শন প্রাপ্ত না হইয়া যখন ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়া স্তব করেন, তখন তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগৎ পালন করেন, উহাঁর অনন্ত বৈভব অর্থাৎ তাহার গণনা নাই ॥ ১০৪ ॥

ঐ বিষ্ণু যাঁহার অংশের অংশ, তিনিই নিত্যানন্দ, সকলের শিরোভূষণ স্বরূপ ॥ ১০৫ ॥

উনিই শেষরূপে ধরণী ধারণ করেন, উহাঁর মস্তকের কোন্ স্থানে পৃথিবী আছে, তাহা কেহই জানিতে পারে না ॥ ১০৬ ॥

উহাঁর মস্তকে সহস্র ফণা প্রত্যেক ফণায় সূর্য্য অপেক্ষায় তেজোময় মণি সকল ঝলমল করিতেছে ॥ ১০৭ ॥

পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটিযোজন, এই পৃথিবী যাঁহার মস্তকে সর্ষপ তুল্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১০৮ ॥

সেই অনন্ত শেষ ভক্তরূপ অবতার, উনি শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতিরেকে আর কিছুই জানেন না ॥ ১০৯

অন্ত নাহি পান ॥ ১১০ ॥ সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১১১ ॥ ছত্র পাদুকা শয্যোপধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষ নাম ধরে ॥ ১১২ ॥ সেই ত অনন্ত যাঁর কহি এক কলা। হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা ॥ ১১৩ ॥ এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দতত্ত্ব সীমা। তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥ ১১৪ ॥ অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি। সেহো ত

ঐ সহস্র বদন নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিয়া তাহার কিছু মাত্র অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ১১০ ॥

সনকাদি মুনিগণ উহাঁর মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন, উনি ভগবানের গুণ গান করিতে করিতে প্রেমসুখে নিমগ্ন হয়েন ॥ ১১১ ॥

অপর ঐ শেষদেব ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপধান, বসন, আরাম (উপবন), আবাস (গৃহ), যজ্ঞসূত্র এবং সিংহাসন। শেষদেব এই সকল মূর্ত্তি ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, উনি শ্রীকৃষ্ণের শেষতা অর্থাৎ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শেষ নাম ধারণ করেন ॥ ১১২ ॥

ঐ অনন্তকে যাঁহার এক কলা কহেন, তাঁহার নাম নিত্যানন্দ প্রভু, উহাঁর মহিমা কে বুঝিতে পারিবে ॥ ১১৩ ॥

এই সব প্রমাণে নিত্যানন্দতত্ত্বের সীমা বর্ণন করা হইল, ঐ নিত্যানন্দকে অনন্ত বলিলে তাঁহার মহিমা আর অধিক কি হইবে ॥ ১১৪ ॥

অথবা ভক্তের বাক্য সত্য মানিয়া যে ভক্ত যেরূপ বলিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই অঙ্গীকার করেন, যে হেতু তিনি অবতারী *

---

* লঘুভাগবতামৃতের যুগাবতারপ্রকরণের ১৮১ পৃষ্ঠায় ১৪৫ অঙ্ক হইতে ১৪৭ অঙ্ক পর্য্যন্ত ॥

নম্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহবাক্যতঃ।

সম্ভবে তাঁহে যাতে অবতারী ॥ ১১৫ ॥ অবতার অবতারী অভেদ যে জানে। পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহ কাঁহো করি মানে ॥ ১১৬ ॥ কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ নরনারায়ণ। কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হয় ত বামন ॥ কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার। অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ ১১৭ ॥ কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ আশ্রয়। সর্ব্ব

তাঁহাতে সকলই সম্ভব হয় ॥ ১১৫

যিনি অবতার ও অবতারিতে অভেদ জানেন, পূর্ব্বে যেমন শ্রীকৃষ্ণকে কেহ কোনরূপে মানিয়াছেন তদ্রূপ ॥ ১১৬ ॥

কোন ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ নরনারায়ণ কহেন, কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বামন, কেহ কহেন শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ির অবতার এই-রূপে যিনি যাহা বলুন, শ্রীকৃষ্ণে কিছুই অসম্ভব নহে, সকল ভক্তের বাক্য সত্য ॥ ১১৭ ॥

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জিতা ইতি ॥ ১৪৫ ॥
কিঞ্চ। নারদপঞ্চরাত্রে ॥ ১৪৬ ॥
মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ১৪৭ ॥

অস্যার্থঃ। যদি বল বরাহপুরাণাদিতে শ্রীবরাহদেব পৃথিবীর প্রতি বলিয়াছেন, ধরণি! সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যত যত দেহ আছে, তৎসমুদায় নিত্য, শাশ্বত ও জন্মমৃত্যুরহিত এবং তাহা কখন মায়িক নহে। সেই সকল পরমানন্দপরিপূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানস্বরূপ, সকল মূর্ত্তিই সর্ব্বগুণে পূর্ণ এবং সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত ॥ ১৪৫ ॥

অপর নারদপঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥

বৈদূর্য্যমণি যথা বিভাগক্রমে নীল পীতাদি গুণের সহিত যুক্ত হইয়া রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত ধ্যান ভেদ নিমিত্ত শ্যাম গৌরাদি রূপ প্রকাশ করেন ॥ ১৪৭ ॥

অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥ ১১৮॥ যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কয়। সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নয়॥ ১১৯॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি। সর্ব্বাবতার লীলা করি সবারে দেখাই॥ ১২০॥ এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ। সেই ভাবে কহে মুঞি চৈতন্যের দাস॥ ১২১॥ কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য

সমস্ত অংশের আশ্রয় স্বরূপ * শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন সমুদায় অংশ শ্রীকৃষ্ণে আসিয়া মিলিত হয়েন॥ ১১৮॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ জানিয়াছেন, তিনি সেইরূপ কহেন, শ্রীকৃষ্ণে সকল সম্ভব হয়, কিছুই মিথ্যা নহে॥ ১১৯॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সমুদায় অবতার লীলা করিয়া সকলকে দেখাইয়াছেন॥ ১২০॥

এইরূপ কোন কোন ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অনন্তের প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, নিত্যানন্দচন্দ্রও সেই ভাবে অর্থাৎ শেষরূপে আমি চৈতন্যের দাস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১২১॥

এই নিত্যানন্দ প্রভু যেমন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে বলরামরূপে, কখন শ্রীকৃষ্ণের গুরু, কখন সখা ও কখন ভৃত্য বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক

* উক্ত বিষয়ের প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতের নারায়ণ হইতে
শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বপ্রকরণে ৩১৯ পৃষ্ঠায় ১০। ১১ অঙ্কে।

অংশাস্তসাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ নৃসিংহ ক্রোড় বামনাঃ।
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ।
এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যাময়বস্থিতঃ॥

অস্যার্থঃ। অংশ শব্দে পরব্যোমনাথ এবং প্রসিদ্ধ অবতার যে সকল পুরুষাদি তথা শ্রীজানকীনাথ, নৃসিংহ, বরাহ বামন, নরভ্রাতা নারায়ণ ও হয়শীর্ষ প্রভৃতি॥

এই সকলের সহিত সর্ব্বদা যোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত হয়েন॥ ১১৮॥

লীলা। পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥ ১২২ ॥ বৃষ হৈয়া কৃষ্ণ সঙ্গে মাথামাথি রণ। কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ সম্বাহন ॥ আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণে প্রভু জানে। কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥ ১২৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং।
অনুকৃত্যরুতৈর্জ্জন্তুংশ্চেরতু প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১১। ২১। বৎসপালা এব কৃত্রিমাঃ কম্বলাদিপিহিতঃ বৃষরূপমনুকুর্ব্বন্তি। তৈঃ সহ স্বয়মপি বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারি শব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ যুযুধাতে ইত্যর্থঃ। রুতৈঃ শব্দৈঃ। জন্তূন্ হংস ময়ূরাদীন্। তোষণী নাস্তি ॥ ১২৪ ॥

খেলা করিয়াছিলেন তদ্রূপ ভাব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুতেও বিধান করিয়াছেন ॥ ১২২ ॥

বৃন্দাবনে কখন সখা ভাবে বলরাম বৃষ হইয়া বৃষরূপি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মস্তকে মস্তকে যুদ্ধ করেন এবং কখন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে গুরুজ্ঞানে তাঁহার পাদসম্বাহন করেন, কখন বলদেব আপনাকে ভৃত্যজ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বোধ করেন এবং কখন ঐ বলদেব আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের কলা করিয়া মানেন ॥ ১২৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে যথা ॥

বলরাম ও কৃষ্ণ পরস্পর বৃষ সাজিয়া তদনুকারি শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কখন কখন শব্দদ্বারা হংস ময়ূরাদি জন্তুর অনুকরণ করত প্রাকৃত বালকের তুল্য বেড়িয়া বেড়ান ॥ ১২৪ ॥

১০ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১২৫ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥
কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৫। ১৩। আর্য্যমগ্রজং বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি। তোষণী। আদিশব্দাদ্বীজনাদীনি ॥ ১২৫ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৩। ৩৪। কেয়ং মায়া দেবানাম্বা নরাণাম্বা অসুরাণাম্বা কুতো বা কস্মাৎ প্রযুক্তা। তত্রান্যমায়া ন সম্ভবতি যতো মমাপি মোহো বর্ত্ততে। অতঃ প্রায়শো মৎ স্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়েয়মস্ত্বিতি সম্ভবতি। তোষণী। অথাহত্র কাপি কস্যাপি মায়ৈব হেতুর্ভবেদিতি তর্কয়তি। কেয়মিতি। ইয়ং তেষু প্রেমবর্দ্ধিনী মায়া দুর্ঘটনী শক্তিঃ। কা কিং লক্ষণা। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে। কুত আয়াতা কস্মাৎ সমুদ্ভূতা কেন চ কৃতেত্যর্থঃ। কুত ইত্যেব বিচারয়তি। বা শব্দো বিতর্কে। তত্রং পিত্রাদ্যুপাসিতৈর্দ্দৈবৈঃ কৈরপি মহাপ্রভাবৈঃ কৃতা কিম্বেভ্যোহপি মুনীনাং প্রভাবং পর্য্যালোচ্য তথৈব পক্ষান্তরং কল্পয়তি। নারীতি। অত্রাপি বা শব্দোযোজ্যঃ। নম্বেবং শ্রীকৃষ্ণবন্নিজপুত্রাদিষু প্রেমবর্দ্ধন স্পর্দ্ধা চ ব্রজজনানাং ন সম্ভবতি ইত্যাশঙ্ক্য পুনর্বিকল্পয়তি। উত পক্ষান্তরে। আসুরী স্বস্বাপত্যেষ্বপি শ্রীকৃষ্ণসদৃশস্নেহবিবর্দ্ধনেন ব্রজস্য কৃষ্ণবিষয়কভাব বিশেষ হান্যা তন্মাহাত্ম্য সঙ্কোচাদ্যর্থং কংসাদিভিঃ কৃতা কিং। পূতনাদীনাং তন্মোহনতা দর্শনাৎ। যদ্বা মায়েয়ং দেবতানাং মুনীনাঞ্চ তল্লীলালোভেন প্রাচীনানস্মর্থাপ্য স্বয়মাবির্ভাবময়ী। সা তু তেষাং সাধূনাং ন সম্ভবতীতি তর্কান্তরে অসুরাণাং তু

কোন স্থানে অগ্রজ ক্রীড়ায় শ্রান্ত হইলে গোপবালকের ক্রোড় উপধান (বালিশ) করত শয়ন করাইয়া স্বয়ং পাদসম্বাহনাদিদ্বারা তাঁহাকে বিশ্রাম করান ॥ ১২৫ ॥

১০ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

বলরাম কহিলেন, এ কোন্ মায়া? দেবতাদিগের, অথবা মানবদিগের কিম্বা অসুরগণের? ঐ মায়া কাহা কর্ত্তৃকই বা প্রযুক্ত হইয়াছে? ইহা অন্য মায়া সম্ভবে না, যেহেতু ইহা হইতে আমারও মোহ জন্মিয়াছে,

প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ১২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৬৮ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-

র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং ।

ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ

শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ক ॥ ১২৭ ॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য । যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে

পূতনা বংসাসুরাদিবদ্দুষ্টভাবময়ীতি জ্ঞেয়ঃ। তয়া তু শ্রীকৃষ্ণ ইব তেষু মম স্নেহবুদ্ধির্ন সম্ভবতীত্যাহ প্রায় ইতি। তস্য স্ববিষয়কবঞ্চনাসম্ভাবনায়া হেত্বনালোচনয়া তাদৃশ প্রেমস্তৎস্বরূপৈকানুবধ্যতালোচনয়া চ প্রায় ইত্যুক্তং। অস্তু সাং নির্দ্ধারণে সম্ভাবনা। বিমোহিনী নিরনুসন্ধানপ্রেমবর্দ্ধিনী বিশব্দো দীর্ঘকালত্বাদ্যপেক্ষয়া ইতি লক্ষণমপ্যস্যা দর্শিতং ॥ ১২৬ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৬৮। ২৬। মৌল্যুত্তমৈর্মৌলীযুক্তৈরুত্তমাঙ্গৈঃ। উত্তমৈর্মৌলীভিরিতি বা। উপাসিতানি তীর্থানি যৈর্যোগিভিস্তেষামপি তীর্থং। যদ্বা, উপাসিতং সর্ব্বৈঃ সেবিতং তীর্থং গঙ্গা তস্যাঃ তীর্থং তীর্থত্বনিমিত্তং। কিঞ্চ, ব্রহ্মা ভবঃ শ্রীশ্চ অহমপি উদ্বহেম। কথম্ভূতং বয়ং। যস্য কলায়া অংশস্য কলাঃ অংশাঃ। ইতি। তোষণী। যস্যেতি অঙ্ঘ্রিপঙ্কজস্য রজ ইতি জাত্যেকত্ববিবক্ষয়া। যৎকিঞ্চিদেকমপি রজঃ কথঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রাপ্তং অস্য ঈদৃশস্য নৃপাসনং ক্ক অপি তু কুত্রাপি নাস্তিতি ক্রোধোপহাসঃ বস্তুতস্তু কেত্যতিনিকৃষ্ট এব পদ ইত্যর্থঃ ॥ ১২৭—১৩৯ ॥

বোধ হয় আমার স্বামি শ্রীকৃষ্ণেরই এই মায়া হইবে ॥ ১২৬ ॥

১০ স্কন্ধের ৬৮ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

বলরাম কহিলেন, লোকপাল সকল যোগিগণের তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি ও লক্ষ্মী, আমরা তাঁহার অংশের অংশমাত্র, আমরা যাঁহার পাদরজ চিরকাল বহন করি, তাঁহার আর রাজসিংহাসনে কি কাজ ? ॥ ১২৭ ॥

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর আর সমুদায় ভৃত্য, কৃষ্ণ যাহাকে যেরূপ

করে নৃত্য ॥ ১২৮ ॥ এইমত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর। আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১২৯ ॥ গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীনিবাস আর যত লঘু সম আর্য্য ॥ ১৩০ ॥ সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়। সবা লৈয়া নিজ কার্য্যে সাধে গৌররায় ॥১৩১॥ অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ। এই দুই লঞা গোসাঞির যত কিছু রঙ্গ ॥ ১৩২ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। প্রভু গুরু করি মানে তিহঁ ত কিঙ্কর ॥ ১৩৩ ॥ আচার্য্য গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন। কৃষ্ণ অবতারি যেঁহ তারিলা ভুবন ॥ ১৩৪ ॥

নৃত্য করান, সে সেই রূপে নৃত্য করে ॥ ১২৮ ॥

এই মত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একমাত্র ঈশ্বর, আর যত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১২৯ ॥

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্য ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুরুবর্গ, আর শ্রীনিবাসপ্রভৃতি যত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সমান, কেহ লঘু ও কেহ বা পূজনীয় ॥ ১৩০ ॥

গৌরাঙ্গদেবের যত ভক্ত আছেন, তৎসমুদায় পারিষদ ও তৎসমুদায়ই লীলার সহায়, গৌরহরি ঐ সকলকে সঙ্গে লইয়া নিজ কার্য্য সাধন করিলেন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই জন মহাপ্রভুর অঙ্গ, মহাপ্রভুর যত কিছু রঙ্গ তাহা এই দুইকে সঙ্গে করিয়াই সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ১৩২ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, চৈতন্য মহাপ্রভু উহাঁকে গুরুরূপে সম্মান করেন, কিন্তু ঐ আচার্য্যমহাশয় চৈতন্যদেবের কিঙ্কর ॥১৩৩

আচার্য্য গোসাঞির তত্ত্ব নিরূপণ করিবার সাধ্য নাই, উনিই শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়াই জগৎ উদ্ধার করিলেন ॥ ১৩৪ ॥

নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ। লঘু ভ্রাতা হঞা করে রামের সেবন ॥ ১৩৫ ॥ রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ। স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ পায়েন লক্ষ্মণ ॥ নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই। মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৩৬ কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ। কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৩৭ ॥ রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ রামের অংশ বিশেষ। অবতার কালে দোঁহার দোঁহাতে প্রবেশ ॥ ১৩৮ ॥ সেই অংশ লৈয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান। অংশ অংশী রূপে শাস্ত্র করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৯ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে ॥

নিত্যানন্দ প্রভু পূর্ব্বে রামাবতারে লক্ষ্মণরূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেন ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র সমুদায় দুঃখের কারণ, স্বতন্ত্র লীলায় শ্রীলক্ষ্মণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়েন। ইনি কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে অবতীর্ণ হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্রকে কোন কার্য্যে নিষেধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু লক্ষ্মণ সর্ব্বদা মনোদুঃখে তূষ্ণীম্ভুত হইয়া রহিতেন ॥ ১৩৬ ॥

কৃষ্ণাবতারে ঐ লক্ষ্মণ বলরামরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ সুখ আস্বাদন করান ॥ ১৩৭ ॥

রাম লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ বলরামের অংশ বিশেষ, অবতার সময়ে ঐ দুই কৃষ্ণ বলরামে প্রবেশ করেন ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অবতারে যেরূপ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অভিমান ছিল সেই অংশ অংশীরূপে শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কৃষ্ণে প্রবেশ করেম, আর লক্ষ্মণ বলদেবে প্রবেশ করেন ॥ ১৩৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতায় ৫ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে যথা ॥

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠ-
ন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ইতি॥ ১৪০॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করেন চৈতন্যের কাম॥ ১৪১॥ নিত্যানন্দ মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার। এক কণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার॥ ১৪২॥ আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা। অধম জনেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধ সীমা॥ ১৪৩॥ বেদ গুহ্য কথা এই

দিক্‌প্রদর্শনাৎ। স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজাংশেন স্বয়মপাবতরতীত্যাহ রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদি মূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ। য এব চ স্বয়ং সমভবৎ অবততার। তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দং সন্তং অহং ভজামীত্যর্থঃ। তদুক্তং দশমে দেবৈঃ। মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ নৃসিংহ বরাহ হংস রাজন্য বিপ্র বিবুধেষু কৃতাবতারঃ। ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ইতি॥ ১৪০—১৮৩॥

যে কৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষ রামাদি মূর্ত্তি সকলে কলা নিয়মে অর্থাৎ পরিমিত শক্তিসমূহের প্রকাশদ্বারা অবস্থিত হইয়া জগতে নানাবিধ অবতার করিয়াছেন এবং যিনি ভুবন মধ্যে লীলাবশতঃ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই গোবিন্দ আদি পুরুষকে আমি ভজনা করি॥ ১৪০॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দ সেই বলরাম, নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের কামনা পরিপূর্ণ করেন॥ ১৪১॥

নিত্যানন্দের মহিমাসমুদ্র অপরিসীম, তাহার পার নাই, আমি যে তাহার এক কণা মাত্র স্পর্শ করিলাম, ইহা তাঁহারই কৃপা জানিতে হইবে॥ ১৪২॥

নিত্যানন্দের আর একটী কৃপার মহিমা শ্রবণ কর, তিনি অধম জনকের ঊর্দ্ধ সীমায় আরোহণ করাইয়াছেন অর্থাৎ নীচ জাতি সকলও

অযোগ্য কহিতে। তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥ ১৪৪॥ উল্লাসের বশে লেখোঁ তোমার প্রসাদ। নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ॥ ১৪৫॥ অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেম ধাম। মীনকেতন রাম দাস তার নাম॥ ১৪৬॥ আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন। তাহাতে আইল তিঁহ পাঞা নিমন্ত্রণ॥ ১৪৭॥ মহাপ্রেমময় আসি রহিলা অঙ্গনে। সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিল চরণে॥ ১৪৮॥ নমস্কার করিতে কারো উপরে ত চড়ে। প্রেমে কাহো বংশী মারে কাহাকে চাপড়ে॥ ১৪৯॥ যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মন হয় যার। সেই

তাঁহার কৃপায় কৃতার্থ হইয়াছে॥ ১৪৩॥

যদিচ নিত্যানন্দের এই সকল বিষয় বেদগুহ্য অর্থাৎ বেদেরও গোপনীয় কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি তাঁহার কৃপা প্রকাশ নিমিত্ত কহিতেছি॥ ১৪৪॥

হে নিত্যানন্দ! হে প্রভো! আমি উল্লাস বশতঃ তোমার প্রসাদ (প্রসন্নতা) লিখিতেছি, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১৪৫॥

অবধূত গোসাঞি নিত্যানন্দের প্রেমময় একজন ভৃত্য ছিলেন, তাঁহার নাম মীনকেতন রামদাস॥ ১৪৬॥

আমি (গ্রন্থকর্ত্তা) এক দিবস রামদাসকে নিমন্ত্রণ করিলাম, আমার গৃহে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন হইবে, এই মিনন্ত্রণ পাইয়া রামদাস আমার গৃহে আগমন করিলেন॥ ১৪৭॥

মহাপ্রেমময় অঙ্গনে আসিয়া অবস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণ আগমন করিয়া তাঁহার চরণে বন্দনা করিলেন॥ ১৪৮॥

প্রতি নমস্কার করিতে এতই সমারোহ হইল যে ঐ রামদাস কাহারও উপর আরোহণ করিলেন। প্রেমে কাহাকে বংশীর প্রহার এবং কাহাকে চাপড় মারিতে লাগিলেন॥ ১৪৯॥

নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৫০ ॥ কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক কদম্ব। এক অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৫১ ॥ নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার। তাহা দেখি লোকের হয় মহাচমৎকার ॥ ১৫২ ॥ গুণার্ণব মিশ্র নাম বিপ্র এক আর্য্য। শ্রীমূর্ত্তিনিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য ॥ অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ। তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে রামদাস ॥ ১৫৩ ॥ এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ। বলদেব দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥ ১৫৪ ॥ এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ। কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিলা

যাহা হউক, উঁহার যখন যে নেত্রে যিনি অশ্রু দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁহার সেই নেত্রে অশ্রুধারা বহিতেছে, দেখিতে পান ॥ ১৫০ ॥

রামদাসের প্রেমের আশ্চর্য্য আর কি বলিব, উহাঁর কখন কোন অঙ্গে পুলকসমূহ, কখন এক অঙ্গে জড়তা ও অন্যাঙ্গে কম্প হইতে থাকে ॥ ১৫১ ॥

ঐ রামদাস যখন নিত্যানন্দ বলিয়া হুঙ্কার করেন, তখন তাহা দেখিয়া লোক সকলের চমৎকার বোধ হয় ॥ ১৫২ ॥

অনন্তর গুণার্ণব মিশ্র নামে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি শ্রীমূর্ত্তির নিকটে থাকিয়া সেবাকার্য্য সম্পন্ন করেন। ইঁন যখন আঙ্গিনায় আসিয়া সম্ভাষা না করিলেন, তখন রামদাস ক্রোধপরায়ণ হইয়া কহিলেন ॥ ১৫৩ ॥

এই ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রীরোমহর্ষণ সূত, যিনি বলদেবকে দেখিয়া প্রত্যুদ্গম করেন নাই ॥ ১৫৪ ॥

রামদাস এই মাত্র বলিয়া সন্তোষ চিত্তে নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন, গুণার্ণব বিপ্র কৃষ্ণসেবা করেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আর ক্রোধ

রোষ ॥ ১৫৫ ॥ উৎসবান্তে গেলা তিহঁ করিয়া প্রসাদ। মোর ভ্রাতা সনে কিছু হইল বিবাদ ॥১৫৬॥ চৈতন্য গোসাঞিতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস। নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস আভাস ॥ ১৫৭ ॥ ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে। তবে ত ভ্রাতারে আমি করিল ভৎর্সনে ॥ ১৫৮ ॥ দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥ ১৫৯ ॥ একে ত বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান। অর্দ্ধ কুক্কুটীর ন্যায় তোমার প্রমাণ ॥১৬০॥ কিম্বা দুই না মানিয়ে হওত পাষণ্ড। এক মানি

করিলেন না ॥ ১৫৫ ॥

তিনি সকলের আনন্দ বিধান করত যাইতে ইচ্ছা করিলে, আমার (কবিরাজের) ভ্রাতার সঙ্গে ঐ রামদাসের বিবাদ উপস্থিত হইল ॥১৫৬॥

বিবাদের হেতু এই যে আমার ভ্রাতার চৈতন্যদেবে সুদৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু নিত্যানন্দ বিষয়ে বিশ্বাসের আভাস মাত্র ছিল ॥ ১৫৭ ॥

ইহা শুনিয়া রামদাসের মনে দুঃখ হওয়াতে আমি (কবিরাজ) ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলাম ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই দুই এক মূর্ত্তি, সমান ভাবে প্রকাশ হইয়াছেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি যখন নিত্যানন্দকে সম্মান কর না, তখন তোমার সর্ব্বনাশ হইবে ॥ ১৫৯ ॥

তুমি একেকে বিশ্বাস কর, অন্যকে সম্মান কর না, ইহাতে তোমার এই কার্য্য অর্দ্ধ কুক্কুটীর * ন্যায় হইল ॥ ১৬০ ॥

*অর্দ্ধ কুক্কুটীর অথবা অর্দ্ধজরতী ন্যায়, ন্যায়শাস্ত্রোক্ত যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত বিশেষ। যেখানে প্রতিপক্ষ মতের কতক অংশ গ্রহণ করিয়া অপর অংশ পরিত্যাগ করা যায়, পণ্ডিতেরা সেই খানে এই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। একজন যবনের একটী কুক্কুটী ছিল, সে বিক্রয়ার্থ তাহাকে বাজারে লইয়া মনে করিল যে, ইহার বয়স অধিক বলিলে অধিক মূল্য হইবে, কিন্তু ঐরূপ বলাতে অধিক বয়স্ক কুক্কুটী বলিয়া কেহই ক্রয় করিল না। তখন অন্য এক জন তাহাকে পরামর্শ দিল যে ইহার বয়স কম না বলিলে ইহা কেহ ক্রয় করিবে না। তখন

আর না মানি এই মত ভণ্ড ॥ ১৬১ ॥ ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস। তৎকাল আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ১৬২ ॥ এই ত কহিল তার সেবক প্রভাব। আর এক শুন তাঁর কৃপার স্বভাব ॥১৬৩॥ ভাইকে ভৎর্সিনু মোর লৈয়া এই গুণ। সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥ ১৬৪ ॥ নৈহাটী নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম। তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৬৫ ॥ দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে। নিজ পাদপদ্ম দিলা আমার মাথাতে ॥ উঠ উঠ বলি মোরে বলে বারবার।

কিম্বা দুইকে না মানিয়া যদি পাষণ্ড হও তাহাও বরঞ্চ ভাল তথাপি একেকে না মানিয়া অন্যকে মানা এ ভণ্ডমত কোন কার্য্যের নহে ॥১৬১॥

অনন্তর ঐ রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আমার ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইল ॥ ১৬২ ॥

এই ত নিত্যানন্দের সেবকের প্রভাব কহিলাম, তাঁহার আর এক কৃপার স্বভাব শ্রবণ করুন ॥ ১৬৩ ॥

আমি ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করায় আমার ঐ গুণ গ্রহণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমাকে রাত্রিতে দর্শন দিলেন ॥ ১৬৪ ॥

নৈহাটীর নিকটে ঝামটপুর * নামে একটী গ্রাম আছে, নিত্যানন্দ রাম ঐ স্থানে আমাকে স্বপ্নে দর্শন দেন ॥ ১৬৫ ॥

অনন্তর আমি তাঁহার চরণপদ্মে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করিলে, তিনি আমার মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম প্রদান করিয়া উঠ উঠ বার-

এক বার তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়া এক্ষণে কিরূপে তাহাকে নবীনা বলে, ইহা স্থির করিতে গিয়া ভাবিলেন যে, ইহা আত্মাংশে বৃদ্ধা ও শরীরাংশে নূতন ইহাই বলিব, কিন্তু এরূপ বলাতে তাহাকে বাতুল ভাবিয়া কেহই ঐ কুক্কুটী ক্রয় করিল না।

* বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ান্তর্গত নৈহাটীর সন্নিকট।

উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥১৬৬॥ শ্যাম চিক্কণ কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর ॥ সুবলিত হস্ত পাদ কমল নয়ন। পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা। পায়েতে নূপুর বাজে গলে পুষ্পমালা ॥ চন্দনে লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম। মত্ত গজ গতি জিনি মন্থর পয়ান ॥ কোটী চন্দ্র সম দেখি উজ্জ্বল বদন। দাড়িম্ব বীজ সম দন্ত তাম্বূল চর্ব্বণ ॥ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥ রাঙ্গা যষ্টি হাতে দোলে যেন মত্ত সিংহ। চারি পাশে বেড়িয়াছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৬৭ ॥ পারিষদগণ সব দেখি গোপ বেশ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সবে প্রেমে

স্বার বলিতে লাগিলেন, আমি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম ॥ ১৬৬ ॥

রূপের কথা আর কি বলিব, শরীর চিক্কণ শ্যামবর্ণ ও সুদীর্ঘ, তিনি সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় মহামল্ল বীর বেশধারী ॥

হস্তপদ্ম অতিশয় সুগঠিত, চক্ষুঃ পদ্মতুল্য, মস্তকে পট্টবস্ত্র ধারণ এবং পরিধান পট্টবস্ত্র ॥

কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে স্বর্ণের অঙ্গদ ও স্বর্ণের বালা, চরণে শব্দায়মান নূপুর, কণ্ঠে পুষ্পমালা। অঙ্গে চন্দনলেপন, মনোহর তিলক, মত্তগজেন্দ্রসদৃশ মন্থর গমন। বদন কোটীচন্দ্র অপেক্ষা সমুজ্জ্বল, দাড়িম্ব বীজসদৃশ দন্ত, মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ, অঙ্গসকল কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কখন দক্ষিণদিকে এবং কখন বা বামদিকে যাইতেছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই শব্দ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন। হস্তে রক্তবর্ণ যষ্টি, দেখিলে বোধ হয় যেন মত্তসিংহের ন্যায় সুদৃশ্য। চরণপদ্মের ভৃঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমরস্বরূপ ভক্তগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৬৭ ॥

ত আবেশ ॥ ১৬৮ ॥ শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ কেহ নাচে গায়। সেবকে যোগায় পান চামর ঢুলায় ॥ ১৬৯ ॥ নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বৈভব। কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥ ১৭০ ॥ আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি। তবে হাঁসি প্রভু মোরে বলিলেন বাণী ॥ ১৭১ ॥ অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না কর তোঁ ভয়। বৃন্দাবন যাহ তাহা সর্ব্বলভ্য হয় ॥১৭২ এত বলি প্রেরিল মোরে হাতসান দিয়া। অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লৈঞা ॥ ১০৩ ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িলুঁ ভুমিতে। স্বপ্ন ভঙ্গ হৈল

তৎপরে তদীয় যে সমুদয় পারিষদ্‌গণ দর্শন করিলাম, তাঁহারা সকলেই গোপবেশ, সকলেই প্রেমাবেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছেন ॥ ১৬৮ ॥

যে সকল পারিষদ্ দর্শন করিলাম, তাঁহারা কেহ শিঙ্গা বাজাইতেছেন, কেহ নাচিতেছেন, কেহ গান করিতেছেন। কোন সেবক তাম্বূল অর্পণ করিতেছেন এবং কোনব্যক্তি চামরদ্বারা বীজন করিতেছেন॥১৬৯

যাহা হউক, আমি নিত্যানন্দ স্বরূপের যে সকল বৈভব দর্শন করিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য, আহা! কিবা রূপ, কিবা গুণ, কিবা লীলা, এ সমুদায়ই অলৌকিক ॥ ১৭০ ॥

আমি যখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া কিছুই জানিতে পারিলাম না, তখন প্রভু নিত্যানন্দ হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ১৭১ ॥

“অয়ে অয়ে” অর্থাৎ অহে অহে কৃষ্ণদাস! তুমি ভয় করিও না, তুমি বৃন্দাবন যাও, সেইখানে সকল বিষয় লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৭২ ॥

এই বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভু হাতসান দিয়া অর্থাৎ অঙ্গে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আশ্বাস বাক্যে সুখি করিয়া আমাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করত নিজ পরিবার সহ অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১৭৩ ॥

দেখোঁ হঞাছে প্রভাতে ॥ ১৭৪ ॥ কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার। প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৭৫ ॥ সেই ক্ষণে বৃন্দাবন করিনু গমন। প্রভুর কৃপায় সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৭৬ ॥ জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম ॥ জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়। যাঁহা হৈতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয় ॥ যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়। যাঁহা হৈতে পাইনু মুঞি স্বরূপ আশ্রয় ॥ সনাতন কৃত পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ কৃত পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ। যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ১৭৭ ॥ জগাই মাধাই হৈতে মুঞি ত পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে

অনন্তর আমি ভূমিতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম, তৎপরে স্বপ্নভঙ্গ হওয়াও চেতন হইয়া দেখিলাম, প্রভাত হইয়াছে ॥ ১৭৪ ॥

তখন কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, এই বিচার করিতে করিতে নিশ্চয় বোধ হইল, প্রভু আমাকে বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি করিলেন ॥ ১৭৫ ॥

আমি তদ্দণ্ডেই বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ১৭৬ ॥

এই বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা কীৰ্ত্তন করত কহিলেন, কৃপাময় নিত্যানন্দের জয় হউক জয় হউক, নিত্যানন্দরূপী নিত্যানন্দস্বরূপ বলরাম জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন। যাঁহা হইতে আমি রূপ সনাতনের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলাম, আমি যাঁহা হইতে রঘুনাথ মহাশয়কে প্রাপ্ত হইলাম। যাঁহা হইতে আমি স্বরূপের আশ্রিত হইলাম, যাঁহা হইতে শ্রীসনাতন কৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত জানিতে পারিলাম এবং শ্রীরূপগোস্বামিকৃত ভক্তিরসের চরম সীমা প্রাপ্ত হইলাম ॥

নিত্যানন্দের চরণারবিন্দের জয় হউক জয় হউক, যাঁহা হইতে রাধাগোবিন্দ প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৭৭ ॥

মুক্তি ত লঘিষ্ঠ ॥ মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥ ১৭৮ ॥ এমন নির্ঘৃণ কেবা মোরে কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনু জগত ভিতরে ॥ ১৭৯ ॥ প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার। উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ যে আগে পড়িল তার করিল নিস্তার। অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার ॥ ১৮০ ॥ মো পাপিষ্ঠেরে যে আনিল বৃন্দাবন। মোহেন অধমে দিল শ্রীরূপচরণ ॥১৮১ শ্রীমদনগোপাল গোবিন্দ দরশন। কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥ ১৮২ ॥ বৃন্দাবন পুরন্দর মদনগোপাল। রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-

জগাই মাধাই হইতে আমি অতিশয় পাপিষ্ঠ, বিষ্ঠার কীট অপেক্ষাও আমি অতিশয় লঘু, যে ব্যক্তি আমার নাম শুনে, তাহার পুণ্যক্ষয় হয়, আমার নাম যে গ্রহণ করে, তাহার পাপ জন্মে ॥ ১৭৮ ॥

জগন্মধ্যে এক নিত্যানন্দ ব্যতিরেকে এমত নির্ঘৃণ পুরুষ কে আছে যে, আমাকে কৃপা করে ॥ ১৭৯ ॥

নিত্যানন্দ সর্ব্বদা প্রেমোন্মত্ত, জগতের প্রতি কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি উত্তম অধম কিছুই বিচার করেন না। যে ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল, তাহাকে নিস্তার করিলেন, অতএব আমার মত দুরাচার ব্যক্তিকেও উদ্ধার করিলেন ॥ ১৮০ ॥

যিনি মাদৃশ পাপিষ্ঠকে বৃন্দাবনে আনয়ন করিলেন, যিনি মাদৃশ অধমকে শ্রীরূপের পাদপদ্মকে আশ্রয় গ্রহণ করাইলেন, অর্থাৎ তাহার নিকট দীক্ষিত করান ॥ ১৮১ ॥

যিনি আমাকে করুণাবশতঃ শ্রীমদনগোপাল ও গোবিন্দ দর্শন করাইলেন, এ সমুদায় বাক্য বলিবার যোগ্য নহে ॥ ১৮২ ॥

বৃন্দাবনের ইন্দ্র স্বরূপ মদনগোপাল রাসবিলাসী এবং সাক্ষাৎ নন্দ-

কুমার ॥ শ্রীরাধা ললিতাদি সঙ্গে রাসবিলাস। মন্মথ-মন্মথ রূপ যাহার প্রকাশ ॥১৮৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩২। ২। সাক্ষান্মথমন্মথঃ জগন্মোহনস্যাপি কামস্য মনস্যাভূতঃ কামঃ সাক্ষাত্তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ। তোষণী। তাসাং তথা রুদতীনাং অধুনামদ্দুঃখসম্ভাবনয়া দৈন্যবিশেষেণাসাং রোদনাং প্রাণাগতপ্রায়া ইতি তেন বিতর্ক্যমাণানামিত্যর্থঃ। এবমাত্মানপেক্ষয়া তদেকাপেক্ষয়ৈব দৈন্যবিশেষেণ তৎ প্রাপ্তিরিতি দর্শিতং। শৌরিঃ শূরবংশাবিভূর্তত্বেন প্রসিদ্ধোঽপি তাসামেবাবিরভূৎ সর্ব্বতোপ্যপূর্ব্বাদাভির্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতে চ। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপুর্দধদিতি। তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং। দৃগ্ভিঃ পিবন্তীত্যাদৌ তথৈব শ্রীগোপীষু বিশেষোক্তিঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চেতি। শ্রীমদুদ্ধবসিদ্ধান্তানুসারেণ সর্ব্বাধিকপ্রেমবতীষু তাসু যুক্তমেব চ তাদৃশত্বং প্রপদ্যমানস্য যথাস্মতঃ স্মারিতাদি ন্যায়েন তথৈব দর্শয়তি সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইতি। নানা বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবা ন তু তদীয় শক্ত্যংশাবেশি প্রাকৃত মন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ। তেষামপি মন্মথঃ। মন্মথপ্রকাশকঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ। যেষাং রূপগুণানাং অংশেন তৎপ্রকাশকোঽসৌ। তানখিলানেব প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। ধ্যানানি চ অতএবাস্য মহামন্মথত্বেনৈকাক্ষরাদি মন্ত্রসন্তি। কিন্তু তস্মিন্ ধ্যানেঽন্যাকারত্বং মন্মথত্ব ব্যঞ্জনার্থমেব জ্ঞেয়ং। মন্মথ পদস্য যৌগিকবৃত্ত্যা তেষামপি ক্ষোভকাদি রূপঃ সন্নিতি ধ্বনিতং। এবং তাদৃশরূপস্যাদিরসে পরমালম্বনতা তত্ত্যস্বরাগমাত্তা চ দর্শিতা। তদেবং স্বরূপাবির্ভাবস্যাপূর্ব্বতামুক্ত্বা বিলাস-

নন্দন, যিনি মন্মথমন্মথ রূপ অর্থাৎ কন্দর্পবিজয়ী রূপ প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধা এবং ললিতাদি সঙ্গে রাসক্রীড়া করেন ॥ ১৮৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের
১০ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে যথা ॥

গোপীদিগের রোদন ধ্বনি শ্রবণে ভগবান্ শৌরিও বনমালায় অলঙ্কৃত হইয়া সহাস্যবদনে তাঁহাদের সমক্ষে এরূপ আবির্ভূত হইলেন যে,

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইতি ॥ ১৮৪ ॥

দুই পার্শ্বে রাধা ললিতা করেন সেবন। স্বমাধুর্য্যে করে সর্ব্ব মন আকর্ষণ ॥ ১৮৬ ॥ নিত্যানন্দকৃপা মোরে তাঁরে দেখাইল। রাধা মদনগোপাল মোর প্রভু করি দিল ॥ ১৮৬ ॥ বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরু বনে। রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে ॥ শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৮৭ ॥ মাধুর্য্য প্রকাশি করে জগত মোহন ॥ ১৮৮ ॥ বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে। রাসাদিক লীলা প্রভু করে নানা

বেষয়োরপ্যাহ। স্ময়েত্যাদিবিশেষণত্রয়েণ। তত্র স্ময়মানেতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ তাৎকালিকত্ববিবক্ষয়া সহজস্মিতাদ্বৈলক্ষণ্যপ্রতীতেঃ। তথা পীতাম্বর ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে ধারণপ্রয়োগোঽতিরিক্ত এবেতি তেন তদানীমন্যাবিশিষ্টধারণবোধাৎ। তথা স্রগ্বী ত্যত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বর্থীয় বিধানাৎ। কিঞ্চিৎস্মিতে নায়কঃ সুপ্রসন্নত্বং তাসাঞ্চ পরিহাসময়ত্বং পীতাম্বরেণ মূর্দ্ধপর্য্যন্তাব্রততয়া স্বস্য তাসাং পরিত্যাগতঃ স্রগ্বীতি কেবল তৎ সঙ্গিতয়া তাঃ সঙ্গিতয়া তাং বিনা স্বস্য সঙ্গান্তরারোচকত্বঞ্চ জ্ঞাপিতং। শ্রোতৃ হৃদয়ে তৎ প্রবেশায় তাৎকালিকশোভাবর্ণনমিদমিতি ॥ ১৮৪—১৯১ ॥

দেখিবামাত্র বোধ হইল, ইনি জগন্মোহন কামদেবেরও মনোমধ্যে উদ্গত যে কাম, যেন তাহারও সাক্ষাৎ মোহজনক ॥ ১৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দুই পার্শ্বে শ্রীরাধা ও ললিতা সেবা করেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা সকলের মন আকর্ষণ করেন ॥ ১৮৫ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা আমাকে শ্রীমদনগোপাল দর্শন করাইলেন এবং মদনগোপালদেবকে আমার প্রভু অর্থাৎ উপাস্যদেব করিয়া দিলেন ॥ ১৮৬ ॥

অপর বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পবৃক্ষের কাননে যে রত্নসিংহাসন আছে আপনার মাধুর্য্যদ্বারা জগৎ মোহন করিতেছেন ॥ ১৮৮ ॥

উনি আপনার মাধুর্য্যদ্বারা জগৎ মোহন করিতেছেন ॥ ১৮৮ ॥

এবং বামপার্শ্বস্থা শ্রীরাধিকাও সখীগণ সঙ্গে নানারঙ্গে রাস-

রঙ্গে ॥ ১৮৯ ॥ যাঁর ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাসন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ১৯০ ॥ চতুর্দ্দশ ভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান। বৈকুণ্ঠাদিপুরে যাঁর করে লীলা গান ॥ যাঁহার মাধুরী করে লক্ষ্মী আকর্ষণ। রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥ ১৯১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ২ সাধনলহর্য্যাং ১১১ অঙ্কে যথা ॥

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ১৯২ ॥

দুর্গমসঙ্গমনাৎ। স্মেরামিতি মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধবাক্যেনাবশ্যকবিধিরয়ং তদেতস্মাধুর্য্যেঽনুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ব্বমেব তুচ্ছং সংসারে তস্মাদেনামেব পশ্যেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯২ ॥ ২০০

ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৮৯ ॥

পদ্মাসন ব্রহ্মা স্বীয় লোকে অবস্থিতি করিয়া যাঁহার ধ্যান এবং অষ্টাদশাক্ষরি মন্ত্রে উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৯০ ॥

চতুর্দ্দশ ভুবনে যাঁহাকে ধ্যান করিতেছে, বৈকুণ্ঠপুরে যাঁহার লীলা গান হইতেছে, যাঁহার মাধুর্য্য লক্ষ্মীকে আকর্ষণ করেন, শ্রীরূপগোস্বামী সেই রূপের বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১৯১ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১৫০ পৃষ্ঠায় ২ সাধনভক্তিলহরীর ১১১ অঙ্কে যথা ॥

গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামী স্বীয় বাক্য মাধুরীদ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রীমূর্ত্ত্যাদি পঞ্চ অনুভব করাইয়া কহিলেন, হে সখে! যদি তোমার বন্ধুগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা থাকে তবে কেশিতীর্থের সমীপবর্ত্তি হাস্যান্বিত, ত্রিভঙ্গ, বঙ্কিমনয়ন, বংশীবদন, শিখিপুচ্ছধারি গোবিন্দ-

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন। যে অজ্ঞ করয়ে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥ সেই অপরাধে তার না হয় নিস্তার। ঘোর নরকেতে পড়ে কি বলিব আর ॥১৯৩॥ হেন গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে। তাঁহার চরণ কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ১৯৪ ॥ বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল। কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥ যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য। রাধা-কৃষ্ণ ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ সে বৈষ্ণবের পদরেণু তাঁর পদ-চ্ছায়া। মো হেন অধমে দিল নিত্যানন্দ দয়া ॥ ১৯৫ ॥ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় প্রভুর বচন। সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ ॥ ১৯৬ ॥ এ সব পাইল আমি বৃন্দাবন আয়। এই সব লভ্য হয় প্রভুর অভিপ্রায় ॥১৯৭ ॥

মূর্ত্তিকে অবলোকন করিও না ॥ ১৯২ ॥

শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ইহাতে অন্যথা নাই, যে মূর্খ তাঁহাকে প্রতিমা তুল্য জ্ঞান করে সেই অপরাধে তাহার নিস্তার নাই, আর কি বলিব তাহাকে নরকে পড়িতে হইবে ॥ ১৯৩ ॥

আমি যাঁহার কৃপায় এই প্রভু গোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত হইলাম, সেই নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মের কৃপা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ১৯৪ ॥

বৃন্দাবনে পরমমঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনামপরায়ণ যত বৈষ্ণবমণ্ডল বাস করি-তেছেন, যাঁহাদের প্রাণধন নিত্যানন্দ ও চৈতন্য, যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য জানেন না, সেই সকল বৈষ্ণবের পাদরেণু ও পাদচ্ছায়া নিত্যানন্দ প্রভুর দয়া মাদৃশ অধমব্যক্তিকে অর্পণ করিলেন ॥ ১৯৫ ॥

বৃন্দাবনে সর্ব্ব লভ্য হয় এই যে নিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নযোগে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে বৃন্দাবনের এই বিবরণ করিলাম ॥১৯৬

নিত্যানন্দ প্রভুর অভিপ্রায় এই যে, বৃন্দাবনে সর্ব্ব লভ্য হয়, আমি বৃন্দাবনে আসিয়া তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৯৭ ॥

আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া। নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥ ১৯৮॥ নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ মহিমা অপার। সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় পার॥১৯৯॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২০০॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দতত্ত্ব নিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি আদিখণ্ডে পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

আমি যে নির্লজ্জ হইয়া আপনার কথা লিখিতেছি ইহাতে আমার দোষ নাই, নিত্যানন্দ কৃপা আমাকে উন্মত্ত করিয়া আমাকে লেখাইতেছেন॥ ১৯৮॥

সহস্র বদন শেষদেব নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ ও মহিমার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই॥ ১৯৯॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন॥ ২০০॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতে নিত্যানন্দতত্ত্ব নিরূপণ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ।

—০ঃ০ঃ০—

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতং।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎ স্বরূপং নিরূপয়েৎ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয়॥ ২॥ পঞ্চ শ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দতত্ত্ব। আর দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত মহত্ত্ব॥ ৩॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াং॥

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ ৪॥

বন্দেতমিতি। অদ্ভুতচেষ্টিতং অতর্ক্যচেষ্টিতং বন্দে। যস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ। অন্যথা শক্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ১—১৮॥

যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও তদীয় স্বরূপ (তত্ত্ব) নিরূপণ করিতে পারে, সেই অদ্ভুত চেষ্টাশালি শ্রীমান্ অদ্বৈত আচার্য্যকে আমি বন্দনা করি॥ ১॥

দয়াময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, নিত্যানন্দের জয় হউক, অদ্বৈতমহাশয়ের জয় হউক॥ ২॥

পাঁচ শ্লোকে নিত্যানন্দতত্ত্ব কহিলাম, আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত-মহত্ত্ব বর্ণন করিতেছি॥ ৩॥

শ্রীরূপগোস্বামির কড়চায় যথা॥

যে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুমায়া দ্বারা এই জগৎ সৃজন করিতেছেন, এই অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর তাঁহারই অবতার॥ ৪॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশন্তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৬ ॥ মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করে জগদাদি কার্য্য। তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৭ ॥ যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৮ ॥ ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ। এক এক মূর্ত্ত্যে করে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ ৯ ॥ সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত কিছু নাহি ভেদ। শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ ॥১০॥ সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান। কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায়

যিনি হরি সহিত দ্বৈতভাবরহিত প্রযুক্ত অদ্বৈত, যিনি ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া আচার্য্য এবং যিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৫ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাঁর মহিমা জীবের গোচর নহে ॥৬

যে মহাবিষ্ণু জগদাদি কার্য্যের সৃষ্টি করেন, অদ্বৈত আচার্য্য সাক্ষাৎ তাঁহারই অবতার ॥ ৭ ॥

যে পুরুষ লীলাবশতঃ মায়াদ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন ॥ ৮ ॥

যিনি ইচ্ছাবশতঃ অনন্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ * করেন ॥ ৯ ॥

অদ্বৈতাচার্য্য সেই পুরুষের অংশ এবং অবিচ্ছেদে তাঁহারই শরীর বিশেষ, ইহাতে কিছু মাত্র ভেদ নাই ॥ ১০ ॥

তাঁহার প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিকে আধার করিয়া ইচ্ছাধীন কোটি ২

* ব্রহ্মসংহিতার ৫ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে "প্রত্যণ্ডমেকমেকাংশাদ্বিশতি।" ইত্যাদি॥

নির্ম্মাণ ॥ ১১ ॥ জগতমঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম। মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম ॥ কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার। এত লৈয়া সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১২ ॥ মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান। মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান ॥ ১৩ ॥ পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া। বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান হৈয়া ॥ ১৪ ॥ আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ। অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করেন ॥ ১১ ॥

যে অদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বদা জগন্মঙ্গল, মঙ্গল-গুণের আধার, মঙ্গলচরিত্র, মঙ্গল নাম বিশিষ্ট এবং যাঁহার কোটি কোটি অংশ, কোটি কোটি শক্তি ও কোটি কোটি অবতার, পুরুষ ঐ সমুদায় লইয়া সংসার সকল সৃষ্টি করেন ॥ ১২ ॥

মায়া যেমন দুই অংশে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তন্মধ্যে মায়া নিমিত্ত কারণ ও প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি উপাদান কারণ হয় ॥ ১৩ ॥

পুরুষ ও ঈশ্বর এই দুই মূর্ত্তিতে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়া বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি করেন ॥ ১৪ ॥

পুরুষ তিনি স্বয়ং বিশ্বের নিমিত্ত কারণ * আর অদ্বৈতরূপে নারায়ণ বিশ্বের উপাদান কারণ হয়েন ॥ ১৫ ॥

* লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডে ২৭ পৃষ্ঠার ৩৪ অঙ্কে যথা ॥

পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব।

তদীক্ষাদি কৃতির্নামাবতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥

টীকা। তদীক্ষেতি তস্মিন্ প্রধানে ঈক্ষাদি কৃতির্যস্য আদিপদাৎ স্বাঙ্গাভাগেন তৎ স্পর্শাদিপরিগ্রহঃ দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবানিত্যত্র দৈবাৎ স্বাঙ্গাভাগেন স্পর্শাদি ব্যাখ্যানাৎ ॥

অস্যার্থঃ। যিনি পরমেশ্বরের অংশরূপ ও প্রকৃতির গুণাবলম্বির ন্যায় হইয়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা এবং নানা অবতারবিশিষ্ট, তিনিই পুরুষ বলিয়া বিদিত হয়েন ॥

নিমিত্তাংশে করে তিঁহ মায়ায় ঈক্ষণ। উপাদান অদ্বৈত করে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥ ১৬॥ অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥ ১৭॥ সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত। অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥ ১৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে॥

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

ভাবার্থদীপিকায়াং। তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ নারয়ণস্ত্বমিতি। নহীতি কাক্বা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি। কুতোঽয়ং নারায়ণ ইতি চেৎ অত আহ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি এবমপি ত্বং নারায়ণো ন ভবসি নারঃ জীবসমূহোঽয়নং আশ্রয়ো যস্য স তথেতি ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ ত্বং নারায়ণো নহীতি পুনঃ কাকুঃ অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ। ততশ্চ নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাদিতি স তথেতি

ঐ নারায়ণ নিমিত্তাংশে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ, আর উপাদান কারণাংশে অদ্বৈতরূপে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন॥ ১৬॥

অদ্বৈত আচার্য্য এক মূর্ত্তিতে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, আর এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা হয়েন॥ ১৭॥

অর্থাৎ মহাবিষ্ণু মায়ার অধীশ্বর স্বরূপ সঙ্কর্ষণের আদ্য অবতার। মায়া দুই অংশে বিভক্ত অর্থাৎ নিমিত্ত মায়া ও উপাদান মায়া, নিমিত্ত মায়াধিষ্ঠিত পুরুষ স্বয়ং মহাবিষ্ণু উপাদান মায়াধিষ্ঠিত পুরুষ অদ্বৈত॥

সেই নারায়ণের মুখ্যাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতে অঙ্গ শব্দে অংশ করিয়া বলিয়াছেন॥ ১৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে॥

হে অধীশ! আপনি কি নারায়ণ নহেন, আমি নিশ্চয় কহিতে পারি আপনিই নারায়ণ, যে হেতু আপনি সর্ব্বদেহির আত্মা এরূপ হইয়াও আপনি নারায়ণ নহেন এমত নহে, কারণ নর অর্থাৎ জীবসমূহ আপনার

নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়েতি ॥ ১৯

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়। মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয় ॥ ২০ ॥ অংশ না কহিয়ে কেহ কহে কেনে অঙ্গ। অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২১ ॥ মহাবিষ্ণু মহা-অংশ অদ্বৈত গুণ

পুনস্তমেবাসাবিতি। কিঞ্চ। ত্বমখিললোকসাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি অতো নারং অয়সে জানাসীতি ত্বমেব ত্বমেব নারায়ণপদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্ত্ব অন্যথা প্রসিদ্ধিস্তাশঙ্ক্যাহ নারায়ণোঽঙ্গমিতি নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদেযা নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। তথাচ স্মর্য্যতে। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি। তথা আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি। নন্বু মন্মূর্ত্তেরপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথং জলাদ্যাশ্রয়ত্বং অত আহ তচ্চাপি সত্যং নেতি ॥ ১৯—৪৯ ॥

সমূহ আপনার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, অতএব সর্ব্বদেহির আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত আপনিই নারায়ণ। অপর হে দেব! আপনি অখিল লোকের সাক্ষী অর্থাৎ সমুদায় লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন, ইহাতেও নারায়ণ শব্দ বাচ্য, কারণ নার অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি অয়ন অর্থাৎ যিনি জানেন, তিনিই নারায়ণ। হে ভগবন্! নর হইতে উদ্ভূত যে সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তথা তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল তন্মাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়াতে যে নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার মূর্ত্তি ইহা সত্যই, আপনার মায়া নহে ॥ ১৯ ॥

ঈশ্বরের অঙ্গকে অংশ কহে, ঐ অংশ সচ্চিদানন্দময় মায়ার সহিত উহাঁর সম্বন্ধ নাই, উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

যদি এরূপ জিজ্ঞাসা কর, অংশ না কহিয়া অঙ্গ কেন বলে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অংশ হইতে অঙ্গ অন্তরঙ্গ হয় ॥ ২১ ॥

অদ্বৈত গুণসমুদ্র মহাবিষ্ণুর প্রধান অংশ, ঈশ্বরের সহিত অভেদ

ধাম। ঈশ্বরের অভেদ হৈতে অদ্বৈত পূর্ব্বনাম ॥ ২২ ॥ পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন। অবতরি এবে কৈল ভক্তি প্রবর্ত্তন ॥ ২৩ ॥ জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান। গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৪ ॥ ভক্তি উপদেশ বিনু তার নাহি কার্য্য। অতএব নাম তার হইল আচার্য্য ॥ ২৫ ॥ দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য। বৈষ্ণবের গুরু তিহঁ জগতের আর্য্য ॥ ২৬ ॥ কমলনয়নের তেঁহ যাতে অঙ্গ অংশ। কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংশ ॥ ২৭ ॥ ঈশ্বর সারূপ্য পায় পারিষদগণ। চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥ ২৮ ॥ অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বরের অঙ্গবর্য্য। তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য ॥ ২৯ ॥ যাঁহার তুলসী জলে

এ প্রযুক্ত ইহাঁর পূর্ব্বনাম অদ্বৈত ॥ ২২ ॥

ইনি পূর্ব্বে যেরূপ বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ এক্ষণে ভক্তির প্রবর্ত্তন করিলেন ॥ ২৩ ॥

এই অদ্বৈতপ্রভু কৃষ্ণভক্তি দান করিয়া জীব নিস্তার করিলেন, এবং ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

উহাঁর ভক্তি উপদেশ ব্যতিরেকে অন্য কার্য্য নাই, একারণ উহাঁর নাম আচার্য্য হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

অদ্বৈত এবং আচার্য্য এই দুই নামের মিলনে অদ্বৈতাচার্য্য হয়, উনি বৈষ্ণবের গতি ও জগতের শ্রেষ্ঠ ॥ ২৬ ॥

উনি যখন ভগবান্ কমলনয়নের অঙ্গ অর্থাৎ অংশ, তখন কমলাক্ষ বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম ধারণ করেন ॥ ২৭ ॥

যেমন্ নারায়ণ পীতবাস ও চতুর্ভুজ তদ্রূপ পারিষদগণ ঈশ্বরের সারূপ্য অর্থাৎ ঈশ্বর তুল্য রূপ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য যখন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, তখন উহাঁর তত্ত্ব, নাম ও গুণ সমুদায় আশ্চর্য্য ॥ ২৯ ॥

যাঁহার হুঙ্কারে। সগণ সহিত শ্রীচৈতন্য অবতারে॥ যাঁর দ্বারে কৈল-প্রভু কীর্ত্তন প্রচার। যাঁর দ্বারে কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥ আচার্য্য গোসাঞির গুণ মহিমা অপার। জীব কীট কাঁহা তাঁর পাইবেক পার॥ ৩০॥ আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ। আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ॥ প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম॥ ৩১॥ এই সব লৈয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার। এই সব লৈয়া করে বাঞ্ছিত প্রচার॥ ৩২॥ মাধবেন্দ্রপুরীর ইহঁ শিষ্য এই জ্ঞানে। আচার্য্য গোসাঞিকে প্রভু গুরু করি মানে॥ ৩৩॥ লৌকিক লীলার

যাঁহার তুলসী জলে ও যাঁহার হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহার দ্বারা কীর্ত্তন প্রচার করিলেন, যাঁহার দ্বারা জগৎ নিস্তার করিলেন, সেই আচার্য্যগোস্বামির গুণ ও মহিমা অপার, কীট স্বরূপ জীব তাঁহার কি পার পাইবে॥ ৩০॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান অঙ্গ আচার্য্য গোস্বামী, আর এক প্রধান অঙ্গ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ॥

শ্রীবাসপ্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের উপাঙ্গ, উহাঁরা সকল মহাপ্রভুর হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ ও চক্রাদি অস্ত্রসকলের তুল্য॥ ৩১॥

গৌরাঙ্গদেব এই সমুদায় অঙ্গ ও উপাঙ্গ লইয়া বিহার এবং বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রচার করেন॥ ৩২॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, এই জ্ঞানে গৌরহরি গুরু তুল্য § সম্মান করেন॥ ৩৩॥

লৌকিক লীলার ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষণ, এজন্য স্তুতি ও ভক্তিদ্বারা

§ অদ্বৈত আচার্য্য ও মহাপ্রভুর গুরুদেব ঈশ্বরপুরী উভয়েই মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। এ কারণ অদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর মান্য॥

ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষা। স্তুতি ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ বন্দন॥ ৩৪॥ চৈতন্য-গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান। আপনাকে করে তাঁর দাস অভিমান॥ ৩৫॥ সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে। কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥ ৩৬॥ কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥ ৩৭॥ মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ। দাস ভাব সম নাঞি অন্যত্র আনন্দ॥ ৩৮॥ পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি। তিঁহ দাস্য সুখ মাগে করিয়া মিনতি॥৩৯॥ দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ। বিধি ভব নারদাদি শুক সনাতন॥ ৪০॥ নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। চৈতন্যের দাস্যভাবে সে হৈল পাগল॥ ৪১॥ শ্রীনিবাস

তাহার চরণ বন্দনা করেন॥ ৩৪॥

চৈতন্যমহাপ্রভু আচার্য্যকে প্রভু জ্ঞান করিয়া আপনাকে তাঁহার দাসাভিমান করেন॥ ৩৫॥

সেই অভিমান সুখে আচার্য্যগোস্বামী আত্মবিস্মৃত হইয়া, অহে! তোমরা কৃষ্ণদাস হও এই বলিয়া জীবগণকে উপদেশ করেন॥ ৩৬॥

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সমুদ্র উৎপন্ন হয়, কোটী কোটি ব্রহ্ম সুখ তাহার নিকট এক বিন্দুও হইতে পারে না॥ ৩৭॥

আচার্য্যগোস্বামী কহেন আমি এবং নিত্যানন্দ আমরা চৈতন্যের দাস, দাসভাব তুল্য অন্যত্র আনন্দ নাই॥ ৩৮॥

স্বরূপ শক্তির বৃত্তিরূপা লক্ষ্মী যিনি ভগবানের হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তিনিও মিনতি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের দাস্য সুখ প্রার্থনা করেন॥৩৯॥

বিধি, ভব, নারদ, শুক, সনাতনপ্রভৃতি পারিষদগণ কৃষ্ণসুখে আনন্দিত হয়েন॥ ৪০॥

যে অবধূত নিত্যানন্দ সর্ব্বাপেক্ষা আগল অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রগণ্য, তিনিও

হরিদাস রাম গদাধর। মুকুন্দ মুরারি চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥ এসব পণ্ডিত লোক পরমমহত্ত্ব। চৈতন্যের দাস্যে সবা কৈল উনমত্ত॥ ৪২॥ এইমত নাচে গায় করে অট্টহাস। লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস॥ ৪৩॥ চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান। তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান॥ ৪৪॥ কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব স্বভাব। গুরু সম লঘুরে করায় দাস্য ভাব॥ ৪৫॥ ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান। মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥ ৪৬॥ অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়। তাঁর সম কৃষ্ণের গুরু আর কেহ নয়॥ শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর জ্ঞান

চৈতন্যের দাস্য ভাবে পাগল অর্থাৎ উন্মত্ত হইয়াছেন॥ ৪১॥

অপর শ্রীনিবাস, হরিদাস, রাম, গদাধর, মুকুন্দ, মুরারি, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর, ইহাঁরা সকল পণ্ডিত ও পরম মহৎ, ইহাঁদিগকে চৈতন্যের দাস্য উন্মত্ত করিয়াছে॥ ৪২॥

এইমত নৃত্য, গান ও অট্ট হাস্য করিতে করিতে লোক সকলকে উপদেশ দেন, তোমরা চৈতন্যের দাস হও॥ ৪৩॥

যদিচ চৈতন্যগোসাঞি আমাকে গুরু জ্ঞান করেন তথাপি তাঁহার প্রতি আমর দাসাভিমান আছে॥ ৪৪॥

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক আশ্চর্য্য স্বভাব যে উহা গুরু, সম ও লঘুকে দাস্য ভাব প্রাপ্ত করায়॥ ৪৫॥

এই বিষয়ে শাস্ত্রে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ বলি শ্রবণ কর, উহাই মহৎ অনুভবের সুদৃঢ়॥ ৪৬॥

অপরের কথা দূরে থাকুক নন্দমহাশয়ের তুল্য শ্রীকৃষ্ণের আর গুরু কেহ নাই, যদিচ উহাঁর শুদ্ধ বাৎসল্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কনথ ঈশ্বর জ্ঞান হয় না তথাপি প্রেম উহাঁকে দাস্যের অনুকরণ করাইয়া

নাহি যাঁর। তাঁহাকেহো প্রেম করায় দাস্য অনুকার ॥ ৪৭ ॥ তিঁহ রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে। তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৪৮ ॥ শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়। তিঁহ ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ তথাপি তাহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি। তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর রতি ॥ ৪৯ ॥

তথাহি ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৮। ৫৯ শ্লোকে যথা ॥

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৪৭। ৫৮। নোঽস্মাকং মনসো বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ স্যুঃ। অভিধায়িনীঃ অভিধায়িনাঃ ॥ তোষণী। অনুরাগেণ প্রাবোচয়িত্যুক্তস্বাত্মনস ইত্যাদিরনুরাগকৃতৈতবোক্তিনৈশ্বর্য্যজ্ঞানকৃতা। তস্মাত্তদৈশ্বর্য্যপ্রধানং মতমালোচ্য স্বাত্যন্তদুঃখবাক্যেন তদনুপমাপবাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে। মনস ইতি দ্বাভ্যাং। যদি ভবদ্ভিরসাবীশ্বরত্বেনৈব মন্যতে। যদি চাস্মাকং তৎপ্রাপ্তির্দূরত এব তথাপি তত্রৈবাস্মাকং তদুচিতা বৃত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ

থাকে ॥ ৪৭ ॥

ঐ নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণের চরণে যে রতিমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাক্যই প্রমাণ স্বরূপ ॥ ৪৮ ॥

যৎকালীন উদ্ধব মহাশয় মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে নন্দরাজ উদ্ধবকে কহিলেন, হে উদ্ধব! কৃষ্ণ আমার সন্তান সত্য; তিনি ঈশ্বর এরূপ যদি তোমার মনে লয় তথাপি তাঁহাতে আমার মনোবৃত্তি অবস্থিতি করুক এবং তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে আমার রতি হউক ॥ ৪৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে
৫৮। ৫৯ শ্লোকে যথা ॥

রথারোহণে উদ্ধব মথুরায় গমন করিতেছেন, এমত সময়ে নন্দ মহাশয় রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে উদ্ধব! আমাদের মনের বৃত্তি সকল কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয় হউক, আর আমাদের বাক্য তদীয় নাম-

বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।

মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈরতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে। ইতি ॥ ৫১ ॥

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল সখ্য-ময় ॥ ৫২ ॥ কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ। কেহো দাস্যভাবে করে চরণ সেবন ॥ ৫৩ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

স্যুর্ন তু তত্ত উদাসীনা ইত্যর্থঃ। প্রহ্বণং প্রহ্বাণং নম্রত্বং তদাদিষু। আদিগ্রহণাৎ সেবা-দিকং ॥ ৫০ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৪৭। ৫৯। নঃ কৃষ্ণে রতিঃ স্যাদিতি ॥ তোষণী। কৃষ্ণ ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বররূপেঽপি কৃষ্ণে এবেত্যর্থঃ। তদিচ্ছয়েত্যনুক্ত্বা ঈশ্বরেচ্ছয়েতি পৃথগীশ্বরপাদোক্তিঃ স্বভাবানুসারেণ। কর্ম্মভিরিতি নরলীলাপরত্বাদাত্মনি সাধারণাগমনেন। মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্য-কর্ম্মভিঃ। দানস্য পৃথগুক্তিস্তেষাং স্বেষু প্রাচুর্য্যাৎ। অথচ বাক্যদ্বয়মিদং বিয়োগময়পিতৃবাৎ-সল্যেনাপি সম্ভবতীতি ॥ ৫১—৫৩ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৫। ১৫। ব্যজনৈঃ পল্লবাদিনির্ম্মিতৈঃ ॥ তোষণী। কেচি·

কীর্ত্তনে এবং আমাদের দেহ তাঁহার প্রতি প্রণামাদিতে রত হউক ॥৫০॥

আমরা কর্ম্ম বশতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় যে কোন যোনিতে ভ্রমণ করি, আমাদের মঙ্গলাচরণ ও দানদ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক ॥ ৫১ ॥

বৃন্দাবনে শ্রীদাম প্রভৃতি যত সখাগণ আছেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন, কেবল সখ্যময় স্বরূপ ॥ ৫২ ॥

ঐ সকল সখাগণ মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ এবং কেহ কেহ বা দাস্যভাবে চরণ সেবন করেন ॥ ৫৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ম স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।

অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্নিতি॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী গোপী ব্রজে যত জন। যাঁর পদধূলী করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ যা সবার পর কৃষ্ণের প্রিয়া নাহি আন। সেহো সব করে কৃষ্ণে দাসী অভিমান ॥ ৫৫ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ॥

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।

দিতি বহুত্বং ক্রমেণ পরিবৃত্ত্যা শ্রীমৎপাদাজয়োর্বহুভিঃ সম্বাহনাৎ। কিম্বা বহুলশষ্যাস্থ প্রত্যেকত্রিচতুরতয়া তত্র প্রবৃত্তেরভিপ্রায়েণ। মহাত্মন ইতিঃছান্দসং মহাত্মানঃ পরমভাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তস্য মহাগুণগণাশ্চর্য্যরূপস্য। হতস্তাদৃশ তৎসেবান্তরায়রূপঃ পাপ্মা যৈঃ। তত্যাত্মানমধিক্ষিপতি। তেষাং নিত্যতাদৃশত্বেঽপি অয়মাত্মাপহতপাপ্মেতিবৎ প্রয়োগঃ। এবমিদং পদং পূর্ব্বেণ পরেণাপি যোজ্যং। সম্যক্ মন্দমধুরচালনাদিমুদ্রয়াঽবীজয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩১। ৬। হে ব্রজজনার্ত্তিহন্। হে বীর। নিজজনানাং যঃ স্ময়ো

শুকদেব কহিলেহ, হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে শয়ন করিলে কতকগুলি গোপবালক তাঁহার পাদসম্বাহন এবং অন্য ধূতপাপ বালকেরা পল্লবাদি রচিত ব্যজনদ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগে ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যত প্রেয়সীগণ আছেন, উদ্ধব মহাশয় তাঁহাদিগের চরণধূলি প্রার্থনা করিয়াছিলেম ॥

যাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আর প্রেয়সী নাই সেই সকল গোপাগণও শ্রীকৃষ্ণের দাসীত্ব অভিমান করেন ॥ ৫৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়

৬ শ্লোকে যথা ॥

গোপীগণ কহিলেন, সখে! তুমি ব্রজজনের আর্ত্তিহারী, হে বীর!

ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননকারু দর্শয়। ইতি ॥৫৬॥

তত্রৈব ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ॥

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে

গর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত। হে সখে ভবৎকিঙ্করীর্নোঽস্মান্ ভজ আশ্রয়স্ব নিশ্চিতং। প্রথমং তাবৎ জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয়। ইতি ॥ তোষণী। ব্রজেতি। অত্র অস্মাদ্দুঃখং প্রতিকুর্ব্বন্ নিকটে তিষ্ঠ। অহো আস্তাং তাদৃশোঽপি মনোরথঃ প্রথমং তাবচ্চাত্র মনোহরং জলরুহতুল্যমাননমপি দর্শয়। তত্র ব্রজজনার্ত্তিহন্নিতি তজ্জনস্য যোগ্যত্বমুক্তং। অন্যথাস্মদস্যাদশাপত্ত্যা আর্ত্তিহননাসিদ্ধিঃ স্যাৎ। বীরেত্যাদেরস্যাপি দান-সামর্থ্যমুক্তং। নিজজনো নিজপ্রিয়জনঃ। স্ময়োমানঃ। তব স্মিতমাত্রেণাপি মানো নিরস্যতে। তদর্থমন্তর্দ্ধানেনালমিতি ভাবঃ। অনেনৈব পরমমনোহরত্বমপ্যভিপ্রেতং। অতস্তদবশ্যং দ্রষ্টু-মপেক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। সখে ইতি ভজনে প্রকারবিশেষঃ সূচিতঃ। যথা, অভজনে চাস্মাকং দুর্দ্দশায়াং পশ্চাত্ত্বয়াপি কিল দুঃখং লব্ধব্যং। সখেন তুল্যব্যথত্বাৎ। কিম্বা বিশ্বাসঘাতদোষ-প্রসক্তেরিতি ভাবঃ। বিরহদৈন্যেন সখেত্যস্যাপাত্মনঃ ঔদ্ধত্যমাশঙ্ক্যাহুঃ ভবতঃ কিঙ্করীরিতি। যোষিতামিতি তত্রাস্মাকং সামর্থ্যাভাবাৎ স্বয়মেব কৃপয়া দর্শয়েতি ভাবঃ। অন্যৈস্তৈঃ। যথা, যোষিতাং মধ্যে যে নিজজনাঃ স্বপরিগ্রহাঃ তেষাং স্ময়ধ্বংসনস্মিত। অতএব নিজদাসীরস্মান্ ভজ। তৎপ্রকারমেবাহুঃ। জলেত্যাদিনা আপ্যায়য়স্ব ন ইত্যন্তেন। যদ্বা, পরমার্ত্তী প্রণয়-কোপেনাহুঃ। ব্রজজনার্ত্তিহন্। হে তথাভূতোঽপি যোষিতাং বীর যোষিদ্বধে সমর্থেত্যর্থঃ। অতো বয়ং মৃতপ্রায়া এব বৃত্তাঃ তথা নিজজনঃ মুখম্লাপনকপটস্মিত। তদধুনা অস্তবৎ কিঙ্করী-রন্যা অদাসীরেব ভজ। চারু জলরুহাননঞ্চ নো দর্শয়। মরণস্যৈব নিশ্চিতত্বাৎ। অন্যৎ সমানং ॥ ৫৬ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৪৭। ১৯। তেন সম্মন্ত্রিতা সতী ব্রূতে অপি বতেতি। বত

তোমার হাস্য নিজজনের গর্ব্বনাশক, আমরা তোমার কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও, হে নাথ! আমরা যোষিৎ, প্রথমতঃ আমাদিগকে বদনকমল দর্শন করাও ॥ ৫৬ ॥

ঐ ১০ স্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তর ভ্রমরের সহিত সম্মন্ত্রিত হইয়া গোপীগণ হর্ষভরে বলিতে

স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে

হর্ষে। সৌম্য গুরুকুলাদাগত্য আর্য্যপুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অধুনা কিং মধুপুর্য্যাং বর্ত্তেতে। কদাচিদপি নোঽস্মাকং বার্ত্তাঃ কিং ব্রূতে। অগুরুবৎ সুগন্ধং ভুজং নো মূর্দ্ধ্নি কদা সু ধাস্যতীতি॥ তোষণী। অহো কিং কিং ময়া প্রলপিতং প্রষ্টব্যস্তু স পৃষ্টমিতি পর্য্যবসানে সার্জ্জবং সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সচাপল্যং সোৎকণ্ঠং সগদ্গদং সবাষ্পধারং পৃচ্ছতি। অপীতি। অপি প্রশ্নে। যস্য চরণদ্বয়স্মরণবাক্যত্রয়েণাপ্যন্বয়ঃ। বত ভো দূত। আর্য্যপুত্র ইতি স্মৃত্বা বৃত্ত্যা স এবাস্মাকং বান্ধবঃ পতিঃ অন্যস্তু লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ। বাল্যমারভ্যাস্মাকমস্মদীয়তয়া বাক্যাবাদিতি ব্যঞ্জিতং। তদুক্তং। ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে ত্যাদিনা। ইত্যার্জ্জবং। তত্র মধুপুর্য্যামাস্ত ইতি সাগরং প্রশ্নশ্চিরাৎ সন্দেশস্যাপ্যনাগমনাৎ। ননু কেবলতয়াতিদূর গুরুকুলগমনশ্রবণাৎ। তচ্ছ্রবণে সতি ব্যগ্রতয়া প্রথমং তদেব পৃচ্ছেত। ননু মানভঙ্গী প্রসঙ্গং লভেত। যস্মাদেব ব্রজনন্দেনাপি তত্র পৃষ্টং। তদশ্রবণঞ্চ প্রথমমক্রূরগান্ধীপুরশ্চরণার্থগুপ্তবাসব্যাজেন তৎপ্রত্যাখ্যানাৎ। স চ ব্যাজঃ শক্রভিরতিকাম্ভিভয়াৎ ব্রজস্থানামেবাং গতাত্মপরস্য চ শঙ্কিতত্বাদিতি জ্ঞেয়ং। তদেবমন্যাগমনাজ্ঞানেঽপি সোঽয়ং প্রশ্নস্তু পালম্ভকং গাম্ভীর্য্যং। অথ, দেবি তত্রাসৌ সুখমাস্তে এবেতি চেত্তর্হি অন্যত্যান্ পিত্রাদীন্ কিং স্মরতীত্যনাৎ পৃচ্ছতি স্মরতীত্যাদি। এবমগ্রেঽপি ব্যাখ্যেয়ং। পূর্ব্বপূর্ব্বস্মিন্নুত্তরোত্তর প্রশ্নো জ্ঞেয়ঃ। তত্র পিত্রাদিস্মরণগর্ব্বিতত্বৎসস্পৃহান্ স্মরন্ পৃচ্ছতি। স মধুপুরীনিবাসী ব্রজজনৈকজীবাতুর্বা। আর্য্যপুত্রঃ পিতুর্ব্রজেশ্বরস্য গেহান্ ইতি জন্মভূমিত্বাদিনা স্মরণযোগ্যোক্তা বহুত্বং ব্রজসৌভাগ্যতো নন্দনেন পুত্রসুখার্থং স্থানে স্থানে বিচিত্রগৃহনির্ম্মাণাৎ। গেহশব্দেন তস্য পিতৃমাতৃলালনং তত্র স্বকীয়বাল্যলীলাদিকমুপলক্ষ্যতে বন্ধূন্ জ্ঞাতীন উপনন্দাদীন্। গোপাংশ্চ শ্রীদামাদীন। কচিৎ কস্মিংশ্চিৎ স্থানেঽবসরে বা। স শ্রীদামপ্রিয়সখোঽস্মৎপ্রিয়নাথো বা গৃণীতে। স্বমুখেনোচ্চারয়েদপি। তত্র যোগ্যতামাহ কিঙ্করীণামিতি বহুধা কৃতসেবানাং ইতি দৈন্যং। কথা ইতি বহুত্বং কিঙ্করীণাং বহুত্বাৎ প্রত্যেকং কথাবৈচিত্র্যা অতএব বাহুল্যাচ্চ। কথামিতি পাঠে একামপি। অগুরুসকাশাদপি সুষ্ঠু গন্ধো যস্য তাদৃশং ভুজমিতি ধ্যানবিশেষেণ সাক্ষাৎ সৌরভমনুভবন্তীবোৎকণ্ঠাবেশং দ্যোতয়তি। মূর্দ্ধ্নি ধাস্যতীতি দৈন্যাৎ। কিঙ্করীত্বমেবং

লাগিলেন, অহে সৌম্য! আর্য্যপুত্ত্র শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল হইতে আসিয়া এক্ষণে কি মধুপুরীতে আছেন, তিনি কি পিতৃগৃহ ও বন্ধু গোপদিগকে

ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু। ইতি চ ॥ ৫৭ ॥

তা সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা। সবা হৈতে সর্ব্বমতে পরম অধিকা ॥ ৫৮ ॥ তিঁহ যাঁর দাসী হৈয়া সেবেন চরণ। যার প্রেমগুণে কৃষ্ণ বশ অনুক্ষণ ॥ ৫৯ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০ স্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে ॥

হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।

সর্ব্ববিঘ্ননিবারণপূর্ব্বকং স্থাপয়িষ্যতীত্যর্থঃ। ইতি চাপলং কদেতি তত্রানিশ্চয়েন পরমবৈকল্যং সূচয়তি। অত্রাপি বিতর্কে নুশব্দো বিচারতোঽপ্যনিশ্চয়ং সূচয়ন্তী পরমোৎকণ্ঠা পরকাষ্ঠা দর্শিতা। পূর্ব্বমার্য্যপুত্র ইত্যনুক্ত্বা স্বস্য তদ্বধূত্বং স্থাপয়িত্বাপি সংপ্রতি কিঙ্করীত্বস্থাপনপ্রার্থনা দৈন্যাদেব তাৎপর্য্যাত্তু তদ্বধূত্ব এব। যথা নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নম ইতি সঙ্কল্প্যাপি শ্যামসুন্দর তে দাস্য ইতি কুমারীভিরুক্তং তদ্বৎ। তস্যাহং গৃহমার্জ্জনীত্যাদি শ্রীকালিন্দ্যাদিবচনবচ্চ। অন্যৈস্তুঃ। যদ্বা, বত খেদে। অধুনাপি মধুপুর্য্যামেবাস্তে কিং এতাবন্তং কালং তত্র স্থাতুং নার্হতি। কিন্তু শীঘ্রমাগন্তুমর্হতীতি ভাবঃ। অত্র আর্য্যপুত্রঃ। সৌম্যাশ্চ তে বন্ধবশ্চ তান্। অতিসুপ্রকৃতত্বাদিনা স্মরণযোগ্যাতোক্তা ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩০। ৩৩। অনুতাপমাহ হা নাথেতি ॥ তোষণী। বিলাপ

স্মরণ করেন ? আমরা তাঁহার কিঙ্করী ছিলাম, আমাদের কথা কি কখন বলেন ? তিনি কবে আসিয়া অগুরুবৎ সুগন্ধ হস্ত আমাদের মস্তকে বিন্যস্ত করিবেন ? ॥ ৫৭ ॥

অন্যান্য গোপীগণের কথা থাকুক, স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকা সমুদায় গোপরামা অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে পরম অধিকা হয়েন ॥ ৫৮ ॥

ঐ শ্রীরাধিকা যাঁহার দাসী হইয়া চরণ সেবন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেম ও গুণে নিরন্তর বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে
৩৩ শ্লোকে যথা ॥

শ্রীরাধা বিলাপ করিয়া কহিতেছেন, হা নাথ ! হা প্রিয়তম ! হা

দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিমিতি ॥ ৬০ ॥

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী। তাহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৬১ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০ স্কন্ধে ৮৩ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

মেবাহ। হা নাথেতি। হা খেদে। আর্ত্তি সম্বোধনে বা। ততশ্চ সর্ব্বত্রৈব যোজ্যং। নাথ স্বামি তস্মাৎ পালক। রমণ কামোচিত সুখপ্রদ। প্রেষ্ঠ মদ্বিষয়কত্বচ্চিত্তপ্রেমবিস্তারক। ক্বাসি। এবময়ং ময়ি স্নিগ্ধোঽপি সংপ্রত্যেকাকী ক বর্ত্তসে। হা হা তদজ্ঞানেন মমচিত্তং স্ফুটতীতি ভাবঃ। বীপ্সাতিবৈয়গ্র্যেণ। পুনরালিঙ্গনাদিনিজসৌভাগ্যস্মারকেণ নিজরসোদ্দীপকতদঙ্গবিশেষসৌন্দর্য্যস্মরণেন মুহুস্তীরাহ মহাভুজেতি। পুনরপি দৈন্যেনাহ। দাস্যা ইত্যাদি। তত্রৈব কিং পুনরপি মমালিঙ্গনাদিলাভায় মমাবাসং মৃগয়সীত্যাশঙ্ক্য নহি নহীত্যাহ। সখে দত্তনিজসাহচর্য্যসৌভাগ্যসন্নিধিং নিজসন্নিধানমপি দর্শয় জ্ঞাপয়মাত্রং। সাহচর্য্যদানেন ভবতৈব জনিতবাসনানি সম্প্রতি তত্র মা গৃহ্নামি। কিন্তু ত্বমত্র বিদ্যস ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা ভবেয়মিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ। দাস্যাঃ সখ্যাদাবযোগ্যায়াঃ। কিন্তু তাদৃশত্বংস্বরূপৈরেব বলাদুৎপাদিতত্বদেকসুখানুকূল্যতাৎপর্য্যায়া ইত্যর্থঃ। তত্রাপি কৃপণায়াঃ। তদিদং দুঃখং সোঢ়ুমশক্তায়াঃ পরিহর্ত্তুঞ্চাজানত্যা ইত্যর্থঃ। অতো ন ময়ি বঞ্চনা কার্য্যা নাপি মিথ্যানুতাপনীয়ং বপ্তবামিতি ভাবঃ। ঔদার্য্যনামাচাহুত্তাপোহয়ং যথোক্তঃ। ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধা ইতি। ততশ্চ সা বিমুহ্য হন্ত ভূমাবপতদিতি জ্ঞেয়ং। অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮৩। ১১। সখ্যা অর্জ্জুনেন। তস্য গৃহসম্মার্জ্জনকর্ত্রী ॥ তোষণী !

রমণ! হে মহাবাহো! কোথায় রহিলে। সখে! আমি অতিদীনা, তোমার দাসী, আমাকে আপনার সন্নিধান দর্শন করাও ॥ ৬০ ॥

অপর দ্বারকাতে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি যত মহিষীগণ আছেন, তাঁহারাও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করেন ॥ ৬১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ৮৩ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনীত্যাদি ॥ ৬২ ॥

১০ স্কন্ধে ৮৩ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোক ॥

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং-বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম। ইতি চ ॥ ৬৩ ॥

আন্যের কা কথা বলদেব মহাশয়। যাঁর ভাবশুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদি-ময় ॥ তিহঁ আপনাকে করেন দাস ভাবনা। কৃষ্ণদাস ভাব বিনু আছে

সা মাং সখ্যা সহোপেত্য। নন্থ, তপশ্চরণাদিনা ত্বমেব তস্য যোগ্যা ভার্য্যা। নেত্যাহ তস্য গৃহমার্জ্জনীচ দাসী নচ পত্নীত্বযোগ্যেত্যর্থঃ। তত্রাস্থানে মিত্রবৃন্দা জ্ঞেয়ৈব ॥ ৬২ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮৩। ৩৪। ইমা অষ্টৌ বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা স্বধর্ম্মেণ চ অদ্ধা সাক্ষাৎ তস্য গৃহদাসিকা বভূবিম ॥ তোষণী। এবমাবেশেনাত্মানং বহু বর্ণয়িত্বা সলজ্জা ইব সর্ব্বাঃ স্বজ্যেষ্ঠা সন্তোষয়ন্ত্যুপসংহরন্তি আত্মারামস্যেতি। স্বয়মেব পূর্ণত্বাদাত্মমাত্রক্রীড়া-যোগ্যস্যাপি তস্য বয়ং গৃহদাসিকা বভূবিমেতি তস্য কারুণ্যমাত্রমত্র কারণমিতি ভাবঃ। এবং দৈন্যাত্ত্বাবিশেষাব্যঞ্জনেন, কিন্তু ভক্তিমাত্রব্যঞ্জনেন তত্তদ্বর্ণনেন স্বয়ং তত্তৎকথনপ্রাগল্ভ্য-মপাচ্ছন্নঃ ॥ ৬৩—৮৪ ॥

কালিন্দী কহিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ প্রার্থনায় তপস্যা করিতেছিলাম, এমত কালে স্বীয় সখা অর্জ্জুনের সহিত আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার পাণিগ্রহণ করিলেন, সেই অবধি আমি ইহাঁর গৃহ মার্জ্জনকারিণী দাসী হইয়াছি ॥ ৬২ ॥

ঐ ১০ স্কন্ধের ৮৩ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে যথা ॥

শ্রীলক্ষ্মণা কহিতেছেন, এইরূপে আমরা সকলে কত কত তপস্যা দ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই আত্মারামের গৃহদাস্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৬৩ ॥

অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং বলদেব মহাশয়, যাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদি ভাব, তিনিও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাস

কোন জনা ॥ ৬৪ ॥ সহস্রবদনে যেঁহ শেষ সঙ্কর্ষণ। দশ বপু ধরি করে কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬৫ ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ। গুণ অবতার তিঁহ সর্ব্ব অবতংশ ॥ তিঁহ ত করেন কৃষ্ণদাস্যের প্রত্যাশ। নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস ॥ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণলীলা গুণ গাই নাচে নিরন্তর ॥ ৬৬ ॥ পিতা মাতা গুরু সখা ভাব কেনে নয়। কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব দাস্যভাব সে করয় ॥৬৮॥ এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর। আর সব যত তার সেবকানুচর ॥৬৮॥ সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য

বলিয়া অভিমান করেন, অতএব কৃষ্ণদাস-ভাব ব্যতিরেকে অন্য কে আছে, সকলই কৃষ্ণদাস ॥ ৬৪ ॥

অপিচ, যিনি সহস্রবদনে শেষ নামক সঙ্কর্ষণ, তিনি দশ প্রকার অর্থাৎ ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপধান, বসন, উপবন, বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন এবং ধরণীধারণ, এই দশবিধ শরীর ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন ॥ ৬৫ ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত রুদ্রগণ আছেন, তাঁহারা সদাশিবের অংশ, ঐ সদাশিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণাবতার, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের দাস্যের প্রতি অভিলাষ করেন, ঐ শিব সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস। উনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল এবং দিগম্বর হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গুণ গান করিয়া নৃত্য করেন ॥ ৬৬ ॥

পিতা, মাতা, গুরু, সখা ইত্যাদি যে কোন ভাব হউক না কেন, কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাব এই যে, উনি সকলকে দাস্যভাব প্রাপ্তি করান ॥ ৬৭ ॥

এক শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য অর্থাৎ সকলের সেবনীয় এবং জগতের ঈশ্বর, আর যত সব আছেন, তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের সেবক ও অনুচর ॥৬৮॥

ঐ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, একারণ আর

ঈশ্বর। অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৬৯ ॥ কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস। যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৭০ ॥ চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥ ইহা কহি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর। ক্ষণেকে বসিয়া আচার্য্য হইয়া সুস্থির ॥ ৭১ ॥ ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেই ভাবে অনু-

যত সব আছে, তাঁহারা সমুদায়ই শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ৬৯ ॥

কেহ মানে এবং কেহ মানে না, কিন্তু সকলই শ্রীকৃষ্ণের দাস। যে ব্যক্তি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া না মানে, সেই পাপে তাহার সর্ব্বনাশ হয় * ॥ ৭০ ॥

আমি চৈতন্যের দাস, আমি চৈতন্যের দাস, আমি চৈতন্যের দাস এবং আমি চৈতন্যের দাস, এই বলিয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক গভীর স্বরে নৃত্য ও গান করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সুস্থির হইয়া কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলেন ॥ ৭১ ॥

মূল শ্রীবলরাম ভক্তাভিমানী, একারণ তাঁহার যত অংশ তৎসমুদায়ই

* এই বিষয়ের প্রমাণ একাদশস্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ২। ৩ শ্লোকে যথা ॥

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

চমস যোগেন্দ্র নিমিরাজকে কহিলেন, মহারাজ! শীঘ্র জনক গুরুরূপি ভগবানের অনাদর প্রযুক্ত তাহাদের দুর্গতি লাভ হইবে, অতএব শ্রবণ কর, পরম পুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সহিত গুণানুসারে পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ॥

সেই বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মপ্রভব ঈশ্বর পুরুষকে না জানা নিমিত্ত ভজনা করে না অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥ ৭০ ॥

গত তাঁর অংশগণে ॥ ৭২ ॥ তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥ তাঁর অবতার আর শ্রীযুৎ লক্ষ্মণ। শ্রীরামের দাস্য তিঁহ কৈল অনুক্ষণ ॥৭৩॥ সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৭৪ ॥ তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচার্য্য। কায়মনোবাক্যে সদা ভক্তি তাঁর কার্য্য ॥ ৭৫ ॥ বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর। মুঞি তাঁর ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর ॥ ৭৬ ॥ জল তুলসী দিয়া করে কায়েতে সেবন। ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিল ভুবন ॥ ৭৭ ॥ পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ। কায়ব্যূহ করি করে কৃষ্ণের সেবন ॥৭৮॥

আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

শ্রীবলরামের অন্য এক অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ, ইনি সর্ব্বদা ভক্তাভিমান করেন। ঐ বলরামের আর এক অবতার শ্রীলক্ষ্মণ, উনি নিরন্তর শ্রীরামচন্দ্রের দাসত্ব করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

অপর কারণাব্ধিশায়ী * শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের অবতার, উঁহার অন্তরে ভক্তভাব বিরাজমান ॥ ৭৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কারণাব্ধির প্রকাশ ভেদ, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা উঁহার ভক্তিকার্য্য হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বাক্যে কহেন, আমি শ্রীচৈতন্যের অনুচর ও মনোমধ্যে আমি শ্রীচৈতন্যের ভক্ত, এই বলিয়া নিরন্তর চিন্তা করেন ॥৭৬॥

আপনি জল ও তুলসী দিয়া শরীরদ্বারা সেবা করত ভক্তিপ্রচার দ্বারা সমুদায় জগৎ নিস্তার করিলেন ॥ ৭৭ ॥

অপর যিনি শেষ নামক সঙ্কর্ষণ পৃথিবী ধারণ করেন, তিনি কায়ব্যূহ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন ॥ ৭৮ ॥

* কারণাব্ধিশায়ী, মহাবিষ্ণু ও সদাশিব একতত্ত্ব। এজন্য কোন কোন ব্যক্তি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীসদাশিব বলিয়া মানিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

এই মত সব হয় কৃষ্ণের অবতার। নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার॥ এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত অবতার। ভক্ত অবতার পদ উপরি সবার॥ ৮০॥ অতএব অংশী কৃষ্ণ অংশ অবতার। অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ আচার॥ ৮১॥ জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভু জ্ঞান। কনিষ্ঠভাবে আপনাকে ভক্ত অভিমান॥ ৮২॥ কৃষ্ণের সমতা হৈতে ভক্তভাব বড় পদ। আত্ম হৈতে বড় কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥ ৮৩॥ আত্ম হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি মানে। ইহাতে সকল শাস্ত্র বচন প্রমাণে॥ ৮৪॥

এই মত শ্রীকৃষ্ণের যত অবতার হইয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা ভক্তির আচার দেখা যায়॥ ৭৯॥

শাস্ত্রে এ সকলকে ভক্তাবতার কহেন, ভক্ত অবতার এই পদ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ৮০॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণ অংশী * আর যত অবতার তাঁহারা অংশ, অংশী অংশে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ব্যবহার দৃষ্ট হয়॥ ৮১॥

যিনি অংশী তিনি জ্যেষ্ঠ, আর যিনি অংশ তিনি কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠভাবে অংশিতে প্রভুজ্ঞান হয়, আর যিনি অংশ, তিনি কনিষ্ঠভাবে আপনাকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন॥ ৮২॥

কৃষ্ণের সমতা হইতে ভক্ত এই পদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ আপনার শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা ভক্তকে প্রেমাস্পদ বলিয়া জ্ঞান করেন অর্থাৎ ভক্তকে যত ভাল বাসেন, আপনার দেহেতে তত প্রীতি করেন না॥৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণ যে আপনার দেহ অপেক্ষা ভক্তকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানেন,

* অংশী শব্দের অর্থ এই যে, যাহাতে অংশ আছে, তাহার নাম অংশী অর্থাৎ পূর্ণ আর যাহা পূর্ণের এক এক ভাগ তাহার নাম অংশ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। এক শ্রীকৃষ্ণমাত্র অংশী আর বলদেবপ্রভৃতি যত অবতার তৎসমুদায় অংশ॥ ৮১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবানিতি ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন। ভক্তভাবে করি তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥৮৬॥ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ অনুভব। মূঢ় লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ৮৭ ॥ ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলদেব লক্ষ্মণ। অদ্বৈত

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ১৪। ১৪। যথাপি স এব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ ন তথেতি দ্বাভ্যাং। আত্মযোনির্ব্রহ্মা পুত্রোঽপি শঙ্করঃ মৎস্বরূপভূতোঽপি সঙ্কর্ষণো ভ্রাতাপি শ্রীর্ভার্য্যাপি আত্মা মূর্ত্তিরপি। যথা ভক্ত ইতি বক্তব্যে অতিহর্ষেণাহ ভবানিতি ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ। ন তথেতি। অত্রাত্মযোনিত্বেন পুত্রত্বং। শঙ্করত্বেন সুখকরত্বসূচনাসাহচর্য্যাৎ। সঙ্কর্ষণত্বেন গর্ভসঙ্কর্ষণসূচনয়া ভ্রাতৃত্বং। শ্রীত্বেনাশ্রয়সূচনয়া ভার্য্যাত্বং ব্যজ্যতে। ততশ্চ পুত্রত্বাদিনা ন তে প্রিয়তমাঃ, কিন্তু ভক্ত্যৈব। অতো ভক্ত্যাধিক্যাদ্যথা ভবান্ প্রিয়তমঃ, তথা ন তে ইত্যর্থঃ। —ইতি ভক্তানাং প্রিয়তমত্বে নিদর্শনং ॥ ৮৫—১০১ ॥

তাহাতে শাস্ত্রসকলের বচনই প্রমাণস্বরূপ ॥ ৮৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে

১৪ শ্লোকে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয়তম, তদ্রূপ ব্রহ্মা আমার পুত্র হইলেও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইলেও, লক্ষ্মী আমার ভার্য্যা হইলেও, অথবা আমার এই নিজ মূর্ত্তিও আমার তদ্রূপ প্রিয় নহে ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সমান হইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদন হয় না, এ কারণ অবতার সকল ভক্তভাবে তদীয় মাধুর্য্য চর্ব্বণ করিয়া থাকেন ॥৮৬

শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞজনের এই অনুভব, মূঢ় লোকে ভাবের তাৎপর্য্য জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮৭ ॥

নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ॥ কৃষ্ণের মাধুর্য্য রসামৃত করি পান॥ সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন॥ ৮৮॥ অন্যের কার্য্য আছুক আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ॥ ৮৯॥ স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনু নহে তার আস্বাদন॥ ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥৯০॥ নানা ভক্তভাবে করে স্বমাধুর্য্য পান। পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান॥ ৯১॥ অবতার গণের ভক্তভাব অধিকার। ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর॥ ৯২॥ মূল ভক্ত অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভক্ত অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন॥ ৯৩॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞির মহিমা

শ্রীবলদেব, লক্ষ্মণ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ ও সঙ্কর্ষণ ইহাঁরা সকল ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরসরূপ অমৃত পান করিতেছেন এবং সেই সুখেই মত্ত থাকিয়া অন্যবিষয়ের সুখানুভব করেন না॥৮৮

অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আপনার মাধুর্য্য পাননিমিত্ত সর্ব্বদা সতৃষ্ণ হয়েন॥ ৮৯॥

শ্রীকৃষ্ণ আপনার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে যত্ন করেন, কিন্তু ভক্তভাব ব্যতিরেকে উহা আস্বাদন হইতে পারে না, এজন্য ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভাবপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন॥৯০

শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে স্বীয় মাধুর্য্য পান করেন, পূর্ব্বে এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছি॥ ৯১॥

সে যাহা হউক, অবতারগণের ভক্তভাবেই অধিকার, যেহেতু ভক্তভাব ভিন্ন অন্যত্র অধিক সুখ লাভ হয় না॥ ৯২॥

শ্রীসঙ্কর্ষণদেব ভক্তাবতারের মূল স্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভক্তবতার মধ্যে পরিগণিত॥ ৯৩॥

অপার । যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥৯৪॥ কীর্ত্তন প্রচারি কৈল জগৎ তারণ । অদ্বৈত প্রসাদে লোক পায় প্রেমধন ॥ ৯৫ ॥ অদ্বৈত-মহিমানন্ত কে পারে কহিতে । সেই লেখি যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ৯৬ ॥ আচার্য্য চরণে মোর কোটি নমস্কার । ইথে কিছু অপরাধ না লহ আমার ॥৯৭॥ তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ । তাহার ইয়ত্তা কহি বড় অপরাধ ॥৯৮॥ জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য । জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ৯৯ ॥ দুই শ্লোকে কৈল অদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ । পঞ্চ-

---

অদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামির মহিমার পার নাই, উঁহিই হুঙ্কার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন ॥ ৯৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কীর্ত্তন প্রচার করিয়া জগৎ উদ্ধার করিলেন এবং উঁহারই প্রসাদে লোকসকল প্রেমধন প্রাপ্ত হইল ॥ ৯৫ ॥

আহা ! শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মহিমা অনন্ত, কোন ব্যক্তির এমত শক্তি নাই যে, তাহা বর্ণন করিয়া অন্ত করিতে পারে, আমি মহাজনের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম ॥ ৯৬ ॥

আমি আচার্য্য চরণে কোটি কোটি নমস্কার করি, ইহাতে তিনি যেন আমার কোন অপরাধ গ্রহণ না করেন ॥ ৯৭ ॥

প্রভো ! কোটি সমুদ্র অপেক্ষাও তোমার মহিমা অগাধ, আমি তাহার ইয়ত্তা (পরিমাণ) কহিতেছি, ইহাই আমার বড় অপরাধ ॥৯৮॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও আর্য্য শ্রীনিত্যানন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ৯৯ ॥

হে ভক্তগণ ! এই দুই শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্বনিরূপণ করিলাম,

তত্ত্ব বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥১০০॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

এক্ষণে পঞ্চতত্ত্বের কিছু বিচার করি শ্রবণ করুন ॥ ১০০ ॥

শ্রীরূপ এবং রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ১০১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে টিপ্পনীতে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বনিরূপণ নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

———०:•:०———

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য ভক্তিপ্রেমবদান্যতা ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার চরণাশ্রিত সেই সেই ধন্য ॥ ২ ॥ পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার। গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥ পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে। পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ৪ ॥ পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।

হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং। শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যমেব দর্শয়তি। অগতীতি। অগতীনামেকা অনান্যা গতিঃ শরণং। নচ গতিমাত্রং কিন্তু হীনানাং সজ্জন্মকর্ম্মরহিতানামতিনীচজনানাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি ধর্ম্মাদয়ো বা তেষামধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকমিতি ॥ ১—৫৬ ॥

গ্রন্থকার কহিলেন, অগতির এক গতি অর্থাৎ গতিহীনের এক আশ্রয় এবং হীন অর্থাৎ সজ্জন্ম কর্ম্মরহিত নীচজন সকলের যে অর্থ অর্থাৎ ধর্ম্মাদি প্রয়োজন, তাহার যিনি সাধক, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা অর্থাৎ দাতৃত্ব লিখিতেছি ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, তাঁহার চরণারবিন্দকে যে আশ্রয় করিয়াছে, সেই ধন্য হইয়াছে ॥ ২ ॥

হে ভক্তগণ! পূর্ব্বে গুরুপ্রভৃতি ছয় তত্ত্বকে নমস্কার করিয়াছি এবং গুরুতত্ত্বও বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে পঞ্চতত্ত্বের বিচার করি শ্রবণ করুন ॥৩॥

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ পঞ্চতত্ত্বে মিলিত হইয়া আনন্দে সঙ্কীর্ত্তন করেন ॥ ৪ ॥

রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিনঃ কড়চায়াং শ্লোকো যথা ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥ ৬ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর। অদ্বিতীয় নন্দাত্মক রসিকশেখর ॥
রাসাদি বিলাসী ব্রজললনানাগর। আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর ॥ ৭॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥৮॥

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, যদিচ ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, তথাপি রস আস্বাদননিমিত্ত বিবিধ প্রকার ভেদ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীস্বরূপগোস্বামির
কড়চাধৃত শ্লোক যথা ॥

যিনি প্রথম স্বয়ং ভক্তরূপ, দ্বিতীয় ভক্তস্বরূপ অর্থাৎ নিত্যানন্দরূপ, তৃতীয় ভক্তাবতার রূপ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যরূপ চতুর্থ ভক্তাখ্য অর্থাৎ ভক্তনামক শ্রীবাসাদিরূপ এবং পঞ্চম ভক্তশক্তিক অর্থাৎ গদাধরাদিরূপ এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি ॥৬॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ঈশ্বর, ইনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ ইঁহার দ্বিতীয় নাই, ইনি নন্দাত্মজ এবং রসিকের চূড়ামণি রাসাদি বিলাসী ব্রজললনাগণের নায়কস্বরূপ, আর যত অবতার তৎসমুদায় নন্দাত্মজের পরিকর ॥ ৭ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বৃন্দাবনে যে সকল পরিকর ছিলেন, তাঁহারাই ইঁহার সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন, অতএব উঁহারা সকলই ধন্য ॥ ৮ ॥

একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর । ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব । আপনাস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ৯॥ ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি । ভক্তস্বরূপ তাঁহার নিত্যানন্দ ভাই ॥ ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্যগোসাঞি । এই তিন তত্ত্ব বলে প্রভু করি গাই ॥ ১০ ॥ এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন । দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১১ ॥ এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি । চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি ॥ ১২ ॥ শ্রীনিবাস আদি কোটি কোটি ভক্ত-গণ । শুদ্ধ ভক্ততত্ত্ব মধ্যে যাঁহার গণন ॥ গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অব-তার । অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার ॥ ১৩ ॥ যাঁহা সব লঞা প্রভুর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বর একাকী ঈশ্বর তত্ত্ব, তাঁহার ভক্তভাবস্বরূপ শুদ্ধ সত্ত্ব কলেবর । কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে, ঐ মাধুর্য্য আপনাকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তভাব করি-য়াছে ॥ ৯ ॥

এজন্য শ্রীচৈতন্য গোস্বামী ভক্তভাব ধারণ করিয়াছেন, ভ্রাতা নিত্যা-নন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তস্বরূপ এবং অদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামী ভক্ত অবতার, সকলে এই তিন তত্ত্বকে প্রভু বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১০ ॥

এক জন মহাপ্রভু, আর দুইজন প্রভু, দুই প্রভু অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই দুইজন মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সেবা করেন ॥ ১১ ॥

এই তিন তত্ত্বকে সকলের আরাধ্য বলিয়া মানি, চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব তাহাকে আরাধক (উপাসক) বলিয়া জানি ॥ ১২ ॥

যে সকল শ্রীবাসাদি কোটি কোটি ভক্তগণ, তৎসমুদায় ভক্ততত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত । আর শ্রীগদাধরাদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তি অব-তার, ইনি অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া গণিত হয়েন ॥ ১৩ ॥

নিত্য বিহার। যাঁহা সব লঞা প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার॥ যাঁহা সবা লৈয়া করে প্রেম আস্বাদন। যাঁহা সবা লৈয়া দান করে প্রেমধন॥ ১৪॥ এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া। পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥ পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন। যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ॥ ১৫॥ পুনঃ পুনঃ পিঞা পিঞা হয় উনমত্ত। নাচে গায় হাসে কান্দে যৈছে মদমত্ত॥ ১৬॥ পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। যেই যাহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥ ১৭॥ লুট্যা খাঞা দিয়া করে ভাণ্ডার উজাড়ে। আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণে বাঢ়ে॥ ১৮॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সকলকে সঙ্গে লইয়া নিত্য বিহার, সঙ্কীর্ত্তন প্রচার, প্রেম আস্বাদন ও প্রেমধন বিতরণ করেন॥ ১৪॥

মহাপ্রভু এই পঞ্চতত্ত্বে মিলিত হইয়া পৃথিবীতে আগমন করত পূর্ব্বে যে প্রেমভাণ্ডার মুদ্রাদ্বারা অবরুদ্ধ ছিল অর্থাৎ দাররুদ্ধ করিয়া তাহাতে যে মোহর করিয়া রাখা যায়, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পঞ্চতত্ত্বে মিলিত হওত প্রেমধন লুট ও তাহার আস্বাদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ প্রেমধন যত যত পান করেন, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে আরও তৃষ্ণার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ১৫॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রেমধন পান করত উন্মত্ত হইয়া যেমন মদমত্ত ব্যক্তি নৃত্য গীত, হাস্য ও রোদন করে, তাহার ন্যায় সর্ব্বদা নৃত্য, গীত, হাস্য ও রোদন করিয়া থাকেন॥ ১৬॥

এই পঞ্চতত্ত্ব পাত্রাপাত্র বা স্থানাস্থান বিচার না করিয়া যিনি যাহাকে যে স্থানে প্রাপ্ত হয়েন, তিনি সেই স্থানে তাহাকে প্রেমধন বিতরণ করেন॥ ১৭॥

ইহাঁরা লুট করিয়া, খাইয়া, বিতরণ করিয়া, প্রেমভাণ্ডার যতই

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী বালক যুবা বৃদ্ধ সকল ডুবায় ॥ ১৯ ॥ সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ। প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২০ ॥ জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ। তাহা দেখি পঞ্চ জনের অধিক উল্লাস ॥ ২১ ॥ যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন। তত তত বাঢ়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন ॥ ২২ ॥ মায়াবাদি কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ। নিন্দক পাষণ্ড যত পড়ুয়া অধম। এই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা তা সবারে ছুইতে নারিল ॥ ২৩ ॥ তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন। জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ কেহ

উজাড় করেন কিন্তু প্রেম-ভাণ্ডারের আশ্চর্য্য শক্তি এই যে, ঐ প্রেম শতগুণে বৃদ্ধিশীল হয় ॥ ১৮ ॥

প্রেমবন্যা উচ্ছলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত স্ত্রী বালক যুবা বৃদ্ধ সকলকেই ডুবাইতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড় ও অন্ধপ্রভৃতি যত জগজ্জন ছিল প্রেমবন্যা সেই সকলকে ডুবাইতে লাগিল ॥ ২০ ॥

এইরূপে জগৎ প্রেমবন্যায় নিমগ্ন হওয়াতে জীবের বীজ অর্থাৎ অবিদ্যাবন্ধন বিনাশ হইল, তদ্দর্শনে ঐ পঞ্চজনের অধিকতর উল্লাস হইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

এই পঞ্চজন যত যত প্রেমবৃষ্টি করেন, তত তত জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিল ॥ ২২ ॥

মায়াবাদি, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, নিন্দক, পাষণ্ড এবং যত অধম ছাত্র ছিল, সেই সকল মহাদক্ষ দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল, প্রেমবন্যা উহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারিল না ॥ ২৩ ॥

এই ব্যবহার দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনোমধ্যে এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি জগৎ ডুবাইবার জন্য যত্ন করিলাম কিন্তু

কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ। তা সবারে ডুবাইতে পাতি কিছু রঙ্গ ॥ ২৪ ॥ এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার। সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার ॥২৫॥ চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ আশ্রমে। পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতি ধর্ম্মে ॥২৬॥ সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ২৭ ॥ পড়ুয়া পাষণ্ডি কর্ম্মি নিন্দকাদি যত। তারা আসি প্রভু পায়ে হৈল অবনত ॥ ২৮ ॥ অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে। কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজলে ॥ ২৯ ॥ সব নিস্তারিতে প্রভুর কৃপা অবতার। সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩০ ॥ তবে নিজভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি। সবে এক এড়াইল কাশীর

কেহ কেহ ইহাতে নিমগ্ন হইল না, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, অতএব ঐ সকল মায়াবাদি (দেহাত্মবাদি) প্রভৃতিকে ডুবাইবার জন্য কিছু রঙ্গ বিস্তার করি ॥ ২৪ ॥

এই বলিয়া প্রভুবর মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ বিচার করত সন্ন্যাস আশ্রম অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত থাকিয়া পঞ্চবিংশতি বর্ষে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ॥ ২৬ ॥

যে সমস্ত তার্কিকাদি প্রেমবন্যার ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া সেই সকলকে আকর্ষণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

ছাত্র, পাষণ্ডী, কর্ম্মী ও নিন্দকপ্রভৃতি যত ছিল, তাহারা সকলে আসিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণে অবনত হইল ॥ ২৮ ॥

মহাপ্রভুর প্রেমজালে কে পরিত্রাণ পাইবে, ঐ সকল মায়াবাদিরা আগমনপূর্ব্বক অপরাধ ক্ষমা করাইয়া প্রভুর প্রেমজলে নিমগ্ন হইল ॥ ২৯ ॥

সকলকে নিস্তার করিতে প্রভু কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া সকলের নিস্তার বিষয়ে অসীম চাতুর্য্য প্রকাশ করিলেন ॥ ৩০ ॥

মায়াবাদী ॥ ৩১ ॥ বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে। মায়াবাদিগণ সব লাগিল নিন্দিতে ॥ ৩২ ॥ সন্যাসী হইয়া করে নাচন গায়ন। না করে বেদান্তপাঠ করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ মূর্খ সন্ন্যাসী নিজধর্ম্ম নাহি জানে। ভাবুক হইয়া ফিরে ভাবুকের সনে ॥ ৩৩ ॥ এ সব শুনিয়া গোসাঞি হাসে মনে মন। উপেক্ষায় না করিল কার সম্ভাষণ ॥ ৩৪ ॥ উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন। মথুরা দেখিয়া কৈল পুনরাগমন ॥ কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর। তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ। সন্ন্যাসির সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৩৫ ॥ সনাতন-

আহা! প্রভুর কি আশ্চর্য্য মহিমা, ম্লেচ্ছপ্রভৃতি সকলকেই ভক্ত করিলেন, কেবল কাশীবাসি মায়াবাদি মাত্র অবশিষ্ট রহিল ॥ ৩১ ॥

বৃন্দাবন গমন কালীন মহাপ্রভু কাশীতে অবস্থিতি করিলে মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আসিয়া এই বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া বেদান্তপাঠ করে না, নৃত্য, গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করত ভাবুকের সঙ্গে ভাবুক হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, সে মূর্খসন্ন্যাসী, সে আপনার ধর্ম্ম জানে না ॥ ৩৩ ॥

মহাপ্রভু এই সকল নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাস্য করত উপেক্ষায় কাহারও সহিত সম্ভাষা করিলেন না ॥ ৩৪ ॥

ঐ সকলকে উপেক্ষা করিয়া মথুরায় গমনপূর্ব্বক মথুরা সন্দর্শন করিয়া পুনরায় কাশীতে আগমন করিলেন। তথায় চন্দ্রশেখর নামক এক ব্যক্তি শূদ্রজাতি লেখক ছিলেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করত, তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন সন্ন্যাসির সহিত নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন না ॥ ৩৫ ॥

গোসাঞি আসি তাঁহাঞি মিলিলা। তাঁরে শিক্ষা দিতে প্রভু দুইমাস রহিলা ॥ ৩৬ ॥ তাঁরে শিখাইল যত বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। ভাগবতাদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম্ম ॥৩৭॥ ইতি মধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন। দুঃখী হৈয়া কৈল প্রভুপাদে নিবেদন ॥ কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। না পারি সহিতে ইথে ছাড়িব জীবন ॥ তোমারে নিন্দয়ে সর্ব্ব সন্ন্যাসির গণ। শুনিতে না পারি ভাটে হৃদয় শ্রবণ ॥ ৩৮ ॥ ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিঞা। সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া। এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ সকল সন্ন্যাসী মুঞি

সনাতনগোস্বামী আগমন করিয়া ঐ স্থানে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হয়েন, সনাতনকে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু তথায় দুই মাস অবস্থিতি করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ঐ সময়ে তিনি বৈষ্ণবের যত প্রকার ধর্ম্ম ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের যত গূঢ় তাৎপর্য্য, তৎসমুদায় সনাতনগোস্বামিকে উপদেশ করিতেছিলেন ॥ ৩৭ ॥

এমত সময়ে চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র এই জন দুঃখিত হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে এই বলিয়া নিবেদন করিলেন যে, প্রভো! আপনার কত নিন্দা শ্রবণ করিব, আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, এক্ষণে জীবন পরিত্যাগ করিব ॥

হে ভগবন্! সমস্ত সন্ন্যাসিগণ আপনাকে নিন্দা করে, আমরা শুনিতে পারিতেছি না, তাহাতে আমাদের হৃদয় ও কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্যবদনে অবস্থিত আছেন, এমত সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধারণপূর্ব্বক এই নিবেদন করিলেন। প্রভো! আমি আপনার নিকট এক বস্তু ভিক্ষা

কৈলুঁ নিমন্ত্রণ। তুমি যদি আইস তবে পূর্ণ হয় মন॥ না যাহ সন্ন্যাসি গোষ্ঠী ইহা আমি জানি। মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥ ৩৯॥ প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার। সন্ন্যাসিরে কৃপা হেতু এ ভঙ্গী তাঁহার॥ ৪০॥ সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে। তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে॥ ৪১॥ আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র ভবনে। দেখিলেন বসিয়াছে সন্ন্যাসির গণে॥ ৪২॥ সবা নমস্করি গেলা পাদপ্রক্ষালনে। পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে॥ ৪৩॥ বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। মহা তেজোময় বপু কোটি সূর্য্য ভাস॥৪৪

প্রার্থনা করি, আপনি প্রসন্ন হইয়া অর্পণ করুন। প্রার্থনা এই যে, আমি সকল সন্ন্যাসিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি যদি আগমন করেন তাহা হইলে আমার মানস পূর্ণ হয়। আপনি যে সন্ন্যাসি গোষ্ঠীতে গমন করেন না আমি তাহা অবগত আছি, তথাপি আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন॥ ৩৯॥

অনন্তর মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করত সন্ন্যাসিদিগকে কৃপা করিব এই অভিপ্রায়ে তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন॥ ৪০॥

মহাপ্রভু কাহারও ঘরে গমন করেন না, যদিচ ব্রাহ্মণ এ বিষয় অবগত ছিলেন তথাপি মহাপ্রভুর প্রেরণায় অর্থাৎ অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ নিমিত্ত অতিশয় আগ্রহ করিলেন॥ ৪১॥

অন্য দিন মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসি সকল বসিয়া আছেন॥ ৪২॥

তখন তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন॥ ৪৩॥

মহাপ্রভু তথায় বসিয়া এমত কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার শরীর কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় হইয়া

প্রভাবে আকর্ষিল সর্ব্ব সন্ন্যাসির মন। উঠিলা সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন ॥ ৪৫ ॥ প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্ব সন্ন্যাসি প্রধান। প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৪৬ ॥ ইহা আইস ইহা আইস শুনহ শ্রীপাদ। অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ ॥ ৪৭ ॥ গোসাঞি কহেন আমি হীন সম্প্রদায়। তোমা সবার সভায় বসিতে না জুয়ায় ॥৪৮॥ আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া। বসাইল সভা মধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৪৯ ॥ পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥ সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে। কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ॥ ৫০ ॥ সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন। ভাবুক সব সঙ্গে লৈয়া

উঠিল ॥ ৪৪ ॥

কি আশ্চর্য্য! যত সন্ন্যাসিগণ উপবেশন করিয়াছিলেন ঐ প্রভাদ্বারা তাঁহাদের সকলের মন আকৃষ্ট হওয়াতে কেহ আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, সকলেই এক কালে গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৪৫ ॥

ঐ সকল সন্ন্যাসি মধ্যে প্রকাশানন্দ নামে একজন প্রধান সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি কিছু সম্মান করিয়া প্রভুকে কহিলেন ॥ ৪৬ ॥

হে শ্রীপাদ! শ্রবণ কর, তুমি এই স্থানে আইস, এই স্থানে আইস, কেন অবসন্ন হইয়া অপবিত্র স্থানে বসিতেছ ॥ ৪৭ ॥

এই বাক্য শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন, আমি হীন সম্প্রদায়, আপনাদের সভায় বসিতে আমার যোগ্যতা হয় না ॥ ৪৮ ॥

এতচ্ছ্রবণে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বহু সম্মান করিয়া সভার মধ্যে উপবেশন করাইলেন ॥ ৪৯ ॥

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তুমি কথন কেশব ভারতীর শিষ্য তথন তুমি ধন্য। তুমি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, এই গ্রামে বাস করিতেছ, কি জন্য আমাদিগকে দর্শন কর না ॥ ৫০ ॥

কর সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫১ ॥ বেদান্ত পঠন প্রধান সন্ন্যাসির ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবুকের কর্ম্ম ॥ ৫২ ॥ প্রভাবে দেখি যে তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ ॥ ৫৩ ॥ প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন ॥ মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥ ৫৪ ॥ কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৫৫ ॥ নাম বিনু কলি কালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥ এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে। কণ্ঠ

তুমি সন্ন্যাসী হইয়া নৃত্য গীত কর এবং ভাবুকগণ সঙ্গে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাক ॥ ৫১ ॥

বেদান্ত পাঠ সন্ন্যাসির প্রধান ধর্ম্ম, তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেন ভাবুকের কর্ম্ম কর ॥ ৫২ ॥

তোমার প্রভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তবে কেন হীনের তুল্য আচার করিতেছ, ইহার কারণ কি ? ॥ ৫৩ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন, হে শ্রীপাদ ! ইহার কারণ শ্রবণ করুন, আমার গুরুদেব আমাকে মূর্খ দেখিয়া এইরূপ উপদেশ করিলেন যে, তুমি মূর্খ, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, অতএব সর্ব্বমন্ত্রের সার কৃষ্ণমন্ত্র ইহাই তুমি সর্ব্বদা জপ কর ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণনাম হইতে সংসার মোচন হইবে, কৃষ্ণনাম হইতে কৃষ্ণের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইবা ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ নাম ব্যতিরেকে কলিকালে আর ধর্ম্ম নাই, নাম সকল মন্ত্রের সার, শাস্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। এই বলিয়া গুরুদেব আমাকে একটী শ্লোক শিক্ষা দিয়া কহিলেন, তুমি এই শ্লোক কণ্ঠ অর্থাৎ অভ্যাস করিয়া বিচার

করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৫৬ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনং ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ইতি ॥ ৫৭ ॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ। নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ধৈর্য্য করিতে নারি হইলাও উন্মত্ত। হাঁসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত ॥ ৫৮ ॥ তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার। কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ পাগল হইলাম আমি

কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে ॥ হরের্নামেতি। অস্যার্থঃ। নারদঃ পুমানয়মুদেতি সদৈব ভূমৌ নাম স্বরূপমিতি তত্ত্ব কলৌ বিদন্তু। বারত্রয়ে চ পুনরুক্তিরথৈবকারো দার্ঢ্যায় সর্ব্বজগতো বহুজাড্যভাজঃ। কৈবল্যমেব তদিদং স্থিতি কেবলস্য শব্দস্য দার্ঢ্যমননে প্রতিপাদনং তৎ। যস্ত্বন্যথা বদতি তস্য গতির্হি নাস্তি নাস্ত্যেব নিশ্চিতমিদং পুনরেব কারাৎ ইতি। ৫৭ ৬৯

করিও ॥ ৫৬ ॥

উক্ত শ্লোক বৃহন্নারদীয়ে যথা ॥

কলিযুগে কেবল হরিনাম ব্যতিরেকে, হরিনাম ব্যতিরেকে, হরি নাম ব্যতিরেকে, অন্য প্রকার গতি নাই, অন্য প্রকার গতি নাই, অন্য প্রকার গতি নাই ॥ ৫৭ ॥

আমি গুরুদেবের এই আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর নাম গ্রহণ করি, নাম লইতে লইতে আমার মন ভ্রান্ত হইয়াছে, কোন মতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া উন্মত্ত হইলাম, যেমন মদোন্মত্ত ব্যক্তি হাস্য রোদন, নৃত্য ও গান করে তদ্রূপ আমি হাস্য, রোদন, নৃত্য ও গান করিয়া থাকি ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর আমি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক মনোমধ্যে বিচার করিয়া জানিলাম, কৃষ্ণনামে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়াছে। আমি পাগল হই

ধৈর্য্য নহে মনে। এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে ॥৫৯॥ কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ হাঁসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন। এত শুনি গুরু হাঁসি বলিলা বচন ॥ ৬০ ॥ কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব। যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণ তুল্য

লাম, মনে ধৈর্য্য হইতেছে না এই চিন্তা করিয়া গুরুদেবের চরণারবিন্দে নিবেদন করিলাম ॥ ৫৯ ॥

প্রভো! আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, ইহার কি আশ্চর্য্য বল, জপ করিতে করিতে মন্ত্র আমাকে পাগল করিল। ইহাঁর প্রভাবে আমি কখন হাস্য করি, কখন নৃত্য করি এবং কখন ক্রন্দন করিয়া থাকি। গুরুদেব এই কথা শুনিয়া সহাস্যবচনে কহিলেন ॥ ৬০ ॥

বৎস! কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের স্বভাব এই যে, যে ব্যক্তি ঐ কৃষ্ণনাম জপ করে, তাহার কৃষ্ণের প্রতি ভাব * উপস্থিত হয়। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম § পরম পুরুষার্থ ইহাঁর অগ্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি

* অথ ভাবঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ৩ লহরীর ১ শ্লোকে ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ। বিশেষ শুদ্ধসত্ত্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণের সাদৃশ্যশালী এবং রুচি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দাভিলাষদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাকারক যে ভক্তিবিশেষ তাহার নাম ভাব ॥ ১ ॥

§ প্রেম ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ৪ লহরীর ১ শ্লোকে ॥

সম্যঙ্ মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ১ ॥

চারি পুরুষার্থ ॥ ৬১ ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু। মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৬২ ॥ কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥ ৬৩ ॥ প্রেমার স্বভাব করে চিত্ত তনু ক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥ ৬৪ ॥ প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাঁসে কান্দে গায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥ ৬৫ ॥ স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ। উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য

পুরুষার্থ তৃণ তুল্য হয় ॥ ৬১ ॥

প্রেমানন্দরূপ অমৃতসমুদ্র পঞ্চম পুরুষার্থ, ইহার অগ্রে মোক্ষপ্রভৃতি আনন্দ এক বিন্দু তুল্যও হয় না ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণনামের ফল কৃষ্ণপ্রেম, শাস্ত্রে এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, তোমার ভাগ্যবলে কৃষ্ণনাম তোমাতে সেই ফল উদয় করিয়াছেন ॥ ৬৩॥

বৎস! প্রেমের স্বভাব এই যে, উহা চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তি নিমিত্ত লোভ উপস্থিত করে ॥ ৬৪ ॥

প্রেমের স্বভাবে ভক্তগণ কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন ও কখন গান করেন এবং কখন বা উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে থাকেন ॥ ৬৫ ॥

প্রেম ভক্তগণকে * স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য,

---

অস্যার্থঃ। যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন একপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১ ॥

* অথ স্বেদঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৩ লহরী ॥

স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত শরীরের ক্লেদ অর্থাৎ আর্দ্রতাকরণকে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম বলে ॥ ১৪ ॥

গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ডুবায় ॥৬৬॥ ভালহৈল পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ। তোমার

উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, ও দৈন্য এই সমুদায় ভাবদ্বারা নৃত্য করাইয়া কৃষ্ণানন্দরূপ সুখসাগরে নিমগ্ন করায় ॥ ৬৬ ॥

অথ বেপথুঃ ॥

বিত্রাসামর্ষহর্ষাদৈ্যবেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ। বিত্রাস, ক্রোধ ও হর্ষাদিদ্বারা যে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহার নাম বেপথু অর্থাৎ কম্প ॥ ২৪ ॥

অথ রোমাঞ্চঃ ॥

রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ।

রোমামত্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ। আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদিজনিত রোমাঞ্চ হয়, রোমাঞ্চ হইলে রোম সকলের উদ্গম এবং গাত্রসংস্পর্শনাদি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অথাশ্রু ॥

হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদ্গমঃ।

হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।

সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভরাগসম্মার্জ্জনাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অস্যার্থঃ। হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিদ্বারা বিনা প্রযত্নে নেত্রে যে জলোদ্গম হয়, তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব এবং ক্রোধাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব সম্ভব হয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অশ্রুতে নয়নের ক্ষোভ অর্থাৎ চাঞ্চল্য রক্তিমা এবং সম্মার্জ্জনাদি ঘটিয়া থাকে ॥৩১

অথ স্বরভেদঃ ॥

বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবং।

বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়, গদ্গদবাক্যকে স্বরভেদ কহে ॥ ২০ ॥

অথ বৈবর্ণ্যং ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৪ লহরী ॥

বিষাদরোষভীত্যাদেবৈর্বর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।

ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্য কার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থঃ। বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণবিকারের নাম বৈবর্ণ্য, ভাবজ্ঞ ব্যক্তিসকল কহেন ইহাতে মলিনতা ও কৃশতাদি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অথোন্মাদঃ ॥

উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।

অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং।

প্রলাপধাবনক্রোশবিপরীতক্রিয়াদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিহারাদিজনিত হৃদ্‌ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে ॥

অথ বিষাদঃ ॥

ইষ্টানবাপ্তি প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ।

অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা ॥

অত্রোপায় সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনং।

বিলাপ শ্বাস বৈবর্ণ্যং মুখশোষাদয়োঽপি চ ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ। ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিষাদ ॥

এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অথ ধৃতিঃ ॥

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।

অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞান, দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তু প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমলাভদ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য) তাহার নাম ধৃতি, ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না ॥ ১৫ ॥

প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ ॥ ৬৭ ॥ নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার ত্রিভুবন ॥ ৬৮ ॥ এত বলি পুনঃ শ্লোক শিখাইলা মোরে। ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥ ৬৯ ॥

বৎস! বড় ভাল হইল, তুমি পঞ্চম-পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার প্রেমেতে আমি কৃতার্থ হইলাম ॥ ৬৭ ॥

তুমি ভক্তসঙ্গে নৃত্য গীত সহকারে সঙ্কীর্ত্তন কর এবং কৃষ্ণনাম উপদেশ দিয়া ত্রিভুবন উদ্ধার কর ॥ ৬৮ ॥

গুরুদেব এই আজ্ঞা করিয়া পুনর্ব্বার আমাকে আর একটী শ্লোক শিক্ষা দিলেন এবং বারম্বার কহিলেন, এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের

অথ গর্ব্বঃ ॥

সৌভাগ্যরূপতারুণ্য গুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ। সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্টবস্তু লাভাদিদ্বারা অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব কহে ॥ ২০ ॥

অথ হর্ষঃ ॥

অভীষ্টেক্ষণলাভাদি জাতা চেতঃ প্রসন্নতা।
হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চ স্বেদোঽশ্রুমুখফুল্লতা।
আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ ॥

অস্যার্থঃ। অভীষ্ট দর্শন ও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রসন্নতার নাম হর্ষ। ইহাতে রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু, মুখপ্রফুল্ল, ত্বরা, উন্মাদ, জড়তা এবং মোহপ্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

অথ দৈন্যং ॥

দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জ্জিত্যন্তু দীনতা।
চাটুহৃন্মান্দ্য মালিন্য চিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ। দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্ব্বল্য হয়, তাহার নাম দৈন্য, দৈন্যে, চাটু, হৃদয়ের ক্ষুণ্ণতা, মলিনতা, চিন্তা এবং অঙ্গের জড়তা হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে ॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৭০ ॥

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি। নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি ॥ ৭১ ॥ সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ২। ৩৮। এবঞ্চ ভজতঃ সংপ্রাপ্তপ্রেমলক্ষণভক্তিযোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং গতিমাহ এবমিতি এবং ব্রতং ব্রতং যস্য সঃ। প্রিয়স্য হরের্নামকীর্ত্ত্যা জাতোঽনুরাগঃ প্রেমা যস্য সঃ। অতএব দ্রুতচিত্তঃ শ্লথহৃদয়ঃ কদাচিৎ ভক্তপরাজিতং ভগবন্তমাকলয্য উচ্চৈর্হসতি এতাবন্তং কালমুপেক্ষিতোঽস্মীতি রোদিতি অত্যুৎসুক্যাদ্রৌতি আক্রোশতি অতিহর্ষেণ গায়তি জিতং জিতমিতি নৃত্যতি কিং দাম্ভিকবৎ পরান্ প্রকাশয়িতুং উন্মাদবৎ গ্রহগৃহীতবৎ লোকবাহ্যঃ বিবশঃ ॥ ক্রমসন্দর্ভে। সা ভক্তিস্ত্রিধা। আরোপসিদ্ধা অঙ্গসিদ্ধা চ। ততোঽঙ্গস্য তৃতীয়া ফলরূপা ভক্তিঃ স্যাদিত্যাহ। এবং ব্রত ইতি। অত্র নামকীর্ত্ত্যেতি তৃতীয়া শ্রুত্যা তত্রাপ্যতিশয়সাধকতমত্বব্যঞ্জনাৎ। তত এবং শৃণ্বন্নিত্যাদিপ্রকারঃ ব্রতং যস্য তথাভূতোঽপি সন্ স্বপ্রিয়াণি স্ববাসনাপোষকাণি নামানি তেষাং কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন মুখ্যেন কারণেন জাতানুরাগ আবির্ভূত মহাপ্রেমেত্যর্থঃ। হাসাদীনাং কারণানি ভক্তিভেদানন্যা। সমস্থানেষু জ্ঞেয়ানি ॥ ৭০—৭৩ ॥

মধ্যে সার বলিয়া জানিবা ॥ ৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে যথা ॥

কবিযোগেন্দ্র নিমিরাজকে কহিলেন, হে মহারাজ! এই প্রকার ভক্তরূপযাজ পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তন্নিবন্ধন শ্লথহৃদয় হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন আক্রোশন, কখন গান, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ৭০ ॥

হে সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ! আমি গুরুদেবের বাক্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকি ॥ ৭১ ॥

আমি আপন ইচ্ছায় ॥ ৭২ ॥ কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে খাতোদক সম ॥ ৭৩ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ॥
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো। ইতি ॥ ৭৪ ॥

প্রভুর মিষ্ট বাক্য শুনি সন্ন্যাসির গণ। চিত্ত ফিরে গেল কহে মধুর বচন ॥ ৭৫ ॥ যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়। কৃষ্ণ-প্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥ ৭৬ ॥ কৃষ্ণভক্তি কর ইহায়

দুর্গমসঙ্গমন্যাঃ। ত্বদিতি। ব্রাহ্মাণীত্যত্র পারমেষ্ঠ্যানীতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং পরং ব্রহ্মানন্দৈনেব তস্য তারতম্যং শ্রীভাগবতাদিপ্রসিদ্ধমিতি তস্যারবিন্দনয়নস্য পাদারবিন্দেত্যাদি ॥ ৭৪—৮৯ ॥

হে মহাত্মন্! আমি আপন ইচ্ছায় গান বা নৃত্য করি না, ঐ কৃষ্ণ-নাম আমাকে গান এবং নৃত্য করান ॥ ৭২ ॥

হে সন্ন্যাসিবর! কৃষ্ণনামে যে আনন্দসমুদ্রের আস্বাদন হয়, ব্রহ্মানন্দ তাহার অগ্রে গর্ত্তস্থ জল তুল্য হইয়া থাকে। ৭৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ হরিভক্তিসুধোদয়ে যথা ॥

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে কহিলেন, হে জগদ্‌গুরো! আমি আপনার সাক্ষাৎকরণরূপ বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রে অবস্থিত আছি, আমার সম্বন্ধে অন্য সুখের কথা কি? ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সুখসমূহও গোষ্পদের ন্যায় আচরণ করিতেছে ॥ ৭৪ ॥

মহাপ্রভু এই সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত ফিরিয়া গেল, তখন সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৫

হে শ্রীপাদ! তুমি যাহা কহিলে এ সকল সত্য হয়, যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, সেই ব্যক্তিই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥

সবার সন্তোষ। বেদান্ত না শুন কেন তার কিবা দোষ ॥ ৭৭ ॥ এত শুনি হাঁসি প্রভু বলিল বচন। দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন ॥ ৭৮ ॥ ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসির গণ। তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ। তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন। কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ৭৯ ॥ প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন। ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ৮০ ॥ ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা

হে চৈতন্য! তুমি যে কৃষ্ণভক্তি কর, ইহাতে সকলের সন্তোষ আছে, বেদান্ত শ্রবণ কর না কেন, উহার দোষ কি? ॥ ৭৭ ॥

মহাপ্রভু এই বাক্য শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি যদি দুঃখ না মানেন, তবে আমি নিবেদন করি ॥ ৭৮ ॥

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ কহিলেন, অহে কৃষ্ণচৈতন্য! আমরা সকলে তোমাকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে দর্শন করিতেছি। তোমার বাক্য শুনিয়া আমাদের কর্ণ পরিতৃপ্ত হইতেছে, তোমার মাধুর্য্য দর্শন করিয়া আমাদের নয়ন সুশীতল হইল। তোমার প্রভাবে আমাদের মন আনন্দানুভব করিতেছে, অতএব তুমি যাহা যাহা বলিলা, তোমার বাক্য কখন অসঙ্গত নহে ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, হে সন্ন্যাসিগণ! বেদান্তসূত্র ঈশ্বরের বাক্য, শ্রীনারায়ণ ব্যাসরূপে ঐ সকল সূত্র করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব * ঈশ্বরের বাক্যে এই

* অন্যে অন্যাভাসঃ ভ্রমঃ। অনবধানতা প্রমাদঃ। চিত্তস্যান্যত্র বিক্ষেপঃ বিপ্রলিপ্সা। ইন্দ্রিয়াপটুতা করণাপাটবঃ ॥

অস্যার্থঃ। এক বস্তুর প্রতি যে অন্যবস্তু বলিয়া জ্ঞান তাহার নাম ভ্রম। অনবধানতা অর্থাৎ মনোযোগশূন্যত্বকে প্রমাদ বলে। চিত্তের অন্যত্র বিক্ষেপের নাম বিপ্রলিপ্সা ইন্দ্রিয়ের অপটুতার নাম করণাপাটব ॥

করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৮১ ॥ উপনিষদ্ সহ সূত্র কহে যেই তত্ত্ব। মুখ্যা বৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥ গৌণী বৃত্তি যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য। তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ৮২ ॥ তাহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা ॥ গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ৮৩ ॥ ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ্ব সমান ॥ তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে নিরাকার ॥ ৮৪ ॥ চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার। তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার ॥ ৮৫ ॥ তাঁর দোষ নাহি তিহঁ

চারিটী দোষ হয় না ॥ ৮১ ॥

উপনিষদের সহিত সূত্র যে তত্ত্ব কহেন, তাহার নাম মুখ্যাবৃত্তি * তাহাই শ্রেষ্ঠার্থ, আর শ্রীশঙ্করাচার্য্য গৌণীবৃত্তিতে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহার শ্রবণমাত্রে সমুদায় কার্য্য বিনষ্ট হয় ॥ ৮২ ॥

আচার্য্যবর শঙ্করের কোন দোষ নাই, তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সূত্রের মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মশব্দে মুখ্যার্থে ভগবান্‌কে কহিয়া থাকেন, ঐ ভগবান্ জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, তাঁহা অপেক্ষা অধিক বা তাঁহার সমান কেহ নাই। তাঁহার বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) ও দেহ সমুদায় চিদাকার অর্থাৎ জ্ঞানময়, তাঁহার চিন্ময় বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

ভগবানের দেহ, স্থান ও পরিবার সমুদায় চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

* শব্দ শ্রবণমাত্রে সহজে যে অর্থ বোধ করায় তাহার নাম মুখ্যা বৃত্তি, আর প্রকৃতার্থ পরিত্যাগ করিয়া কষ্টস্মৃষ্টে যে অর্থ বাহির করা যায়, তাহার নাম গৌণী বৃত্তি ॥ ৮২ ॥

আজ্ঞাকারি দাস। আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ ॥ ৮৬ ॥ বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর ॥৮৭॥ ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥৮৮ জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্। গীতা বিষ্ণুপুরাণ ইথে পরম প্রমাণ ॥ ৮৯ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে যথা ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মামিকাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৯০ ॥

সুবোধন্যাং। ৭। ৫। অপরাং ইমাং প্রকৃতিং উপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেতি অষ্টধোক্তা যা প্রকৃতিরিয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাং পরার্থত্বাচ্চ ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং জানীহি পরত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণ ইদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৯০ ॥

আচার্য্যমহাশয়ের কোন দোষ নাই, তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী-দাস অন্য যে ব্যক্তি তাঁহার ঐ ব্যখ্যা শুনে তাহার সর্ব্বনাশ হয় ॥ ৮৬ ॥

বিষ্ণুর শরীরকে যে প্রাকৃত করিয়া মানা ইহা অপেক্ষা বিষ্ণুর আর অধিক নিন্দা নাই ॥ ৮৭ ॥

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি তদ্রূপ ঈশ্বরের তত্ত্ব, জীবের স্বরূপ যেমন ঐ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের কণাসদৃশ ॥ ৮৮ ॥

জীবতত্ত্বকে শক্তি এবং ঈশ্বরের তত্ত্বকে শক্তিমান্ অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্ট কহে এই বিষয়ে শ্রীভগবদ্গীতা ও বিষ্ণুপুরাণই প্রমাণস্বরূপ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে যথা ॥

হে মহাবাহো! চতুর্থ শ্লোকোক্ত আট প্রকার প্রকৃতি নিকৃষ্ট, তাহা হইতে আমার জীবভূত অন্য একটী উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে তাহা অবগত হও, তদ্দ্বারা এই জগতের ধারণা হয় ॥ ৯০ ॥

বিষ্ণুপুরাণের ৬ অংশের ৭ অধ্যায়ে ৬১ শ্লোকে যথা ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে । ইতি ॥ ৯১ ॥

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব । আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ত্ব ॥ ৯২ ॥ ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ । ব্যাস ভ্রান্ত বলি

ভগবৎসন্দর্ভে ।] বিষ্ণুশক্তিরিতি । অবিদ্যা কর্ম্মকার্য্যং যস্যাঃ সা তৎ সংজ্ঞা যস্যেত্যর্থঃ । যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যাস্তটস্থ শক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীত্যাহ । তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণে । তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা । সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্তত ইতি । অস্যার্থঃ । তয়েতি । তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু লঘুগুরুতা ভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । তদুক্তং । যয়া সম্মোহিতো জীব ইতি মায়েবাচিন্ত্যায়া মায়য়া নির্ব্বিকারতাদিগুণরহিতস্য প্রধানস্য বিকারিত্বং জ্ঞেয়ং ॥ ৯১—১৩৫ ॥

তথা বিষ্ণুপুরাণের ৬ অংশের ৭ম অধ্যায়ে
৬১ শ্লোকে যথা ॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার, যথা পরা ক্ষেত্রজ্ঞা, অপরা অবিদ্যা এবং তৃতীয়া কর্ম্মসংজ্ঞা । ইহাদের অপর নাম অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তটস্থা জীবশক্তি ॥ ৯১ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্য আপন ভাষ্যমধ্যে এই জীবতত্ত্বকে লইয়া পরতত্ত্ব (ঈশ্বরতত্ত্ব) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাদ্বারা ঈশ্বরের মহত্ত্ব আচ্ছন্ন করা হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন, ব্যাসের সূত্রে পরিণাম বাদ + কহিয়াছেন,

+ পঞ্চদশীর ১৩ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দপ্রকরণে ৮ শ্লোকে ॥

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা ।
স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎকুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা ॥ ৮ ॥

অস্যার্থঃ । এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে অবস্থান্তর হওয়ার নাম পরিণাম, যথা—দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

তাহা উঠাইল বিবাদ ॥ ৯৩ ॥ পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি ॥ ৯৪ ॥ বস্তুত পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ। দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান ॥ ৯৫ ॥ অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম। তথাপি

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ ব্যাস ভ্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া বাদ উপস্থিত করিলেন ॥ ৯৩ ॥

পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকারী অর্থাৎ বিকারবিশিষ্ট হয়েন, এই বলিয়া বিবর্ত্তবাদ * স্থাপন করিলেন ॥ ৯৪ ॥

বস্তুত যাহা পরিণামবাদ, তাহাই ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ বিষয়ে প্রমাণ অর্থাৎ জীবতত্ত্ব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। আর দেহেতে যে আত্মবুদ্ধি ইহাই বিবর্ত্তবাদের স্থান অর্থাৎ জীব মায়ার আবরণ পরিত্যাগ করিলেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হয় ॥ ৯৫ ॥

শ্রীভগবান্ অবিচিন্ত্য ‡ শক্তিযুক্ত, অর্থাৎ যাঁহার শক্তি চিন্তার অতীত, উনি ইচ্ছাবশতঃ জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও, তথাপি

---

* পঞ্চদশীর ১৩ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দপ্রকরণে ৯ শ্লোকে ॥

অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জু সর্পবৎ।
নিরংশেঽপ্যস্তসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ। স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীত হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। এ প্রকার বিবর্ত্ততা নিরবয়বা পদার্থেও সম্ভব হয়, যেমন আকাশ তলমালিন্য অর্থাৎ ইন্দ্রনীলকটাহ তুল্যত্ব কল্পিত হয় ॥ ৯ ॥

‡ লঘুভাগবতামৃতের কেশাবতারভ্রমনিরাশপ্রকরণে ১৬৮ অঙ্কে ॥

অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
ইতি স্কান্দবচস্তচ্চমণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। যে সকল ভাব অচিন্ত্য তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করিবে না। এই স্কন্দপুরাণীয়বচন হেতু মণিমন্ত্র মহৌষধাদিতে দুর্ঘট ঘটনা দেখা যায় ॥

অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাতে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ ৯৬ ॥ নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ ৯৭ ॥ প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি এ কোন্ বিস্ময় ॥ ৯৮ ॥ প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান। ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম ॥ সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন। মহাবাক্য করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥ ৯৯ ॥ সর্ব্ববেদসূত্রে কহে কৃষ্ণের অভিধান। মুখ্যাবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥ ১০০ ॥ স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরো-

অবি চিন্ত্য শক্তি হেতুক অবিকারিরূপে বিরাজমান আছেন, এই বিষয়ে প্রাকৃত চিন্তামণিতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায় ॥ ৯৬ ॥

চিন্তামণি হইতে নানাপ্রকার রাশি রাশি রত্নের উৎপত্তি হইলেও তথাপি ঐ মণি অবিকৃত স্বরূপে অবস্থিত থাকে ॥ ৯৭ ॥

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হইল, তবে ঈশ্বরের যে অচিন্ত্য-শক্তি হইবে ইহাতে বিস্ময় কি ? ॥ ৯৮ ॥

প্রণব (ওঁ) মহাবাক্য, ইহা বেদের নিদান, ঈশ্বর স্বরূপ এবং সকল বিশ্বের আশ্রয়রূপী ॥

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের এক প্রণবই উদ্দেশ অর্থাৎ প্রণবই সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরকে বর্ণন করেন। তত্ত্বমসি এই বাক্য বেদের এক দেশ। প্রণবই মহাবাক্য, তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া তত্ত্বমসি এই বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৯৯ ॥

সমুদায় বেদসূত্রে কৃষ্ণকে বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্য মুখ্যাবৃত্তি * পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১০০ ॥

* শব্দ শ্রবণমাত্রে সহজে যে অর্থ বোধ করায়, তাহার নাম মুখ্যাবৃত্তি। আর প্রকৃতার্থ পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যার্থ করা যায়, তাহার নাম লক্ষণাবৃত্তি ॥

মণি। লক্ষণা হইলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি॥ ১০১॥ এই মত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া। গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া॥ ১০২॥ এই মত প্রতি সূত্র করিল দূষণ। শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসির গণ॥ ১০৩॥ সকল সন্ন্যাসি কহে শুনহ শ্রীপাদ। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ নহে সে বিবাদ॥ আচার্য্য কল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি। সম্প্র-

বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, সকল প্রমাণের শিরোভূষণ স্বরূপ। বেদের যদি লক্ষণাবৃত্তি হয়, তাহা হইলে বেদের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের অভাব হয়॥ ১০১॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাশয় এই মত প্রতি সূত্রের সহজার্থ পরিত্যাগ করিয়া কল্পনাদ্বারা গৌণার্থ § ব্যাখ্যা করেন॥ ১০২॥

শঙ্করাচার্য্য মহাশয় মুখ্যার্থের বাধ করিয়া প্রতি সূত্রের গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দূষিত করিয়াছেন *। মহাপ্রভুর এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকল সন্ন্যাসী চমৎকৃত হইলেন॥ ১০৩॥

অনন্তর সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুকে কহিলেন, শ্রীপাদ! শ্রবণ কর, তুমি

§ গৌণী চাভিহিতার্থলক্ষিতগুণযুক্তে সৎ সাদৃশ্যে॥

অর্থাৎ বিবিক্ষিত অর্থদ্বারা লক্ষিত যে গুণ তদ্যুক্ত অথবা তৎসদৃশকে গৌণী বলে॥

* ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদ দেখিয়া ঈশ্বরের বিকার ভয়ে বিবর্ত্তবাদ স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্রে শক্তি পরিণামবাদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জগৎসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি এ কথা বলিলে, তাঁহার শক্তি পরিণামই তাঁহার সত্তা পরিণাম বা সত্তা বিবর্ত্ত বুঝায় না। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপত্তির ক্রমকে পরিণাম বলে। এক বস্তু অন্য বস্তু হইয়া যাওয়ার নাম বিবর্ত্ত। এই জড়দেহ যদি আত্মার বিবর্ত্ত হয়, তবে দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ উৎপাত আসিয়া ঘটে। শক্তি পরিণামবাদে অন্যান্য মণি প্রসব করিয়াও যেমত চিন্তামণি স্বস্বরূপে থাকে, তদ্রূপ ভগবান্ শক্তিক্রমে জগজ্জীবাদি সৃষ্টি করিয়াও স্বস্বরূপে অখণ্ডতত্ত্ব-স্বরূপ বর্ত্তমান। প্রণবই সর্ব্ববেদ মাতা। তাহাতে সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের প্রতিষ্ঠা, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বেদের এক প্রদেশ মাত্র। যোজনাদ্বারা ঐ সমস্ত মহাবাক্য সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের প্রতিষ্ঠা ব্যাখ্যা করে।

দায় অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১০৪ ॥ মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল। মুখ্যার্থে লাগাইল প্রভু সূত্র সকল ॥ ১০৫ ॥ বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্। ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম ॥ ১০৬ ॥ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ। সকল বেদের ভগবান্ সে সম্বন্ধ ॥ ১০৭ ॥ তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্দ্ধস্বরূপ

যে অর্থ খণ্ডন করিলে ইহা অযথার্থ নহে। আচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা কল্পিত অর্থ, ইহা আমরা অবগত আছি, তথাপি সম্প্রদায়ের অনুরোধে আমাদিগকে ঐ অর্থ মানিতে হয় ॥ ১০৪ ॥

যাহা হউক, তোমার শক্তি দেখি, তুমি সমুদায় সূত্র মুখ্যার্থে ব্যাখ্যা কর, ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সকল সূত্রের মুখ্যার্থে ব্যাখ্যা করিলেন ॥১০৫

বৃহদ্বস্তুর নাম ব্রহ্ম § সেই ব্রহ্ম শ্রীভগবান্। ভগবৎ শব্দের অর্থ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, পরমতত্ত্বস্বরূপ ॥ ১০৬ ॥

তাঁহার যে স্বরূপ ঐশ্বর্য্য, তাহাতে মায়ার গন্ধ নাই, ভগবান্ সকল বেদের সম্বন্ধ অর্থাৎ তাৎপর্য্য ॥ ১০৭ ॥

যদি ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ * কহা যায় এবং তাঁহার চিৎশক্তি মানা

§ বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্মপরমং বিদুঃ।

অস্যার্থঃ। যিনি অতিশয় এবং সকলের আশ্রয় শ্রুতি সকল তাঁহাকেই পরমব্রহ্ম বলেন ॥

লঘুভাগবতামৃতে ব্রহ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতাপ্রকরণে ॥

* তথাহি পাদ্মে।

যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।

প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীপ্রথমে চ ॥

ইমে চান্যে চ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।

প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিযন্তি স্ম কর্হিচিদিতি ॥ ১৪ ॥

অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ।

না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১০৮ ॥ ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়। শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায় ॥ ১০৯ ॥ সেই সর্ব্ব

না যায়, তাহা হইলে অর্দ্ধস্বরূপ না মানায় পূর্ণতার হানি হয় ॥ ১০৮ ॥

ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে কোন উপায় করি, শ্রবণাদি নবধা ভক্তি* কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহায় হয় ॥ ১০৯ ॥

বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মকং বস্তু নির্ব্বিশেষমমূর্ত্তিকং।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎপ্রভোপমং ॥ ১৬ ॥

শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র সকলে যে এই জগদীশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনিই প্রাকৃত হেয় গুণ সকলে বিরহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

প্রথমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

পৃথিবী ধর্ম্মকে কহিলেন, হে ভগবান্! এই একচত্বারিংশৎ গুণ এবং ব্রহ্মণ্যত্ব শরণ্যত্ব ইত্যাদি মহৎ মহৎ গুণ যাঁহাতে স্বভাবত উৎপন্ন হইয়া নিত্য বর্ত্তমান আছে, কখন ক্ষয় পায় না, যে সকল ব্যক্তি মহত্ত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ সকল গুণেরই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

অতএব এই সকল প্রমাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ নিযুতাযুত অর্থাৎ অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট এবং ইনি মহাশক্তি ও পূর্ণ আনন্দ ঘনমূর্ত্তিস্বরূপ ॥ ১৫ ॥

অপর ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, ব্রহ্মের কোন বিশেষণ নাই, তিনি অবিশেষ এবং শরীরশূন্য, অতএব সূর্য্য ও প্রভা, এই দুইয়ের যদ্রূপ প্রভেদ, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে ও ব্রহ্মে উপমা জানিবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য স্থানীয় এবং ব্রহ্ম প্রভা স্থানীয় এইমাত্র ভেদ ॥ ১৬ ॥

৭ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে ॥

* শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ ১৮ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং।

বেদের অভিধেয় নাম। সাধন ভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম॥ ১১০ ॥ কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। কৃষ্ণ বিনু অন্যে তার নাহি হয় রাগ॥ ১১১ ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন ॥১১২॥ প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ। প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণ সেবা সুখ রস ॥ ১১৩ ॥ সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম। এই তিন

সাধন ভক্তিতে * যে প্রেমের উদ্গম হয়, তাহাকেই সকল বেদের অভিধেয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে যদি অনুরাগ জন্মায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে ঐ অনুরাগের অন্যত্র আকাঙ্ক্ষা হয় না ॥ ১১১ ॥

পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেমনামক মহাধন, উহা শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করায় ॥ ১১২ ॥

প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজভক্তের বশীভূত হয়েন, প্রেম হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সেবাজনিত সুখরস লাভ হয় ॥ ১১৩ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, (পরিচর্য্যা) অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য (কর্ম্মার্পণ) সখ্য (বিশ্বাস) এবং আত্মনিবেদনং (দেহসমর্পণ) ॥ ১৮ ॥

এই নব লক্ষণা ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন, কিন্তু আমাদের গুরুর নিকট তদ্রূপ অধ্যয়ন কিছুই নাই ॥ ১৯ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় লহরী ॥

* কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ২ ॥

ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন ও দর্শনাদিদ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভক্তিকেই সাধন ভক্তি কহে, এতদ্দ্বারা ভাব ও প্রেম সাধ্য হইয়াছে। ভাব ও প্রেম সাধ্য এই কথা বলাতে ইহারা কৃত্রিম, এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে, বাস্তবিক তাহা নয়, ইহা নিত্য সিদ্ধ বস্তু, ইহার কোন সাধন নাই, কিন্তু জীবের হৃদয়স্থ প্রেমের উদ্দীপন করণের নাম সাধন ॥ ২ ॥

অর্থে সব সূত্র পর্য্যবসান ॥১১৪॥ এই মত সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিঞা। সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১১৫ ॥ বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। অপরাধ ক্ষম পূর্ব্বে যে কৈলু নিন্দন ॥ সেই হৈতে সন্ন্যাসির ফিরি গেল মন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১১৬ ॥ এইমত তা সবার ক্ষমি অপরাধ। সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১১৭ ॥ তবে সন্ন্যাসির গণ মহাপ্রভু লঞা। ভিক্ষা করিলেন সর্ব্ব মধ্যে বসাইয়া ॥১১৮

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন অর্থে সমুদায় বেদান্ত সূত্রের পর্য্যবসান * হইয়াছে ॥ ১১৪ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে এই প্রকার সমুদায় সূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকল সন্ন্যাসী বিনয়সহকারে কহিলেন ॥ ১১৫ ॥

হে ভগবন্! আপনি বেদময় মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমরা পূর্ব্বে আপনাকে যে নিন্দা করিয়াছি, সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥

হে ভক্তগণ! সন্ন্যাসিগণের সেই হইতে মন ফিরিয়া গেল এবং তাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১৬ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে সকল সন্ন্যাসির অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন ॥ ১১৭ ॥

অনন্তর সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুকে মধ্যে বসাইয়া তাঁহার সহিত ভিক্ষা (ভোজন) করিলেন ॥ ১১৮ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভু ভিক্ষা করিয়া আপন বাসগৃহে আগমন করিলেন,

* সমস্ত বেদান্ত সূত্র আলোচনাপূর্ব্বক মহাপ্রভু সিদ্ধান্ত করিলেন যে বেদান্তই সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি। সেই শাস্ত্রই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। তাহাতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম পরমাত্মাদি খণ্ডভাব অতিক্রম করত ভগবানকেই একমাত্র সম্বন্ধ, তাঁহার কৃপালাভের উপায়স্বরূপ ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় এবং তাঁহাতে বিশুদ্ধ সেবাময়ী প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন স্থাপিত করা হইয়াছে ॥

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর। হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১১৯ ॥ চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন। শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১২০ ॥ প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী। প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী ॥ ১২১ ॥ বারাণসী পুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। পুরীসহ সর্ব্বলোকে হৈল মহাধন্য ॥ ১২২ ॥ লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে। মহাভীড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥ ১২৩ ॥ প্রভু যবে যায় বিশ্বেশ্বর দরশনে। লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥ ১২৪ ॥ স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে। তাঁহা সব লোক আসি হয় মহাভীড়ে ॥ ১২৫ ॥ বাহু তুলি বলে প্রভু বল হরি হরি। হরি-

---

হে ভক্তগণ! গৌরাঙ্গসুন্দর কাশীতে অবস্থিতি করিয়া এই প্রকার আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ করিলেন ॥ ১১৯ ॥

সে যাহা, হউক, মহাপ্রভুর এই বিচিত্র লীলা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও সনাতনের মন আনন্দিত হইল ॥ ১২০ ॥

অনন্তর সন্ন্যাসিসকল মহাপ্রভুকে দেখিতে আগমন করিলেন এবং সমুদায় কাশীবাসী মহাপ্রভুর প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১২১ ॥

তাহারা কহিল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাশীতে আগমন হওয়ায় এই পুরী সহ সমুদায় লোক মহাধন্য হইল ॥ ১২২ ॥

মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল, তাহাতে তপনমিশ্রের গৃহে এতই ভীড় হইল যে, কেহ দ্বারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১২৩ ॥

মহাপ্রভু যখন বিশ্বেশ্বর দর্শনে গমন করেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয় ॥ ১২৪ ॥

আর যদি মহাপ্রভু স্নান করিতে গঙ্গাতীরে গমন করেন, সেখানেও লোকসকল আসিয়া মহাভীড় করে ॥ ১২৫ ॥

ধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্য ভরি ॥১২৬॥ লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন। বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥ ১২৭ ॥ রাত্রি দিবস লোকের শুনি কোলাহল। বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥১২৮ এই লীলা আগে কহিব বিস্তার করিয়া। সঙ্ক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১২৯ ॥ এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ১৩০ ॥ মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন। দুই সেনা-পতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ নিত্যানন্দ গোসাঞিকে পাঠাইল গৌড়-দেশে। তিঁহ ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে ॥ ১৩১ ॥ আপনে দক্ষিণ-

---

তখন মহাপ্রভু বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলেন, তোমরা সকল হরি বল, হরি বল, তাহাতে লোক সকল এত উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে লাগিল যে, তদ্দ্বারা স্বর্গ মর্ত্য পরিপূর্ণ হইল ॥ ১২৬ ॥

এই রূপে মহাপ্রভু যখন লোকনিস্তার করিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সময় শ্রীসনাতন গোস্বামিকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন ॥১২৭॥

দিবারাত্র লোকসকলের কোলাহল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বারাণসী পরিত্যাগ করত নীলাচলে আগমন করিলেন ॥ ১২৮ ॥

হে ভক্তগণ! শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলা অগ্রে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব, প্রসঙ্গ পাইয়া এস্থলে সঙ্ক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম ॥ ১২৯ ॥

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম ও প্রেম বিতরণ করিয়া বিশ্ব সংসারকে ধন্য করিলেন ॥ ১৩০ ॥

মহাপ্রভু দুই সেনাপতি স্বরূপ রূপ সনাতনকে মথুরায় প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ভক্তি প্রচার করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ গোস্বামিকে গৌড়দেশে পাঠাইলেন, তিনি অশেষ বিশেষরূপে ভক্তির প্রচার করিলেন ॥ ১৩১ ॥

দেশে করিল গমন। গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম প্রচারণ॥ সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার। কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥১৩২॥ এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান। যাহার শ্রবণে হয় গৌরতত্ত্ব জ্ঞান॥ ১৩৩॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈত তিন জন। শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ॥ সবার চরণপদ্মে করি নমস্কার। যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার॥ ১৩৪॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৩৫॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যাননিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অপর আপনি স্বয়ং দক্ষিণ দেশ গিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করিলেন। মহাপ্রভু কি আশ্চর্য্য কৃপা, সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভক্তি প্রচার পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া সকলকে নিস্তার করিলেন॥ ১৩২॥

হে ভক্তগণ! পঞ্চতত্ত্বের এই আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, ইহার শ্রবণে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তত্ত্ব জ্ঞান হয়॥ ১৩৩॥

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিন জন, আর শ্রীবাস ও গদাধর প্রভৃতি যত ভক্তগণ, তাঁহাদের পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া যে কোনরূপে হউক কিছু কিছু চৈতন্যবিহার কীর্ত্তন করিলাম॥ ১৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন॥ ১৩৫॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান নিরূপণ নামক সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র। জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥ জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়। জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ ৩ ॥ জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ। প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৪ ॥ মূক কবিত্ব করে যে সবের স্মরণে। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৫ ॥ এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।

হরিভক্তিবিলাসে। বন্দে চৈতন্যদেবমিতি ॥ ১—১৫ ॥

যে ভগবান্ চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় লিখনরূপ রঙ্গক্ষেত্রে এই জড় ব্যক্তিও বলপূর্ব্বক বিচিত্র নৃত্য করিতেছে, সেই দেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং পরম আনন্দময় নিত্যানন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

কৃপাময় অদ্বৈত আচার্য্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ও গদাধর পণ্ডিত মহাশয় জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, প্রণত হইয়া উঁহাদিগের চরণে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

যাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া মূক ব্যক্তিও কবিতা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়, পঙ্গু ব্যক্তি গিরি লঙ্ঘন করে এবং অন্ধজনে নক্ষত্র দেখিতে পায় ॥ ৫ ॥

তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেককোলাহল ॥ ৬ ॥ এ সব না মানে যেই করে কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজাগণ। বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন ॥ কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি। চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য করি জানি ॥ ৮ ॥ মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ। এই লাগি কৃপায় প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ৯ ॥ সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার। তথাপি খণ্ডিবে দোষ হইবে নিস্তার ॥ ১০ ॥ হেন কৃপাময় চৈতন্য না মানে যেই জন। সর্ব্বোত্তম হৈলে তার অসুরে গণন ॥ ১১ ॥ অতএব

যে সকল পণ্ডিত ইহাঁদিগকে না মানেন, তাঁহাদিগের বিদ্যাপাঠ ভেকের কোলাহল মাত্র ॥ ৬ ॥

উল্লিখিত পঞ্চতত্ত্বকে যে ব্যক্তি না মানিয়া কৃষ্ণভক্তি আচরণ করে তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয় না এবং সে কোন প্রকার গতি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে যেমন জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ বেদধর্ম্ম যাজনপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা করিত, কিন্তু কৃষ্ণকে না মানিয়া তাহারা দৈত্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সেইরূপ যে ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে না মানে তাহাকে দৈত্য বলিয়া গণনা করি ॥ ৮ ॥

চৈতন্যদেব মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে সকল লোক আমাকে না মানিবে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে, এজন্য কৃপা করিয়া প্রভু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন ॥ ৯ ॥

মহাপ্রভুর অভিপ্রায় এই যে, যদি কেহ সন্ন্যাসি বুদ্ধিতে আমাকে নমস্কার করে, তথাপি তাহার সমস্ত দোষ খণ্ডন হইবে এবং সে নিস্তার পাইবে ॥ ১০ ॥

অহে ভক্তগণ! এতাদৃশ কৃপাময় চৈতন্যদেবকে যে ব্যক্তি না

পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া। চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥১২॥ যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ। তর্ক শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৪ ॥ বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৫ ॥

অথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১ লহর্য্যাং ২৩ অঙ্ক-
ধৃত তন্ত্রবচনং যথা ॥

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। জ্ঞানত ইতি তন্ত্রগতং তাবদ্বচার্গাতে অত্র জ্ঞানযজ্ঞাদি পুণ্যে সাঙ্গ এব বাচ্যো তয়োস্তাদৃশত্বং বিনা মুক্তিভুক্ত্যোরপি সিদ্ধির্ন স্যাৎ অস্তু তাবৎ সুলভত্ব-বার্ত্তা অতঃ সাধনসহস্রাণামপি সাসঙ্গত্বমেব লভ্যতে বাক্যার্থ ক্রমভঙ্গস্যাবশ্য পরিহার্য্য

মানিবে, সে যদি সর্ব্বোত্তমও হয় তথাপি তাহাকে অসুর বলিয়া গণনা করিতে হইবে ॥ ১১ ॥

অতএব আমি পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া বলিতেছি, সকলে কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে ভজন কর ॥ ১২ ॥

যদি কোন তার্কিক কহেন তর্কই প্রমাণস্বরূপ, তবে তাঁহার প্রতি বলা হইতেছে যে, তর্ক শাস্ত্রে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহাই সেবনীয়-পদার্থ ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার প্রতি বিচার কর, বিচার করিলে চিত্তে পরম আশ্চর্য্য বোধ করিবে ॥ ১৪ ॥

বহু বহু জন্ম যদি শ্রবণ কীর্ত্তন করে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের
১ লহরীর ২৩ অঙ্ক ধৃত তন্ত্রের বচন যথা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রিয়ে! জ্ঞানদ্বারা মুক্তি অনায়াসেই লাভ

সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ ১৭ ॥

ত্বাং সহস্রবাহুল্যাসিদ্ধেশ্চ তত্র যদি জ্ঞান যজ্ঞাদিপুণ্যয়োঃ সাসঙ্গত্বং তদেকনিষ্ঠত্বমাত্রং বাচ্য তদা তাদৃশাভ্যামপি তাভ্যাং তয়োঃ সুলভত্বং নোপপদ্যতে ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তা সক্তচেতসামিত্যাদেঃ ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিন ইত্যাদেশ্চ তস্মাত্তয়োঃ সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্যং নৈপুণ্যঞ্চ ভক্তিযোগসংযোক্তৃত্বমিতি। পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্তদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়েত্যাদেঃ। স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসামিত্যাদেশ্চ। অথ হরিভক্তিশব্দেন সাধ্যরূপো রতিপর্য্যায়স্তদ্ভাব এবোচ্যতে। ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা ইত্যাদিবৎ। ততশ্চ সাধনশব্দেন হরিসম্বন্ধি সাধনমেবোচ্যতে তৎসম্বন্ধিত্বং বিনা তদ্ভাব জন্মাযোগাৎ। তথাচ সাধনশব্দেন সাক্ষাত্তদ্ভজনে বাচ্যে তত্র পূর্ব্বক্রমতঃ সাসঙ্গত্বে লব্ধে সহস্রবহুলত্বনির্দ্দেশেনাপর্য্যবসানাৎ সুশব্দাচ্চ ভীতস্য কস্যাপি তত্র প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ তেন তস্যাঃ সুলভত্বস্তু শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি। তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিরিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং তস্মাৎ সাধনশব্দেন ন সাধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিবত্তদর্থবিনিযুক্তকর্ম্মাদিকমেবোচ্যতে। অতএব সাধনশব্দ এব বিন্যস্তো ন তু ভজনশব্দঃ। তস্য সাসঙ্গত্বং নাম চ তদর্থবিনিয়োগাৎ পূর্ব্ববন্নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমেব তৎসাহস্রৈরপি সুদুর্ল্লভেত্যুক্তিস্তু সাক্ষাদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যত্বেন প্রবর্ত্তয়তি। তথাপি কায়িকায়াসমনাসঙ্গৈরিতি। যদুক্তং। তত্র চাসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্য তাদৃশ সামর্থ্যেঽপ্যনাত্র স্বর্গাদৌ প্রবৃত্ত্যা ন বিদ্যতে আসঙ্গো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈর্নানাসাধনৈরিত্যর্থঃ। তাদৃশ নানাসাধনস্তু নেষ্টং তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা। ইত্যাদৌ তস্মাদিতরমিশ্রতাপি ন যুক্তা ইতি সাধ্বেব লক্ষিতং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিতি ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

হয় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা স্বর্গাদি সুখরূপ ভুক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও সুদুর্ল্লভা অর্থাৎ কোনক্রমেই ভক্তিলাভ করিতে পারা যায় না ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ যদি ভক্তকে ভুক্তি মুক্তি দিয়া অবসর পাইতে পারেন তবে

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৮ ॥

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ক চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৫। ৬। ১৮। নম্নু, ভগবতোঽতিসুলভত্বদর্শনান্মোক্ষস্য চাতিসুদুর্লভত্বাদিসমমতিস্তুতিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ। হে রাজন্ ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্টা দেবমুপাস্যঃ প্রিয়ঃ সুহৃৎ কুলস্য পতির্নিয়ন্তা কিং বহুনা ক্ক চ কদাচিদ্দৌত্যাদিষু চ বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোঽপি আজ্ঞানুবর্ত্তী অস্তু নামৈবং তথাপ্যন্যেষাং নিত্যং ভজতামপি মুক্তিং দদাতি ন তু কদাচিদপি সপ্রেমভক্তিযোগমিতি ॥ দুর্গমসঙ্গমন্যাং। কর্হিচিন্ন দদাতীত্যাক্তে কর্হিচিদ্দদাতীত্যায়াতি। অতএব কর্হিচিদপীতি নোক্তং। অস্যাকল্যেতু চিচ্ছনাবিত্যুক্তেঃ। তস্মাদাসঙ্গেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে দৃঢ়াশক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ। তত্রৈব চ লক্ষিতং অন্যাভিলাষিতাশূন্যামিতি॥১৮·২৩

তাহারই চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রেমভক্তি কখন দেন না, তাহা লুকাইয়া রাখেন ॥ ১৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে
১৮ শ্লোকে রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শুকবাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, "হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুদিগের পতি অর্থাৎ পালক এবং উপদেষ্টা, উপাস্য, প্রিয়, কুলের নিয়ন্তা এবং কদাচিৎ দৈত্যকার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন, হে মহারাজ! ভগবান্ তোমাদের প্রতি এরূপ হয়েন এবং যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন তাঁহাদিগকে মুক্তিও দিয়া থাকেন কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ কখন কাহাকেও দেন না ॥ ১৮ ॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা । জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥ ১৯॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার । বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥ ২০ ॥ অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয় । কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥ ২১ ॥ নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয় । আউলায় সর্ব্ব অঙ্গ অশ্রু গঙ্গা বয় ॥ ২২ ॥ কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার । কৃষ্ণ বলিতে অপরাধির না হয় বিকার ॥ ২৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৪ ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।

ভাবার্থদীপিকায়াং । ২ । ৩ । ২৩ । অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য বিক্রিয়ালক্ষণমাহ ।

এতাদৃশ প্রেম শ্রীচৈতন্য যেখানে সেখানে প্রদান করিয়াছেন । অন্যের কথা কি জগাই মাধাই পর্য্যন্তকেও বিতরণ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আপনার নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার পাত্রা-পাত্র বিচার না করিয়া যাকে তাকে বিলাইয়া দিলেন ॥ ২০ ॥

ভক্তগণ ! অদ্যাপিও দেখুন যে ব্যক্তি চৈতন্যের নাম গ্রহণ করে সে মানবও কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পুলকাশ্রু ধারণ করেন ॥ ২১ ॥

অপর যদি কোন ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয় এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া অঙ্গে গঙ্গাধারার ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণনাম অপরাধির অপরাধ বিবেচনা করেন, এজন্য কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে অপরাধি ব্যক্তির প্রেম বিকার হয় না ॥ ২৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ২ স্কন্ধে ৩ অধ্যায় ২৪ শ্লোকে সূতের প্রতি শৌনকের বাক্য যথা ॥

শৌনকঋষি কহিলেন, হে সূত ! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ। ইতি ॥২৪॥

অস্যার্থঃ। এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২৫ ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥ ২৬ ॥ অনায়াসে সংসার ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামে ফল পাই এত ধন ॥২৭॥ হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহু বার। তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার ॥ তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাঁহা না হয় অঙ্কুর ॥ ২৮ ॥ চৈতন্য নিত্যানন্দে

অথেতি গাত্ররুহেষু রোমসু হর্ষঃ উদ্গমঃ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ। যদা তদ্বিকারো ভবেত্তদা নেত্রাদে জলাদিকং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪—৫০ ॥

বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে লোমাঞ্চ না হয়, তবে সে হৃদয় পাষাণ তুল্য কঠিন ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য। একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে ঐ কৃষ্ণনাম সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন এবং প্রেমের কারণস্বরূপা যে ভক্তি তাঁহার উদয় করিয়া দেন ॥ ২৫ ॥

প্রেমের উদয় হইলে প্রেমের বিকার স্বরূপ স্বেদ, কম্প, পুলক, স্বরভঙ্গ ও অশ্রুপ্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব সকল উপস্থিত হয় ॥ ২৬ ॥

তথা অনায়াসে সংসার ক্ষয় ও কৃষ্ণসেবায় রুচি জন্মে, হে ভক্তগণ! দেখুন এক কৃষ্ণনামের ফলে এত ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৭ ॥

যদি কোন ব্যক্তি এমত কৃষ্ণনাম বহু বার গ্রহণ করে এবং তাহাতে যদি তাহার প্রেম বা অশ্রুধারা প্রবাহিত না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রচুর অপরাধ * আছে জানিতে হইবে, কৃষ্ণনামরূপ বীজ তাহাতে অঙ্কুরিত হয়েন না ॥ ২৮ ॥

* জীবের যদি নামাপরাধ ও সেবাপরাধরূপ বৈষ্ণব অপরাধ থাকে, তবে কৃষ্ণনামও তাহাকে প্রেম দান করেন না ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ পূর্ব্ববিভাগে ২ লহরীর ৫৪ অঙ্কে যথা ॥

সেবানামাপরাধানাং বর্জ্জনং যথা বারাহে ॥

মমার্চ্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥

পাদ্মে চ ॥

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ ৫৪ ॥

সেবাপরাধবর্জ্জনং যথা বরাহপুরাণে ॥

বরাহদেব পৃথিবীকে কহিলেন, হে বসুধে! আমার অর্চ্চনাসম্বন্ধীয় অপরাধ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, বৈষ্ণবগণ যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা ঐ সকল অপরাধ বর্জন করিবেন ॥

আগমশাস্ত্রে সেবাপরাধ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—যান অর্থাৎ শিবিকাদি অথবা পদে পাদুকা প্রদান করত ভগবদ্গৃহে গমন। ১। ভগবৎশ্রীতার্থকৃত উৎসবাদির অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় দোলপ্রভৃতি উৎসবের অসেবন। ২। তাঁহার সম্মুখে প্রণাম না করা। ৩। উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে অথবা অশৌচে ভগবদ্বন্দনাদি। ৪। এক হস্তদ্বারা প্রণাম। ৫ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। ৬। ভগবানের অগ্রে পাদপ্রসারণ। ৭। পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ বস্ত্রাদিদ্বারা পৃষ্ঠ, জানু ও জঙ্ঘা বন্ধন। ৮। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন। ৯। ভোজন। ১০ মিথ্যাকথন। ১১। উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ। ১২। পরস্পর কথোপকথন। ১৩। রোদন। ১৪। কলহ। ১৫। কাহার প্রতি নিগ্রহ ও কাহার প্রতি অনুগ্রহকরণ। ১৬। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির অগ্রভাগে পাদ প্রসারণ। ১৭। সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ। ১৮। কম্বলের আবরণ অর্থাৎ কম্বল আবরণ দিয়া সেবাদি কার্য্য করিবে না, কি জানি তাহা হইতে লোম স্খলিত হইতে পারে। ১৯। ভগবৎ অগ্রেঃপরনিন্দা। ২০। পরস্তুতি। ২১। অশ্লীলভাষণ অর্থাৎ গালি দেওন। ২২। অধোবায়ু পরিত্যাগ। ২৩। সামর্থ্য থাকিতেও গৌণ উপচার দান অর্থাৎ পুষ্প ও তুলসী প্রভৃতি আহরণ করিয়া পরিপাটীরূপে ভগবৎপূজাদি নির্ব্বাহ করিতে সামর্থ্য থাকিতেও সংক্ষেপে জল মধ্যে পূজাদি নির্ব্বাহকরণ অথবা অর্থসামর্থ্য থাকিতেও কুণ্ঠতা প্রকাশপূর্ব্বক অল্প ব্যয়ে ভগবৎ উৎসবাদি নির্ব্বাহকরণ। ২৪। অনিবেদিত ভক্ষণ। ২৫ যে কালে যে ফল বা শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই কালে তাহা ভগবানকে সমর্পণ না করা। ২৬। আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান। ২৭। শ্রীমূর্ত্তির

দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন। ২৮। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তির অগ্রে অন্যকে অভিবাদন। ২৯। গুরুদেবে মৌন অর্থাৎ গুরুদেবের অগ্রে কোন স্তবাদি না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হওন।৩০। আপনার স্তুতিকরণ অর্থাৎ আপনিই আপনার প্রশংসাকরণ। ৩১। এবং দেবতানিন্দন। ৩২ বিষ্ণুর এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ কীর্ত্তিত হইল,। এতদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে যে সকল অপরাধ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। যথা—রাজান্নভক্ষণ। ১। অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন। ২। বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে হরির উপাসনা। ৩। বাদ্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ বাদ্য না করিয়া শ্রীমন্দিরেরদ্বার উদ্ঘাটন। ৪। যে দ্রব্যের প্রতি কুক্কুর দৃষ্টিপাত করিয়াছে তদ্দ্বারা ভক্ষ্য দ্রব্যের সংগ্রহকরণ। ৫। পূজাকালে মৌনভঙ্গ। ৬। পূজা করিতে করিতে মল ত্যাগার্থ গমন। ৭। গন্ধমাল্য প্রদান না করিয়া অগ্রে ধূপ দেওন।৮। অযোগ্য পুষ্পে পূজন।৯। দন্তধাবন না করণ।১০। স্ত্রীসম্ভোগ।১১। রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ।১২। দীপ। ১৩। শব স্পর্শ। ১৪। রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত। পরের এবং মলিন বস্ত্র পরিধান। ১৫। মৃত দর্শন। ১৬। অপানবায়ু পরিত্যাগ। ১৭। ক্রোধকরণ। ১৮। শ্মশানগমন। ১৯। ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইতে। ২০। কুসুম্ভ অর্থাৎ গাঁজা পান। ২১। পিণ্যাক অর্থাৎ তিলকল্ক (খৈল) ভোজন। ২২। এবং তৈলমর্দ্দন করিয়া হরিস্পর্শ ও হরির সেবা করিলে পাপ জন্মে। ২৩। অপর অন্যত্র বর্ণিত আছে। ভগবচ্ছাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া তৎপ্রতিপত্তি। অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। ভগবানের অগ্রে তাম্বূলচর্ব্বণ। এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন। আসুরিক কালে ভগবৎপূজা। পীঠ অথবা ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক পূজন। স্নানকালে বামহস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন। পর্য্যুষিত অথবা যাচিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন। পূজাকালে থুৎকৃতি নিক্ষেপ পূজাবিষয়ে স্বীয় গর্ব্বপ্রতিপাদন অর্থাৎ বড় পূজক ইত্যাদি মনন। তির্য্যক্‌পুণ্ড্র (ত্রিপুণ্ড্র) ধারণ। পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ। অবৈষ্ণবের পাক করা অন্ন ভগবানকে নিবেদন। অবৈষ্ণবের সম্মুখে বিষ্ণুপূজন। গণেশকে পূজা না করিয়া এবং কপালী অর্থাৎ স্বনাম খ্যাত নীচজাতিবিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজন। নখস্পৃষ্ট জলে শ্রীমূর্ত্তির স্নপন এবং ঘর্ম্মাম্বুলিপ্ত কলেবরে হরিপূজন। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র বর্ণিত আছে। নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন। ভগবৎশপথাদিকরণ ইত্যাদি অনেকানেক সেবাপরাধ আছে॥

নামাপরাধ, যথা—পদ্মপুরাণে॥

মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও যদি হরিচরণারবিন্দ আশ্রয় করে, তাহা হইলে সকল অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু যে নরাধম হরির নিকটেও অপরাধী, সে যদি কখন হরিনামের আশ্রিত হয়, তাহা হইলে নামমাহাত্ম্যে ঐ অপরাধ হইতে নিস্তার

নাহি এ সব বিচার । নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥ ২৯ ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার । তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩০ ॥ অয়ে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল । চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥৩১॥ কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস । চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥৩২॥ বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল । যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব

কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দে এই সমুদায় বিচার নাই, তাঁহাদের নাম গ্রহণ করিলেই তাঁহারা প্রেম দেন এবং নাম গৃহীতার চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হয় ॥ ২৯ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং অতিশয় উদার স্বভাব, তাঁহাকে না ভজিলে কখনই নিস্তার হইবে না ॥ ৩০ ॥

অহে মূঢ়লোকসকল! চৈতন্যমঙ্গল শ্রবণ কর, তাহাতেই চৈতন্যের মহিমাসকল জানিতে পারিবে ॥ ৩১ ॥

শ্রীবেদব্যাস ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, চৈতন্যলীলায় শ্রীবৃন্দাবনদাসকে ব্যাসরূপে জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছেন, উহার শ্রবণমাত্রে

পাইতে পারে। ফলতঃ হরিনাম সকলের সুহৃদ্, অতএব নামাপরাধ করিলে অধোলোকে পতিত হইতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

নামাপরাধ যথা ॥

সৎ সকলের নিন্দা । ১ । বিষ্ণুর নাম হইতে শিবনামাদির স্বাতন্ত্র্যরূপে মনন অর্থাৎ বিষ্ণুনাম হইতে পৃথক্‌রূপে শিবনামাদির চিন্তন । ২ । গুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ । ৩ । বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা । ৪ । হরিনামের মাহাত্ম্যে ইহা অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিমাত্র ইত্যাদি মনন । ৫ । অথবা প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন । ৬ । নামবলে পাপে প্রবৃত্তি । ৭ । অন্য শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন । ৮ । অশ্রদ্দধান জনকে নামোপদেশ । ৯ । এবং নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে অপ্রীতি । ১০ । এই দশ প্রকার নামাপরাধ বৈষ্ণব ব্যক্তি অবশ্য বর্জন করিবেন ॥

অমঙ্গল ॥ ৩৩ ॥ চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥ ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছে ইহাঁ আনি করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৪ ॥ চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন। সেহো মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৫ ॥ মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৬ ॥ বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি যেহোঁ তারিল সংসার ॥ ৩৭ ॥ নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন। তাঁর গর্ভে

অমঙ্গল সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

যাহাতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মহিমা জানা যায়, যাহাতে কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সার সকলের সীমা অবগত হওয়া যায়, শ্রীমদ্ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার আছে, তৎসমুদায় উদ্ধার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাসঠকুর মহাশয় আপনার চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

পাষণ্ডী ও যবন যদি চৈতন্যমঙ্গল শ্রবণ করে, সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ মহাবৈষ্ণব হইবে ॥ ৩৫ ॥

আহা! চৈতন্যমঙ্গল কি আশ্চর্য্য গ্রন্থ মনুষ্য কখন ও প্রকার গ্রন্থ রচনা করিতে পারে না, শ্রীবৃন্দাবনদাসঠকুরের মুখে সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব বক্তা ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠকুরের চরণে কোটি কোটি নমস্কার, ঐ প্রকার গ্রন্থ * রচনা করিয়া যিনি সংসার উদ্ধার করিলেন ॥ ৩৭ ॥

নারায়ণী নামে একটী স্ত্রীলোক মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করি-

* শ্রীনারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস দেনুড় গ্রামে বসিয়া চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। পরে লোচনদাসঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল দৃষ্টি করিয়া নিজ গ্রন্থকে চৈতন্যভাগবত বলিয়া নাম দেন। নাম পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে কবিরাজ গোস্বামী ঐ গ্রন্থ দৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥

জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন ॥ ৩৮ ॥ তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত্র বর্ণন। যাঁহার শ্রবণে হইল শুদ্ধ ত্রিভুবন ॥ ৩৯ ॥ অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ। খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৪০ ॥ বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥৪১॥ সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন। পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ ॥ ৪২ ॥ চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন। সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৩ ॥ নিত্যানন্দ লীলায় বড় হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৪ ॥ সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ। বৃন্দাবনবাসি

ছেন, তাঁহার গর্ব্ভে বৃন্দাবনদাস-ঠকুর জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩৮ ॥

ঐ বৃন্দাবনদাস-ঠক্কুরের আশ্চর্য্য চৈতন্যচরিত্র বর্ণন, যাহার শ্রবণ মাত্রে ত্রিভুবন পবিত্র হইল ॥ ৩৯ ॥

অতএব লোকসকল শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে ভজন কর, তাহাতে সংসার দুঃখ খণ্ডন হইবে এবং প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হইবা ॥ ৪০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর চৈতন্যমঙ্গলনামক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে শ্রীচৈতন্যলীলা সকল বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

ঐ মহাশয় অগ্রে সূত্ররূপে লীলা সকলের গ্রন্থন করিয়া পশ্চাৎ বিস্তারপূর্ব্বক তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত এবং তাহার পার নাই, বর্ণন করিতে করিতে গ্রন্থ বিস্তার হইয়া উঠিল। তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর সঙ্কোচ মনে সূত্রধৃত কোন লীলা বর্ণন করেন নাই ॥ ৪৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের লীলা বর্ণনে অতিশয় আবেশ হওয়াতে শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা অবশেষ রাখিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহা তিনি বর্ণন করেন নাই ॥৪৪

ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৫ ॥ বৃন্দাবন কল্পদ্রুমসুবর্ণ সদন। মহাযোগ-পীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন ॥ তাতে বসি আছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৪৬॥ শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার। দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ৪৭ ॥ সহস্র সেবক সেবা করে অনু-ক্ষণ। সহস্র বদনে সেবা না হয় বর্ণন ॥ ৪৮ ॥ সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত-হরিদাস। যাঁর যশ গুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ ॥ ৪৯ ॥ সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর। মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥ সবার সম্মানকর্ত্তা করে সবার হিত। কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে যাঁর চিত ॥ ৫০ ॥

ঐ সমুদায় লীলাবিবরণ শ্রবণনিমিত্ত বৃন্দাবনবাসি ভক্তবৃন্দের মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল ॥ ৪৫ ॥

বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ, তাহার তলে সুবর্ণমন্দির, সেটী মহাযোগপীঠ, তাহার মধ্যে রত্নসিংহাসন আছে, তাহার উপরি ভাগে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

উহাঁর নাম শ্রীগোবিন্দদেব, উনি সাক্ষাৎ মদন (কন্দর্প) স্বরূপ। ঐ স্থানে উহাঁর উৎকৃষ্ট সামগ্রী, ভাল ভাল বস্ত্র ও উত্তম উত্তম অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা বিচিত্র প্রকার রাজোপচারে সেবা হয় ॥ ৪৭ ॥

সেইস্থানে শ্রীগোবিন্দদেবকে সহস্র সহস্র সেবকে নিরন্তর সেবা করিতেছে, সেই সেবার এরূপ আশ্চর্য্য পরিপাটী যে সহস্র মুখে তাহা বর্ণনা করা যায় না ॥ ৪৮ ॥

সে যাহা হউক, শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধ্যক্ষ শ্রীহরিদাসপণ্ডিত, ইহাঁর গুণ ও যশঃ সমস্ত জগতে বিখ্যাত ॥ ৪৯ ॥

ইনি সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর, মধুর বচন, মধুর চেষ্টা-ন্বিত, অতিশয় ধীর, সকলের সম্মানকর্ত্তা, সকলের হিতকারী, ইহাঁর

কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ। সেইসব ইহাঁর শরীরে প্রকাশ ॥৫১॥

চিত্তে কৌটিল্য বা মাৎসর্য্য অথবা হিংসা কখন উদয় হয় নাই ॥ ৫০ ॥

অপর শ্রীকৃষ্ণের যে সাধারণ পঞ্চাশৎ * গুণ, তৎ সমুদায় ইহাঁতে প্রকাশ ছিল ॥ ৫১ ॥

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ১ লহরীর ১১ অঙ্কে যথা॥

অথ তদ্গুণাঃ ॥

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসাযুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখীভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ।
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্।
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী ॥ ১১ ॥

নায়কস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণ এই যে, ইনি সুরম্যাঙ্গ।১। সর্ব্ব সল্লক্ষণান্বিত।২। রুচির।৩। তেজস্বী।৪। বলীয়ান্।৫। বয়সান্বিত।৬। বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ।৭। সত্যবাক্য।৮। প্রিয়ম্বদ।৯। বাবদূক।১০। সুপাণ্ডিত্য।১১। বুদ্ধিমান্।১২। প্রতিভান্বিত।১৩। বিদগ্ধ।১৪। চতুর।১৫। দক্ষ।১৬। কৃতজ্ঞ।১৭। সুদৃঢ়ব্রত।১৮। দেশকালসুপাত্রজ্ঞ।১৯। শাস্ত্রচক্ষুঃ।২০। শুচি।২১। বশী।২২। স্থির।২৩। দান্ত।২৪। ক্ষমাশীল।২৫। গম্ভীর।২৬। ধৃতিমান্।২৭। সম।২৮। বদান্য।২৯। ধার্ম্মিক।৩০। শূর।৩১। করুণ।৩২। মান্যমান-

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫২ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৫। ১৮। ১২। মনসোমলাপগমফলমাহ যস্যেতি। অকিঞ্চনা নিষ্কামা মনঃশুদ্ধৌ হরের্ভক্তো ভবতি। ততশ্চ প্রসাদে সতি সর্ব্বদেবাঃ সর্বৈর্গুণৈশ্চ জ্ঞানাদিভিঃ সহ সমাগাসতে নিত্যং বসন্তি গৃহাদ্যাশক্তস্যাতু হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ কুতো মহতাং গুণা জ্ঞান-বৈরাগ্যাদয়ো ভবন্তি অসতি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ। কিঞ্চ যস্যেতি সর্ব্বৈর্গুণৈরিতি যদৃচ্ছয়েবেত্যর্থঃ ॥ ভক্তিসন্দর্ভে। অকিঞ্চনা নিষ্কামা। গুণৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যা-দিভিঃ সহ সর্ব্বে শিবব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সমাগাসতে। তুর্ণমসঙ্গমনাৎ। যস্যেতি। সুরা ভগবদা-দয়ঃ স চ তথা তৎপরিকরা দেবা মুনয়শ্চেতি সমাসতে বশীভূতা তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫২—৬৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ স্কন্ধের
১৮ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে যথা ॥

বর্ষপতি ভদ্রশ্রবা প্রভৃতি কহিলেন, ভগবানের প্রতি যাঁহার নিষ্কামা ভক্তি জন্মে, মন শুদ্ধ হওয়াতে তিনি স্বয়ং হরিভক্ত হন্, তাহার পরে তাঁহার প্রতি হরির প্রসন্নতা হয়, তাহাতে দেবতা সকল ধর্ম্ম জ্ঞানাদি সহিত ঐ ব্যক্তিতে নিত্য বসতি করেন। পরন্তু যে ব্যক্তি গৃহাদিতে আসক্ত, তাহার প্রায় ভগবদ্ভক্তি সম্ভবে না, ইহাতে তাহার মহদ্গুণ বৈরাগ্যাদি হইবার সম্ভাবনা কি? সে সর্ব্বদা কেবল বিষয়সুখ দর্শন করে যদি তাহা না পায়, মনোরথদ্বারাও তদর্থ বহির্ধাবমান হয় ॥ ৫২ ॥

কৃৎ। ৩৩। দক্ষিণ। ৩৪। বিনয়ী। ৩৫। হ্রীমান্। ৩৬। শরণাগতপালক। ৩৭। সুখী। ৩৮। ভক্তসুহৃৎ। ৩৯। প্রেমবশ্য। ৪০। সর্ব্বশুভঙ্কর। ৪১। প্রতাপী। ৪২। কীর্ত্তিমান্। ৪৩। রক্তলোক। ৪৪। সাধুসমাশ্রয়। ৪৫। নারীগণমনোহারী। ৪৬। সর্ব্বারাধ্য। ৪৭। সমৃদ্ধি-মান্। ৪৮। বরীয়ান্। ৪৯। ও ঈশ্বর। ৫০। হরির এই পঞ্চাশৎ গুণ, ইহা সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ্য ॥ ১১ ॥

পণ্ডিতগোসাঞিের শিষ্য অনন্ত আচার্য্য। কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য॥ তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ। তাঁর প্রিয়শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস॥ ৫৩॥ চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরমবিশ্বাস। চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥ বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী নাহি দেখে দোষ। কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব সন্তোষ॥ ৫৪॥ নিরন্তর তিঁহ শুনেন চৈতন্যমঙ্গল। তাঁহার প্রসাদে শুনে বৈষ্ণব সকল॥ ৫৫॥ কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যৈছে পূর্ণচন্দ্র। নিজগুণামৃতে বাঢ়ান বৈষ্ণব আনন্দ॥৫৬ তিঁহ বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে। গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥ ৫৭॥ কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞি। গোবিন্দের

শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য, তাঁহার শরীর কৃষ্ণপ্রেমময় এবং তিনি উদার ও শ্রেষ্ঠ। ঐ অনন্তাচার্য্যের অনন্ত গুণ তাহা কাহারও বর্ণন করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার প্রিয়শিষ্য এই হরি-দাসপণ্ডিত॥ ৫৩॥

উহাঁর শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দে প্রগাঢ় বিশ্বাস, উনি চৈতন্যলীলা-শ্রবণে অতিশয় উল্লাস করেন। অপর ঐ মহাত্মা বৈষ্ণবের গুণ ব্যতীত কখন দোষ দর্শন করেন না, সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণবদিগের সন্তোষ সাধন করেন॥ ৫৪॥

তিনি নিরন্তর চৈতন্যমঙ্গল শ্রবণ করেন, তাঁহার অনুগ্রহে বৈষ্ণব-গণও শ্রবণ করিয়া থাকেন॥ ৫৫॥

যে স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হয়, সেই সভাকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল এবং স্বীয় গুণরূপ অমৃতদ্বারা বৈষ্ণবগণকে আনন্দিত করেন॥৫৬

সে যাহা হউক, ঐ পণ্ডিত হরিদাস মহাশয় আমার প্রতি কৃপা বিস্তার করত আমাকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শেষ-লীলা বর্ণন কর॥ ৫৭॥

প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই॥ শ্রীযাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী। চৈতন্যচরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী॥ পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ-গোসাঞি। চৈতন্যকথা বিনা মুখে আর কথা নাই॥ তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস। মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমি কৃষ্ণদাস॥ আর যত বৃন্দাবনবাসি ভক্তগণ। শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥৫৮॥ মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া। তাঁ সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥৫৯॥ বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে। মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥৬০॥ দর্শন করিয়া কৈল চরণ বন্দন। গোসাঞিদাস

তথা কাশীশ্বর গোস্বামির শিষ্য গোবিন্দগোস্বামী, তাঁহার সমান গোবিন্দের আর কেহ প্রিয়শিষ্য নাই। অপর শ্রীরূপগোস্বামির সঙ্গী শ্রীযাদবাচার্যগোস্বামী, তিনি চৈতন্যলীলায় অতিশয় আনন্দানুভব করেন, আর শ্রীপণ্ডিতগোস্বামির শিষ্য ভূগর্ভগোস্বামী, যাঁহার চৈতন্যের কথা ব্যতিরেকে মুখে আর অন্য কথা নাই। তাঁহার শিষ্য চৈতন্যদাস, তিনি গোবিন্দের পূজক। অপর মুকুন্দানন্দচক্রবর্ত্তী ও প্রেমী কৃষ্ণদাস প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণব বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন, তাঁহাদেরও মনে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শেষলীলা শ্রবণ করিতে বাসনা হওয়ায়॥ ৫৮॥

তাঁহারা আমাকে শ্রীচৈতন্যদেবের শেষলীলা বর্ণন করিতে আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে আমি তাঁহাদের আজ্ঞায় নির্লজ্জ হইয়া শেষলীলা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম॥ ৫৯॥

বৈষ্ণবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চিন্তাকুল হইল, তাহাতে আমি শ্রীমদনগোপালের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা নিমিত্ত গমন করিলাম॥ ৬০॥

শ্রীমদনগোপাল দর্শন করিয়া আমি তাঁহার চরণারবিন্দে বন্দনা

পূজারি করেন চরণসেবন ॥ প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল। প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ সব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল। গোসাঞিদাস আনি মোর গলে মালা দিল ॥ ৬১ ॥ আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ। তাঁহাই করিল তবে গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৬২ ॥ এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন ॥ সেই লিখি মদনগোপাল যে লিখায়। কাঠের পুতলি যৈছে কুহকে নাচায় ॥ ৬৩ ॥ কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন। যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপসনা-

করিতেছিলাম, সেই সময় গোসাঞিদাস পূজারি প্রভুর চরণসেবা করিতেছিলেন, আমি যখন গ্রন্থরচনার জন্য প্রভুর চরণারবিন্দে আজ্ঞা প্রার্থনা করি, সেই সময় প্রভুর কণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল, সকল বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন ঐ গোসাঞিদাস পূজারি আমাকে প্রভুর আজ্ঞামালা আনিয়া সমর্পণ করিলেন ॥ ৬১ ॥

আমি প্রভুর আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে সেই স্থানেই * গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলাম ॥ ৬২ ॥

শ্রীমদনমোহন আমাকে এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন, আমার লেখা কেবল শুকপক্ষির পাঠমাত্র, শ্রীমদনগোপাল আমাকে যাহা লিখান, আমি তাহাই লিখি, কাষ্ঠের পুত্তলি যেমন কুহকের ইচ্ছায় নৃত্য করে তদ্রূপ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমদনমোহন আমার কুলের দেবতা, রঘুনাথ, রূপ ও সনাতন এই তিন জন ইহাঁরই সেবক ॥ ৬৪ ॥

* শাকে সিন্ধগিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেহহ্নসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

অর্থাৎ ১৫৩৭ শাকে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে বৃন্দাবন মধ্যে এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ হয়, ইহার আরম্ভের দিন নিশ্চয় নাই, এই বচনটী এই গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে ॥

আপন শোধন ॥ ৪ ॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ং।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি। নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৬ ॥ এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম। নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম্ম ॥৭॥ শ্রীচৈতন্যমালাকার পৃথিবীতে আনি। ভক্তি-কল্পবৃক্ষ রুইল সিঞ্চি ইচ্ছা পানি ॥ ৮ ॥ জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেম-পূর। ভক্তিকল্পতরু তিহঁ প্রথম অঙ্কুর ॥ ৯ ॥ শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর

আমি জানি বা না জানি ইহাতে আমারই শোধন হইবে ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মালাকার, প্রেমসাক্ষাৎ কল্পতরু। সেই বৃক্ষের ফল-সমূহের দাতা ও ভোক্তা যে চৈতন্যদেব আমি তাঁহাকে আশ্রয় করি ॥৫

তাৎপর্য্য। মহাপ্রভু কহিলেন, আমি বিশ্বম্ভর নাম ধারণ করিয়াছি, যদি বিশ্বকে প্রেমে পরিপূর্ণ করিতে পারি; তবেই বিশ্বম্ভর নাম সার্থক হয় ॥ ৬ ॥

প্রভু এই চিন্তা করিয়া মালাকারের ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নবদ্বীপে ফলের উদ্যান কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥

মালাকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে ভক্তি কল্পবৃক্ষ আনয়ন করিয়া রোপণপূর্ব্বক তাহাতে ইচ্ছানুরূপ জল সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমময় মাধবেন্দ্রপুরীর জয় হউক, জয় হউক, তিনি ভক্তিকল্প-তরুর প্রথম অঙ্কুর * স্বরূপ ॥ ৯ ॥

* শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় এক জন সন্ন্যাসী। তাঁহার শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব, এজন্য মহাপ্রভু মাধ্বিসম্প্রদায় অঙ্গীকার করেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর পূর্ব্বে ব্রজরস গত প্রেমভক্তি ছিল না, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ রসের অঙ্কুর পত্তন করেন, তাঁহার কৃত একটী শ্লোক এই গ্রন্থের স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে, সেই শ্লোকের বিচারে তাঁহার প্রেমভক্তির অঙ্কুর দেখান যাইবে ॥

পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল॥ ১০ ॥ নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়। সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥ ১১ ॥ পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী। ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥ বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ। নৃসিংহানন্দ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥ এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে। এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥ ১২ ॥ মধ্য মূল পরমানন্দপুরী মহাধীর। অষ্টদিগে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির॥১৩॥ স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল। উপরি উপরি শাখা অসঙ্খ্য হইল॥ ১৪ ॥ বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল। মহা

শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে ঐ অঙ্কুর পুষ্ট হইল, শ্রীচৈতন্যদেব মালিস্বরূপে স্কন্ধ † হইলেন॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কি অচিন্ত্যশক্তি! আপনি মালী হইয়া আপনিই স্কন্ধ অর্থাৎ বৃক্ষ হইলেন, যত যত শাখা প্রশাখা প্রকাশ হইল, শ্রীচৈতন্যদেবই তৎসমুদায়ের মূলাশ্রয় হইলেন॥ ১১ ॥

অনন্তর পরমানন্দপুরী। ১। কেশবভারতী। ২। ব্রহ্মানন্দপুরী। ৩। ব্রহ্মানন্দভারতী। ৪। বিষ্ণুপুরী। ৫। কেশবপুরী। ৬। কৃষ্ণানন্দপুরী। ৭। নৃসিংহানন্দতীর্থ। ৮। এবং সুখানন্দপুরী। ৯। ভক্তিকল্পবৃক্ষের এই নয়টী মূল (শিখর) উদ্গত হইল, এই নয় মূলদ্বারা বৃক্ষ নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিল॥ ১২ ॥

এই নয়টী মূলের মধ্যে মহাধীর পরমানন্দপুরী মধ্য মূল হইলেন, আর কেশবভারতীপ্রভৃতি অষ্টমূল অষ্টদিকে থাকিয়া বৃক্ষকে স্থির করিলেন॥ ১২॥

অনন্তর শ্রীচৈতন্যরূপ স্কন্ধের উপর বহু বহু শাখা উৎপন্ন হইল, পুনর্ব্বার ঐ সকল শাখার উপরে উপরে অসঙ্খ্য শাখা বিস্তার হইল॥১৪

† মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু ঈশ্বরপুরী, কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহর নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি উক্ত প্রেমভক্তির অঙ্কুরকে অধিকতর পুষ্ট করেন॥

মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ডসকল ॥ ১৫ ॥ একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত। যত উপজিল তাহা কে গণিবে কত ॥ ১৬ ॥ মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন। আগে ত করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ১৭ ॥ শাখার উপরে বৃক্ষ হৈল দুই স্কন্ধ। এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥ ১৮ ॥ সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল। তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ১৯ ॥ বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা। যত উপজিল তার কে করিবে লেখা ॥ ২০ ॥ শিষ্য প্রশিষ্য তার উপশিষ্যগণ। জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২১ ॥ উড়ুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে। এইমত ভক্তি

বিংশতি বিংশতি শাখার এক এক মণ্ডল করিলেন, পরে ঐ সকল মহা মহা শাখা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদন করিল ॥ ১৫ ॥

যে যে শাখা প্রকাশ হইল, তাহাতে শত শত উপশাখা উৎপন্ন হইল, যত শাখা জন্মিল, তাহা গণনা করিতে কাহারও শক্তি নাই ॥১৬॥

যাহা হউক, পরে মুখ্য মুখ্য শাখার নাম গণনা করিব, এক্ষণে বৃক্ষের বর্ণন করি শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

শাখার উপরে বৃক্ষ দুই স্কন্ধবিশিষ্ট হইল, ঐ দুই স্কন্ধের মধ্যে একটীর নাম শ্রীঅদ্বৈত, দ্বিতীয়ের নাম শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ১৮ ॥

সেই দুই স্কন্ধে বহুতর শাখা উদ্গম হইল, পুনরায় ঐ দুই শাখার উপর এত উপশাখা জন্মিল যে, তৎসমুদায়ে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল এইরূপে বড়শাখা, উপশাখা এবং তাহার উপশাখা যত যত জন্মিল, তাহার কেহ সংখ্যা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২০ ॥

শিষ্য, প্রশিষ্য ও উপশিষ্যগণ, এরূপ জগৎ ব্যাপিলেন যে, তাহার গণনা করা যায় না ॥ ২১ ॥

যেমন উড়ুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে ফল হয়, তাঁহার ন্যায়

বৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২২ ॥ মূল স্কন্ধে শাখাতে আর উপশাখাগণে। লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ ২৩ ॥ পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর। বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল ॥ ২৪ ॥ ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি। এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৫ ॥ মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র ॥ ২৬ ॥ অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে। দরিদ্রে কুড়ায়া খায় মালাকার হাসে ॥ ২৭ ॥ মালাকার কহে শুন বৃক্ষপরিবার। মূল-শাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥ অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম।

ভক্তিবৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে ফল উদ্গত হইল ॥ ২২ ॥

ঐ বৃক্ষের মূল, স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখাতে এমত প্রেম ফল উৎপন্ন হইল যে, তাহা অমৃতকে ন্যক্কার করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

আহা! চৈতন্যমালির কি আশ্চর্য্য বদান্যতা, ঐ ভক্তিবৃক্ষের অমৃত অপেক্ষাও মধুর প্রেমফল যখন পরিপক্ব হইল, তখন বিলাইতে আরম্ভ করিলেন, কাহারও নিকট মূল্য গ্রহণ করেন না ॥ ২৪ ॥

অধিক কি বলিব ত্রিজগতে যত ধন, রত্ন ও মণি আছে ভক্তিবৃক্ষের একটী ফলেরও তৎসমুদায় মূল্য বলিয়া পরিগণিত হয় না ॥ ২৫ ॥

কেহ প্রার্থনা করুক বা না করুক, পাত্র হউক বা অপাত্র হউক, শ্রীচৈতন্যমালী ইহাঁর বিচার জানেনা কেবল দান করিব মাত্র ইহাই জানেন ॥ ২৬ ॥

মালাকার চৈতন্যদেব অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া প্রেমফল চতুর্দ্দিকে ছড়াইতে লাগিলেন, তাহা যখন দরিদ্র সকল কুড়াইয়া খাইতে লাগিল তাহা দেখিয়া মালাকার হাসিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর মালাকার কহিলেন, অহে! মূলশাখা ও উপশাখা প্রভৃতি যত বৃক্ষের পরিবার আছ, তোমরা সকলে শ্রবণ কর, এই অলৌকিক

স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ২৮ ॥ এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন। বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকলভুবন ॥ এক মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব। একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম। কেহ পায় কেহ না পায় রহে এই ভ্রম ॥২৯॥ অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে। যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩০ ॥ একলে বা আমি মালী কত ফল খাব। না দিয়া বা এই ফল কি আর করিব ॥ ৩১ ॥ আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর। তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে। খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥ ৩২ ॥ জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য খ্যাতি।

বৃক্ষে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম করিতেছে, দেখ এ স্থাবর হইয়া জঙ্গমের ধর্ম্ম ধারণ করিল ॥ ২৮ ॥

তোমরা সকল এই বৃক্ষের যত অঙ্গ, সকলেই সচেতন, তোমরা সকল বৃদ্ধি পাইয়া জগৎ ব্যাপিয়াছ, আমি একজন মালাকার, কোথা কোথা গমন করিব, একলাই বা কত ফল পাড়িয়া বিতরণ করিব। একলা ফল উঠাইয়া দিতে পরিশ্রম হয়, তাহাতে কেহ পাইল বা না পাইল এই ভ্রম থাকে ॥ ২৯ ॥

অতএব আমি তোমাদের সকলকে অনুমতি করিলাম, যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে প্রেমফল বিতরণ কর ॥ ৩০ ॥

আমি একলা মালী এ প্রেমফল কত খাইব, না দিয়াই বা এই প্রেমফলে আর কি করিব ॥ ৩১ ॥

আমি এই ভক্তিবৃক্ষকে ইচ্ছারূপ অমৃতে নিরন্তর সেচন করিতেছি, তাহাতে ইহার উপরে অসংখ্য ফল উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তোমরা যাকে তাকে ফল দাও, লোক সকল খাইয়া অজর ও অমর হউক ॥ ৩২

সুখী হঞা লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥ ৩৩ ॥ ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করে করি পর উপকার ॥ ৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে ॥

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।

প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ১২ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে ॥

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।

স্বামিটীকা নাস্তি। তোষণ্যাং। ১০। ২২। ২৪। এতাবদিতি। দেহিনাং বিচিত্রবহুলদেহভৃতাং কর্তৃভূতানং প্রাণাদিভিঃ কৃত্বা দেহিষু জীবেষু শ্রেয় আচরণং যৎ। পাঠান্তরে শ্রেয় এবাচরেৎ সদেতি যৎ এতাবজ্জন্মসাফল্যমিতি। তত্র প্রাণৈরিতি প্রাণাদরেণ কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ। ধিয়া সদুপায়চিন্তনাদিনা বাচা উপদেশাদিরূপয়া ॥ ৩৫ ॥

প্রাণিনামিত্যাদি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

ইহাতে জগৎ ভরিয়া আমার সুখ্যাতি হইবে এবং লোক সুখী হইয়া আমার কীর্ত্তি গান করিবে ॥ ৩৩ ॥

হে পরিবারগণ! ভারতভূমিতে যাহাদের মনুষ্য জন্ম হইয়াছে, তাহারা পরোপকার করিয়া জন্ম সার্থক করে ॥ ৩৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে
২২ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সখাগণ! দেহি সকলের প্রতি ধন, প্রাণ, বুদ্ধি ও বাক্য ইত্যাদিদ্বারা যে কল্যাণাচরণ তাহাই ত দেহিদিগের জন্মের ফল ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ১২ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে যথা ॥

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে প্রাণিদিগের

কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেদিতি ॥ ৩৬ ॥

মালি মনুষ্য আমার নাহি রাজ্যধন। ফল ফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ৩৭ ॥ মালী হৈয়া বৃক্ষ হৈলাম এই ত ইচ্ছাতে। সর্ব্বপ্রাণির উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে ॥

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ইতি ॥ ৩৯ ॥

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্যমালাকার। পরমানন্দ পাইল তবে

স্বামিটীকা। ১০। ২২। ২৩। সুজনস্য কৃপালোরর্থিন ইতি। তোষণ্যাং। অহো ইতি বিস্ময়ে হর্ষে বা। বরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং। কুতঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামুপজীবনং জীবিকাহেতুঃ। জীবিনামিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। হেতুর্নিজস্বান্নিনিঃ। তদেবাহ যেষাং যেভ্যো বিমুখা ন যান্তি জনাঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥ ৩৯—৪৬ ॥

যাহা উপকারার্থ হয় তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন ॥ ৩৬ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি মালী মনুষ্য, আমার রাজ্য বা ধন নাই, কেবল ফল ফুল দিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করি ॥ ৩৭ ॥

বৃক্ষ হইতে সকল প্রাণির উপকার হয়, এজন্য আমি মালী হইয়া বৃক্ষ হইলাম ॥ ৩৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের
২২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আহা ! এই সমস্ত বৃক্ষ সর্ব্বপ্রাণির উপজীবন, ইহাদের জন্ম অতিশয় শ্রেষ্ঠ, দয়ালুজনের সমীপে যাচকদের ন্যায়, ইহাদের নিকট হইতে প্রাণিগণ কখন বিমুখ হইয়া যায় না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীচৈতন্য মালাকার যখন এই আজ্ঞা করিলেন, তখন বৃক্ষের পরিবারগণ পরম আনন্দিত হইয়া যিনি যেখানে আছেন, তিনি সেই খানে প্রেমফল দান করিতে লাগিলেন, প্রেমফলের আস্বাদনে সমুদায়

বৃক্ষ পরিবার ॥ ৪০ ॥ যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল। প্রেমফলাস্বাদে সুখে ব্যাপিল সকল॥ মহামাদক প্রেমফল পেটভরি খায়। মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥ কেহ গড়াগড়ি যায় কেহ ত হুঙ্কার। দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৪১ ॥ এই মালাকার খায় এই প্রেমফল। নিরবধি মাতি রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৪২ ॥ সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান। প্রেমে মত্ত লোক বিনা না দেখিয়ে আন ॥ ৪৩ ॥ যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল। সেহ ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল ॥ ৪৪ ॥ এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ। এবে শুন ফলদাতা

জগৎ সুখে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪০ ॥

প্রেমফল মহামাদকস্বরূপ, তাহা উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াতে লোক সকল মত্ত হইয়া কেহ হাসে, কেহ গান করে, কেহ গড়াগড়ি যায় এবং কেহ কেহ হুঙ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা দেখিয়া মালাকার হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

মালাকার স্বয়ং এই প্রেমফল ভোজন করিয়া নিরন্তর মত্ত, বিবশ ও বিহ্বল হইয়া অবস্থিতি করেন ॥ ৪২ ॥

মালাকার আপনার ন্যায় সকল লোককে মত্ত করিলেন, প্রেমমত্ত লোক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বে যে সকল লোক শ্রীচৈতন্যদেবকে মাতাল বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল, তাহারাও ঐ প্রেমফল ভোজন ও নৃত্য করিতে করিতে ভাল ভাল বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

অহে ভক্তগণ! আপনাদিগের নিকট এই প্রেমফলের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যে সকল শাখাগণ ফলদাতা তাহার বিবরণ বলি শ্রবণ করুন ॥ ৪৫ ॥

যে যে শাখাগণ ॥ ৪৫ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পবৃক্ষবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতি ভক্তিকল্পবৃক্ষ বর্ণননামক নবমপরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ২ ॥ এই মালির এই বৃক্ষের অকথ্য কথন। এবে শুন মুখ্যশাখার নাম বিবরণ ॥ ৩ ॥ চৈতন্যগোসাঞির যত পারিষদচয়। গুরু লঘু ভাব

হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসটীকাদিগ্দর্শিন্যাং ॥ শ্রীচৈতন্যচরণাম্ভোজমধুপেভ্য ইতি। শ্রীচৈতন্যচরণাম্ভোজমধুপানাং কেনচিৎ অপি প্রকারেণ য আশ্রয়ঃ শরণাগতিঃ তস্মাদপি শ্বা তত্তুল্যঃ পরমনীচজনোঽপীত্যর্থঃ। তস্য শ্রীচৈতন্যচরণাম্ভোজমধুপানাং গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতি ইতি তথা তাদৃশো ভবেৎ। শ্বাপীত্যনেন চ যথা কমলমধুপানমত্তস্য ক্রমতো ভ্রমরস্য কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাত্তন্মুখনির্গলন্মধুগন্ধেন কুক্কুরোঽপ্যামোদিতো ভবেদিত্যত্র দৃষ্টান্ত উহ্যঃ। অতস্তল্লক্ষণাদিলিখনরূপসজ্জনাশ্রয়াৎ সৎপ্রসঙ্গাখ্যভক্তিবিলাসস্য লিখনমযোগ্যাদপি মত্তঃ সুখং সম্যগ্ ঘটতেতি ভাবঃ ॥ ১—৫ ॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দের ভ্রমরগণকে আমি বারংবার নমস্কার করি, তাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ আশ্রয় করিলে কুক্কুরও সেই চরণপদ্মের গন্ধ লাভ করিতে পারে ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

এই মালির ও এই বৃক্ষের মহিমা বর্ণনাতীত, ভক্তগণ এক্ষণে মুখ্য-শাখা সকলের নাম কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যগোস্বামির যত পারিষদ্গণ, কাঁহারও গুরুলঘু ভাব নিশ্চয়

কার না হয় নিশ্চয় ॥ ৪ ॥ যে যে মহান্ত সবার করিব গনণ। কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম ॥ অতএব তা সবাকে করি নমস্কার। নাম মাত্র করি দোষ না লবে আমার ॥ ৫ ॥

তথাহি ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥ ৬ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত। দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত ॥ শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর। চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥ দুই শাখার উপশাখায় তাঁ সবার গণন। যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৭ ॥ চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেত্যাদি ॥ ৬ ॥

হয় না ॥ ৪ ॥

যে সকল মহান্তের গণনা করিতেছি, কেহ তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম করিতে পারে না, অতএব সেই সকলকে নমস্কার করি, তাঁহা-দিগের নামমাত্র গ্রহণ করিতেছি, কেহ আমার দোষ লইবেন না ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা অতিপ্রিয়শাখারূপ ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

ভক্তগণ! শ্রবণ করুন, শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীরামপণ্ডিত, এই দুই ভ্রাতা ভক্তিকল্পতরুর জগদ্বিখ্যাত দুই শাখা। অপর এই দুইয়ের শ্রী-পতি ও শ্রীনিধিনামে আর দুই সহোদর ছিলেন, ইহাঁরা এবং এই চারি ভ্রাতার দাস, দাসী ও গৃহপরিবার যত ছিলেন, তাঁহারা সকল ঐ দুই শাখার উপশাখার মধ্যে পরিগণিত, ইহাদিগকে গৃহে মহাপ্রভু সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন করিতেন ॥ ৭ ॥

সেবা। বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী দেবা ॥ ৮ ॥ শ্রীআচার্য্যরত্ন নাম এক বড় শাখা। তাঁর পরিকর শিষ্য তাঁর উপশাখা ॥ ৯ ॥ আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। যার ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১০ ॥ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি। যাঁর নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১১ ॥ বড় শাখা গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি। তিঁহ লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাঞি ॥ তাঁর শিষ্য উপশিষ্য সব উপশাখা। এই মত শব শাখা উপশাখায় লেখা ॥ ১২ ॥ বক্রেশ্বরপণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য। একভাবে চব্বিশপ্রহর যাঁর নৃত্য ॥ আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্য-

---

উল্লিখিত চারি ভ্রাতার বংশ সকল শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা করেন, উহাঁরা শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্য দেবদেবী জানিতেন না অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ভিন্ন কোন দেবেরই উপাসনা করিতেন না ॥ ৮ ॥

অপর ঐ ভক্তিকল্পতরুর আচার্য্যরত্ন নামক আর একটী প্রধান শাখা আছেন, তাঁহার যত পরিকর ও যত শিষ্য তৎসমুদায় তাঁহার উপশাখা ॥ ৯ ॥

উল্লিখিত আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর, ইহাঁর গৃহে মহাপ্রভু আপনি দেবীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

ঐ ভক্তিকল্পতরুর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামে আর একটী প্রধান শাখা, ইহাঁর নাম লইয়া মহাপ্রভু আপনি রোদন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

অপর ঐ বৃক্ষের শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামী নামে আর একটী বৃহৎ শাখা আছেন, তিনি লক্ষ্মীস্বরূপ, তাঁহার তুল্য আর কেহ নাই, পণ্ডিত গোস্বামির যত শিষ্য ও উপশিষ্য আছেন, তাঁহারা সমুদায় উপশাখা, এইরূপে সমুদায়কে শাখা উপশাখা বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

তথা বক্রেশ্বরপণ্ডিত নামে মহাপ্রভুর আর একজন প্রিয়ভৃত্য আছেন, তিনি একভাবে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন, উহাঁর নৃত্য-

কালে। প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে॥ ১৩॥ দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ। তারা গায় মুঞি নাচো তবে মোর সুখ॥ ১৪॥ প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ একশাখা। আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা॥ ১৫॥ পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ। লোকে খ্যাতি যেঁহ সত্যভামার স্বরূপ॥ ১৬॥ প্রীতে প্রভুর করিতে চাহে লালন পালন। বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন॥ ১৭॥ দুইজনে খটপটি লাগয়ে কন্দল। তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল॥ ১৮॥ রাঘবপণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর। তাঁর এক শাখা আর মকরধ্বজ

কালে যখন স্বয়ং মহাপ্রভু গান করেন, শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিত মহাশয় শ্রীমহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন॥ ১৩॥

হে চন্দ্রবদন! আমাকে দশসহস্র গন্ধর্ব্ব প্রদান করুন, তাহারা গান করিবে, আর আমি নৃত্য করিব, তাহা হইলেই আমার সুখানুভব হইবে॥ ১৪॥

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, অহে বক্রেশ্বর! তুমি আমার এক পক্ষরূপ শাখা, যদি তোমার মত আর এক পাখা পাই, তাহা হইলে আকাশে উড়িতে পারিতাম॥ ১৫॥

অপিচ জগদানন্দপণ্ডিত মহাশয় মহাপ্রভুর প্রাণ স্বরূপ, ইনি লোকমধ্যে সত্যভামার স্বরূপ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন॥ ১৬॥

ইহাঁর ইচ্ছা এই যে, প্রীতচিত্তে মহাপ্রভুকে লালন পালন করেন, মহাপ্রভু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এজন্য লোকভয়ে তাঁহার বাক্য স্বীকার করিতেন না॥ ১৭॥

মহাপ্রভু ও জগদানন্দ পণ্ডিত এই দুইজনে খটপটি লাগাইয়া অর্থাৎ অনর্থক বিবাদ উপস্থিত করিয়া কন্দল করিতেন, এই জগদানন্দের প্রীতির কথাসকল পরে বর্ণন করিব॥ ১৮॥

কর ॥ ১৯ ॥ তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর দাস। প্রভুর ভোগের সামগ্রী করে বারমাসি। সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া। রাঘব লইয়া যায় গুপত করিয়া ॥ ২০ ॥ বারমাস প্রভু তাহা করেন অঙ্গীকার। "রাঘবের ঝালি" বলি প্রসিদ্ধ যাহার ॥ সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার। যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২১ ॥ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস। যাহার স্মরণে ভববন্ধ হয় নাশ ॥ ২২ ॥ চৈতন্যপার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর। পিতা করি যাঁরে কহে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ ২৩ ॥ দামোদরপণ্ডিত শাখা গাঢ় প্রেমচণ্ড। প্রভুর উপরে যিঁহ করে বাক্যদণ্ড ॥ ২৪ ॥ দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।

রাঘবপণ্ডিত নামক একজন মহাপ্রভুর প্রধান অনুচর, মকরধ্বজকর নামে ইহাঁর এক শাখা আছে ॥ ১৯ ॥

তাঁহার ভগিনীর নাম দময়ন্তী, তিনি মহাপ্রভুর দাসী, ঐ দময়ন্তী বারমাস মহাপ্রভুর সেবার সামগ্রী সঞ্চয় করিতেন। রাঘবপণ্ডিত দময়ন্তীদত্ত সেবার সামগ্রী পেটরায় ভরিয়া গোপনভাবে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া যাইতেন ॥ ২০ ॥

মহাপ্রভু বারমাস তাহা অঙ্গীকার করিতেন, সেই পেটরা "রাঘবের ঝালি" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল ॥

এই সকল বিষয় অগ্রে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব, যাঁহার শ্রবণে ভক্তের অশ্রুধার প্রবাহিত হইবে ॥ ২১ ॥

গঙ্গাদাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়, উহাঁর স্মরণ করিলে ভববন্ধন বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

শ্রীআচার্য্য পুরন্দর চৈতন্যের পার্ষদ, গৌরাঙ্গ ঈশ্বর তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন ॥ ২৩ ॥

দামোদরপণ্ডিত নামক যে শাখা, তাঁহার প্রেম গাঢ় এবং তিনি অতিশয় প্রচণ্ড, উনি প্রভুর উপরে বাক্যরূপ দণ্ড করিতেন ॥ ২৪ ॥

দণ্ডে তুষ্ট তাঁরে প্রভু পাঠাইলা নদীয়া॥ ২৫॥ তাহার অনুজ শাখা শঙ্করপণ্ডিত। প্রভুর পাদোপধান যাঁর নাম বিদিত॥ ২৬॥ সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভু পদে আশ। প্রথমেই নিত্যানন্দের যার ঘরে বাস॥ ২৭ নৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি॥ ২৮॥ নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার। চৈতন্যচরণ বিনু নাহি জানে আর॥ ২৯॥ শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজভৃত্য। দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥ ৩০॥ শুক্লাবর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্। যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্॥ ৩১॥ নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত। লুকাইয়া দুই প্রভু যাঁর ঘরে স্থিত॥৩২

দণ্ডের কথা অগ্রে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব, মহাপ্রভু দণ্ডে তুষ্ট হইয়া দামোদরপণ্ডিতকে নবদ্বীপে প্রেরণ করেন॥ ২৫॥

দামোদরের কনিষ্ঠ শাখার নাম শঙ্করপণ্ডিত, মহাপ্রভুর পাদোপধান (চরণ রাখিবার বালিশ) বলিয়া ইহাঁর নাম বিখ্যাত হয়॥ ২৬॥

সদাশিবপণ্ডিত মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আশা করিতেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রথমতঃ ইহাঁর গৃহে বাস করেন॥ ২৭॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন, এই জন্য মহাপ্রভু তাঁহার নাম নৃসিংহানন্দ রাখিয়াছিলেন॥ ২৮॥

নারায়ণ পণ্ডিত নামে এক বড় উদার শাখা, তিনি চৈতন্যচরণারবিন্দ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই জানিতেন না॥ ২৯॥

শ্রীমান্ পণ্ডিত নামে যে শাখা, তিনি প্রভুর নিজভৃত্য, শ্রীমহাপ্রভু যখন নৃত্য করিতেন, তখন তিনি দেউটী অর্থাৎ প্রদীপ ধরিয়া থাকিতেন॥ ৩০॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহাভাগ্যবান্ ছিলেন, মহাপ্রভু উহাঁর অন্ন যাচ্ঞা এবং কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিয়াছিলেন॥ ৩১॥

শ্রীমুকুন্দদত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী। যাঁহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৩৩ ॥ বাসুদেবদত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়। সহস্র মুখে যার গুণ কহিলে না হয় ॥ ৩৪ ॥ জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা। নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥ ৩৫ ॥ হরিদাসঠাকুর শাখার অদ্ভুতচরিত। তিন লক্ষ নাম দিন লয় অপাতিত ॥ ৩৬ ॥ তাহার অনন্তগুণ কহি দিঙ্মাত্র। আচার্য্য গোসাঞি যারে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধ-পাত্র ॥ ৩৭ ॥ প্রহ্লাদ সমান তার গুণের তরঙ্গ। যবন তাড়নে যার নহিল ভ্রূভঙ্গ ॥ ৩৮ ॥ তিঁহ সিদ্ধি পাইলে তার দেহ লৈয়া কোলে।

নন্দন আচার্য্য নামক শাখা জগন্মধ্যে বিখ্যাত, দুই প্রভু ইহাঁর গৃহে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত ছিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীমুকুন্দদত্ত নামক শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী অর্থাৎ এক সঙ্গে বিদ্যা-ধ্যয়ন করিয়াছিলেন, উনি যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুও নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন ॥ ৩৩ ॥

বাসুদেবদত্ত মহাশয় মহাপ্রভুর ভৃত্য ছিলেন, সহস্রমুখে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা যায় না ॥ ৩৪ ॥

ঐ মহাশয় জগতে যত জীব আছে, তাহাদের পাপ সমুদায় গ্রহণ করিয়া সেই সকল জীবকে পাপ হইতে অব্যাহতি প্রদান করত আপনি নরক ভোগ করিতে চাহিতেন ॥ ৩৫ ॥

হরিদাসঠাকুর নামক শাখার আচরণ অতি অদ্ভুত, প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন, এই নিয়ম পাতিত অর্থাৎ ভঙ্গ হইত না ॥৩৬॥

ঐ হরিদাস ঠাকুরের অনন্তগুণ, তাহা সমগ্র বলিবার ক্ষমতা নাই, কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণন করি, আচার্য্য গোস্বামী উহাঁকে শ্রাদ্ধপাত্রের অন্ন ভোজন করাইতেন ॥ ৩৭ ॥

প্রহ্লাদের সমান তাঁহার গুণের তরঙ্গ ছিল, যবনের তাড়নায় ভ্রূভঙ্গ ছিল না অর্থাৎ তাহা ক্লেশকর করিয়া বোধ করিতেন না ॥ ৩৮ ॥

নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৩৯ ॥ -তার লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪০ ॥ তাঁর উপশাখা আর কুলীনগ্রামী জন। সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন ॥৪১॥ শ্রীমুরারিগুপ্ত গুপ্তপ্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যার॥৪২ প্রতিগ্রহ না করে না লয় কারো ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটম্ব ভরণ ॥ ৪৩ ॥ চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥ ৪৪ ॥ শ্রীমান্ সেন প্রভুর ভকত প্রধান। চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৪৫ ॥ শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি। কাজিগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥৪৩ শিবানন্দসেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।

ঐ হরিদাস ঠাকুর যখন সিদ্ধিদশা অর্থাৎ পরলোক প্রাপ্ত হয়েন, তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মহাকুতূহলে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

এই মহাত্মার লীলা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা অগ্রে প্রকাশ করিব ॥ ৪০ ॥

কুলীনগ্রামবাসী জন তাঁহার উপশাখা এবং সত্যরাজ আদি তাঁহার কৃপার পাত্র ॥ ৪১ ॥

শ্রীমুরারিগুপ্ত গুপ্তপ্রেমের ভাণ্ডার স্বরূপ, ইহাঁর দৈন্য শুনিয়া মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হইত ॥ ৪২ ॥

ইনি কাহারও নিকট প্রতিগ্রহ বা ধনগ্রহণ করিতেন না, কেবল আত্মবৃত্তিদ্বারা কুটুম্বদিগের ভরণ করিতেন ॥ ৪৩ ॥

মুরারিগুপ্ত সদয় হইয়া যাহাকে চিকিৎসা করিতেন, তাহার দেহরোগ ও ভবরোগ উভয়ই ক্ষয় পাইত ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমান্ সেন মহাপ্রভুর ভক্তের মধ্যে প্রধান, তিনি চৈতন্যচরণারবিন্দ ভিন্ন অন্য কিছু জানিতেন না ॥ ৪৫ ॥

শ্রীগদাধরদাস নামক শাখা, সকলের উপরিস্থিত, ইনি কাজিদিগের

প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ ॥ ৪৭ ॥ প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেত লইয়া। নীলাচল চলে পথে পালন করিয়া ॥ ৪৮ ॥ ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে। সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাবরূপে ॥ সাক্ষাৎ সকল ভক্ত দেখে নির্বিশেষ। নকুলব্রহ্মচারী-দেহে প্রভুর আবেশ ॥ প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী আগে নাম ছিল। নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু শেষে ত রাখিল ॥ তাঁহা হইতে হইল প্রভুর আবির্ভাব। ঐছে অলৌকিক প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৪৯ ॥ আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ। বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥ ৫০ ॥ শিবানন্দের উপশাখা তার পরিকর। পুত্র ভৃত্য আদি চৈতন্যের অনুচর ॥ ৫১ ॥ চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।

মুখেও হরি বলাইয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভৃত্য ছিলেন, প্রভুস্থানে যাইবার সময় সকলে ইহার সঙ্গ লইতেন ॥ ৪৭ ॥

প্রতিবৎসর নীলাচলে যাইতে মহাপ্রভুর গণকে সঙ্গে করিয়া পথে তাহাদিগকে পালন করিয়া লইয়া যাইতেন ॥ ৪৮ ॥

মহাপ্রভু সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব এই তিনরূপে ভক্তের প্রতি কৃপা করেন। সকল ভক্ত নির্বিশেষ পরব্রহ্মরূপ যাহা দর্শন করেন, তাহার নাম সাক্ষাৎ। নকুলব্রহ্মচারির দেহে প্রভুর আবেশ (অধিষ্ঠান) হইয়াছিল। আগে যাঁহার প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী নাম ছিল, পরে মহাপ্রভু তাঁহার নাম নৃসিংহানন্দ রাখিলেন, উহাঁতেই প্রভুর আবির্ভাব (প্রকাশ) হয়। মহাপ্রভুর এই প্রকার অনেক অলৌকিক স্বভাব প্রকাশ হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

শিবানন্দসেন এই সকল রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, অগ্রে এ সকল আনন্দ বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব ॥ ৫০ ॥

শিবানন্দের যত পরিকর তৎসমুদায় উপশাখা, ইহাঁর পুত্র ভৃত্য যত সকলই শ্রীচৈতন্যের অনুচর ॥ ৫১ ॥

তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৫২ ॥ বল্লভসেন নাম আর সেন শ্রীকান্ত। শিবানন্দসম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৫৩ ॥ প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত। প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ-দত্ত ॥ ৫৪ ॥ শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া। প্রভুকে দিয়াছেন পুঁথী অনেক লিখিয়া ॥ রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম ॥ ৫৫ ॥ অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥ ৫৬ ॥ খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয় দাস। যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল। যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥ ৫৬ ॥ প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত। যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা

শিবানন্দের তিন পুত্র, চৈতন্যদাস, রামদাস ও কর্ণপূর, এই তিন জনই মহাপ্রভুর অতিশয় ভক্ত ॥ ৫২ ॥

বল্লভসেন আর শ্রীকান্তসেন এই দুই জন শিবানন্দের সম্বন্ধহেতু প্রভুর একান্ত ভক্ত ॥ ৫৩ ॥

মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র গোবিন্দানন্দ, ইনি মহাভাগবত, শ্রীগোবিন্দ-দত্ত প্রভৃতি মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিজয়দাস নামে একজন আঁখরিয়া অর্থাৎ লেখক ছিলেন, ইনি মহাপ্রভুকে অনেক পুঁথী লিখিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য মহাপ্রভু ইহাঁকে রত্নবাহু বলিয়া খ্যাতি প্রদান করেন ॥ ৫৫ ॥

অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস নামক এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর, প্রিয়পাত্র ছিলেন ॥৫৬

খোলাবেচা শ্রীধর মহাপ্রভুর দাস, মহাপ্রভু ইহাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা পরিহাস করিতেন, নিত্য ইহাঁর থোড় মোচা ও ফল লইতেন এবং ইহাঁর ফুটা লৌহপাত্রে জলপান করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

ভগবান্ পণ্ডিত প্রভুর অতিশয় প্রিয়দাস, পূর্ব্বে ইহাঁর দেহে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

অধিষ্ঠিত ॥ ৫৮ ॥ জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৫৯ ॥ সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশীদিনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে ॥ ৬০ ॥ প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়। ব্যাকরণে মুখ্যশিষ্য দুই মহাশয় ॥ ৬১ ॥ বনমালী-পণ্ডিত হয় বিখ্যাত জগতে। স্বর্ণমূষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥৬২ শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান। আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক প্রধান ॥ ৬৩ ॥ গরুড়পণ্ডিত লয়ে শ্রীনাম মঙ্গল। নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৬৪ ॥ গোপীনাথসিংহ এক চৈতন্যের দাস। অক্রূর বলি প্রভু তাঁরে করে পরিহাস ॥ ৬৫ ॥ ভাগবতী দেবানন্দ

জগদীশপণ্ডিত ও হিরণ্য মহাশয়, এই দুইজনকে দয়াময় মহাপ্রভু বাল্যকালে কৃপা করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহাপ্রভু একাদশীর দিনে এই দুইজনের গৃহে বিষ্ণুর নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় মহাপ্রভুর ছাত্র, এই দুই মহাশয় ব্যাকরণে মুখ্যশিষ্য ছিলেন ॥ ৬১ ॥

বনমালীপণ্ডিত জগন্মধ্যে বিখ্যাত ব্যক্তি, ইনি মহাপ্রভুর হস্তে স্বর্ণের মূষল ও লাঙ্গল অবলোকন করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

বুদ্ধিমন্ত খান চৈতন্যদেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র, ইনি আজন্মকাল মহাপ্রভুর প্রধান সেবক ছিলেন ॥ ৬৩ ॥

গরুড়পণ্ডিত মঙ্গলময় নাম গ্রহণ করিতেন, এজন্য নামবলে বিষ তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিতে পারে নাই ॥ ৬৪ ॥

গোপীনাথসিংহ ইনি চৈতন্যের দাস, মহাপ্রভু ইঁহাকে অক্রূর বলিয়া পরিহাস করিতেন ॥ ৬৫ ॥

ভাগবতব্যবসায়ী দেবানন্দ, ইনি বক্রেশ্বরের কৃপায় মহাপ্রভুর

বক্রেশ্বর কৃপাতে। ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৬৬ ॥ খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন। নরহরিদাস চিরঞ্জীব সুলোচন ॥ এই সব মহাশাখা চৈতন্যকৃপাধাম। প্রেম ফুল ফল করে যাঁহা তাঁহা দান ॥ ৬৭ ॥ কুলীনগ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ। যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥ বাণীনাথবসু আদি যত গ্রামী জন। সবে শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্যপ্রাণধন ॥ ৬৮ ॥ প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর ॥ ৬৯ ॥ কুলীনগ্রামির ভাগ্য কহন না যায়। শূকর চরায় ডোম সেহো চৈতন্য গায় ॥ ৭০ ॥ অনুপমবল্লভ শ্রীরূপ সনাতন। এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম ॥ ৭১ ॥

নিকটে ভাগবতের ভক্তি অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

অপর, খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, রঘুনন্দন, নরহরিদাস, চিরঞ্জীব ও সুলোচন, ইহাঁরা সকলেই চৈতন্যের কৃপাপাত্র এবং প্রধান শাখা, এই মহাত্মারা স্থানাস্থান বিচার না করিয়া যেখানে সেখানে প্রেমের ফল ফুল দান করিতেন ॥ ৬৭ ॥

কুলীনগ্রামে সত্যরাজ, রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ এবং বাণীনাথবসুপ্রভৃতি যত গ্রামস্থ জন, সকলেই শ্রীচৈতন্যের ভৃত্য এবং শ্রীচৈতন্যই তাঁহাদের প্রাণধন ॥ ৬৮ ॥

প্রভু বলিয়া থাকেন, অন্য জনের কথা দূরে থাকুক, কুলীনগ্রামে যে কুক্কুর বাস করে, সেও আমার প্রিয় ॥ ৬৯ ॥

অতএব কুলীনগ্রামবাসি জনসকলের ভাগ্যের কথা বলা যায় না, ঐ গ্রামে যে সকল ডোম শূকর চরায়, তাহারাও চৈতন্যের গান করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

অপর অনুপমবল্লভ, শ্রীরূপ ও সনাতন পশ্চিমদেশে প্রেমবৃক্ষের এই তিন শাখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৭১ ॥

তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা। অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ ৭২ ॥ মালির ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাঢ়িল। বাঢ়িয়া পশ্চিমদিশা সকল ছাইল ॥ ৭৩ ॥ আসিন্ধুনদীতীর আর হিমালয়। বৃন্দাবন মথুরাদি যত দেশ হয় ॥ দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল। প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৭৪ ॥ পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার। তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার ॥ শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার। বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তিসেবার প্রচার ॥ ৭৫ ॥ মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথদাস। সব ছাড়ি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের হাতে। প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের

এই তিনের মধ্যে শ্রীরূপ, সনাতন প্রধান শাখা। অনুপম, জীব ও রাজেন্দ্র প্রভৃতি উপশাখা ॥ ৭২ ॥

মালির ইচ্ছায় শ্রীরূপ সনাতন নামক দুই শাখা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমুদায় পশ্চিমদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

পশ্চিমদেশে সিন্ধুনদের তীর অবধি হিমালয় ও মথুরাপ্রভৃতি যত দেশ আছে, তৎসমুদায় ঐ দুই শাখার প্রেমফলে ভাসিয়া যাওয়ায় তত্রস্থ জনসকল ঐ প্রেমফলের আস্বাদে উন্মত্ত হইয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

পশ্চিমের লোক সকল মূঢ় ও অনাচার, সেই স্থানে ঐ দুইজন ভক্তি ও সদাচার প্রচার এবং বৃন্দাবনে যে সকল তীর্থ লুপ্ত হইয়াছিল, শাস্ত্রদৃষ্টে তৎসমুদায়ের উদ্ধার ও শ্রীমূর্ত্তিসেবার প্রচার করেন ॥ ৭৫ ॥

অপর রঘুনাথদাস মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য, ইনি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণতলে বাস করিতেন। মহাপ্রভু ইহাঁকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, ইনি স্বরূপের সঙ্গে থাকিয়া মহাপ্রভুর গুপ্তসেবা অর্থাৎ যৎকালীন মহাপ্রভুর রস-গানে ভাবোদয় হইত, তৎকালোচিত সেবা অর্থাৎ শ্রীঅঙ্গের রক্ষণাদি করিতেন ॥ ৭৬ ॥

সাথে ॥ ৭৬ ॥ ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৭৭ ॥ বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া। গোবর্দ্ধনে তেজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৭৮ ॥ এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবন। আসি রূপ সনাতনের কৈল দরশন ॥ ৭৯ ॥ তবে দুই ভাই তারে মরিতে না দিল। নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৮০ ॥ মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর। দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৮১ ॥ অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন। * পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয় লক্ষ নাম। দুই সহস্র

অনন্তর রঘুনাথদাস ষোল বৎসর কাল মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া স্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবনে আগমন করেন ॥ ৭৭ ॥

তখন তাঁহার মনে এই ভাবোদয় হইয়াছিল যে, শ্রীরূপ ও সনাতন এই দুইজনের চরণ সন্দর্শনপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনে ভৃগুপাত অর্থাৎ পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিব ॥ ৭৮ ॥

এই নিশ্চয় করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করত শ্রীরূপ সনাতনের চরণ সন্দর্শন করেন॥ ৭৯ ॥

তখন শ্রীরূপ সনাতন তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে না দিয়া আপনাদের তৃতীয় ভ্রাতারূপে কল্পনা করত নিকটে রাখিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর আন্তরিক ও বাহ্য যে সমুদায় লীলা শ্রীরূপ ও সনাতন এই দুই ভ্রাতা তাঁহার নিকট নিরন্তর শ্রবণ করিতেন ॥ ৮১ ॥

রঘুনাথদাস মহাশয় অন্ন, জল ও অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুই তিন পল মাঠা (তক্র) ভক্ষণ করিতেন, তথা এক সহস্র দণ্ডবৎ প্রণাম ও একলক্ষ নাম গ্রহণ এবং নিত্য দুই সহস্র

* কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজা করেন অনুক্ষণ। ইহা দ্বিতীয় পাঠ।

আটতোলা পরিমাণকে পল বলে। রঘুনাথদাসগোস্বামী প্রত্যাহ ১৬ তোলা বা ২৪ তোলা তক্র (ঘোল) মাত্র ভোজন করিতেন ॥

বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম ॥ ৮২ ॥ রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্রকথন ॥ ৮৩ ॥ তিন সন্ধ্যা রাধা-কুণ্ডে অপতিত স্নান। ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান ॥ ৮৪ ॥ সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে। চারিদণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে ॥ ৮৫ ॥ তাঁহার সাধন-রীতি কহিতে চমৎকার। সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ইহা সভার যৈছে মহাপ্রভুর মিলন। আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ৮৬ ॥ শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা। মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখায় লেখা ॥ ৮৭ ॥ শ্রীনাথ-পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন। যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ ৮৮ ॥

বৈষ্ণবকে প্রণাম করিতেন ॥ ৮২ ॥

দাসগোস্বামী দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের মানস-সেবা এবং প্রহরকালমাত্র মহাপ্রভুর চরিত্র কীর্ত্তন করিতেন ॥ ৮৩ ॥

অপিচ উনি তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অবাধে অবগাহন স্নান, ব্রজবাসী বৈষ্ণবদিগকে আলিঙ্গন ও সম্মান করিতেন ॥ ৮৪ ॥

এই মহাত্মা সাড়েসাত প্রহরকাল ভক্তিসাধন করিতেন, কেবল চারি-দণ্ডমাত্র নিদ্রা যাইতেন, তাহাও কখন সঙ্ঘটিত হইত না ॥ ৮৫ ॥

ইহাঁর সাধনপ্রণালী বলিতে অতিশয় চমৎকার, উনি আমার প্রভু। মহাপ্রভুর সহিত ইহাঁদিগের যে প্রকারে মিলন হইয়াছে, অগ্রে তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব ॥ ৮৬ ॥

অপর শঙ্করারণ্য আচার্য্য প্রেমকল্পতরুর প্রধান এক শাখা, মুকুন্দ, কাশীনাথ ও রুদ্র ইহাঁরা সকল উপশাখামধ্যে গণ্য ॥ ৮৭ ॥

শ্রীনাথপণ্ডিত মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, ইহাঁর কৃষ্ণসেবা দেখিয়া ত্রিভু-বন বশীভূত হয় ॥ ৮৮ ॥

জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস। প্রভুর আজ্ঞাতে যেঁহো কৈল গঙ্গা-বাস ॥ ৮৯ ॥ কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর। কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর ॥ শ্রীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান। শ্রীনিধিমিশ্র গোপীকান্তমিশ্র ভাগ্যবান্ ॥ সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন। মহেশ-পণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥ পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথদাস। শ্রীচন্দ্রশেখর আর দ্বিজ হরিদাস ॥ রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস। ভাগবতাচার্য্যঠাকুর শ্রীশারঙ্গদাস ॥ জগন্নাথতীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ। গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। যা সভার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥ ৯০ ॥ রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেম-রাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী ॥ ৯১॥ প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা। তার সঙ্গে তিন জন প্রভু

জগন্নাথ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য, ইনি মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গঙ্গা-তীরে বাস করেন ॥ ৮৯ ॥

অপর বৈদ্য কৃষ্ণদাস, শেখরপণ্ডিত, কবিচন্দ্র, কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীধর, শ্রীনাথমিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান, শ্রীনিধি, ভাগ্যবান্ শ্রীগোপী-কান্তমিশ্র, সুবুদ্ধিমিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন, মহেশপণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন, পুরুষোত্তম, শ্রীগালিম, জগন্নাথদাস; শ্রীচন্দ্রশেখর, দ্বিজ-হরিদাস, রামদাস, কবিচন্দ্র, শ্রীগোপালদাস, ভাগবত আচার্য্য, ঠাকুর শারঙ্গদাস, জগন্নাথতীর্থ, শ্রীজানকীনাথ ব্রাহ্মণ, গোপাল আচার্য্য, বাণী-নাথ বিপ্র এবং গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব এই তিন ভাই, ইহাঁদিগের কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন ॥ ৯০ ॥

রামদাসের নামান্তর অভিরাম, ইতি সখ্যরসবিশিষ্ট ষোলসাইঙ্গে বহন করে, এমত কাষ্ঠকে বাঁশী করিয়া হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥৯১॥

যৎকালে শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়দেশে যাত্রা করেন, তখন মহাপ্রভুর

আজ্ঞায় আইলা॥ রামদাস মাধব আর বাসুদেবঘোষ। প্রভুসঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ॥ ৯২॥ ভাগবত আচার্য্য চিরঞ্জীব রঘুনন্দন। মাধব আচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥ ৯৩॥ মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই। পতিতপাবন গুণের সাক্ষী দুই ভাই॥ ৯৪॥ গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সঙ্ক্ষেপ গণন। অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় কথন॥ ৯৫॥ নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে। দুই স্থানে প্রভুর সেবা কৈল বহুরঙ্গে॥ ৯৬॥ কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ। সঙ্ক্ষেপে তা সভার কিছু করিয়ে কথন॥ ৯৭॥ নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে যত ভক্তগণ। সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুই জন॥ পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর। গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥ দামোদর

আজ্ঞায় রামদাস, মাধব ও বাসুদেবঘোষ এই তিন জন তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন, গোবিন্দ সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে অবস্থিতি করেন॥৯২

আর ভাগবত আচার্য্য, চিরঞ্জীব, রঘুনন্দন, মাধব আচার্য্য, কমলাকান্ত ও যদুনন্দন, ইহাঁরাও মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন॥ ৯৩॥

জগাই ও মাধাই এই দুই জন মহাপ্রভুর মহাকৃপার পাত্র, তাঁহার পতিতপাবন গুণের এই দুই ভাইই সাক্ষী॥ ৯৪॥

আমি সঙ্ক্ষেপে এই গৌড়দেশীয় ভক্তগণের বর্ণন করিলাম, শ্রীচৈতন্যদেবের অসংখ্য ভক্ত তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না॥ ৯৫॥

প্রভুর সঙ্গে এই সকল ভক্ত নীলাচলেও ছিলেন, ইহাঁরা মহানন্দে দুই স্থানে প্রভুর সেবা করিতেন॥ ৯৬॥

অনন্তর কেবল নীলাচলে মহাপ্রভুর যে সকল ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের কিছু সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করি॥ ৯৭॥

নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের দুই জন অধ্যক্ষ, তাঁহারা মহাপ্রভুর অতিশয় হৃদ্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম পরমানন্দপুরী ও

পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস। রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথদাস॥ ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ। নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥ ৯৮॥ আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী। প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥ ৯৯॥ নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন। সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন॥ ১০০॥ বড়শাখা ভক্ত সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য। তাঁর স্বসাপতি শ্রীঅদ্গোপীনাথাচার্য্য॥ কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায়ভবানন্দ। যাঁহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ॥ ১০১॥ আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন। তুমি পাণ্ডু পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন॥ ১০২॥ রামানন্দ-রায় পট্টনায়ক বাণীনাথ। কলানিধি সুধানিধি আর গোপীনাথ॥ ১০৩॥

স্বরূপদামোদর, গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, দামোদরপণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস, রঘুনাথবৈদ্য ও রঘুনাথদাস, ইত্যাদি পূর্ব্বসঙ্গী ভক্তসকল নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া প্রভুর সেবা করিতেন॥ ৯৮॥

এতদ্ভিন্ন আর যত গৌড়দেশবাসী ভক্ত তাঁহারা সকলে প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুকে সন্দর্শন করিতেন॥ ৯৯॥

এক্ষণে নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত যাঁহাদের প্রথম মিলন হইয়াছিল, তাঁহাদেরই গণনা করিতেছি॥ ১০০॥

নীলাচলের প্রধান শাখা ও ভক্ত সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য। ইহাঁর ভগিনী-পতি শ্রীমান্ গোপীনাথ আচার্য্য। কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, ভবানন্দরায়, ইহার মিলনে মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১০১॥

মহাপ্রভু ভবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিয়াছিলেন, তোমার নাম পাণ্ডু, তোমার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব॥ ১০২॥

ঐ পঞ্চপুত্রের নাম যথা—রামানন্দরায়, বাণীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও গোপীনাথ॥ ১০৩॥

এই পঞ্চপুত্র তোমার মোর প্রেমপাত্র। রামানন্দ সহ মোর দেহভেদ মাত্র ॥ ১০৪ ॥ প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ। পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ ॥ ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী। শ্রীশিখিমাহাতী আর মুরারিমাহাতী ॥ মাধবীদেবী শিখিমাহাতীর ভগিনী। শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি ॥ ১০৫ ॥ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর। শ্রীগোবিন্দ প্রিয় নাম তাঁর অনুচর ॥ তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা। নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিলা আসিঞা ॥ ১০৬ ॥ গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে। তাঁর আজ্ঞা জানি সেবা দিলেন দোঁহারে ॥ ১০৭ ॥ অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর। জগন্নাথ দেখিতে সঙ্গে আগে কাশীশ্বর ॥ অপরশ যায় গোসাঞি

তোমার এই পাঁচটী পুত্র আমার প্রেমপাত্র, আর রামানন্দরায় সহ আমার কেবল দেহভেদ মাত্র ॥ ১০৪ ॥

অপিচ, রাজা প্রতাপরুদ্র, ওড্র কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ, ভগবান্ আচার্য্য, কৃষ্ণানন্দ ভারতী, শিখিমাহাতী মুরারি মাহাতী, শিখি মাহাতীর ভগিনী মাধবীদেবী, ইনি শ্রীরাধার দাসীমধ্যে পরিগণিত ছিলেন ॥ ১০৫ ॥

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী এবং তাঁহার প্রিয় অনুচর গোবিন্দ। ঈশ্বরপুরীর সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে তদীয় আজ্ঞানুসারে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া মিলিত হয়েন ॥ ১০৬ ॥

মহাপ্রভু গুরুদেবের সম্বন্ধহেতু ঐ দুই জনকে মান্য করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞা জানিয়া উহাঁদিগকে সেবা সমর্পণ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

গোবিন্দকে নিজঅঙ্গের সেবা দিলেন, আর জগন্নাথ দর্শন সময় কাশীশ্বর অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন। মহাপ্রভু কাহাকে স্পর্শ না করিয়া

মনুষ্যগহন। লোক ঠেলি পথ করে কাশী মহাবল॥ ১০৮॥ রামাই নন্দাই দুই প্রভুর কিঙ্কর। গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥ ১০৯ বাইশ জাড়ী পানি দিনে ভরেন রামাই। গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥ ১১০॥ কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণগমন॥ ১১১॥ বলভদ্রাচার্য্য প্রেমভক্তি-অধিকারী। মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী॥ ১১২॥ বড় হরিদাস আর ছোট হরি-দাস। দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥ ১১৩॥ রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর। তপন আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর॥ সিঙ্গা ভট্ট কামা ভট্ট দন্তুর শিবানন্দ। গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥

মনুষ্য সমারোহের মধ্যে গমন করিতেন, মহাবল কাশীশ্বর লোক সকল সরাইয়া যাইতে পথ করিয়া দিতেন॥ ১০৮॥

রামাই ও নন্দাই এই দুইজন মহাপ্রভুর কিঙ্কর, ইহাঁরা গোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া নিরন্তর মহাপ্রভুর সেবা করিতেন॥ ১০৯॥

রামাই প্রতিদিন বাইশ জালা জল ভরিতেন এবং নন্দাই গোবি-ন্দের আজ্ঞায় প্রভুর সেবা করিতেন॥ ১১০॥

কৃষ্ণদাস নামক একজন শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ, মহাপ্রভু ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছিলেন॥ ১১১॥

বলভদ্র আচার্য্য নামক একজন প্রেমভক্তির অধিকারী, মহাপ্রভুর মথুরাগমনকালে ইনি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন॥ ১১২॥

অপর বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস এই দুইজন কীর্ত্তনীয়া মহা-প্রভুর নিকটে থাকিতেন॥ ১১৩॥

আর রামভদ্র আচার্য্য, ওড্র সিংহেশ্বর, তপন আচার্য্য, রঘু, নীলা-ম্বর, সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর অর্থাৎ উন্নত দন্তবিশিষ্ট শিবানন্দ, পূর্ব্ব

শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্যতনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়॥ নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস। ইহা সবার নীলাচলে প্রভু সঙ্গে বাস॥ ১১৪॥ বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন। চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্র তপন॥ ১১৫॥ রঘুনাথভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন। প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥ চন্দ্রশেখর ঘরে কৈল দুই মাস বাস। তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥ ১১৬॥ রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন। উচ্ছিষ্ট মার্জন আর পাদসম্বাহন॥ বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে। অষ্টমাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥ ১১৭॥ তাঁর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেতে আইলা। আসিয়া শ্রীরূপগোসাঞির নিকটে রহিলা॥ ১১৮॥ তাঁর ঠাঞি রূপগোসাঞি

গৌড়দেশে প্রভুর প্রিয়ভৃত্য কমলানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্যের সন্তান শ্রীঅচ্যুতানন্দ, ইহাঁরা সকল প্রভুর চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়া নীলাচলে বাস করিতেন। তথা নির্লোম গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস ইহাঁদেরও প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস ছিল॥ ১১৪॥

অপর বারাণসী মধ্যে প্রভুর তিন জনে ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের নাম যথা—বৈদ্য চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও মিশ্রতনয় রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য॥১১৫॥

মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে আগমন করিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে দুই মাস অবস্থিতি করেন, তখন তপনমিশ্রের গৃহে দুই মাস ভিক্ষা অর্থাৎ আহার করিতেন॥ ১১৬॥

রঘুনাথ বাল্যকালে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন ও পাদসম্বাহন সেবা করিতেন। ইনি বড় হইলে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট গিয়া আট মাস বাস করেন এবং কোন কোন দিন মহাপ্রভুকে ভিক্ষাও দিতেন॥ ১১৭॥

অনন্তর মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করত শ্রীরূপগোস্বামির নিকট অবস্থিতি করেন॥ ১১৮॥

শ্রীরূপগোস্বামী রঘুনাথের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেন।

শুনেন ভাগবত। প্রভুর কৃপায় তিঁহো হৈলা প্রেমে মত্ত ॥ ১১৯ ॥ এই মত সঙ্খ্যাতীত চৈতন্যভক্তগণ। দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১২০ ॥ একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল। তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল ॥ সকল ভরিয়া আছে প্রেমফুলফলে। ভাসাইলা ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেমফলে ॥ একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা। সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা ॥ ১২১ ॥ সঙ্খেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ। সমগ্র গণিতে যাহা নারেন অনন্ত ॥ ১২২ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধশাখাগণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

মহাপ্রভুর কৃপায় ইনি প্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন ॥ ১১৯ ॥

মহাপ্রভুর এইরূপ ভক্ত সকল অসঙ্খ্য, কেবল দিঙ্মাত্র লিখিলাম, সমগ্র কহিবার সামর্থ্য নাই ॥ ১২০ ॥

এক এক শাখাতে কোটি কোটি শাখা উৎপন্ন হয়, তাহার শিষ্য, উপশিষ্য এবং তাহার যত উপশাখা হইল, তৎসমুদায় এত প্রেমরূপ ফল ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল যে, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১২১ ॥

প্রেমতরুর যে সকল শাখা উদ্গত হইল, তাহার এক এক শাখার শক্তি অনন্ত, মহিমা সহস্রবদন শেষদেবও বলিয়া পরিসীমা করিতে পারেন না ॥ ১২২ ॥

আমি সঙ্খেপে মহাপ্রভুর ভক্তগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, সমগ্র গণনা করিতে অনন্তও সক্ষম নহেন ॥ ১২৩ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ১২৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতে মূলস্কন্ধ শাখাবর্ণন দশম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়নমঃ।

একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

——০:*:০——

নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয়াদ্বৈতাচার্য জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ২ ॥

তথাহি ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর। তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা

নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গানিতি ॥ ১ ॥
তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেত্যাদি ॥ ৩ ॥

যাঁহারা নিত্যানন্দের পাদপদ্মে ভৃঙ্গস্বরূপ হইয়া প্রেমরূপ মধুপানে উন্মত্ত হইয়াছেন, সেই সকল নিত্যানন্দের ভক্তগণকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে মুখ্য মুখ্য কতিপয় ব্যক্তির নাম লিখিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ইহাঁদের জয় হউক জয় হউক ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর ঊর্দ্ধস্কন্ধস্বরূপ অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দের শাখারূপ গণসকলকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের প্রধান স্কন্ধ (গুঁড়ি) ঐ স্কন্ধের শাখা প্রশাখা বহুতর উৎপন্ন হইল ॥ ৪ ॥

বিস্তর ॥ ৪ ॥ মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ। প্রেমফলফুলে ভরি ছাইল ভুবন ॥ ৫ ॥ অসংখ্য অনন্তগণ কে করু গণন। আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৬ ॥ শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ সম শাখা। তার উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত। বেদধর্ম্মাতীত হৈয়া বেদধর্ম্মে রত ॥ ৮ ॥ অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ। চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তিঁহ মূল স্তম্ভ ॥ ৯ ॥ অদ্যাপি যাঁহার কৃপাপ্রভাব হইতে। চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ১০ ॥ সেই বীরভদ্র-গোসাঞির লইলু শরণ। যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ ॥ শ্রীরামদাস আর গদাধর

মালাকার শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছারূপ জলে শাখাসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমফলফুলে পরিপূর্ণ হওত ভুবন আচ্ছাদন করিল ॥ ৫ ॥

নিত্যানন্দের শাখা অসংখ্য ও অনন্ত, কাহারও গণনা করিতে সামর্থ্য নাই, আপনাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত মুখ্য মুখ্য কয়েক জনের নাম কহিতেছি ॥ ৬ ॥

শ্রীবীরভদ্র-গোস্বামী নিত্যানন্দরূপ স্কন্ধের সমান শাখা, ইহাঁর যত উপশাখা হইয়াছে, তাহা সঙ্খ্যা করা যায় না ॥ ৭ ॥

ঈশ্বর হইয়া আপনাকে পরমভাগবত (ভক্ত) কহান, নিজে বেদধর্ম্মাতীত হইয়া বেদধর্ম্মে রত দেখান ॥ ৮ ॥

এই বীরভদ্রের অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা, বাহিরে দম্ভশূন্য, ইনি চৈতন্যভক্তিমণ্ডপের মূলস্তম্ভস্বরূপ ॥ ৯ ॥

অদ্যাপিও যাঁহার কৃপার প্রভাব হইতে জগতে সমুদায় লোক শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে গান করিতেছে ॥ ১০ ॥

আমি ঐ বীরভদ্র-গোস্বামির শরণ গ্রহণ করিলাম, উহাঁর অনুগ্রহ হইলে অভীষ্ট পরিপূর্ণ হইবে ॥ ১১ ॥

শ্রীরামদাস ও গদাধরদাস এই দুই জন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত,

দাস। চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥১২॥ নিত্যানন্দের আজ্ঞা যবে হৈল গৌড় যাইতে। মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥ ১৩ ॥ অতএব এই গণে দোহার গণন। মাধব বাসুদেব-ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১৪ ॥ রামদাস মহাশাখা সখ্য প্রেমরাশি। যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাঁশী ॥ ১৫ ॥ গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। যার ঘরে দানলীলা কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৬ ॥ শ্রীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে। নিত্যানন্দপ্রভু নিত্য করে যার গানে ॥ ১৭ ॥ বাসুদেবগীতে করে প্রভুর বর্ণনে। কাষ্ঠ পাষণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৮ ॥ মুরারি চৈতন্য-

ইহাঁরা ঐ বীরভদ্রের নিকট অবস্থিতি করিতেন ॥ ১২ ॥

যে সময়ে নিত্যানন্দপ্রভু গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞাপ্রদান করেন, তখন মহাপ্রভু ঐ দুই জনকে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

অতএব দুইগণে ঐ দুই জনের গণনা করা যায়, মাধব ও বাসুদেব-ঘোষের এই বিবরণ কথিত হইল ॥ ১৪ ॥

রামদাস নিত্যানন্দপ্রভুর মুখ্য শাখা, ইহাঁর রাশীকৃত সখ্যপ্রেম, ইনি যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ উঠাইয়া বাঁশী করিয়া ধারণ করেন * ॥ ১৫ ॥

গদাধরদাস গোপীভাবে আনন্দপূর্ণ ছিলেন, ইহাঁর গৃহে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দানলীলা করিয়াছিলেন † ॥ ১৬ ॥

শ্রীমাধমঘোষ কীর্ত্তনীয়াদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, ইহাঁর গানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বাসুদেব নিত্যানন্দপ্রভুর বর্ণন করিয়া গান করিতেন, তাঁহার এরূপ আশ্চর্য্য গান যে তাহার শ্রবণে কাষ্ঠপাষাণসকল দ্রবীভূত হইয়া যাইত ॥ ১৮ ॥

* রামদাসের অন্য নাম অভিরামগোস্বামী, ইনি দ্বাদশ সখার মধ্যে এক সখা। খানাকুল কৃষ্ণনগর ইহাঁর বাসস্থান ॥

† এঁড়িয়াদহ গ্রামে, শ্রীগদাধরদাসের পাট কাটোয়াতেও বাস করেন ॥

দাসের অলৌকিক লীলা। ব্যাঘ্রের গালে চড় মারে সর্পের সঙ্গে খেলা ॥ ১৯ ॥ নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজের সখা। শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥ ২০ ॥ রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়। যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥ ২১ ॥ সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম। যার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজকর্ম্ম ॥ ২২ ॥ কমলাকর পিপীলাই অলৌকিক রীত। অলৌকিক প্রেম তার ভুবনে বিদিত ॥ ২৩ ॥ সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥ ২৪ ॥ গৌরীদাসপণ্ডিতের প্রেমোদ্দাম ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম

চৈতন্যদাস মুরারির অলৌকিক লীলা, ইনি ব্যাঘ্রের গালে চড় মারিয়াছিলেন এবং সর্পের সঙ্গে খেলা করিতেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর যত গণ তাঁহারা সকলই বৃন্দাবনের সখা, তাঁহাদের গোপবেশ ছিল এবং তাঁহারা হস্তে শৃঙ্গ, বেত্র ও মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতেন ॥ ২০ ॥

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়, ইহাঁর দর্শনে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয় ॥ ২১ ॥

সুন্দরানন্দ শ্রীনিত্যানন্দের শাখা এবং হৃদয়গ্রাহী ভৃত্য, ইহাঁর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবনের পরিহাস করিতেন ॥ ২২ ॥

কমলাকর পিপীলাইর অলৌকিক চরিত্র, ইহাঁর অলৌকিক প্রেম ভুবনে বিদিত ছিল * ॥ ২৩ ॥

সূর্য্যদাস সরখেল ও তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদাস, এই দুইজনের নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এবং ইহাঁরা প্রেমের আধার স্বরূপ ছিলেন ॥২৪॥

* মাহেশ গ্রামের শ্রীজগন্নাথদেবের প্রথম সেবক কমলাকর পিপীলাই, তাঁহার বংশজাত পুরুষেরা এখনও ঐ বিগ্রহের সেবাধিকারী, কমলাকরও দ্বাদশ সখার মধ্যে একজন বর্দ্ধমান বাগেশ্বর ডিহীগ্রামে ইহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন ॥

দিতে লৈতে ধরে যেঁহো শক্তি ॥ ২৫ ॥ নিত্যানন্দপ্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর। প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মকর ॥ ২৬ ॥ পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈকশরণ। কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৭ ॥ জগদীশপণ্ডিত ইহোঁ জগৎপাবন। কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যৈছে বর্ষাঘন ॥২৮॥ নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়। অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ২৯ ॥ মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল। ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য-করে প্রেমে মাতোয়াল ॥ ৩০ ॥ নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়। নিত্যানন্দ নামে যার মহোন্মাদ হয় ॥ ৩১ ॥ বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেম-

---

শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিতের অতিশয় প্রেমযুক্ত ভক্ত, ইনি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ও লইতে সমর্থ ছিলেন ॥ ২৫ ॥

পণ্ডিতপুরন্দর নিত্যানন্দের অতিশয় প্রিয়, সমুদ্রের মধ্যে যেমন মকরসকল বিচরণ করে, তাহার ন্যায় ইনি প্রেমসাগরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন ॥ ২৬ ॥

পরমানন্দদাস নিত্যানন্দের একান্ত আশ্রিত, যাঁহারা ইহাঁকে স্মরণ করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি হয় ॥ ২৭ ॥

জগদীশপণ্ডিত জগৎপাবন স্বরূপ, যেমন বর্ষাকালে মেঘে বৃষ্টি করে তাহার ন্যায় ইনি কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষণ করিতেন ॥ ২৮ ॥

ধনঞ্জয়পণ্ডিত নিত্যানন্দের প্রিয়ভৃত্য, ইনি সর্ব্বদা অত্যন্ত বিরক্ত ও কৃষ্ণপ্রেমময় ছিলেন ॥ ২৯ ॥

মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদারস্বভাব গোপাল ছিলেন, ইনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ঢক্কার বাদ্যে নৃত্য করিতেন ॥ ৩০ ॥

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয় ভক্ত, ইনি নিত্যানন্দ নামে মহাউন্মাদযুক্ত হইতেন ॥ ৩১ ॥

বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসের আস্বাদী ছিলেন, ইনি নিত্যানন্দের

রসাস্বাদী। নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩২ ॥ মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র। যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩৩ ॥ রাঢ়-দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর। নিত্যানন্দ প্রভুর তিঁহো পরম কিঙ্কর ॥৩৪ কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান। নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥ ৩৫ ॥ শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয় ॥ ৩৬ ॥ আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণসনে ॥ ৩৭ ॥ তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর। যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃত পূর ॥ ৩৮ ॥ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধা-

নামে অত্যন্ত উন্মাদান্বিত হইতেন ॥ ৩২ ॥

যদুনাথ কবিচন্দ্র মহাভাগবত ছিলেন, ইহাঁর হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নৃত করিতেন ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণের রাঢ়দেশে জন্ম হয়, ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পরম ভক্ত ॥ ৩৪ ॥

কালা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের মধ্যে প্রধান ছিলেন, ইনি নিত্যানন্দচন্দ্র ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না ॥ ৩৫ ॥

শ্রীসদাশিব কবিরাজ মহাশয়, ইনি প্রধান ব্যক্তি, ইহাঁর সন্তানের নাম পুরুষোত্তমদাস ॥ ৩৬ ॥

এই পুরুষোত্তম দাস আজন্ম নিত্যানন্দের চরণে নিমগ্ন ছিলেন, ইনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাল্যলীলা করিতেন ॥ ৩৭ ॥

তাঁহার সন্তানের নাম শ্রীকানুঠাকুর, ইনি মহাশয় ব্যক্তি, ইহাঁর দেহে কৃষ্ণপ্রেমামৃত সমূহ অবস্থিত ছিল ॥ ৩৮ ॥

উদ্ধারণ দত্ত মহাভাগবতগণের শ্রেষ্ঠ, ইনি সর্ব্বতোভাবে নিত্যা-নন্দের চরণারবিন্দ সেবা করিতেন * ॥ ৩৯ ॥

* শ্রীউদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণবণিক্ বংশের চন্দ্রস্বরূপ। তিনিও দ্বাদশ সখার মধ্যে এক সখা, তাঁহার বাসস্থান হুগ্‌লির নিকট সপ্তগ্রাম বা ত্রিবেণী। পিতার নাম শ্রীকর। মাতার নাম ভদ্রাবতী। কেহ কেহ ইহাঁকে সুবর্ণবণিক্ বলিতে ইচ্ছুক নহেন ॥

রণ। সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥ ৩৯॥ আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী। পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী॥ ৪০॥ বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই। পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞি॥ ৪১॥ নিত্যানন্দ ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়। শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দগুণ গায়॥ পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি। পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥ ৪২॥ নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর। দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই কিঙ্কর॥ বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ। নিত্যানন্দ পদ বিনু নাহি জানে আন॥ ৪৩॥ নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর। রামানন্দবসু জগন্নাথ মহীধর॥ শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ। শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥ বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন। বিষ্ণাই হাজারা কৃষ্ণাচার্য্য সুলোচন॥ -কংসারি-

বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য ভক্তির অধিকারী, পূর্ব্বে ইহাঁর নাম রঘুনাথ পুরী ছিল॥ ৪০॥

বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস ইহাঁরা তিন ভ্রাতা, পূর্ব্বে ইহাঁদিগের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থিত ছিলেন॥ ৪১॥

পরমানন্দ উপাধ্যায় নিত্যানন্দের ভৃত্য, শ্রীজীবপণ্ডিত শ্রীনিত্যা-নন্দের গুণগায়ক। মহামতি পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, পূর্ব্বে ইহাঁর গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থিতি করিতেন॥ ৪২॥

অপর নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর ও দেবানন্দ এই চারি ভ্রাতা নিত্যানন্দের কিঙ্কর, বিহারী, কৃষ্ণদাস ইহাঁরা নিত্যানন্দপ্রভুগতপ্রাণ এবং নিত্যানন্দপাদপদ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছু জানিতেন না॥ ৪৩॥

তথা নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য মাধব, শ্রীধর, রামানন্দবসু, জগন্নাথ, মহী-ধর, শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ, শিবাই, নন্দাই, পরমানন্দ অব-ধূত, বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন, বিষ্ণাই হাজারা, কৃষ্ণাচার্য্য,

সেন রামসেন রামচন্দ্রকবিরাজ। গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ কুমুদ তিন কবিরাজ॥ পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর। শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥ নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস। নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস॥ বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন। চৈতন্যমঙ্গল যেঁহো করিলা রচন॥ ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিল বেদব্যাস। চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥ ৪৪॥ সর্ব্ব শাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি। তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাঞি॥ ৪৫॥ অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন। আত্মপবিত্র হেতু লিখিল কথোজন॥ ৪৬॥ সেই সব শাখা পূর্ণ পক্ক প্রেমফলে। যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥ ৪৭॥ অনর্গল

সুলোচন, কংসারিসেন, রামসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ ও মুকুন্দ এই তিন কবিরাজ। অপর পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দামোদরদাস, শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর, নর্ত্তক গোপাল, গৌরাঙ্গদাস, রামভদ্র, চৈতন্যদাস নৃসিংহ, মীনকেতন, রামদাস ও নারায়ণীর নন্দন শ্রীবৃন্দাবনদাস। ইনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থ রচনা করেন, (পরে ঐ চৈতন্যমঙ্গলের চৈতন্যভাগবত নাম হয়)। যে বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, সেই বেদব্যাস শ্রীচৈতন্যলীলায় বৃন্দাবনদাস নামে বিখ্যাত হয়েন॥ ৪৪॥

ইহাঁরা সকল শ্রীনিত্যানন্দের শাখা, শ্রীবীরভদ্রগোস্বামী সমস্ত শাখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা, ইহাঁর যে কত উপশাখা, তাহার অন্ত নাই॥ ৪৫॥

শ্রীনিত্যানন্দের গণ অনন্ত, তাহার গণনা করিতে কাহারও সাধ্য নাই, আত্মাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত কতিপয় ব্যক্তির নাম লিখিলাম॥ ৪৫॥

ঐ সকল শাখা পক্ক প্রেমফলে পরিপূর্ণ, ইহাঁরা সকল যাহাকে দেখেন, তাহাকেই প্রেমফল দিয়া ভাসাইয়াছেন॥ ৪৭॥

প্রেমা সভার চেষ্টা অনর্গল। প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে সবে বল ॥৪৮ সঙ্ক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দের গণ। যাহার অবধি না পায় সহস্র-বদন ॥ ৪৯ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দস্কন্ধশাখা বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

যে সকল নিত্যানন্দের শাখা, তাহাদের প্রেম ও চেষ্টাসকল অনর্গল, উঁহারা কৃষ্ণপ্রেম দান করিতে অতিশয় বলিষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥

যাহা হউক, আমি সঙ্ক্ষেপে এই নিত্যানন্দের গণ গণনা করিলাম, সহস্রবদন অনন্ত ইহার অন্ত করিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৫০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে শ্রী শ্রীনিত্যানন্দস্কন্ধশাখাবর্ণন নামক একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

—o:*:o—

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো বন্দে চৈতন্যজীবনান্॥ ১॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ॥ ২॥

বৃক্ষের দ্বিতীয়স্কন্ধ আচার্য্য গোসাঞি। তাঁর যত শাখা হৈল তার লেখা নাঞি॥ ৩॥ চৈতন্যমালির কৃপাজলের সেচনে। সেই জলে

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জেত্যাদি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ ইত্যাদিঃ॥ ২॥

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের চরণপঙ্কজের ভৃঙ্গস্বরূপ ও সমস্ত সার এবং অসার বিষয়াভিজ্ঞ ও অসারাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সারগ্রহী হইয়াছেন, এতাদৃশ শ্রীচৈতন্যগতজীবন ভক্তগণকে নমস্কার করি॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং ধন্যস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈত জয়যুক্ত হউন॥

শ্রীচৈতন্য-কল্পতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধস্বরূপ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রের শাখারূপ গণকে নমস্কার করি॥ ২॥

প্রেমবৃক্ষের দ্বিতীয় শাখা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য গোস্বামী, ইহাঁর যত শাখা তাহার সঙ্খ্যা নাই॥ ৩॥

চৈতন্যমালির কৃপারূপ জলসেচনে ঐ স্কন্ধ পুষ্ট হইয়া দিন দিন

পুষ্ট স্কন্ধ বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ৪ ॥ সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল। সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৫ ॥ সেই স্কন্ধ করে জল শাখায় সঞ্চার। ফলে ফুলে বাঢ়ি শাখা হইল বিস্তার ॥ ৬ ॥ প্রথমে ত এক মত আচার্য্যের গণ। পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৭ ॥ কেহ ত আচার্য্য আজ্ঞায় কেহ ত স্বতন্ত্র। স্বমত-কল্পনা করে দৈবপরতন্ত্র ॥ ৮ ॥ আচার্য্যের মত যেই সেই গণ সার। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত অসার ॥ ৯ ॥ অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন। ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ১০ ॥ ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে। পাছে

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

সেই স্কন্ধে যত কৃষ্ণপ্রেমফল উৎপন্ন হইল। তৎসমুদয়ে জগৎ পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫ ॥

সেই জল স্কন্ধ ও শাখাতে সঞ্চারিত হইয়া শাখা ফলফুলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওত বিস্তৃত হইয়া উঠিল ॥ ৬ ॥

প্রথমতঃ আচার্য্যের গণের এক মত ছিল, পশ্চাৎ দৈববশতঃ তাঁহাদের ঐ মত দুই প্রকার হয় ॥ ৭ ॥

কেহ আচার্য্যের অনুসারে এবং কেহ বা স্বতন্ত্রভাবে দৈবপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় মত কল্পনা করেন ॥ ৮ ॥

কিন্তু যিনি আচার্য্যের মতগ্রাহী সেই গণ সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, আর যিনি আচার্য্যের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তিনি অসার অর্থাৎ তাঁহার মত গ্রাহ্য নহে ॥ ৯ ॥

এস্থলে অসারের নামে প্রয়োজন নাই, পরন্তু ভেদ জানিবার জন্য গণনা করিতেছি ॥ ১০ ॥

যেমন ধান্যরাশি মাপিতে হইলে অসার ধান্যের সহিত তাহা

পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে ॥ ১১ ॥ অচ্যুতানন্দ বড়শাখা আচার্য্য নন্দন। আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ ॥ ১২ ॥ চৈতন্যগোসাঞির গুরু কেশবভারতী। এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥ ১৩ ॥ জগদ্‌গুরু তুমি কর ঐছে উপদেশ। তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈব দেশ ॥ ১৪ ॥ চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্যগোসাঞি। তাঁর গুরু অন্য এই কোন্ শাস্ত্রে নাঞি ॥ ১৫ ॥ পঞ্চবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার। শুনিয়া আচার্য্য পাইলা সন্তোষ অপার ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয়। চৈতন্যগোসাঞি বৈসেন যাহার হৃদয় ॥ ১৭ ॥ শ্রীগোপাল নাম আর আচার্য্যের সুত। তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৮ ॥

মাপিতে হয় পশ্চাৎ সংস্কার করিবার সময় তাহা ত্যাগ করা যায় ॥১১॥

তদ্রূপ আচার্য্যনন্দন অচ্যুতানন্দন সর্ব্বপ্রধান শাখা, তিনি আজন্মকাল শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দ সেবা করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

কেশবভারতী শ্রীচৈতন্যগোস্বামির গুরু, পিতার মুখে এই কথা শ্রবণ করত অচ্যুতানন্দ অতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন ॥ ১৩ ॥

হে পিতঃ! শ্রীচৈতন্যদেব জগৎগুরু, তাঁহার গুরু কেশবভারতী, এই যে আপনি উপদেশ করিলেন, আপনার এই উপদেশে জগৎ বিনষ্ট হইবে ॥ ১৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্দ্দশভুবনের গুরু, অন্য ব্যক্তি আবার তাঁহার গুরু, ইহাত কোন শাস্ত্রে শ্রুত হই নাই? ॥ ১৫ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাশয় পঞ্চবর্ষীয় বালক অচ্যুতানন্দের মুখে এই সিদ্ধান্তসার শ্রবণ করিয়া অসীম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীআচার্য্যগোস্বামির অপর সন্তানের নাম কৃষ্ণমিশ্র, ইহাঁর হৃদয় মধ্যে শ্রীচৈতন্যগোস্বামী অবস্থিতি করিতেন ॥ ১৭ ॥

অপর শ্রীঅদ্বৈতার্য্যের অন্য এক সন্তানের নাম, গোপাল, ইহাঁর চরিত্র অতিশয় অদ্ভুত, বলি শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥

গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে। সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে বড় প্রেম-সুখে॥ নানাভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন। দুই গোসাঞি হরি বোলে আনন্দিত মন॥ ১৯ ॥ নাচিতে নাচিতে গোপাল হইলা মূর্চ্ছিত। ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিক জীবিত॥ ২০ ॥ দুঃখী হৈলা আচার্য্য পুত্র কোলে লইয়া। রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥২১॥ নানামন্ত্র পড়ে আচার্য্য না হয় চেতন। দুঃখী হইয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন॥ তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদয়ে হস্ত ধরি। উঠহ গোপাল তুমি বল হরি হরি॥ ২২ ॥ উঠিলা গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি। আন-

একদিন গুণ্ডিচামন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, তাহাতে ঐ গোপাল যখন শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে প্রেমে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন, তখন তাঁহার শরীরে নানাভাবের উদ্গমহেতু নর্ত্তন অতিশয় আশ্চর্য্য-জনক হইয়াছিল, তদবলোকনে দুই গোস্বামীই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈতাচার্য্য আনন্দমনে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন॥ ১৯ ॥

অনন্তর শ্রীগোপাল নৃত্য করিতে করিতে যখন ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, তখন তাঁহার দেহে জীবনের সঞ্চার ছিল না॥ ২০ ॥

তখন আচার্য্য দুঃখিতান্তঃকরণে পুত্র গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া তদঙ্গে নৃসিংহমন্ত্র পাঠ করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ২১ ॥

নানামন্ত্র পাঠ করাতেও তাঁহার চেতন হইল না, তখন আচার্য্য দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন, তদবলোকনে মহাপ্রভু গোপা-লের হৃদয়ে হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, গোপাল! তুমি ওঠ এবং হরি বল হরি বল॥ ২২ ॥

অনন্তর শ্রীগোপাল মহাপ্রভুর স্পর্শ লাভ ও হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিল॥২৩

ন্দিত হৈল সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৩ ॥ আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম। আর পুত্ররূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ ২৪ ॥ কমলাকান্ত নাম হয় আচার্য্যকিঙ্কর। আচার্য্যের ব্যবহার তাঁহার গোচর ॥ ২৫ ॥ নীলাচলে তিঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া। প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া ॥২৬ সেই ত পত্রীর কথা আচার্য্য না জানে। কোন পাকে সেই পত্রী আইলা প্রভুর স্থানে ॥ ২৭ ॥ সেই পত্রীতে লিখিয়াছেন এই ত লিখন। ঈশ্বরত্বে আচার্য্যের করিয়া স্থাপন ॥ কিন্তু তার দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ। ঋণ শোধিবারে চাহি টাকা শত তিন ॥ ২৮ ॥ পত্র পড়ি প্রভুর মনে হৈল কিছু দুঃখ। বাহিরে হাঁসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ ॥ ২৯ ॥ আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর। ইথে দোষ নাই আচার্য্য দৈব ত

আচার্য্যের অন্য পুত্রের নাম শ্রীবলরাম, আর এক পুত্রের নাম জগদীশ্বর ॥ ২৪ ॥

কমলাকান্ত নামে একজন আচার্য্যের কিঙ্কর ছিলেন, আচার্য্যের যত ব্যবহার, তৎসমুদায় তাঁহার গোচর ছিল ॥ ২৫ ॥

তিনি একখানি পত্র লিখিয়া নীলাচলে রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট প্রেরণ করেন ॥ ২৬ ॥

কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য ঐ পত্রিকার কোন বৃত্তান্ত জানিতেন না, পরন্তু কোন ক্রমে ঐ পত্রিকা মহাপ্রভুর হস্তে আসিয়া পতিত হইল ॥ ২৭ ॥

সেই পত্রে আচার্য্যকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করিয়া ইহাই লিখিত ছিল যে, দৈববশতঃ আচার্য্যের ঋণ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে তিন শত টাকা আবশ্যক ॥ ২৮ ॥

পত্র পড়িয়া চন্দ্রমুখ মহাপ্রভুর অতিশয় দুঃখ হইল, কিন্তু বহিরে হাস্য করিয়া কিঞ্চিৎ কহিলেন ॥ ২৯ ॥

আচার্য্যকে ঈশ্বর করিয়া যে স্থাপন করিয়াছে, ইহাতে কোন দোষ

ঈশ্বর॥ ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা। অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥ ৩০॥ গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ইহা আজি হৈতে। বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥ ৩১॥ দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈল পরমদুঃখিত। শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত॥ বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান্। তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্॥ ৩২॥ পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান। দুঃখ পাঞা মনে আমি কৈল অনুমান॥ মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাসিষ্ঠ ব্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥ ৩৩॥ দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ। যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবন্ত শ্রীমুকুন্দ॥ যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী। সে দণ্ড

নাই, আচার্য্য দেবতা এবং ঈশ্বর, ঈশ্বরের দৈন্য প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা করিয়াছে, অতএব দণ্ড করিয়া শিক্ষা দিব॥ ৩০॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন, গোবিন্দ! আজি হইতে এস্থানে বাউলিয়া বিশ্বাসকে আসিতে দিও না॥ ৩১॥

অনন্তর দণ্ড শুনিয়া বিশ্বাস অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু আচার্য্য মহাশয় মহাপ্রভুর দণ্ড শ্রবণে হর্ষিত হইয়া বিশ্বাসকে কহিলেন। বিশ্বাস! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্, যে হেতু ভগবান্ গৌরচন্দ্র তোমাকে দণ্ড বিধান করিয়াছেন॥ ৩২॥

পূর্ব্বে মহাপ্রভু আমাকে সম্মান করিতেন, তাহাতে আমি দুঃখিত হইয়া মনে অনুমান করিতাম, আমি যে মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া যোগবাসিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তজ্জন্য মহাপ্রভু আমাকে অপমান করিলেন॥ ৩৩॥

যাহা হউক, দণ্ড পাইয়া আমার অতিশয় আনন্দানুভব হইল। ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ যে দণ্ড প্রাপ্ত হইল এবং ভাগ্যবতী শ্রীশচীদেবী যে দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন, সেই দণ্ডরূপ অনুগ্রহ অন্য ব্যক্তি কিরূপে

প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি ॥ ৩৪ ॥ এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস। আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ ॥ প্রভুকে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা। আমা হৈতে প্রসাদ পাত্র হইল কমলা ॥ আমারে যে কভু নাহি হয় সে প্রসাদ। তোমার চরণে আমি কি কৈল অপরাধ ॥ ৩৬ ॥ এতশুনি মহাপ্রভু হাঁসিতে লাগিলা। বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥ ৩৭ ॥ আচার্য্য কহে ইহাঁয় কেনে দিলে দরশন। দুই প্রকারেতে মোর করে বিড়ম্বন ॥ ৩৮ ॥ শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল। দুহাঁর অন্তর কথা দুহেঁ সে বুঝিল ॥ ৩৯ ॥ প্রভু কহে বাউলিয়া তো ঐছে কাহে কর। আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি

প্রাপ্ত হইবে ? ॥ ৩৪ ॥

এই বলিয়া আচার্য্য গোস্বামী বিশ্বাসকে আশ্বাস দিয়া সানন্দচিত্তে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে প্রভো ! তোমার লীলা বুঝা দুঃসাধ্য, আমা অপেক্ষা কমলা আপনার যে অনুগ্রহ পাত্র হইল, আমার প্রতি কখন সে প্রকার অনুগ্রহ হয় নাই, অতএব তোমার পাদপদ্মে আমি কি অপরাধ করিলাম ? ॥ ৩৬ ॥

আচার্য্য গোস্বামির এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্য প্রকাশ করত প্রসন্ন হইয়া কমলাকান্তকে আহ্বান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তখন আচার্য্য কহিলেন হে প্রভু ! ইহাঁকে কেন দর্শন দিলেন, এ আমাকে দুই প্রকারে বিড়ম্বিত করিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর মন প্রসন্ন হইল, দুইজনের আন্তরিক কথা দুইজনেই জানিলেন, অন্যে তাহা কিছুই অবগত হইতে পারিল না ॥ ৩৯ ॥

সে যাহা হউক, অনন্তর মহাপ্রভু বাউলিয়াকে কহিলেন, অরে ! তুই এ প্রকার কার্য্য কেন করিস্, ইহাতে আচার্য্যের লজ্জা ও ধর্ম্ম

সে আচার ॥ ৪০ ॥ প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন। বিষয়ির অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ। কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৪১ ॥ লোকলজ্জা হয় ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি। এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥ ৪২ ॥ এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল। আচার্য্যগোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥ ৪৩ ॥ আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে। প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৪৪ ॥ এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৪৫ ॥ শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা। তাঁর শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥ ৪৬ ॥ বাসুদেব দত্তের তিঁহো কৃপার

হানির আচরণ হইল ॥ ৪০ ॥

কখন রাজধন প্রতিগ্রহ করিতে হয় না, বিষয়ির অন্ন খাইলে মন দুষ্ট হয়, মন দুষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয় না। কৃষ্ণস্মৃতি ব্যতিরেকে জীবন বিফল হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

এই কার্য্যে লোকমধ্যে লজ্জা ও ধর্ম্ম কীর্ত্তির হানি হয়, অজ্ঞাতসারে কখন এ প্রকার কার্য্য করিও না ॥ ৪২ ॥

এই কথা শুনিয়া সকলে মনে করিলেন, এ শিক্ষা আমাদিগের প্রতিও হইয়াছে, তখন আচার্য্যগোস্বামী মনোমধ্যে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

আচার্য্যের অভিপ্রায় এক প্রভুমাত্র জানেন এবং প্রভুর গাম্ভীর্য্য আচার্য্যই অবগত আছেন ॥ ৪৪ ॥

উল্লিখিত প্রস্তাবে অনেক বিচার আছে, কিন্তু গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে সে সকল লিখিতে পারিলাম না ॥ ৪৫ ॥

শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য অদ্বৈতের শাখা, তাঁহার যত শাখা ও উপশাখা তাহার সংখ্যা হয় না ॥ ৪৬ ॥

ভাজন। সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ॥ ৪৭ ॥ ভাগবত আচার্য্য আর বিষ্ণুদাস আচার্য্য। চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য ॥ নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস। দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালিদাস ॥ জগন্নাথকর আর কর ভবনাথ। হৃদয়ানন্দসেন আর দাস ভোলানাথ ॥ যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন। অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাসনারায়ণ ॥ শ্রীবৎসপণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস। পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥ পুরুষোত্তমপণ্ডিত আর রঘুনাথ। বনমালী-কবিরাজ আর বৈদ্যনাথ ॥ লোকনাথপণ্ডিত আর মুরারিপণ্ডিত। শ্রীহরিচরণ আর মাধবপণ্ডিত ॥ বিজয়পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম। অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত লব নাম ॥ ৪৮ ॥ মালিদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধে যোগায়। সেই জলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায় ॥ ৪৯ ॥ ইহার মধ্যে মালী পাছে কোন শাখাগণ। না

উনি বাসুদেবদত্তের কৃপার পাত্র, সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যের চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

অপর ভাগবত আচার্য্য, বিষ্ণুদাস আচার্য্য, চক্রপাণি আচার্য্য, অনন্ত আচার্য্য, নন্দিনী, কামদেব, চৈতন্যদাস, দুর্ল্লভবিশ্বাস, বনমালিদাস, জগন্নাথকর, হৃদয়ানন্দসেন, ভোলানাথদাস, যাদবদাস, বিজয়দাস, জনার্দ্দন, অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, নারায়ণদাস, শ্রীবৎসপণ্ডিত, হরিদাস, ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তমপণ্ডিত, রঘুনাথ, বনমালীকর, বৈদ্যনাথ, লোকনাথ পণ্ডিত, শ্রীহরিচরণ, মাধবপণ্ডিত, বিজয়পণ্ডিত ও শ্রীরামপণ্ডিত, এই সকল শ্রীঅদ্বৈতের শাখা, ইহাঁদের নাম আর কত গ্রহণ করিব ॥ ৪৮ ॥

মালিপ্রদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধে সংযোজিত হয়, সেই জলে শাখাসকল জীবিত ও ফুল ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৯ ॥

ইহার মধ্যে কোন কোন শাখা যে চৈতন্যচন্দ্র মালিকে সম্মান করে

মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥ ৫০ ॥ যে জন্মাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিল। কৃতঘ্ন হইল তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল ॥ ৫১ ॥ ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে। জলাভাবে কৃশ শাখা শুখাইয়া মরে ॥ ৫২ ॥ চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম। জীয়ন্তেই মড়া সেই দণ্ডে তাঁরে যম ॥ ৫৩ ॥ কেবল এগণ প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্যবিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড ॥ ৫৪ ॥ কি পণ্ডিত কি তপস্বী কি বা গৃহী যতি। চৈতন্য-বিমুখ যেই তার এই গতি ॥ ৫৫ ॥ যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত ॥ ৫৬ ॥ শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত সেই সব সার। আর যত মত সব হৈল ছারখার ॥ ৫৭॥ সেই সেই আচার্য্যের

না, তাহাদের অতিশয় দুর্দ্দৈব জানিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

যিনি জন্ম দিয়াছেন ও যিনি জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহাকে যে না মানে সে কৃতঘ্ন, স্কন্ধ তাহার প্রতি রুষ্ট হইলেন ॥ ৫১ ॥

স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাতে জলসঞ্চার না করায়, শাখা শুষ্ক হইয়া মরিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

যে চৈতন্যরহিত সে শুষ্ককাষ্ঠতুল্য, সে জীবনসত্ত্বেই মৃততুল্য, যম তাহাকে দণ্ড দেয় ॥ ৫৩ ॥

কেবল এ গণের প্রতি এ দণ্ডবিধান নয়, যে চৈতন্যবিমুখ হইবে, তাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মানিবে ॥ ৫৪ ॥

কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কি গৃহী, কি যতি, যে চৈতন্যবিমুখ হইবে, তাহারই এই গতি অর্থাৎ সে পাষণ্ড হইবে ॥ ৫৫ ॥

যে যে ব্যক্তি অচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিল, তাঁহারাই আচার্য্যের গণ ও তাঁহাদিগকেই মহাভাগবত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৫৬ ॥

অচ্যুতের যেই মত সেই মতই সার, তদ্ভিন্ন আর যত মত তৎসমুদায় ছারখার অর্থাৎ অসার বা অগ্রাহ্য ॥ ৫৭ ॥

কৃপার ভাজন। অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥ ৫৮ ॥ সেই আচার্য্যের গণে কোটি নমস্কার। অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥ ৫৯ ॥ এই ত কহিল আচার্য্যগোসাঞির গণ। তিন স্কন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপ গণন ॥ ৬০ ॥ শাখা উপশাখা তাঁর নাহিক গণন। কিছুমাত্র করি কহি দিগ্দরশন ॥ ৬১ ॥ শ্রীগদাধরপণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম। তাঁর উপশাখা কিছু করিযে গণন ॥ ৬২ ॥ শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধরব্রহ্মচারী। ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ অনন্ত আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন। গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥ ভূগর্ভ-গোসাঞি আর ভাগবতদাস। এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥৬৩॥

যাঁহারা যাঁহারা অচ্যুতের মত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই অনায়াসে শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অপিচ, যাঁহারা অচ্যুতানন্দের তুল্য এবং যাঁহারা চৈতন্যগতজীবন, সেই সকল আচার্য্যদিগকে কোটি কোটি নমস্কার করি ॥ ৫৯ ॥

যাহা হউক, আমি এই আচার্য্যগণের বিবরণ কহিলাম, এইরূপে সঙ্ক্ষেপে তিন স্কন্ধের শাখার গণনা করা হইল ॥ ৬০ ॥

এই তিন স্কন্ধের যত শাখা উপশাখা আছে, তাহার গণনা করা যায় না, তন্মধ্যে কিছু দিগ্দর্শন করিয়া কহিতেছি ॥ ৬১ ॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিতের যে শাখা তাহা সর্ব্বোত্তম, তাঁহার উপশাখা কিছু গণনা করি ॥ ৬২ ॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিত শাখার শ্রেষ্ঠশাখা ধ্রুবানন্দ, শ্রীধরব্রহ্মচারী, ভাগবত আচার্য্য, হরিদাসব্রহ্মচারী অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, নয়নমিশ্র, গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর ও কণ্ঠাভরণ। অপর ভূগর্ভগোস্বামী ও ভাগবতদাস এই দুই জন আসিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন ॥ ৬৩ ॥

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়। বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৬৪ ॥ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস। জিতামিশ্র কাঠকাটা জগন্নাথদাস ॥ শ্রীহরি আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥ শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত-লক্ষ্মীনাথ। বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ ॥ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম। মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥ ৪৫ ॥ অমোঘপণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ। যদুগাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত গোসাঞির গণ। ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন ॥ ৬৬ ॥ পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য। প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৬৭ ॥ এই তিন স্কন্ধের কৈল শাখার

তথা বাণীনাথ ব্রহ্মচারী ইনি মহাশয় ব্যক্তি, আর বল্লভ ও চৈতন্য, দাস ইহাঁরা কৃষ্ণপ্রেমস্বরূপ ॥ ৬৪ ॥

অপর শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, উদ্ধবদাস, জিতামিশ্র, কাঠকাটা জগন্নাথ-দাস, শ্রীহরি আচার্য্য, সাদিপুরিয়া (সাদিপুর নিবাসী) গোপাল, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্প গোপাল, শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, লক্ষ্মীনাথপণ্ডিত, বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ এবং শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, ইহাঁরা সকল শাখার মধ্যে উত্তম, ইনি মদনগোপালের চরণারবিন্দে বিশ্রাম করিতেন ॥ ৬৫ ॥

অপর অমোঘপণ্ডিত, হস্তীগোপাল, চৈতন্যবল্লভ, যদু গাঙ্গুলি ও মঙ্গল বৈষ্ণব, ইহাঁরা সকল পণ্ডিতগোস্বামির শাখা, আমি এই গুলি সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, এই প্রকার শাখা ও উপশাখার গণনা করিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥

গদাধরপণ্ডিত মহাশয়ের যত গণ, ইহাঁরা সকল শ্রেষ্ঠ ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ইহাঁদের প্রাণনাথ ॥ ৬৭ ॥

এই তিন স্কন্ধের শাখার বর্ণন করা হইল, যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে

গণন। যা সবার স্মরণে হয় বন্ধবিমোচন ॥ যা সবার স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ। যা সবার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥ অতএব তা সবার বন্দিল চরণ। চৈতন্যমালির কহি লীলা অনুক্রম ॥ ৬৮ ॥ গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ। কে করিতে পারে তাতে অবগাহসাধ ॥ ৬৯ ॥ তাহার মাধুর্য্য-গন্ধে লুব্ধ হয় মন। অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥৭০

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈতাদি-শাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

ভববন্ধন মুক্ত হয়, যাঁহাদিগের স্মরণে চৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাঁহাদিগের স্মরণে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, অতএব তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করি, এই চৈতন্যমালির লীলার অনুক্রম কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৮ ॥

আহা! গৌরাঙ্গলীলামৃত-সমুদ্রের পার নাই এবং তাহা অতলস্পর্শ, তাহাতে অবগাহন করিব বলিয়া কে সাধ করিতে পারে? ॥ ৬৯ ॥

কিন্তু উহার মাধুর্য্য-গন্ধে মন লুব্ধ হইতেছে, অতএব তীরে থাকিয়া এক কণমাত্র আস্বাদ করিতেছি ॥ ৭০ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৭১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতে অদ্বৈতাদি শাখাবর্ণননামক দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥ জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস। জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারিগুপ্ত। এই সব চন্দ্রোদয়ে তমো কৈল লুপ্ত ॥ ৩ ॥ জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্র গণ। সবার প্রেমজ্যোৎস্নায় কৈল উজ্জ্বল ভুবন ॥ ৪ ॥ এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভ মুখ-

---

স প্রসীদতু চৈতন্যেত্যাদি ॥ ১ ॥

যাঁহার প্রসাদ হেতু এই অধম ব্যক্তিও তদীয় লীলাবর্ণনে সদ্যঃ সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতনদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্রের জয় হউক, জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্রের জয় হউক, নিত্যানন্দের জয় হউক ॥ ২ ॥

গদাধর, শ্রীনিবাস, মুকুন্দ, বাসুদেব, হরিদাস, স্বরূপ দামোদর ও মুরারিগুপ্ত, এই সকল চন্দ্রোদয়ে জগতের তমঃ সমুদায় একেবারে বিলুপ্ত হইল ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের যে সকল ভক্তচন্দ্রগণ, তাঁহাদিগের প্রেম-জ্যোৎস্নায় ভুবন উজ্জ্বল করিল ॥ ৪ ॥

আমি এই ত গ্রন্থারম্ভের মুখবন্ধন কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে শ্রীচৈতন্য-

বন্ধ। এবে করি চৈতন্যলীলার ক্রম অনুবন্ধ ॥ ৫ ॥ প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন। পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ ৭ ॥ চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরন্তর কৈল প্রেমভক্তির প্রকাশ ॥ চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস ॥ ৮ ॥ তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন ॥ অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে। কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥৯॥ গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান। মধ্য অন্ত্যলীলা শেষলীলার দুই নাম ॥ ১০ ॥ আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্র-

---

লীলার অনুক্রম করিতেছি ॥ ৫ ॥

অগ্রে লীলা সকলের সূত্ররূপে গণনা করিলাম, পশ্চাৎ বিস্তার রূপে বিবরণ করিব ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ৪৮ আটচল্লিশ বর্ষ প্রকটরূপে বিহার করেন। ১৪০৭ শাকে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি ১৪৫৫ শাকে অন্তর্দ্ধান করেন ॥ ৭

প্রভু চব্বিশ বৎসর গৃহে বাস করিয়া নিরন্তর ভক্তির প্রকাশ করেন, চব্বিশ বৎসর শেষে সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ঐ চব্বিশ বৎসরের মধ্যে কখন দক্ষিণ, কখন গৌড় ও কখন বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ছয় বৎসর গত হয়। অবশেষ অষ্টাদশ বৎসর কেবল নীলাচলে রহিয়া কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে সকলকে ভাসাইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

প্রভুর গার্হস্থ্য লীলার নাম আদিলীলা, আর শেষ লীলার মধ্য ও অন্ত্য এই দুই নাম হয় ॥ ১০ ॥

রূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১১ ॥ প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ দামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১২ ॥ এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া। বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৩ ॥ বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ। অতএব আদিখণ্ডে চারি লীলা ভেদ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাং।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ১৫ ॥

ফাল্গুনপূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়। সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥ ১৬ ॥ হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা। জন্মিলা

আদিলীলার মধ্যে যে সকল চরিত্র তাহা মুরারিগুপ্ত সূত্ররূপে গ্রন্থন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১১ ॥

অপর প্রভুর যে শেষলীলা, তাহা স্বরূপ দামোদর গ্রন্থের মধ্যে সূত্ররূপে গ্রন্থন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া এবং শুনিয়া বৈষ্ণবসকল ক্রম করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাসকল বর্ণন করেন ॥ ১৩ ॥

বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনলীলার এই চারি ভেদ, অতএব আদিখণ্ডে এই চারি লীলা ভেদেরই বর্ণন করা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণা সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি, যাহাতে কৃষ্ণনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমার সন্ধ্যার সময় মহাপ্রভুর জন্মরূপ উদয় হয়, সেই সময় দৈববশতঃ চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তৎকালীন লোকসকল হর্ষিত হইয়া হরি হরি ধ্বনি করিতে আরম্ভ

চৈতন্য প্রভুনাম জন্মাইঞা ॥ ১৭ ॥ জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবা-কালে। হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানাছলে ॥ ১৮ ॥ বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন। কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন ॥ ১৯ ॥ অতএব হরি হরি বলে নারীগণ। দেখিতে আইসে যেবা যত বন্ধুজন ॥ ২০ ॥ গৌরহরি বলি তাঁরে হাঁসে সর্ব্বনারী। অতএব নাম তাঁর হৈল গৌর-হরি ॥ ২১ ॥ বাল্য বয়স্ যাবৎ হাতে খড়ি দিল। পৌগণ্ডবয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন। সর্ব্বত্র লওয়া-ইল প্রভু নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২২ ॥ পৌগণ্ডবয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে। সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥২৩॥ সূত্রবৃত্তি পাঁজি টীকা কৃষ্ণেতে

করিলে মহাপ্রভু নাম জন্মাইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

গৌরাঙ্গদেব জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনকালে নানা-ছলে লোকসকলকে হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রভু বাল্যভাব ছল করিয়া যখন রোদন করিতেন, তখন কৃষ্ণ হরি এই নাম শ্রবণে তাঁহার রোদনের নিবৃত্তি হইত ॥ ১৯ ॥

এজন্য যত নারীগণ বা বন্ধুজন মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিতেন, তাঁহারা সকলেই "হরি বল হরি বল" এইমাত্র উচ্চারণ করিতেন ॥ ২০ ॥

স্ত্রীগণ তাঁহাকে গৌরহরি বলিয়া উপহাস করিতেন, এই কারণে তাঁহার গৌরহরি বলিয়া নাম হয় ॥ ২১ ॥

প্রভুর বাল্যবয়সে বিদ্যারম্ভ হয়, পৌগণ্ডবয়স্ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। নবীন যৌবনকালে বিবাহ করেন, এইরূপে মহাপ্রভু সর্ব্বত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন গ্রহণ করান ॥ ২২ ॥

ইনি যখন পৌগণ্ডবয়সে নিজে পড়িতেন ও শিষ্যগণকে পড়াইতেন, তখন সকল স্থানেই কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা করিতেন ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য। শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥ ২৪ ॥ যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম ॥ ২৫ ॥ কিশোর বয়সে আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্ত-গণ ॥ ২৬ ॥ নগরে নগরে ভ্রমেণ কীর্ত্তন করিয়া। ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ২৭ ॥ চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে। লওয়া-ইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে ॥ ২৮ ॥ চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস। ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস ॥ ২৯ ॥ তার মধ্যে নীলা-চলে ছয় বৎসর। নৃত্য গীত প্রেমভক্তিদান নিরন্তর ॥ সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন। প্রেমনাম প্রচারিয়া করিল ভ্রমণ ॥ ৩০ ॥

এবং সূত্রবৃত্তি পাঁজি (ক) ও টীকাপ্রভৃতিতে কৃষ্ণ তাৎপর্য্য দেখাইতেন, তাহাতে শিষ্যসকলে মহাপ্রভুর আশ্চর্য্য প্রভাব প্রতীত হইত ॥ ২৪ ॥

মহাপ্রভু যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই কহিতেন কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর, এই প্রকারে নবদ্বীপগ্রাম কৃষ্ণনামে ভাসাইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভু কিশোর বয়সে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিবা রাত্র ভক্তসঙ্গে প্রেমে নৃত্য করিতেন ॥ ২৬ ॥

এবং নগরে নগরে ভ্রমণপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করত প্রেমভক্তিদানে ত্রিভু-বনকে ভাসাইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

এই প্রকার চব্বিশ বৎসর নবদ্বীপগ্রামস্থ লোকদিগকে কৃষ্ণপ্রেমে ও নাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

অপর চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ভক্তগণসঙ্গে নীলাচলে বাস করেন ॥ ২৯ ॥

কিন্তু নীলাচলে এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর নিরন্তর নৃত্য গীত ও প্রেমভক্তিদান, তথা সেতুবন্ধ, গৌড় ও বৃন্দাবন এই সকল স্থান ব্যাপিয়া প্রেমনাম প্রচারপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন ॥ ৩০ ॥

(ক) পঞ্জী কলাপব্যাকরণের টীকাবিশেষ। পাঁজীশব্দ পঞ্জীশব্দের অপভ্রংশ উচ্চারণ॥

এই মধ্যলীলা নাম লীলার মুখ্য ধাম। শেষ অষ্টাদশবর্ষ অন্তলীলা নাম ॥ ৩১ ॥ তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে। প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য গীত রঙ্গে ॥ ৩২ ॥ দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে। প্রেমা-বস্থা শিখাইল আস্বাদন ছলে ॥ ৩৩ ॥ রাত্রি দিবসে কৃষ্ণবিরহ স্ফুরণ। উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন ॥ ৩৪ ॥ শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধবদর্শনে। সেই মত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে ॥ ৩৫ ॥ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেবগীত। আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥৩৬ কৃষ্ণের যোগ বিয়োগ যত প্রেমচেষ্টিত। আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৩৭ ॥ অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা। কে বর্ণিতে

এই লীলার নাম মধ্যলীলা, ইহা লীলার মধ্যে প্রধান, শেষ যে অষ্টা-দশ বৎসর তাহার নাম অন্ত্যলীলা ॥ ৩১ ॥

এই অষ্টাদশ বৎসর মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণের সঙ্গে নৃত্য গীত-তরঙ্গে প্রেমভক্তি গ্রহণ করাইলেন ॥ ৩২ ॥

শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে থাকিয়া আস্বাদন ছলে প্রেমভক্তি শিক্ষা করাইলেন ॥ ৩৩ ॥

এই কালে দিবারাত্রি কৃষ্ণবিরহ স্ফূর্ত্তি, প্রলাপবচন ও উন্মাদের তুল্য চেষ্টা করিতেন ॥ ৩৪ ॥

উদ্ধবদর্শনে যদ্রূপ শ্রীরাধার প্রলাপ হইয়াছিল, সেই মত শ্রীমন্মহা-প্রভু দিবারাত্রি উন্মাদ প্রলাপ করিতেন ॥ ৩৫ ॥

এবং রামানন্দ ও স্বরূপের সহিত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের গীত আস্বাদন করিতেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ ও সংযোগপ্রভৃতি যত প্রেমের চেষ্টা আছে, তৎসমুদায় আস্বাদন করিয়া আপনার বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥ ৩৮ ॥ সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত। সহস্রবদনে তিঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৩৯ ॥ দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ ৪০ ॥ সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৪১ ॥ চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস। মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥৪২ গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিঁহো ছাড়িল যে যে স্থান। সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৩ ॥ প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কৈল আস্বাদন। তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৪৪ ॥ আদিলীলার সূত্র লিখি শুন

শ্রীচৈতন্যের অনন্ত লীলা, জীবসকল ক্ষুদ্র, এমত কে আছে যে, তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিবে ॥ ৩৮ ॥

অনন্তদেব যদি কেবল সূত্ররূপে বর্ণন করেন, তথাপি তিনি সহস্রবদনে তাহার অন্ত করিতে পারেন না ॥ ৩৯ ॥

স্বরূপ দামোদর, আর মুরারিগুপ্ত, ইহাঁরা বিচারপূর্ব্বক মুখ্য মুখ্য লীলার যে সকল সূত্র বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

আমি সেই অনুসারে লীলার সূত্র সমুদায় লিখিলাম, শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর ইহা বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যলীলার ব্যাসস্বরূপ, তিনি এই লীলা মধুর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

ঐ মহাশয় গ্রন্থবিস্তার ভয়ে যে যে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি সেই সেই স্থানের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতেছি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার যাহা কিছু ভুক্তাবশিষ্ট রহিয়াছে, আমি তাহারই চর্ব্বণ করিতেছি ॥ ৪৪ ॥

ভক্তগণ। সঙ্ক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥ ৪৫ ॥ কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার। অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল বিচার ॥ আগে অবতারিলা যে যে গুরুপরিবার। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার ॥ ৪৬ ॥ শ্রীশচী জগন্নাথ মাধবেন্দ্রপুরী। কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস। আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥ ৪৭ ॥ শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম। বৈষ্ণবপণ্ডিত ধনী সদ্গুণ প্রধান ॥ সপ্ত পুত্র তার হয় সপ্ত ঋষীশ্বর। কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥ জগন্নাথ জনার্দ্দন আর ত্রৈলোক্যনাথ। নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ জগন্নাথমিশ্রবর পদবী পুরন্দর। নন্দ বসুদেব রূপ সদ্গুণ সাগর ॥ ৪৮ ॥ তাঁর পত্নী শচী নাম

হে ভক্তগণ! সঙ্ক্ষেপে আদিলীলার সূত্র লিখিতেছি, শ্রবণ করুন, ইহা সমগ্ররূপে লিখিবার শক্তি নাই ॥ ৪৫ ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কোন বাঞ্ছাপূর্ণ করিবার নিমিত্ত মনোমধ্যে বিচার করিলেন, আমাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি অগ্রে গুরুপরিবারদিগকে অবতার করান, এই সকল বিষয় বিস্তার করিয়া কহা যায় না, সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি ॥ ৪৬ ॥

হে ভক্তগণ! শ্রীশচী, জগন্নাথ, মাধবেন্দ্রপুরী, কেশবভারতী ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাসপণ্ডিত, আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, হরিদাসঠাকুর ॥ ৪৭ ॥

অপর শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্রমিশ্র, ইনি বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী ও সদ্গুণপ্রধান। ইহাঁর সাত সন্তান হয়, সেইগুলি সপ্তঋষিস্বরূপ, তাহাদের নাম যথা—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ। ইহাঁদিগের মধ্যে জগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাবাস করেন, ইনি অতিশয় শ্রেষ্ঠ, ইহার পদবী পুরন্দর। এই মিশ্র পুরন্দরমহাশয়নন্দ ও বসুদেবের স্বরূপ, ইনি সদ্গুণের সমুদ্র ॥ ৪৮ ॥

পতিব্রতা সতী। যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥ ৪৯ ॥ রাঢ়দেশে জন্মিল ঠাকুর নিত্যানন্দ। গঙ্গাদাসপণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥ অসংখ্য নিজভক্তের করাঞা অবতার। শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৫০ প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ। অদ্বৈতাচার্য্য স্থানে করেন গমন ॥ গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাঞি। জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান। জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন ॥ ৫২ ॥ তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ কিন্তু আর সর্ব্বলোকে কৃষ্ণ-বহির্মুখ। বিষয়নিমগ্ন দেখি সবে পায় দুখ ॥ ৫৩ ॥ লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন। কেমতে এসব লোকের হইব তারণ ॥ কৃষ্ণ অব-

---

ইহাঁর পত্নীর নাম শচী, ঐ শচীদেবী সতী এবং পতিব্রতা, উহাঁর পিতার নাম নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী ॥ ৪৯ ॥

তথা রাঢ়দেশে নিত্যানন্দঠাকুরের জন্ম হয়, গঙ্গাদাসপণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত ও মুকুন্দ। এই সকল অসংখ্য ভক্তের অবতার করাইয়া ব্রজেন্দ্রকুমার শেষে আপনি অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমুদায় বৈষ্ণবগণ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট গমন করেন। আচার্য্যগোস্বামী ঐ সকল বৈষ্ণবদিগের নিকট জ্ঞান ও কর্ম্মের নিন্দা করত ভক্তির শ্রেষ্ঠতা করিয়া গীতা ও ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন ॥ ৫১ ॥

অপর আচার্য্যগোস্বামী সকল শাস্ত্রেই কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যা করিতেন, অন্য জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ কিছুই মানিতেন না ॥ ৫২ ॥

ইহাঁর সঙ্গে বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণকথা এবং কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দানুভব করিতেন, কিন্তু অন্যান্য লোকদিগকে কৃষ্ণবহির্মুখ ও বিষয়াবিষ্টচিত্ত দেখিয়া সকলে অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

তরি করে ভক্তির বিস্তার। তবে সে সকল লোকের হয় ত নিস্তার॥৫৪ কৃষ্ণাবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিঞা। কৃষ্ণপূজা করেন তুলসী গঙ্গা-জল দিঞা॥ কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার। হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ৫৫॥ জগন্নাথমিশ্র পত্নী শচীর উদরে। অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে॥ ৫৬॥ অপত্য বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন। পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ॥ ৫৭॥ তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ নাম। মহাগুণবান্ তিঁহো বলদেব ধাম॥ ৫৮॥ বলদেব প্রকাশ পরব্যোম সঙ্কর্ষণ। তিঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ॥ তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর। অতএব বিশ্বরূপ নাম হৈল তাঁর॥ ৫৯॥

এবং লোক নিস্তার নিমিত্ত এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, হায়! কি উপায়ে এই সকল লোকের উদ্ধার হইবে। যদি কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপ্রচার করেন, তবেই ত সকল লোকেরনিস্তার হইবে॥ ৫৪॥

অনন্তর আচার্য্যগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গাজল ও তুলসী প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পূজা আরম্ভ করিলেন এবং ঘন ঘন হুঙ্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের চিত্ত আকৃষ্ট হইল॥ ৫৫॥

যাহা হউক, জগন্নাথমিশ্রের পত্নী শচীদেবীর উদরে ক্রমে আটটী কন্যার উৎপত্তি হইল এবং তাহারা জন্মমাত্র প্রাণত্যাগ করিল॥ ৫৬॥

অনন্তর যখন মিশ্রমহাশয় অপত্য (সন্তান) বিরহে অতিশয় দুঃখিত-চিত্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর চরণারবিন্দ আরাধনা করিতে লাগিলেন॥ ৫৭॥

তখন তাঁহার বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল, তিনি মহাগুণ-বান্ এবং বলদেবের ধামস্বরূপ॥ ৫৮॥

যিনি পরব্যোমে বলদেবের প্রকাশ মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণ, যিনি বিশ্বের উপা-দান ও নিমিত্ত কারণ, যাঁহা ব্যতিরেকে বিশ্বে অন্য কিছু বস্তু নহে, এই

তথাহি শ্রীদশমস্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং বিশ্বং তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ। ইতি ॥ ৬০ ॥

অতএব প্রভুর তিঁহো হৈল বড় ভাই। কৃষ্ণ বলদেব দুই চৈতন্য নিতাই ॥ ৬১ ॥ পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন। বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৬২ ॥ চৌদ্দশত ছয়শাকে শেষ মাঘমাসে।

ভাবার্থদীপিকায়াং ॥ ১০ ॥ ১৫ ॥ ২৫ ॥ যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং উর্দ্ধতন্তুষু পট ইব গ্রথিতং প্রোতং তির্য্যক্তন্তুষু পট ইব গ্রথিতং। সর্ব্বতোহনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ তোষণ্যাং ॥ ইদঞ্চ ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহস্তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য বর্ণিত ইত্যেবং বক্ষ্যমাণরীত্যা প্রতি যোদ্ধাদ্যনুরূপমাত্র শক্তিপ্রকাশধারণ্যা নরলীলয়ৈব কৃতমিত্যাশ্চর্য্যাত্বেন বর্ণিতে নত্বৈশ্বর্য্য লীলয়েত্যাহ নৈতদিতি। অচিত্রত্বে হেতুঃ। ভগবতি শক্ত্যা সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে। অনন্তে স্বরূপেণাপ্যপরিচ্ছিন্নে। তথোপাধিসম্বন্ধেনাপি জগদীশ্বরে ওতং প্রোতমিত্যাদিলক্ষণেচ। দৃষ্টান্তেহপি তন্তূনাং কারণত্বেন কার্য্যাৎ পটাদনন্যত্বং। অত্র তাদৃশ ভগবত্ত্বাদিকং শ্রীকৃষ্ণাংশেষু মুখ্যত্বাৎ যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥

করণে তাঁহার বিশ্বরূপ বলিয়া নাম হয় ॥ ৫৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! বস্ত্র যেমন তন্তুতে ওতপ্রোত, তদ্রূপ এই বিশ্ব যে অনন্ত জগদীশ্বর ভগবানে সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, সেই ভগবানে ঐ বিষয় আশ্চর্য্য নহে ॥ ৬০ ॥

এই কারণে বিশ্বরূপ প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব এই দুই জন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬১ ॥

দম্পতি অর্থাৎ জগন্নাথমিশ্র ও শচীদেবী পুত্রলাভে আনন্দিতচিত্ত হইয়া বিশেষরূপে গোবিন্দের চরণারবিন্দ সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

জগন্নাথ শচীদেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৬৩ ॥ মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি বিপরীত। জ্যোতির্ম্ময় দেহ গেহ লক্ষ্মী অধিষ্ঠিত ॥ যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করেন সম্মান। ঘরেতে পাঠাইয়া দেন বস্ত্র ধন ধান ॥ ৬৪ ॥ শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে। দিব্যমূর্ত্তি লোক সব স্তুতি যেন করে ॥৬৫ জগন্নাথমিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল। জ্যোতির্ম্ময় ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে। হেন বুঝি জন্মি-বেন কোন মহাশয়ে ॥ ৬৬ ॥ এত বলি দুহে রহে হরষিত হঞা। শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিঞা ॥ ৬৭ ॥ হৈতে হৈতে গর্ভ হৈল ত্রয়োদশ মাস। তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৬৮ ॥ নীলা-

---

চৌদ্দশত ছয়শাকে মাঘমাসের শেষে জগন্নাথমিশ্র ও শচীদেবীর দেহে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয় ॥ ৬৩ ॥

মিশ্রমহাশয় জ্যোতির্ম্ময় দেহ ও গৃহে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ইত্যাদি বিপরীত অবলোকন করিয়া শচীদেবীকে কহিলেন, দেবি! যেখান সেখানকার লোকসকল সম্মান করিতেছেন এবং বস্ত্র ও ধন ধান্য সমুদায় প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৬৪ ॥

শচী কহিলেন, আমিও আকাশমণ্ডলে আশ্চর্য্য দর্শন করিতেছি, দিব্যমূর্ত্তি লোকসকল যেন স্তব করিতেছে ॥ ৬৫ ॥

জগন্নাথমিশ্র কহিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম এক জ্যোতির্ম্ময় ধাম আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, পরে আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েন, অতএব বোধ হয়, কোন মহাপুরুষ যেন জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৬৬ ॥

এই বলিয়া দুই জনে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া রহিলেন এবং বিশেষ করিয়া শালগ্রামের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর দেখিতে দেখিতে শচীদেবীর গর্ভ ত্রয়োদশ মাসে উপস্থিত হইল, তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, তদ্দর্শনে মিশ্রমহাশয় অতিশয় ত্রাসিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥

ম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলেন গণিয়া। এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা॥ ৬৯॥ চৌদ্দশত সাতশাকে মাস যে ফাল্গুন। পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥ সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন। সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥ এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন॥ ৭০॥ জগৎ ভরিয়া লোক বলে হরি হরি। সেই ক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি॥ ৭১॥ প্রসন্ন হইল সর্ব্ব জগতের মন। হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥ ৭২॥ হরি বলি নারীগণ দেন হুলাহুলি। স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥ প্রসন্ন হইল,

তখন নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া কহিলেন, হে মিশ্র! এই মাসে শুভক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সন্তান প্রসব হইবে॥ ৬৯॥

চৌদ্দশত সাত শাকের ফাল্গুন মাসের যে পৌর্ণমাসী, তাহার সন্ধ্যাকালে যখন শুভক্ষণ, সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, গ্রহসকল উচ্চ স্থান এবং ষড়্‌বর্গ ও অষ্টবর্গপ্রভৃতি সমুদায় সুলক্ষণ উপস্থিত হইল, তখন অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন॥

ঐ সময় রাহু বিবেচনা করিল, যখন অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রে প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিল, সেই সময় কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি ইত্যাদি নাম সমূহে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইল॥ ৭০॥

এইরূপে লোকসকল যখন জগৎ ভরিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল, সেই সময় গৌরকৃষ্ণ ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েন॥ ৭১॥

তখন জগতীস্থ সমস্ত লোকের মন প্রসন্ন হইল, যবন সকল হরি বলিয়া হিন্দুদিগকে উপহাস করিতে লাগিল॥ ৭২॥

নারীগণ হরি বলিয়া হুলাহুলি এবং স্বর্গে দেবগণ কুতূহলসহকারে

দশ দিক্ প্রসন্ন নদীর জল। স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৭৩ ॥

যথারাগঃ। নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি, কৃপা করি করিলা উদয় ॥ পাপ তমো হইল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥ ৭৪ ॥ সেইকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে, নৃত্য করে আনন্দিত মনে। হরিদাস লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে, কেনে নাচে কেহো নাহি জানে ॥ ধ্রু ॥ ৭৫ ॥ দেখি উপরাগ হাঁসি, শীঘ্র গঙ্গা-ঘাটে আসি, আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান। পাঞা উপরাগচ্ছলে আপ-নার মনোবলে, ব্রাহ্মণেরে দিলা নানাদান ॥ ৭৬ ॥ জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়, ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস। তোমার ঐছন রঙ্গ,

---

নৃত্য ও বাদ্য করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালীন দশ দিক্ ও নদীর জলসকল প্রসন্ন এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় আনন্দে বিহ্বল হইল ॥ ৭৩ ॥

নবদ্বীপরূপ উদয়শৈলে কৃপাপূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ গৌরহরি উদিত হইলেন, তাঁহার উদয়ে যখন পাপতমের নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস ও জগৎ পূর্ণ করিয়া হরিধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৭৪ ॥

সেই সময় নিজালয়ে অদ্বৈতগোস্বামী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া হুঙ্কার ধ্বনিসহ কীর্ত্তনরঙ্গে আনন্দিতচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আচার্য্য মহাশয় কেন যে নৃত্য করিতেছেন, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না ॥ ধ্রু ॥ ৭৫ ॥

আচার্য্য চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক শীঘ্র গঙ্গাতীরে আগমন করত আনন্দসহকারে গঙ্গাস্নান করিলেন এবং চন্দ্রগ্রহণ ছল করিয়া আপনার মনোবলে ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকার দান দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

তখন হরিদাস জগৎ আনন্দময় অবলোকন করিয়া ঠারে ঠোরে অর্থাৎ ইঙ্গিতে কহিলেন, হে প্রভো! আপনার এইরূপ রঙ্গে আমার মন

মোর মন পরসন্ন, দেখি কিছু আছে কার্য্যে ভাস॥ ৭৭॥ আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস, যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে। আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন, নানাদান কৈল মনোবলে॥ ৭৮॥ এই মত ভক্ত-ততি, যার যেই দেশে স্থিতি, তাঁহা তাঁহা পাই মনোবলে। নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন, দান করে গ্রহণের ছলে॥ ৭৯॥ ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানাদ্রব্য থালি ভরি, আইলা সবে যৌতুক লইয়া। যেন কাঁচাসোনা দ্যুতি, দেখিয়া বালকমূর্ত্তি, আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥৮০॥ সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী, আর যত দেবনারীগণ। নানাদ্রব্য পাত্রভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি, আসি সবে করে দরশন॥ ৮১॥

প্রসন্ন হইল, বোধ হয় এই কার্য্যের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব থাকিবে॥ ৭৭॥

অনন্তর আচার্য্যরত্ন ও শ্রীবাস হৃষ্টচিত্তে গিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন, এবং সানন্দ মনে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মনোবলে ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ দান দিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৭৮॥

এই প্রকার ভক্তবৃন্দ যাঁহার যে দেশে অবস্থিতি, তিনি সেই স্থানে মনোবল প্রাপ্ত হওত নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে বিহ্বল-চিত্ত হইয়া গ্রহণের ছলে দান করিতে লাগিলেন॥ ৭৯॥

অপর ব্রাহ্মণ, সজ্জন ও নারীগণ সকৌতুকে থালি ভরিয়া নানাবিধ যৌতুকদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণদ্যুতি বালকমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া সুখানুভব করত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন॥ ৮০॥

সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী ও অন্যান্য দেবস্ত্রী-গণ নানাদ্রব্যপরিপূর্ণ পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীবেশ ধারণ করত সকলে আগমন করিয়া বালক সন্দর্শন করিলেন॥ ৮১॥

অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ, স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত। নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট, সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥৮২ কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়, সম্ভালিতে নারে কারো বোল। খণ্ডিলেক দুঃখ শোক, প্রমোদে পূরিত লোক, মিশ্র হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৮৩ ॥ আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ, আসি তারে করে সাবধান। করাইলা জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম, তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ ৮৪ ॥ যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত, সব ধন বিপ্রে দিল দান। যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন, ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥৮৫॥ শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী, আচার্য্য-

তথা আকাশে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তুতি, নৃত্য, বাদ্য ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নর্ত্তক, বাদ্যকর ও ভাট, তথা নবদ্বীপে যাহারা নাট্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলে আসিয়া প্রীতচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

তখন ঐ নবদ্বীপে কে আইসে কে যায়, কে নৃত্য করে ও কে গান করে, কাহারও শব্দ শুনা যায় না, সকলের দুঃখ শোক খণ্ডিত হইয়া গেল, সকল লোক আনন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং মিশ্রমহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইলেন ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর আচার্য্যরত্ন ও শ্রীবাস জগন্নাথ মিশ্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সাবধান করত যে প্রকার বিধিধর্ম্ম আছে, তদনুরূপ তাঁহার দ্বারা বালকের জাত কর্ম্ম সকল করাইলেন, তখন মিশ্র মহাশয় নানাবিধ দান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

এবং তিনি যত যৌতুক প্রাপ্ত হইলেন ও গৃহে যত ধন ছিল, তৎসমুদায় ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। তৎপরে যত নর্ত্তক, গায়ক, ভাট ও অকিঞ্চন জনসকল আগমন করিয়াছিল, ধনদানদ্বারা সেই সকলের সম্মান বিধান করিলেন ॥ ৮৫ ॥

রত্নের পত্নী সঙ্গে। সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, দধি কলা নারিকেল, দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ৮৬ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা, নাম তার সীতা ঠাকুরাণী। আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লৈঞা, দেখিতে বালক শিরোমণি ॥ ৮৭ ॥ সুবর্ণের কড়ি বৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি, সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ। দুই বাহু দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক, স্বর্ণমুদ্রা নানাহার গণ ॥ ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটিপট্ট সূত্রডোরী, হস্ত পাদের যত আভরণ। চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনী-পোতা পট্টপাড়ি, স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহু ধন ॥ দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন, মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া। বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাস চেড়ী, বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ভক্ষ্যভোজ্য উপহার,

---

অনন্তর শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী যাঁহার নাম মালিনী, তিনি আচার্য্যরত্নের পত্নী, সঙ্গে সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, দধি, রম্ভা ও নারিকেল দিয়া স্ত্রীগণের পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

তদনন্তর অদ্বৈতাচার্য্যের ভার্য্যা, যাঁহার নাম সীতাঠাকুরাণী ও যিনি জগতের পূজনীয়া, তিনি আচার্য্য মহাশয়ের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উপহার গ্রহণপূর্ব্বক বালকশিরোমণি গৌরহরিকে দর্শন করিতে গমন করিলেন ॥ ৮৭ ॥

ঐ আচার্য্যপত্নী সীতাদেবী স্বর্ণের কড়ি, বৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি, স্বর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ, দুই বাহুর উৎকৃষ্ট শঙ্খ, রজতের বাঁকা মল, স্বর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ হার, তথা স্বর্ণবদ্ধ ব্যাঘ্রনখ, কটির পট্টসূত্রডোর ও হস্তপদের যত আভরণ এবং চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনীপোতা ও পট্টপাড়ী, তথা স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাপ্রভৃতি বহু বহু ধন। অপর দূর্ব্বা, ধান্য, গোরোচনা হরিদ্রা, কুঙ্কুম ও চন্দনপ্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্য সকল পাত্রে পূর্ণ করিয়া বস্ত্রাবৃত দোলারোহণপূর্ব্বক দাসদাসী সঙ্গে লইয়া বস্ত্রালঙ্কারে পেটিকা

সঙ্গে লৈল বহু ভার, শচীগৃহে হৈলা উপনীত। দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কাণ *, বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ৮৮ ॥ সব অঙ্গ সু-নির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা ভান, সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়। বালকের দিব্য দ্যুতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি, বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ৮৯ ॥ দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশিষে, চিরজীবী হও দুই ভাই। ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই ॥ ৯০ ॥ পুত্র-মাতা স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে, পুত্রসহ মিশ্রের সম্মানি। শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা, ঘরে আইলা সীতা-

পূর্ণ করত ভারে ভারে ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সমভিব্যাহারে শচীদেবীর গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় বালকের ভঙ্গি অবলোকন করিয়া সাক্ষাৎ গোকুলের কৃষ্ণ বলিয়া প্রতীতি হইল, কিন্তু বর্ণমাত্র বিপরীত দেখিলেন ॥ ৮৮ ॥

আহা! বালকের অঙ্গ সকল সুন্দররূপে নির্ম্মিত, দেখিতে সুবর্ণ প্রতিমার সদৃশ, সমুদায় অঙ্গ সল্লক্ষণবিশিষ্ট ও কান্তি মনোহর দেখিয়া অদ্বৈতভার্য্যা সীতাঠাকুরাণী অতিশয় প্রীত হইলেন এবং বাৎসল্যবশতঃ তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে লাগিল ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর তিনি বালকের মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা প্রদানপূর্ব্বক বহু বহু আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, তোমরা দুই ভাই চিরজীবী হও। পরে ডাকিনী শাকিনী হইতে চিত্তমধ্যে শঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় ভয়ে নিমাই বলিয়া বালকের নাম রাখিলেন ॥ ৯০ ॥

পুত্র ও মাতার স্নানদিবসে সীতাদেবী পুত্র সহ জগন্নাথমিশ্রের সম্মান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিলেন এবং শচী ও মিশ্র দত্তপূজা গ্রহণ-

* কাণশব্দের মূলশব্দ কামুক। তাহা হইতে কাহ্নাই, কাণাই, কানুশব্দের সৃষ্টি। পদ্যে তাহাই "কাণ" বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে ॥

ঠাকুরাণী ॥ ৯১ ॥ ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ, পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত। ধন ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর, দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ৯২ ॥ মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত, ধন ভোগে নাহি অভিমান। পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত, বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ৯৩ ॥ লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী, গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে। মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, দেখি এই তারিব সংসারে ॥ ৯৪ ॥ ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে, যে ইহা করয়ে শ্রবণ। গৌরপ্রভু দয়াময়, তারে হয়েন সদয়, সেই পায় তাঁহার চরণ ॥৯৫॥ পাইয়া মানুষজন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,

পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে আপনার গৃহে আগমন করিলেন ॥ ৯১ ॥

অনন্তর এই প্রকারে লক্ষ্মীনাথকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হওয়াতে, শচী ও জগন্নাথমিশ্রের বাঞ্ছাসকল পরিপূর্ণ হইল এবং তাঁহারা ধনধান্যে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া ও লোকসকলকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া দিন দিন আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৯২ ॥

মিশ্রমহাশয় বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত (সংযমী) ও ধনভোগে অভিমানশূন্য ছিলেন, পুত্রের প্রভাবে যত যত ধন আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎসমুদায় বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী বালকের লগ্ন গণনা করিয়া হৃষ্টচিত্ত হওত গোপনভাবে মিশ্রকে কহিলেন, হে মিশ্র! তোমার এই বালকের অঙ্গে মহাপুরুষের চিহ্নসকল সন্দর্শন করিতেছি, ইনি সংসার উদ্ধার করিবেন ॥ ৯৪ ॥

যাহা হউক এইরূপে কৃপাপরবশ হইয়া প্রভু যে শচীগৃহে অবতীর্ণ হইলেন, যাঁহারা ইহা শ্রবণ করিবেন, দয়াময় গৌরহরি তাঁহার প্রতি সদয় হইবেন এবং তাঁহার গৌরচরণারবিন্দ লাভ হইবে ॥ ৯৫ ॥

হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল। পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্তপানি, জন্মিয়া সে কেন না মইল॥ ৯৬॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস। ইহাঁ সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন, জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মলীলা বর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

অপর মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি গৌরগুণ শ্রবণ না করে, তাহার জন্ম বিফল হয়, সে অমৃতনদী প্রাপ্ত হইয়া গর্ত্তের বিষজল ভোজন করিল এবং সে জন্মিয়াই বা কেন না মরিল! ॥ ৯৬॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ, রূপ ও শ্রীরঘুনাথদাস, ইহাঁ-দিগের চরণ যাহা আপনার ধন, তাহাকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস এই জন্মলীলা কীর্ত্তন করিলেন॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতে মূলস্কন্ধ শাখাবর্ণননামক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

——০:*:০——

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ ২ ॥ প্রভুর কহিল এই জন্মলীলাসূত্র। যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ৩ ॥ সঙ্ক্ষেপে কহিল জন্মলীলা অনুক্রম। এবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন ॥ ৪ ॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাং।

কথঞ্চনেতি। যেন কেনাপি প্রকারেণ স্মৃতেঽপি দুষ্করং কর্ত্তুমশক্যমপি বিপরীতং সুকরমপি দুষ্করং স্যাৎ। এবমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স্মরণপ্রভাবো দর্শিতঃ ॥ ১ ॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্যেত্যাদি ॥ ২ ॥

যিনি কোন প্রকারে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে দুষ্কর সুকর হয়, অর্থাৎ দুঃসাধ্য কর্ম্ম সুসাধ্য হয় এবং যিনি কোন প্রকারে বিস্মৃত হইলে সুকর অর্থাৎ সুখকর কার্য্যও দুষ্কর হইয়া থাকে, সেই শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই জন্মলীলার সূত্র বর্ণন করিলাম, যেরূপে যশোদানন্দন শচীপুত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

সঙ্ক্ষেপে জন্মলীলার অনুক্রম করিয়াছি, এক্ষণে বাল্যলীলার সূত্র গণনা করিতেছি ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেই মনোহর বাল্যলীলাকে বন্দনা করি, যাহা

লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়াবনিতান্তরাং ॥ ৫ ॥

বাল্যলীলায় প্রভুর আগে উত্তান শয়ন। পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৬॥ গৃহে দুই জন দেখে লঘু পদ চিহ্ন। তঁহি মধ্যে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥ দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়। কার পদচিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয় ॥ ৭ ॥ মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলাসঙ্গে। তেঁহো মূর্ত্তি হঞা ঘরে খেলে জানি রঙ্গে ॥ ৮ ॥ সেই ক্ষণে জাগিলা নিমাই করিয়া ক্রন্দন। অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥ ৯ ॥ পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল। সেই চিহ্ন পায় দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥ ১০ ॥ দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।

লৌকিকী হইলেও ঈশ্বরচেষ্টাদ্বারা অন্তর্নিবদ্ধ হইয়াছে ॥ ৫ ॥

বাল্যলীলায় অগ্রে মহাপ্রভুর উত্তান-শয়ন, এই কালে ইনি পিতা মাতাকে স্বীয় চরণচিহ্ন দর্শন করান ॥ ৬ ॥

পিতা মাতা দুই জন গৃহমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে চরণচিহ্ন সন্দর্শন করেন, তাহার মধ্যে, ধ্বজ বজ্র, শঙ্খ, চক্র ও মীন অবলোকন করিয়া উভয়ের চিত্তে বিস্ময় উৎপন্ন হয়, তন্নিবন্ধন তাঁহারা কাহার পদচিহ্ন বলিয়া কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না ॥ ৭ ॥

মিশ্র মহাশয় কহিলেন, আমার শালগ্রাম শিলার সঙ্গে যে বালগোপাল আছেন, তিনি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বুঝি গৃহে নানা রঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

মিশ্র যখন এই কথা কহিতেছেন, সেই সময় নিমাই ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তখন শচীমাতা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

পুত্র যখন স্তনপান করিতেছেন, তৎকালে তাঁহার চরণের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে তাহাতে সেই সকল চিহ্ন দেখিতে পাইয়া মিশ্রকে ডাকাইয়া আনিলেন ॥ ১০ ॥

গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১১ ॥ চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাঁসিয়া। লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১২ ॥ বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষভূষণ। এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১৩ ॥

তথাহি সামুদ্রকে তৃতীয়শ্লোকে—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।

পঞ্চদীর্ঘ ইতি। পঞ্চদীর্ঘঃ নাসা ভুজ হনু নেত্র জানূনি। ৫। পঞ্চসূক্ষ্মঃ। ত্বক্ কেশাঙ্গুলিপর্ব্ব দন্ত রোমাণি। ৬। সপ্তরক্তঃ। নেত্রান্ত পাদতল করতল তাল্বধরৌষ্ঠ জিহ্বা নখানি। ৭। ষড়ুন্নতঃ। বক্ষঃ স্কন্ধ নখ নাসিকা কটি মুখানি। ত্রিহ্রস্বঃ। গ্রীবা জঙ্ঘা

তখন মিশ্রমহাশয় পুত্রের চরণতলে সেই সকল চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং গোপনভাবে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তিকে আহ্বান করিলেন ॥ ১১ ॥

চক্রবর্ত্তী আসিয়া চিহ্ন সন্দর্শন করত হাস্যবদনে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে লগ্ন গণনা করিয়া রাখিয়াছি ॥ ১২ ॥

মহাপুরুষের ভূষণস্বরূপ বত্রিশটী চিহ্ন হয়, এই শিশুর অঙ্গে সেই সকল চিহ্ন অবলোকিত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ সামুদ্রক নামক গ্রন্থের ৩ শ্লোকে যথা—

পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ, পাঁচটী অঙ্গ সূক্ষ্ম, সপ্ত অঙ্গ রক্ত, ছয় অঙ্গ উন্নত, তিন অঙ্গ হ্রস্ব, তিন অঙ্গ বিস্তৃত ও তিন অঙ্গ গম্ভীর, মহাপুরুষের এই বত্রিশটী চিহ্ন হয় ॥

সরলার্থ। নাসা, ভুজ, হনু অর্থাৎ কপোলের ঊর্দ্ধভাগ, নেত্র ও জানু এই পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ ৫। ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব, দন্ত ও রোম এই পাঁচ অঙ্গ সূক্ষ্ম ৫। নেত্র, পাদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ এই সাত অঙ্গ রক্ত ৭। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ এই ছয় অঙ্গ উন্নত ৬। গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন (লিঙ্গ) এই তিন অঙ্গ হ্রস্ব ৩।

ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ১৪ ॥

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ। এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ ॥ ১৫ ॥ এই ত করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার। ইহাঁ হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার ॥ ১৬ ॥ মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ। আজি দিন ভাল করিব নামকরণ ॥ ১৭ ॥ সব লোকের করিব ইহেঁা ধারণ পোষণ। বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার এই ত কারণ ॥ ১৮ ॥ শুনি শচীমিশ্রের মনে আনন্দ বাঢ়িল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥১৯॥ তবে কথো দিনে প্রভুর জানু চংক্রমণ। নানা চমৎকার যাতে করাইল

মেহনানি। ৩। ত্রিপৃথুঃ। কটি ললাট বক্ষাংসি। ত্রিগম্ভীরঃ। নাভি স্বর সত্ত্বানীত্যাদি ॥১৪

কটি, ললাট ও বক্ষঃ এই তিন অঙ্গ বিস্তীর্ণ ৩। তথা নাভি, স্বর ও সত্ত্ব (বুদ্ধি) এই তিন অঙ্গ গম্ভীর ৩। এই সমুদায়ে বত্রিশ চিহ্ন ॥ ১৪ ॥

নারায়ণের হস্ত ও চরণে যে সকল চিহ্ন আছে, তৎসমুদায় এই বালকে বিদ্যমান, ইনি সকল লোকের উদ্ধার করিবেন ॥ ১৫ ॥

ইনি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবেন এবং ইহাঁ হইতে দুই কুলের অর্থাৎ পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উদ্ধার হইবে ॥ ১৬ ॥

মহোৎসব কর ও ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান কর, আজ ভাল দিন, বালকের নামকরণ করিব ॥ ১৭ ॥

ইনি লোক সকলকে উদ্ধার করিবেন, একারণ ইহাঁর নাম বিশ্বম্ভর হইল ॥ ১৮ ॥

এই কথা শুনিয়া শচীমাতার আনন্দ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদিগকে আহ্বান করিয়া মহোৎসব করিলেন ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর কিছু দিন পরে মহাপ্রভু জানুচংক্রমণ অর্থাৎ হাঁটুদ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি নানাবিধ আশ্চর্য্য দেখাইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

দর্শন॥ ২০॥ ক্রন্দনের ছলে বসাইল হরিনাম। নারী সব হরি বলে হাঁসে গৌরধাম॥ ২১॥ তবে কথো দিনে কৈল পাদ চংক্রমণ। শিশু-গণ মেলি করে বিবিধ খেলন॥ ২২॥ এক দিন শচী খৈ সন্দেশ আনিয়া। বাটাভরি দিয়া বৈল খাওত বসিয়া॥ ২৩॥ এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে। লুকাইয়া লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥ ২৪॥ দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়। মাটী কাড়ি লঞা কহে মাটী কেনে খায়॥ ২৫॥ কান্দিয়া কহেন শিশু কেনে কর রোষ। তুমি মাটী খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥ ২৬॥ খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটীর বিকার।

ক্রন্দনের ছলে হরি বলাইতেন, নারীগণ হরি বলিতে লাগিলে গৌর-হরি হাস্য করিতে থাকিতেন॥ ২১॥

তৎপরে কিছু দিন গত হইলে পদদ্বারা গমন করিতে আরম্ভ করি-লেন, তৎকালীন শিশুগণের সঙ্গে বিবিধপ্রকার খেলায় প্রবৃত্ত হয়েন॥২২

এক দিবস শচীদেবী খৈ (লাজ) ও সন্দেশ আনয়নপূর্ব্বক বাটা ভরিয়া দিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি বসিয়া ভোজন কর॥ ২৩॥

মাতা এই বলিয়া গৃহকর্ম্মাদি করিতে গেলে, শিশুমূর্ত্তি গৌরহরি গোপনভাবে মৃত্তিকা খাইতে লাগিলেন॥ ২৪॥

তদ্দর্শনে শচী হায় হায় করিতে করিতে আসিয়া কহিলেন, বৎস! কেন মৃত্তিকা ভোজন করিতেছ?॥ ২৫॥

তখন শিশুমূর্ত্তি গৌরহরি রোদন করিয়া কহিলেন, মা! তুমি রোষ করিতেছ কেন? তুমিইত মাটী খাইতে দিয়াছ, ইহাতে আমার দোষ কি?॥ ২৬॥

খৈ, সন্দেশ, অন্নপ্রভৃতি যত বস্তু আছে, তৎসমুদায় মৃত্তিকার বিকার,

এহো মাটী সেহো মাটী কি ভেদ ইহার ॥ ২৭ ॥ মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য দেখহ বিচারি। অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি ॥ ২৮ ॥ অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে। মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে ॥ ২৯ ॥ মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়। মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥ ৩০ ॥ মাটীর বিকার ঘটে পানি ভরি আনি। মাটীপিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি ॥৩১॥ আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাহারে। আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে ॥ ৩২ ॥ এবেত জানিনু আর মাটী না খাইব। ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥৩৩॥ এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া। স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাঁসিয়া ॥৩৪

ইহাও মৃত্তিকা, তাহাও মৃত্তিকা, ইহার ভেদ কি ? ॥ ২৭ ॥

তুমি বিচার করিয়া দেখ, দেহও মৃত্তিকা ও ভক্ষ্যদ্রব্যও মৃত্তিকা, অবিচারে দোষ দিতেছ, ইহাতে আমি কি বলিব ॥ ২৮ ॥

ইহা শুনিয়া শচী বিস্মিতা হইয়া বালককে কহিলেন, বৎস! মৃত্তিকা খাইতে কে তোমাকে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিল ॥ ২৯ ॥

মৃত্তিকার বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়, শুদ্ধ মৃত্তিকা খাইলে দেহে রোগ হয় এবং দেহ ক্ষয় হইয়া যায় ॥ ৩০ ॥

মৃত্তিকার ঘটে জল ভরিয়া আনয়ন করা যায়; মৃত্তিকার পিণ্ডে যখন জল রাখা যায়, তখন ঐ জল আপনা হইতে শুষ্ক হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ইহা শুনিয়া প্রভু আত্মগোপন করিবার নিমিত্ত মাতাকে কহিলেন, মা! তুমি আগে কেন আমাকে ইহা শিক্ষা দাও নাই ॥ ৩২ ॥

আমি এখন জানিতে পারিলাম, আর মৃত্তিকা খাইব না, ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পান করিব ॥ ৩৩ ॥

এই বলিয়া প্রভু জননীর ক্রোড়ে আরোহণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যবদনে স্তনপান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

এই মত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়। বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥ ৩৫॥ অথিতি বিপ্রের অন্ন খাইল তিন বার। পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥ ৩৬॥ চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া। তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥ ৩৭॥ ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্য-সদনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশীদিনে॥ ৩৮॥ শিশু সব লৈয়া পাড়াপড়সীর ঘরে। চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥ ৩৯॥ শিশু সব শচীস্থানে কৈল নিবেদন। শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন॥ ৪০॥ কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে। কেনে পর ঘর যাহ কিবা নাহি ঘরে॥ ৪১॥ শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া

মহাপ্রভু এই প্রকারে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক বাল্যভাব প্রকটন করিয়া পশ্চাৎ গোপন করিলেন॥ ৩৫॥

একদা মহাপ্রভু এক অতিথি ব্রাহ্মণের অন্ন তিনবার ভোজন করেন, পশ্চাৎ গোপনভাবে তাহার নিস্তার করেন॥ ৩৬॥

এক দিন মহাপ্রভু বাহিরে ছিলেন, এমত সময়ে এক জন চোর আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল, প্রভুর এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি যে চোরকে ভুলাইয়া তাহার স্কন্ধে চড়িয়া পুনরায় গৃহে আগমন করিলেন॥ ৩৭॥

অপর ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ ও হিরণ্যের গৃহে একাদশীর দিবস বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন (গৌরগণোদ্দেশে উক্ত আছে)॥ ৩৮॥

অন্য এক দিন শিশুগণ সমভিব্যাহারে প্রতিবেশিদিগের গৃহে চুরি করিয়া দ্রব্যসকল ভোজন করেন, এবং তাহাদের বালকসকলকে ধরিয়া মারিয়াছিলেন॥ ৩৯॥

শিশুগণ শচীদেবীর নিকট আসিয়া নিবেদন করিলে, শচী শুনিয়া পুত্রকে অধিক্ষেপপূর্ব্বক কহিলেন॥ ৪০॥

হে পুত্র। তুমি কেন চুরি কর, কেন শিশুগণকে প্রহার কর, কেন পরগৃহে গমন কর এবং আমার ঘরেই বা কোন্ দ্রব্য নাই?॥ ৪১॥

ঘর ভিতর যাঞা। ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ ৪২॥ তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ। লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজ-দোষ॥ ৪৩॥ কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন। মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ ৪৪॥ নারীগণ বলে নারিকেল দেহ আনি। তবে সুস্থা হইবেন তোমার জননী॥ ৪৫॥ বাহির হইয়া আনিল প্রভু দুই নারিকেল। দেখিয়া বিস্মিত হৈলা অপূর্ব্ব সকল॥ ৪৬॥ কভু শিশু সঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে। কন্যাগণ আইলা তাহা দেবতা পূজিতে॥ ৪৭॥ গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা। কন্যাগণমধ্যে

প্রভু মাতার এই সকল বাক্য শুনিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং গৃহমধ্যে গমনপূর্ব্বক গৃহে যত ভাণ্ড ছিল, তৎসমুদায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন॥ ৪২॥

তখন শচী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে লাগিলে, প্রভু নিজদোষ জানিতে পারিয়া লজ্জায় অবনতবদন হই-লেন॥ ৪৩॥

এক দিন মহাপ্রভু স্বীয় মৃদু হস্তদ্বারা মাতাকে তাড়ন করেন, তাহাতে মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে তদ্দর্শনে মহাপ্রভু রোদন করিতে লাগি-লেন॥ ৪৪॥

তখন নারীগণ আসিয়া কহিল, হে বিশ্বম্ভর! তুমি যদি নারিকেল ফল আনিয়া দাও তবে তোমার জননী সুস্থা হইবেন॥ ৪৫॥

প্রভু এই কথা শুনিয়া দুইটী নারিকেল ফল আনিয়া দিলে স্ত্রীগণ সেই অপূর্ব্ব কার্য্য দর্শনে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৪৬॥

অপর কোন এক দিবস মহাপ্রভু বালকগণসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিতে-ছিলেন, এমত সময়ে কতক গুলি কন্যা দেবপূজা করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৪৭॥

কন্যাগণ গঙ্গাস্নান করিয়া দেবপূজা করিতে লাগিলে, মহাপ্রভু

প্রভু আসিয়া বসিলা ॥ ৪৮ ॥ কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর। গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর ॥ ৪৯ ॥ আপনে চন্দন পরি পরে ফুলমালা। নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা ॥ ৫০ ॥ ক্রোধে কন্যাগণ বলে শুন হে নিমাই। গ্রামসম্বন্ধে তুমি আমা সবার ভাই ॥ আমা সবা পক্ষে ইহা করিতে না যুয়ায়। না লহ দেবতাসজ্জ না কর অন্যায় ॥ ৫১ ॥ প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর। তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর ॥ পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন ধান্যবান্।

কন্যাগণমধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

এবং কন্যাগণকে কহিলেন, তোমরা সকলে আমাকে পূজা কর, আমি তোমাদিগকে বর দিব, গঙ্গা দুর্গা এই দুই জন আমার দাসী এবং মহাদেব আমার কিঙ্কর ॥ ৪৯ ॥

এই বলিয়া আপনি কন্যাদিগের চন্দন পরিলেন ও ফুলের মালা গলায় ধারণ করিলেন এবং নৈবেদ্যের যত সন্দেশ, চিনি ও কলা ছিল, তৎসমুদায় স্বয়ং কাড়িয়া খাইতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর কন্যাগণ ক্রোধভরে কহিতে লাগিল, অহে নিমাই! আমরা বলি শুন, তুমি গ্রামসম্বন্ধে আমাদের ভাই হও, অতএব আমাদের সঙ্গে তোমার এরূপ কার্য্য করিতে উপযুক্ত হয় না, আমাদের দেবতার সজ্জা লইও না এবং আমাদের সঙ্গে এরূপ অন্যায় ব্যবহার করি না ॥ ৫১ ॥

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, আমি তোমাদিগকে এই বর দিলাম যে, তোমাদের পরমসুন্দর স্বামী লাভ হইবে ও সেই স্বামী পণ্ডিত, বিদগ্ধ (রসিক), যুবা এবং ধনধান্যবান্ হইবে, তথা তোমাদের প্রত্যেকের সাত সাতটী করিয়া পুত্রসন্তান জন্মিবে ও তাহারা চিরায়ু এবং মতিমান্ হইবে ॥ ৫২ ॥

সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্ ॥ ৫২ ॥ বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ। বাহিরে ভৎর্সনা করে করি মিথ্যা রোষ ॥ ৫৩ ॥ কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া। তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া ॥ যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী। বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী ॥ ৫৪ ॥ ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়। জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয় ॥ ৫৫ ॥ আনিয়া নৈবেদ্য তার সম্মুখে ধরিল। খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥৫৬॥ এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়। দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায় ॥ ৫৭ ॥

কন্যাগণ নিমাইর মুখে এই বর শুনিয়া অন্তরে সন্তোষ হইল, কিন্তু বাহিরে মিথ্যা রোষ প্রকাশ করিয়া নিমাইকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

তন্মধ্যে কোন কন্যা নৈবেদ্য লইয়া পলাইতেছিল, মহাপ্রভু ক্রোধ-ভরে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, অরে! তুই যদি কৃপণা হইয়া আমাকে নৈবেদ্য না দিস্, তবে তোর্ বুড়া ভর্ত্তা হইবে এবং চারি চারি সতিনী হইবে ॥ ৫৪ ॥

নিমাইর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া কন্যাদিগের মনে এমত ভয় উপস্থিত হইল যে, কি জানি ইহাঁতে বা কোন দেবের আবেশ হইয়া থাকিবে ॥ ৫৫ ॥

এই বিবেচনায় সেই পলায়িতা কন্যা নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইর সম্মুখে রাখিলে তিনি নৈবেদ্য ভোজনে তুষ্ট হইয়া তাহাকে ইষ্টবর প্রদান করিলেন ॥ ৫৬ ॥

মহাপ্রভু লোকদিগকে এইরূপ চাপল্যস্বভাব দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কাহারও মনে দুঃখ না হওয়াতে সকলেই সুখে নিমগ্ন হইতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

এক দিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী নাম। দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান ॥ ৫৮ ॥ তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন। লক্ষ্মী প্রীতি পাইলা পাই প্রভুর দর্শন ॥ ৫৯ ॥ সাহজিক প্রীতি দোঁহার হইল উদয়। বাল্যভাবাচ্ছন্ন তনু হইল নিশ্চয় ॥ ৬০ ॥ দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস। দেবপূজাচ্ছলে দোঁহে করেন প্রকাশ ॥ ৬১ ॥ প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর। আমাকে পূজিলে পাবে ইচ্ছা মত বর ॥৬২॥ লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন। মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥ ৬৩ ॥ প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাঁসিতে লাগিলা। শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥ ৬৪ ॥

এক দিবস বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী গঙ্গাস্নান করিয়া দেবতাপূজা করিতে আগমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

লক্ষ্মীকে দেখিয়া মহাপ্রভুর মন অতিশয় অভিলাষান্বিত হইল এবং লক্ষ্মীদেবীও মহাপ্রভুর সন্দর্শনে মহতী প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

পরস্পর দর্শনে উভয়ের সাহজিকী প্রীতির উদয় হয়, দেহ বাল্য-ভাবাচ্ছন্ন হইলেও তথাপি তাহা নিশ্চয় হইল ॥ ৬০ ॥

উভয় দর্শনে উভয়ের চিত্তে যে উল্লাস হইল, তাহা দেবপূজাচ্ছলে দুইজনে প্রকাশ করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহাপ্রভু লক্ষ্মীকে কহিলেন, আমি মহেশ্বর, তুমি আমাকে পূজা কর। আমাকে পূজা করিলে তোমার অভীষ্ট পতি লাভ হইবে ॥ ৬২ ॥

এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মী মহাপ্রভুর অঙ্গে পুষ্প, চন্দন ও মল্লিকার মালা দিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৬৩ ॥

তখন মহাপ্রভু লক্ষ্মীর পূজা গ্রহণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং একটী শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার ভাব অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৬৪ ॥

তথাহি ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ॥

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনং।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৫ ॥

এই মত লীলা করি দুঁহে গেলা ঘর। গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর ॥ ৬৬ ॥ চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন। শচী জগ-

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ২২। ১৯। ভো সাধ্ব্যঃ। ভবতীনাং মদর্চ্চনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ সচ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া বিদিতঃ। স ময়া অনুমোদিতশ্চ। অতঃ সত্যো ভবিতুমর্হতি। বৈষ্ণবতোষণ্যাং। হে সাধ্ব্যঃ, পরমপ্রেমব্যবসায় গুণরূপবত্তাস্তেনচ মদেকাপেক্ষিতা ইত্যর্থঃ। অতো ভবতীনাং মদর্চ্চনং মদ্বিষয়কপতিভাবময়প্রেমসেবাত্মকঃ সঙ্কল্পো ময়া বিদিতঃ জ্ঞাতঃ সর্ব্বার্থঃ। স চানুমোদিতঃ ভদ্রং কৃতমিতি স্বাভিলাষসিদ্ধ্যা সমাস্বাদিতঃ। অতো ভবতীনাং কামনান্তরাভাবান্ময়ানুমোদিতত্বাচ্চ। যদ্বা, সাধ্ব্যো মদেকাপেক্ষিকাঃ স চাসৌ সত্যঃ সদাঽপ্যব্যভিচার্য্যেব ভবিতুং যুক্তাত এব। কিং তত্র মমান্যস্য বা বরাদিপ্রয়াসেনেত্যর্থঃ। সম্ভাবনং যোগ্যত্বাধ্যবসানং। অর্হত্বং যোগ্যত্বমিতি কাশিকায়াং সম্ভাবনেঽলমিতীতি অর্হেকৃত্যেতি সূত্রয়োর্ভেদো বিবিক্তোঽস্তি অধ্যবসানমারোপণং রূপকালঙ্কারাদৌ প্রসিদ্ধমেবেতি সম্ভাবনার্থত্বেচ কল্পিতে মহতাং সম্ভাবিতং সত্যমেবেতি তথা ব্যাখ্যাতং ॥ ৬৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে
কাত্যায়নীব্রতপরা গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অহে সাধ্বীগণ! তোমরা আমার অর্চ্চনা করিয়াছ, তোমাদের যাহা মনোরথ লজ্জাপ্রযুক্ত তাহা বিজ্ঞাপন না করিলেও আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমাদের সেই মনোরথ আমি অনুমোদন করিয়া লইলাম, তাহা সত্য হইবার যোগ্য ॥ ৬৫ ॥

এই মত লীলা করিয়া দুই জন গৃহে গমন করিলেন। চৈতন্যলীলা অতিগম্ভীর, অন্য কে বুঝিতে সমর্থ হইবে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীচৈতন্যের চাপল্য অবলোকন করিয়া সমস্ত লোক প্রেমে

মাথে দেখি দেন ওলাহন ॥ ৬৭ ॥ এক দিন শচীদেবী পুত্রেরে ভৎ‍র্সিয়া। ধরিবারে গেলা পুত্র পলাইলা ধাঞা ॥ ৬৮ ॥ উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর। বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ শচী আসি কহে কেনে অশুচি হইলা। গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হৈলা ॥ ৬৯ ॥ ইহা শুনি মাতা প্রতি কহে ব্রহ্মজ্ঞান। বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান ॥ ৭০ ॥ কভু পুত্র সঙ্গে শচী করিলা শয়ন। দেখে দিব্য লোক আসি ভরিল ভবন ॥ ৭১ ॥ শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে। মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে॥ চলিতে নূপুর ধ্বনি বাজে ঝন্‌ঝন্। শুনি চমৎকার হৈল মাতা পিতার মন ॥ ৭২ ॥

পরিপূর্ণ হইল এবং শচী ও জগন্নাথকে দেখিয়া সকলে ওলাহন অর্থাৎ নানা কথা কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর এক দিবস শচীদেবী পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া ধরিতে গেলে পুত্র দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

পরে প্রভু বিশ্বম্ভর উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপরে সুখে বসিয়া রহিয়াছেন, শচীমাতা আসিয়া কহিলেন, তুমি কেন অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিলা, অপবিত্র হইয়াছ গঙ্গায় গিয়া স্নান কর ॥ ৬৯ ॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন, মাতা বিস্মিত হইয়া পুত্রকে স্নান করাইলেন ॥ ৭০ ॥

এক দিবস শচীমাতা পুত্রসঙ্গে শয়ন করিয়া রহিয়াছিলেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, কতিপয় দিব্য লোক আসিয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিল ॥ ৭১ ॥

তদ্দর্শনে শচী পুত্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার পিতাকে আহ্বান কর, প্রভু মাতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যখন বাহিরে গমন করেন, তখন, তাঁহার চরণে ঝন্ ঝন্ করিয়া নূপুরের ধ্বনি হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া পিতা মাতার মন অতিশয় চমৎকৃত হইল ॥ ৭২ ॥

মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী। শিশুর শূন্য পদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥ ৭৩॥ শচী বলে আর এক অদ্ভুত দেখিল। দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গণ ভরিল॥ ৭৪॥ কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি। কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥ ৭৫॥ মিশ্র কহে কিছু হউক চিন্তা কিছু নাই। বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই॥ ৭৬॥ একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া। ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভৎ‍র্সনা করিয়া॥ ৭৭॥ রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ। মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥ মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান। ভৎ‍র্সন তাড়ন কর পুত্র করি মান॥ ৭৮॥ মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে

তখন মিশ্রমহাশয় কহিলেন, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা, শিশুর শূন্য পদে কেন নূপুরের ধ্বনি হইতেছে॥ ৭৩॥

শচী কহিলেন, আমি এক অদ্ভুত দেখিলাম, দিব্য দিব্য লোক আসিয়া আমার অঙ্গন সকল পরিপূর্ণ করিল॥ ৭৪॥

কিন্তু ঐ সকল লোক কি যে কোলাহল করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, অনুমান করি যেন স্তব করিতেছে॥ ৭৫॥

মিশ্র কহিলেন, যাহা কিছু হউক চিন্তা নাই, বিশ্বম্ভরের কুশল হউক, এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা॥ ৭৬॥

অনন্তর একদিবস মিশ্রমহাশয় পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া তাঁহাকে বহুতর ভৎ‍র্সনা করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিলেন॥ ৭৭॥

ঐ দিবস রাত্রে মিশ্রমহাশয় স্বপ্নে দেখিতেছেন, একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া সরোষ বচনে কহিলেন, মিশ্র! তুমি পুত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও তত্ত্ব জান না, পুত্র জ্ঞানে উহাঁকে তাড়ন ও ভৎ‍র্সন করিতেছ॥ ৭৮॥

ইহা শুনিয়া মিশ্র কহিলেন, উনি দেব সিদ্ধ মুনি কেন না হউন, যে

নয়। যে সে বড় হউ এবে আমার তনয় ॥ ৭৯ ॥ পুত্রের লালনশিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম। আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম ॥ ৮০ ॥ বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥ ৮১ ॥ মিশ্র বলে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ। তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ ॥ ৮২ ॥ এই মত দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার। বিশুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর ॥ ৮৩ ॥ এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত। মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত ॥ ৮৪ ॥ বন্ধু বান্ধব স্থানে স্বপন কহিল। শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৮৫ ॥ এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র। দিনে দিনে পিতা মাতার

সে বড়লোক হউন, এখন আমার পুত্র ॥ ৭৯ ॥

পুত্রকে লালন ও শিক্ষা দেওয়া পিতার স্বধর্ম্ম, আমি যদি শিক্ষা না দিই, তবে কি প্রকারে ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইবে ॥ ৮০ ॥

স্বপ্নযোগে মিশ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া ব্যর্থ হয় ॥ ৮১ ॥

মিশ্র কহিলেন, পুত্র কেন নারায়ণ না হউন, তথাপি পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া পিতার ধর্ম্ম ॥ ৮২ ॥

এইমত দুই জনে ধর্ম্মের বিচার করিলেন, কিন্তু মিশ্রমহাশয় শুদ্ধ বাৎসল্য নিষ্ঠ, তিনি আর কিছু জানেন না ॥ ৮৪ ॥

এইমাত্র বলিয়া আনন্দচিত্তে ব্রাহ্মণ গমন করিলেন এবং মিশ্রও চেতন পাইয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৮৪ ॥

তদনন্তর মিশ্রমহাশয় বন্ধুবান্ধবস্থানে এই সকল সপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, তাঁহারা সকলে শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৮৫ ॥

এইরূপে শ্রীগৌরচন্দ্র বাল্যলীলা করেন, তাহাতে দিন দিন মাতা

বাঢ়ায় আনন্দ ॥ ৮৬ ॥ কথো দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল। অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর জানিল ॥ ৮৭ ॥ বাল্যলীলাসূত্রে এই কৈল অনুক্রম। ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৮৮ ॥ অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল। পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৮৯ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি আদিখণ্ডে চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

পিতার আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥

কিছু দিন পরে মিশ্রমহাশয় পুত্রের হস্তে খড়ি দিলেন অর্থাৎ পুত্রের বিদ্যারম্ভ করাইলেন, পুত্র অল্প দিনের মধ্যে দ্বাদশ ফলা ও অক্ষর সমুদায় পরিজ্ঞাত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

আমি এই বাল্যলীলা সূত্রের অনুক্রম করিলাম, শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর এই লীলা বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮৮ ॥

এজন্য এ লীলার সঙ্ক্ষেপে সূত্র কহিলাম, পুনরুক্তি হইবে বিবেচনায় বিস্তার করিয়া বর্ণন করা হইল না ॥ ৮৯ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৯০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতে বাল্যলীলা সূত্রবর্ণন নামক চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ২ ॥ পৌগণ্ডলীলার সূত্র করিয়ে গণন। পৌগণ্ডবয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ৩ ॥

তথাহি ॥

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।

হরিভক্তিবিলাসটীকা দিগ্দর্শিন্যাং। কুমনা ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ। সুমনস্ত্বমিতি শ্লেষে পাদাব্জয়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততয়া প্রিয়তমত্বমভিপ্রেতং ॥ ১ ॥

কুমনা ব্যক্তি যাঁহার চরণযুগলে পুষ্পার্পণ মাত্রে সুমনস্ত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তদীয় প্রিয়তমত্ব লাভ করে, সেই চৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি॥১

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হউক এবং গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥ ২ ॥

এক্ষণে পৌগণ্ডলীলার সূত্র গণনা করি, পৌগণ্ডবয়সে মহাপ্রভুর মুখ্যলীলা অধ্যয়ন ॥ ৩ ॥

গ্রন্থকারকৃত শ্লোক যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পৌগণ্ডলীলা অতিশয় বিস্তৃতা, ইহাতে

বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ৪ ॥

গঙ্গাদাসপণ্ডিতস্থানে পড়ে ব্যাকরণ। শ্রবণমাত্র কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৫ ॥ অল্পকালে হৈল পঞ্জী টীকাতে প্রবীণ। চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৬ ॥ অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন। চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৭ ॥ এক দিন মাতার করি চরণে প্রণাম। প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান ॥ ৮ ॥ মাতা কহে তাহি দিব যে তুমি চাহিবা। প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥ ৯ ॥ শচী বলেন না খাইব ভালই কহিলা। সেই হৈতে একাদশী

পৌগণ্ডলীলেত্যাদি ॥ ৪ ॥

বিদ্যারম্ভাবধি পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত মনোহর লীলা সকল বর্ণিত হইবে ॥৪॥

বিশ্বম্ভর গঙ্গাদাসপণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করেন, শ্রবণমাত্রে ব্যাকরণের সূত্রবৃত্তিসকল কণ্ঠস্থ হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

মহাপ্রভু অল্পকালের মধ্যে পঞ্জী টীকায় প্রবীণ হইলেন, যে সকল ছাত্র বহুকাল হইতে অধ্যয়ন করিতেছিল, চৈতন্যদেব নবীন ছাত্র হইয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন ॥ ৬ ॥

চৈতন্য প্রভুর অধ্যয়নলীলা বৃন্দাবনদাসঠাকুর চৈতন্যমঙ্গল অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

মহাপ্রভু একদিবস মাতার চরণে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, মা! আমাকে আপনি একটী দান করুন ॥ ৮ ॥

প্রভুর প্রার্থনা শুনিয়া মাতা কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা চাহিবা তোমাকে তাহাই প্রদান করিব, এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, মা। আপনি একাদশীদিনে অন্নভোজন করিবেন না ॥ ৯ ॥

শচী কহিলেন, হে বৎস! ভালই বলিয়াছ, আমি আর একাদশীদিনে

করিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥ তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন। কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ ১১ ॥ বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা। সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১২ ॥ শুনি শচী মিশ্রের দুঃখিত হৈল মন। তবে প্রভু মাতাপিতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১৩ ॥ ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥ ১৪ ॥ আমি ত করিব তোমা দোহাঁর সেবন। শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈল মাতাপিতার মন ॥ ১৫ ॥ এক দিন প্রভু নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া। ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া ॥ অস্তেব্যস্তে পিতা

অন্ন খাইব না, এই বলিয়া সেই হইতে একাদশীব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর মিশ্রমহাশয় বিশ্বরূপকে যৌবনসম্পন্ন দেখিয়া কন্যা চাহিয়া বিবাহ দিতে মনন করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বরূপ বিবাহের কথা শুনিয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন এবং সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া তীর্থপর্য্যটনে চলিয়া গেলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর শচীমাতা ও মিশ্রমহাশয় বিশ্বরূপের সন্ন্যাস শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতমনা হইলে, মহাপ্রভু মাতা ও পিতাকে বহুরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বরূপ যে সন্ন্যাস করিয়াছেন ইহা অতি উত্তম হইয়াছে, ইহাতে তিনি পিতৃকুল ও মাতৃকুল, উভয় কুলকেই পবিত্র করিলেন ॥ ১৪ ॥

আমি আপনাদিগের সেবা করিব, ইহা শুনিয়া পিতামাতার মন অতিশয় সন্তুষ্ট হইল ॥ ১৫ ॥

যাহা হউক এক দিবস তাম্বূল নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া মহাপ্রভু ভূমিতলে অচেতন হইয়া পতিত হইলে, পিতা মাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া গিয়া পুত্রমুখে জল প্রদান করিলেন, তখন মহাপ্রভু সুস্থ হইয়া একটী

মাতা মুখে দিলা পানি। সুস্থ হঞা প্রভু কহে অদ্ভুত কাহিনী॥ ১৬॥ এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা। সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা॥ ১৭॥ আমি কহি আমার অনাথ পিতা মাতা। আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥ গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন। ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥ ১৮॥ তবে বিশ্বরূপ ফিরিহা পাঠাইল মোরে। মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে॥ ১৯॥ এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি। কি কারণে লীলা এই বুঝিতে না পারি॥ ২০॥ কথো দিন বই মিশ্র গেলা পরলোক। মাতা পুত্র দোঁহার বাঢ়িল বড় শোক॥ ২১॥ বন্ধুবান্ধব আসি দোঁহা প্রবোধিল।

অদ্ভুত কথা কহিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

মহাপ্রভু কহিলেন, বিশ্বরূপ আমাকে এস্থান হইতে লইয়া গিয়া কহিলেন, তুমি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন কর॥ ১৭॥

তখন আমি বলিলাম, আমার পিতা মাতা অনাথ এবং আমি বালক, সন্ন্যাসের কোন কথা অবগত নহি, আমি গৃহস্থ হইয়া পিতা মাতার সেবা করিব, তাহা হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন॥ ১৮॥

হে মাতঃ! হে পিতঃ! আমি এই কথা বলিলে বিশ্বরূপ আমাকে এই স্থানে প্রেরণ করিলেন এবং কহিলেন, মাতাকে আমার কোটি কোটি নমস্কার জানাইও॥ ১৯॥

শ্রীগৌরহরি এই মত নানাবিধ লীলা করিতে লাগিলেন, কেন যে লীলা করেন, তাহা কিছুই বোধগম্য হয় না॥ ২০॥

যাহা হউক কিছু দিন পরে মিশ্রমহাশয় পরলোক যাত্রা করিলেন, তখন মাতা ও পুত্র উভয়ের শোক অতিশয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল॥ ২১॥

পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল॥ ২২॥ কথো দিনে প্রভু চিত্তে করিল চিন্তন। গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥ ২৩॥ গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন। এত চিন্তি বিবাহ করিতে হইল মন॥ ২৪॥

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে ৭ অঙ্কে॥

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥ ২৫॥

দৈবে এক দিন প্রভু পড়িয়া আসিতে। বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥ ২৬॥ পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব তার উদয় করিল। দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইল॥ ২৭॥ শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন। লক্ষ্মীকে

ন গৃহমিত্যাদি॥ ২৫॥

যত বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহারা সকল তৎকালে আগমন করিয়া ঐ দুই জনকে নানা মতে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তদনন্তর সর্ব্বেশ্বর মহাপ্রভু যথাবিধি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন॥ ২২॥

তৎপরে কিছুদিন গত হইলে প্রভুর মনোমধ্যে এই চিন্তা উপস্থিত হইলে যে, আমি গৃহস্থ হইলাম, এক্ষণে গৃহধর্ম্ম করা আবশ্যক॥ ২৩॥

গৃহিণী ব্যতিরেকে গৃহধর্ম্ম সুশোভিত হয় না, এই চিন্তা করিয়া গৃহস্থ হইতে মন অভিনিবেশ করিলেন॥ ২৪॥

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে ৭ অঙ্কে স্মার্ত্তধৃত বচন যথা॥

পণ্ডিতগণ গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকে গৃহ বলেন, যেহেতু গৃহী ব্যক্তি গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন॥ ২৫॥

এক দিবস মহাপ্রভু অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছিলেন, দৈববশতঃ গঙ্গার পথে বল্লভাচার্য্যের কন্যার সহিত দেখা হয়॥ ২৬॥

তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব উদিত হইল, দৈবনিবন্ধন বনমালী

কৈল বিবাহ শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৮ ॥ বিস্তারি বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস। এইত পৌগণ্ডলীলা সূত্রের প্রকাশ ॥ ২৯ ॥ পৌগণ্ডবয়সে লীলা বহুত প্রকার। বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ৩০ ॥ অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল। চৈতন্যমঙ্গলে সব লোক খ্যাত হৈল ॥ ৩১ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি আদিখণ্ডে পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

ঘটক শচীদেবীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

শচীর ইঙ্গিতে ঘটকমহাশয় বিবাহের ঘটনা করিলে, শ্রীশচীতনয় লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন ॥ ২৮ ॥

এই বিষয় বৃন্দাবনদাসঠাকুর বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রকারে পৌগণ্ডলীলার সূত্র প্রকাশ করিলাম ॥ ২৯ ॥

পৌগণ্ডবয়সে লীলা বহু প্রকার হয়, বৃন্দাবনদাসঠাকুর তৎসমুদায় বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

অতএব আমি কেবল দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিলাম, এই সকল চৈতন্য-মঙ্গলে অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতে লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৩২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে পৌগণ্ডলীলার সূত্রবর্ণন পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

—০:০:০—

কৃপাসুধাসরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্রীয়াৎ কিশোরচৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাগমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥ ৩ ॥

এবেত কৈশোরলীলার সূত্র অনুবন্ধ। শিষ্যগণে পড়াইতে করিলা

কৃপাসুধাসরিৎ নদী। নীচগৈব নিম্নগৈব ভাতি প্রকাশয়তি ॥ ১।

শ্রীয়াদিতি। গৃহাগমাদিতি যজ্‌গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী গৃহং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। বাগ্দেব্যাঃ সরস্বত্যাঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার কৃপারূপা অমৃতনদী বিশ্বকে আপ্লাবিত করিলেও সর্ব্বদা নীচগামিনীরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হউক, জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হউক ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥ ২ ॥

যিনি বাগ্দেবী অর্থাৎ সরস্বতীদ্বারা দিগ্বিজয়িকে ছলপূর্ব্বক জয় করিয়াছেন এবং যিনি গৃহে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতেছেন, সেই কিশোর চৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

এক্ষণে কৈশোরলীলাসূত্রের অনুবন্ধ করিতেছি, এই লীলায় শিষ্যগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

আরম্ভ ॥ ৪ ॥ শত শত শিষ্যসঙ্গে সদা অধ্যাপন। ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্ব-লোকের চমৎকার মন ॥ ৫ ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়। বিনয়-ভঙ্গী জয়ে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৬ ॥ বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্য-গণসঙ্গে। জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানারঙ্গে ॥ ৭ ॥ কথো দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন। যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮ ॥ বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে। শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে ॥৯ সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন। নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন ॥ বহুশাস্ত্র বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়। সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥১০॥ স্বপ্নে এক মিশ্র কহে শুনহ তপন। নিমাইপণ্ডিত-ঠাঞি করহ গমন ॥১১

গৌরাঙ্গদেব শত শত শিষ্যগণসঙ্গে সর্ব্বদা অধ্যাপন করেন, ব্যাখ্যা শুনিয়া সকল লোকের মন চমৎকৃত হইল ॥ ৫ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রের বিচারে সমুদায় পণ্ডিত পরাজয় পাইতে লাগিলেন, কিন্তু চৈতন্যকৃষ্ণের বিনয়-ভঙ্গীতে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াও কাহারও মন দুঃখিত হয় নাই ॥ ৬ ॥

শিষ্যগণসঙ্গে বিবিধ ঔদ্ধত্য তথা জাহ্নবীতে নানারঙ্গে জলকেলি করেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর কিছু দিন পরে মহাপ্রভু বঙ্গদেশে গমন করেন, যেস্থানে যান, সেইস্থানে নামসঙ্কীর্ত্তন গ্রহণ করান ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্যের বিদ্যার প্রভাব দেখিয়া বিস্ময়চিত্তে শত শত ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

ঐ দেশে তপনমিশ্র নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সাধ্যসাধন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। বহুশাস্ত্রে ও বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়, সাধ্যসাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি তাহা নিশ্চয় হয় না ॥ ১০ ॥

এক দিন স্বপ্নে এক জন ব্রাহ্মণ কহিলেন, অহে তপনমিশ্র ! শ্রবণ

তিঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিঁহো নাহিক সংশয় ॥ ১২ ॥ স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১৩ ॥ প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল। নামসঙ্কীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল ॥ ১৪ ॥ তার ইচ্ছা প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপে বসি। প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাহ বারাণসী ॥ ১৫ ॥ তাঁহা আমা সঙ্গে তোমার হইব মিলন। আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৬ ॥ প্রভুর অতর্ক্য লীলা বুঝিতে না পারি। স্বসঙ্গ ছাড়াইঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী ॥ ১৭ ॥ এই মত বঙ্গে লোকের কৈল মহাহিত।

কর, তুমি নিমাইপণ্ডিতের নিকট গমন কর ॥ ১১ ॥

তিনি তোমার সাধ্যসাধন নিশ্চয় করিবেন, উনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১২ ॥

তপনমিশ্র এই স্বপ্ন দেখিয়া মহাপ্রভুর চরণসমীপে আগমন করত স্বপ্নের সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ১৩ ॥

তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধ্যসাধন কহিলেন এবং নামসঙ্কীর্ত্তন কর বলিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ॥ ১৪ ॥

তপনমিশ্রের ইচ্ছা হইল, যে, প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করি, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন, তুমি বারাণসী গমন কর ॥ ১৫ ॥

সেই স্থানে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হইবে, এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মিশ্র কাশীতে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

আহা! মহাপ্রভুর লীলা তর্কের অগোচর, আপনার সঙ্গ ছাড়াইয়া কেন যে তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না ॥ ১৭ ॥

এই মতে মহাপ্রভু বঙ্গদেশের লোক সকলের মহাহিত সাধন করি-

নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৮ ॥ এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা। এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখি হৈলা ॥ ১৯ ॥ প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ-সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ২০ ॥ অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী। দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥ ২১ ॥ ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন-জন। তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২২ ॥ শিষ্যগণ লৈয়া পুন বিদ্যার বিলাস। বিদ্যাবলে সবা জিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥ ২৩ ॥ তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়। তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-জয় ॥ ২৪ ॥ বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার। স্ফুট নাহি

লেন অর্থাৎ নাম দিয়া ভক্ত ও অধ্যয়ন করাইয়া পণ্ডিত করিলেন ॥ ১৮

এইরূপে মহাপ্রভু বঙ্গদেশে নানালীলা করিতেছেন, এদিকে নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী প্রভুর বিরহে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীদেবীকে দংশন করিলে তাহার বিষে তিনি পরলোক গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

যদিচ মহাপ্রভু অন্তর্যামী, বঙ্গদেশে থাকিয়া লক্ষ্মীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন তথাপি মাতার দুঃখ জানিয়া দেশে আগমন করিলেন ॥২১॥

প্রভু বহুবহু ধনজন সঙ্গে করিয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মাতার দুঃখ বিমোচন করিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বিদ্যার চর্চ্চা এবং বিদ্যাবলে সকলকে পরাজয় করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

এই কালে মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পাণিগ্রহণ এবং দিগ্বিজয়িকে পরাজয় করেন ॥ ২৪ ॥

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই সকল লীলা বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া দোষগুণের বিচার করেন নাই ॥ ২৫ ॥

করেন দোষ গুণের বিচার ॥ ২৫ ॥ সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার। যাহা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৬ ॥ জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে। বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৭ ॥ হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহাই আইলা। গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৮ ॥ বসাইলা প্রভু তাঁরে আদর করিয়া। দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥ ২৯ ॥ ব্যাকরণ পড়াও নিমাইপণ্ডিত তোমার নাম। বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ৩০ ॥ ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ। শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥ ৩১ ॥ প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি। শিষ্যেহো

আমি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই অংশ বর্ণন করিতেছে, যাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী আপনাকে ধিক্কার করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

একদিবস জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে মহাপ্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া বিদ্যা-প্রসঙ্গে গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন ॥ ২৭ ॥

এমত সময়ে একজন দিগ্বিজয়ী তথায় আসিয়া গঙ্গাকে বন্দনা করত প্রভুর নিকট আগমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

মহাপ্রভু যথেষ্ট আদরপুরঃসর দিগ্বিজয়িকে উপবেশন করাইলে, তিনি মনোমধ্যে অবজ্ঞা করিয়া মহাপ্রভুকে কহিলেন ॥ ২৯ ॥

নিমাই! তুমি ব্যাকরণ পড়াও, তোমার পণ্ডিত নাম হইয়াছে, লোক সকল বাল্যশাস্ত্রে তোমার গুণ ব্যাখ্যা করে ॥ ৩০ ॥

তোমার শিষ্যের সহিত সংলাপ ও ফাঁকি শুনিয়া জানিলাম, তুমি ব্যাকরণ মধ্যে কলাপ পড়াইয়া থাক ॥ ৩১ ॥

এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, আমি ব্যাকরণ পড়াই, এই অভিমানমাত্র করি, কিন্তু শিষ্যগণ বুঝিতে পারে না এবং আমিও তাহা-

না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩২ ॥ কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ। কাঁহা আমি সব শিশু পড়ুয়া নবীন ॥ ৩৩ ॥ তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন। কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৪ ॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা। ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৫ ॥ শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার। তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৬ ॥ তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি। তুমি জান ভাল অর্থ কিবা সরস্বতী ॥ ৩৭ ॥ এক শ্লোক অর্থ যদি কর নিজ মুখে। শুনি সব লোক তবে পাইবেক সুখে ॥ ৩৮॥ তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল। শত শ্লোকের এক শ্লোক

দিগকে বুঝাইতে পারি না ॥ ৩২ ॥

কোথায় আপনি সর্ব্বশাস্ত্র প্রবীণ এবং কোথায় আমরাসকল শিশু ও নবীন ছাত্র ॥ ৩৩ ॥

আপনার কিছু কবিত্ব শুনিতে মন হইতেছে, আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তবে গঙ্গার কিঞ্চিৎ মহিমা বর্ণন করুন ॥ ৩৪ ॥

মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সগর্ব্বে বর্ণন করিতে লাগিলেন, এক দণ্ডের মধ্যে গঙ্গার মহিমা একশত শ্লোক বর্ণন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু বহুতর সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, পৃথিবীতে আপনার তুল্য আর কবি নাই ॥ ৩৬ ॥

আপনি যে শ্লোক বর্ণন করিলেন, তাহার অর্থ বুঝিতে কাহারও শক্তি নাই, এক আপনি ভাল জানেন অথবা সরস্বতী অবগত আছেন ॥ ৩৭ ॥

হে মহাশয়! আপনি যদি নিজমুখে একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে লোকসকল শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে ॥ ৩৮ ॥

তখন দিগ্বিজয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন শ্লোক ব্যাখ্যা করিব,

প্রভুত পড়িল ॥ ৩৯ ॥

তথাহি দিগ্বিজয়িবাক্যং ॥

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং

যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।

দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা

ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ইতি ॥ ৪০ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যবে কৈল। বিস্মিত হইয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল ॥ ৪১ ॥ ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল। তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠ কৈল ॥ ৪২ ॥ প্রভু কহে দেববরে তুমি যৈছে কবিবর। তৈছে দেববরে কেহো হয় শ্রুতিধর ॥ ৪৩ ॥ শ্লোকব্যাখ্যা

মহত্ত্বমিতি। ভবানীভর্ত্তুঃ সদাশিবস্য ॥ ৩ ॥

তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু একশত শ্লোকের মধ্যে একটী শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তথাহি দিগ্বিজয়িকৃত শ্লোক যথা ॥

যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্না হওয়াতে অতিশয় সুভগা হইয়াছেন, যিনি দেবতা ও মনুষ্যগণকর্ত্তৃক দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় পূজিতা হইতেছেন এবং যিনি অদ্ভুত গুণশালিনী ও ভবানীভর্ত্তা শ্রীশিবের মস্তকে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং নিরন্তর সেই গঙ্গার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪০ ॥

মহাপ্রভু যখন কহিলেন, আপনি এই শ্লোকের অর্থ করুন, তখন দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪১ ॥

আমি ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোক পড়িলাম, তুমি তাহার মধ্যে কিরূপে এই শ্লোকটী কণ্ঠ করিলে ॥ ৪২ ॥

প্রভু কহিলেন, আপনি যেমন দেববরে কবিশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সেইরূপ দেববরে কোন ব্যক্তি শ্রুতিধরও হয় ॥ ৪৩ ॥

কৈল বিপ্র হইয়া সন্তোষ। প্রভু কহে শ্লোকের কিবা কহ গুণ দোষ॥৪৪ বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস। উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥ ৪৫॥ প্রভু কহে কহি যদি না করহ রোষ। কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ॥ ৪৬॥ প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে। ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে॥ ৪৭॥ তাতে ভাল

তখন ব্রাহ্মণ সন্তোষ হইয়া শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিলে, মহাপ্রভু কহিলেন, ইহার দোষ গুণ কি তাহা বলুন॥ ৪৪॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এ শ্লোক কোন দোষের আভাস নাই বরং উপমালঙ্কার † গুণ এবং কিছু অনুপ্রাস আছে॥ ৪৫॥

প্রভু কহিলেন, আপনি যদি রোষ না করেন, তবে আপনার এই শ্লোকে যে কি দোষ আছে, তাহা বলিতে পারি॥ ৪৬॥

আপনার বাক্য প্রতিভান্বিত * ইহাতে দেবতাদিগেরও সন্তোষ

† সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।

অস্যার্থঃ। বাক্যের ঐক্য হইলে উপমান ও উপমেয়ের বাচ্য অবৈধর্ম্ম্য সাম্য হইলে উপমালঙ্কার হয়॥

অর্থাৎ "কমলেন তুল্যং মুখং সুন্দরং" এই উদাহরণে কমলের তুল্য মুখ সুন্দর। এস্থলে কমল উপমান ও মুখ উপমেয় এই দুইয়ের বাচ্য সুন্দর, তাহার অবৈধর্ম্ম্য সাম্য হইয়াছে, অতএব এই বাক্যে উপমা অলঙ্কার হইল॥

অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ॥

অস্যার্থঃ। স্বরের বৈষম্যসত্বেও যে শব্দের সাম্য, তাহার নাম অনুপ্রাস॥

উদাহরণ। "আদায় বকুলগন্ধানন্ধীকুর্ব্বন্ পদে পদে ভ্রমরান্।" এ স্থলে ন্ধ, ন, প, দ, এই কয়েকটী অক্ষরের অনুপ্রাস হইয়াছে॥ ৪৫॥

* নিত্যং নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভামতা।

অস্যার্থঃ। নিত্য নূতন নূতন উল্লেখ করার নাম প্রতিভা॥ ৪৭॥

করি শ্লোক করহ বিচার। কবি কহে যে কহিল সেই বেদসার ॥ ৪৮ ॥ ব্যাকরণীয়া তুমি নাহি পড় অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥ ৪৯ ॥ প্রভু কহে অতএব পুছিয়ে তোমারে। বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৫০ ॥ নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ। তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ ॥ ৫১ ॥ কবি কহে কহ দেখি কোন গুণ দোষ। প্রভু কহে কহি শুন না করিহ রোষ ॥ ৫২ ॥ পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার। ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার ॥ ৫৩ ॥ অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই দোষ চিহ্ন। বিরুদ্ধগতি ভগ্নক্রম পুনরুক্ত দোষ তিন ॥ ৫৪ ॥ গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকে মূল বিধেয়। ইদং শব্দ অনুবাদ পশ্চাৎ

হয়, ইহা ভালমতে বিচার করিলে ইহাতে দোষ গুণ জানা যাইবে ॥৪৭॥

কবি কহিলেন, তবে ভাল করিয়া শ্লোক বিচার কর, আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা বেদের সার বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৪৮ ॥

তুমি ব্যাকরণীয়া অলঙ্কার পড় নাই, তুমি এ কবিত্বের কি সার বুঝিতে পারিবে ॥ ৪৯ ॥

প্রভু কহিলেন, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ইহার দোষ গুণ বিচার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিউন ॥ ৫০ ॥

আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কেবলমাত্র শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতেই বহুতর দোষ গুণ দেখিতেছি ॥ ৫১ ॥

তখন কবি কহিলেন, ইহাতে কি গুণ দোষ আছে, প্রভু কহিলেন, বলি শ্রবণ করুন, ক্রোধ করিবেন না ॥ ৫২ ॥

এই শ্লোকে পাঁচটী দোষ এবং পাঁচটি অলঙ্কার আছে, আমি ক্রমে বলিতেছি আপনি শ্রবণ করিয়া বিচার করুন ॥ ৫৩ ॥

অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ * এই দুই দোষ চিহ্নস্বরূপ, তৎপরে বিরুদ্ধ

---

* অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ—যে স্থলে বিধেয়াংশ প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট না হয়, তাহার নাম অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ ॥ ৫৪ ॥

বিধেয় ॥ ৫৫ ॥ বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলে অনুবাদ। এই লাগি শ্লোকের অর্থ কহিয়াছে বাদ ॥ ৫৬ ॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ব্রতলক্ষণকথনে ত্রয়োদশাঙ্কধৃতো ন্যায়ঃ ॥

অনুবাদমনুক্ত্বাতু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতে। ইতি ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়। সমাসে গৌণ হৈল শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৮ ॥ দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় পড়িল সমাসে। লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৫৯ ॥ অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ এই দোষের নাম। আর

অনুবাদেতি। অনুবাদমুদ্দেশ্যং জ্ঞাতবস্তু তদনুক্ত্বা ন কথয়িত্বা বিধেয়ং সাধ্যং অজ্ঞাতং বস্তু ন প্রযোজয়েৎ ন বিধেয়স্য প্রয়োগং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৭ ॥

মতি, ক্রমভঙ্গ ও পুনরুক্ত এই তিন দোষ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকমধ্যে গঙ্গার মহত্ত্ব এইটী মূল বিধেয়, ইদং শব্দ অনুবাদ ইহা বিধেয় নহে পশ্চাৎ প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

আপনি বিধেয় (জ্ঞাত) আগে বলিয়া পশ্চাৎ অনুবাদ (অজ্ঞাত) কহিয়াছেন এজন্য শ্লোকের অর্থ বাদ হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ একাদশীতত্ত্বে
ব্রতলক্ষণকথনে ত্রয়োদশ অঙ্কধৃত ন্যায় যথা ॥

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় প্রয়োগ করিতে নাই, স্থান প্রাপ্ত না হইলে কিছু অবস্থিতি করিতে পারে না ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী এই স্থানে দ্বিতীয়া শব্দ বিধেয়, সমাসে গৌণ হওয়ায় শব্দার্থ ক্ষয় হইল অর্থাৎ দ্বিতীয়া শব্দের অপ্রাধান্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

সমাসে দ্বিতীয়া শব্দ বিধেয়ের পাত অর্থাৎ দ্বিতীয়া শব্দের অপ্রাধান্য হওয়ায় লক্ষ্মীর সমতা অর্থ বিনাশ করিল অর্থাৎ লক্ষ্মীর তুল্য না বুঝাইয়া দ্বিতীয় লক্ষ্মী যাহা নাই, তাহারই সমতা বুঝাইল ॥ ৫৯ ॥

এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥ ৬০ ॥ ভবানীভর্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ। বিরুদ্ধমতিকৃৎ নাম এই মহাদোষ ॥ ৬১ ॥ ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী। তার ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি ॥৬২॥ শিবপত্নী-ভর্ত্তা শব্দ শুনিতে বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥ ৬৩ ॥ ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান। শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান ॥ ৬৪ ॥ বিভবতি ক্রিয়া বাক্যসমাপ্তি পুনর্বিশেষণ। অদ্ভুতগুণা এই পুনরুক্ত দূষণ ॥ ৬৫ ॥ তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম। এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম ॥ ৬৬ ॥ যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ

এই দোষের নাম অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ, ইহাতে আর একটী দোষ আছে, বলি সাবধানে শ্রবণ করুন ॥ ৬০ ॥

আপনি সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া ভবানীভর্তৃ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাতে বিরুদ্ধমতিকৃৎ * নামে মহাদোষ হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

ভবানী শব্দে মহাদেবের গৃহিণীকে কহিয়া থাকে, তাঁহার ভর্ত্তা কহিলে তাঁহার দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানিতে হইবে ॥ ৬২ ॥

শিবপত্নীর ভর্ত্তা এই শব্দ শুনিতে অতিশয় বিরুদ্ধ হয়, বিরুদ্ধমতি-কৃৎ শব্দ শাস্ত্রে শুদ্ধ হয় না ॥ ৬৩ ॥

ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দান দাও, এই শব্দ শুনিতেই ব্রাহ্মণীর দ্বিতীয় ভর্ত্তার জ্ঞান হয় ॥ ৬৪ ॥

"বিভবতি" এই ক্রিয়াদ্বারা বাক্যসমাপ্তি হইল, তৎপরে "অদ্ভুতগুণা" পুনর্ব্বার বিশেষণ দিলেন, ইহাতে পুনরুক্ত দোষ হইল * ॥ ৬৫ ॥

তিন চরণে উত্তম অনুপ্রাস আছে, এক চরণে অনুপ্রাস নাই, ইহাতে ভগ্নক্রম * দোষ হইয়াছে ॥ ৬৬ ॥

* বিরুদ্ধমতিকৃৎ বিরুদ্ধার্থে মত্যুৎপাদকঃ। অর্থাৎ বিরুদ্ধ অর্থে যে বুদ্ধি জন্মাইয়া দেয় ॥৬১

* সমাপিত বচনের পর পুনঃ কথনের নাম পুনরুক্ত দোষ ॥ ৬৫।

* যে ক্রমে বর্ণন হইতেছে, তাহার অন্যথা হওয়ার নাম ভগ্নক্রম ॥ ৬৬ ॥

অলঙ্কার। এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৭ ॥ দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়। এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৮ ॥ সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত। এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৬৯ ॥

তথাহি ভরতমুনিবাক্যং ॥

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিদূষিতং।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং। ইতি ॥

পঞ্চালঙ্কারের এবে শুনহ বিচার। দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থালঙ্কার ॥ ৭০ ॥ শব্দালঙ্কার তিন পাদে আছে অনুপ্রাস। শ্রীলক্ষ্মী শব্দে

রসালঙ্কারবদিতি। শ্বিত্রেণ কুষ্ঠেন একেন দুর্ভগং অবজ্ঞাস্পদং ॥ ৭০ ॥

যদিচ এই শ্লোকে পাঁচ অলঙ্কার আছে, তথাপি এই পাঁচ দোষে ঐ পাঁচ অলঙ্কারকে ছারখার অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ৬৭ ॥

দশটী অলঙ্কারে যদি একটী শ্লোক হয় তথাপি এক দোষে সমুদায় অলঙ্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায় ॥ ৬৮ ॥

সুন্দর শরীর অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত হইলে যেমন এক শ্বেতকুষ্ঠ সমুদায় হানি করে তদ্রূপ ॥ ৬৯ ॥

এই বিষয়ে কাব্যপ্রকাশধৃত ভরতমুনির বাক্য যথা—

রসালঙ্কার বিশিষ্ট বাক্যের নাম কাব্য, তাহা যদি দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে দূষিত হইয়া থাকে, যেমন শরীর সুন্দর হইলেও এক শ্বিত্র অর্থাৎ শ্বেতকুষ্ঠদ্বারা দুর্ভগ (অবজ্ঞাস্পদ) হয় তদ্রূপ ॥ ৭০ ॥

এক্ষণে পঞ্চ অলঙ্কারের বর্ণন করি শ্রবণ করুন। আপনার বর্ণিত শ্লোকে দুই শব্দালঙ্কার আছে ॥ ৭১ ॥

শব্দালঙ্কার এই যে তিন চরণে অনুপ্রাস আছে, আর শ্রীলক্ষ্মী এই শব্দে পুনরুক্তবদাভাস হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

পুনরুক্তবদাভাস ॥ ৭২ ॥ প্রথম চরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি। তৃতীয় চরণে শ্লোকে পঞ্চ রেফ স্থিতি ॥ চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ। অতএব শব্দ-অলঙ্কার অনুপ্রাস ॥ ৭৩ ॥ শ্রীশব্দে লক্ষ্মীশব্দে এব বস্তু উক্ত। পুনরুক্তবদাভাসে নহে পুনরুক্ত ॥ ৭৪ ॥ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ। পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কার ভেদ ॥ ৭৫ ॥ লক্ষ্মী-রিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ। আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধা-ভাস ॥ ৭৬ ॥ গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ। কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৭ ॥ ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি। বিরোধালঙ্কারে ইহা মহাচমৎকৃতি ॥ ৭৮ ॥ ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ। ইহাতে বিরোধ নাই বিরোধ আভাস ॥ ৭৯ ॥

প্রথম চরণে পাঁচটী ও তৃতীয় চরণে পাঁচটী রেফ এবং চতুর্থ চরণে চারিটী ভকারে প্রকাশ আছে, অতএব অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার হইয়াছে ॥ ৭৩ ॥

শ্রীশব্দ ও লক্ষ্মীশব্দ এই দুই এক বস্তুকে বলে, এস্থলে পুনরুক্ত-বদাভাস অলঙ্কার হইয়াছে, কিন্তু পুনরুক্ত দোষ হয় নাই ॥ ৭৪ ॥

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী এই অর্থে অর্থের বিভেদ হয়, শব্দালঙ্কারে এই পুন-রুক্তবদাভাসের ভেদ করিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

"লক্ষ্মীরিব" এই পদে অর্থালঙ্কারে উপমা প্রকাশ হইয়াছে, আর একটী অর্থালঙ্কার আছে, তাহার নাম বিরোধাভাস ॥ ৭৬ ॥

গঙ্গাতে কমল জন্মে, ইহাই সকলের বোধ আছে, কিন্তু কমলে গঙ্গার জন্ম ইহা অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৭ ॥

আপনি এই শ্লোকে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি বলি-য়াছেন, এস্থলে বিরোধালঙ্কার হইয়াছে, ইহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ৭৮ ॥

ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হইয়াছে, ইহাতে বিরোধ হয় নাই কিন্তু বিরোধের আভাস হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যপাদোক্ত শ্লোকে ॥

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।

মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৮০ ॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য সাধন তাহার। বিষ্ণুপাদোৎপত্তি এত প্রমাণ অলঙ্কার ॥ ৮১ ॥ স্থূল এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার। সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৮২ ॥ প্রতিভায় কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে। অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে ॥ ৮৩ ॥ বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল। সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮৪ ॥ শুনিয়া প্রভুর

অম্বুজমিতি। মুরভিদি শ্রীকৃষ্ণে তদ্বিপরীতং ব্যত্যয়ং। পাদাম্ভোজাৎ চরণকমলতঃ মহানদী গঙ্গা জাতা নির্গতা ॥ ৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্ত শ্লোক যথা—

জলে পদ্ম জন্মে, কখন পদ্ম হইতে জলের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখিতেছি, তদীয় পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৮০ ॥

এস্থলে গঙ্গার যে মহত্ত্ব তাহাই সাধ্য এবং বিষ্ণুপাদোৎপত্তি এইটী সাধন, ইহার নাম প্রমাণোৎপত্তি অলঙ্কার ॥ ৮১ ॥

এই ত মুটামুটি পাঁচটী দোষ ও পাঁচটী অলঙ্কার, যদি সূক্ষ্মরূপে ইহার বিচার করি, তাহা হইলে ইহাতে অনেক দোষ আছে ॥ ৮২ ॥

আপনার প্রতিভা অর্থাৎ নবনবোল্লেখশালিনী প্রজ্ঞাতে এই যে কবিত্ব বর্ণিত হইল, ইহা দেবতার অনুগ্রহে হইয়াছে, যে কাব্য বিচার না করিয়া বর্ণন করা যায়, তাহাতে অনেক দোষ পতিত হইয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

বিচার করিয়া কবিতা রচনা করিলে তাহা সুনির্ম্মল হয়, কবিতাটী সালঙ্কার হইলে মনোহর হয় ॥ ৮৪ ॥

তখন দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর এই ব্যাখ্যা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন

ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত। মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভাস্তম্ভিত ॥৮৫॥ কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর। তবে মনে বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর ॥ ৮৬ ॥ পড়ুয়া বালকে কৈল মোর বুদ্ধি লোপ। জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥৮৭॥ যে ব্যাখ্যা করিল মনুষ্যের নহে শক্তি। নিমাইর মুখে রহি বলে সরস্বতী ॥ ৮৮ ॥ এত ভাবি কহে শুন নিমাই-পণ্ডিত। তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥ ৮৯ ॥ অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস। কেমনে এ অর্থ তুমি করিলে প্রকাশ ॥৯০॥ ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী। তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গি ॥ ৯১ ॥ শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি। সরস্বতী যে বলায়

হইলেন, মুখে আর বাক্য নির্গত হয় না, প্রতিভাসকল স্তম্ভিত হইল ॥ ৮৫ ॥

দিগ্বিজয়ী কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু মুখে কোন উত্তর আসিতেছে না, তখন হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে বিচার করিতেছেন ॥৮৬॥

পড়ুয়া বালক যখন আমার বুদ্ধি লোপ করিল, তখন আমি জানিলাম সরস্বতী আমার প্রতি কোপ করিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

বালক যে ব্যাখ্যা করিল, ইহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, নিমাইর মুখে সরস্বতী থাকিয়া বলিতেছেন ॥ ৮৮ ॥

দিগ্বিজয়ী এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে নিমাইপণ্ডিত! শ্রবণ কর, তোমার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম ॥ ৮৯ ॥

তুমি অলঙ্কার পড় নাই, তোমার শাস্ত্রাভ্যাস নাই, কিরূপে তুমি এ অর্থ প্রকাশ করিলা ॥ ৯০ ॥

অতীব কৌতুকী মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ির এই কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তর জানিয়া ভঙ্গিপূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৯১ ॥

হে ব্রাহ্মণ! আমি শাস্ত্রের ভাল মন্দ বিচার কিছু জানি না, সরস্বতী

কহি সেই বাণী ॥ ৯২ ॥ ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়। শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥ ৯৩ ॥ আজি তারে নিবেদিমু করি জপ ধ্যান। শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯৪ ॥ বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল। বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯৫ ॥ তবে শিষ্যগণ সব হাঁসিতে লাগিল। তা সবা নিষেধি প্রভু কবিকে কহিল ॥৯৬ তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি। যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্য-বাণী ॥ ৯৭ ॥ তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার। তোমার সমান কবি কোথা নাহি আর ॥ ৯৮ ॥ ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস। তা সবার

আমাকে যেমন বলান, আমি তদ্রূপ বলিয়া থাকি ॥ ৯২ ॥

এই বাক্য শুনিয়া দিগ্বিজয়ী নিশ্চয় করিলেন, সরস্বতীদেবী বালক-দ্বারা আমার পরাজয় করিলেন ॥ ৯৩ ॥

আজ আমি জপ ও ধ্যান করিয়া দেবীকে এই নিবেদন করিব যে, তুমি আমাকে শিশুদ্বারা এত দূর কেন অপমান করিলে ॥ ৯৪ ॥

বাস্তবিক সরস্বতী দিগ্বিজয়ির মুখে অশুদ্ধ শ্লোক রচনা করাইয়া পশ্চাৎ বিচার সময়ে তাহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৯৫ ॥

তখন শিষ্যগণ হাস্য করিতে লাগিলে, মহাপ্রভু তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিগ্বিজয়িকে কহিলেন ॥ ৯৬ ॥

হে মহাশয়! আপনার মুখে যখন এই প্রকারে বাণী নির্গত হইতেছে তখন আপনি বড় পণ্ডিত ও মহাকবির শিরোমণি ॥ ৯৭ ॥

আপনার কবিত্ব যেমন গঙ্গার জলধারাস্বরূপ, অতএব আপনার তুল্য কোন স্থানে আর কবি নাই ॥ ৯৮ ॥

ভবভূতি, জয়দেব এবং কালিদাস এই সকলের কবিত্বে নানা দোষের

কবিত্বে আছে দোষের আভাস ॥ ৯৯ ॥ দোষ গুণ বিচার এই অল্প করি মানি। কবিত্বকরণে শক্তি তাহা সে বাখানি ॥ ১০০ ॥ শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার। শিষ্যের সমান আমি না হই তোমার ॥ ১০১ ॥ আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আবার। শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ১০২ ॥ এই মত নিজ-ঘরে গেলা দুই জন। কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন ॥ ১০৩ ॥ সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল। সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল ॥ ১০৪ ॥ প্রাতে আসি প্রভুপদে লইলা শরণ। প্রভু কৃপা কৈল তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০৫ ॥ ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফলজীবন। বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০৬ ॥ এ সব লীলা

আভাস আছে ॥ ৯৯ ॥

দোষ গুণের বিচারকে অমি অল্প করিয়া বোধ করি, আপনার যে কবিত্বকরণে শক্তি তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছি ॥ ১০০ ॥

আমার শৈশবচাপল্য গ্রহণ করিবেন না, আমি আপনার শিষ্যতুল্য হইবার যোগ্য নহি ॥ ১০১ ॥

অদ্য বাসায় গমন করুন, কল্য আবার মিলিত হইব এবং আপনার মুখে শাস্ত্রবিচার শ্রবণ করিব ॥ ১০২ ॥

এই রূপে দুই জন নিজ-গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু কবি গৃহে গিয়া সরস্বতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩ ॥

সরস্বতী স্বপ্নে দিগ্বিজয়িকে উপদেশ করিলে পর, দিগ্বিজয়ী প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর করিয়া জানিলেন ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর দিগ্বিজয়ী প্রভাতকালে আগমন করিয়া প্রভুর চরণারবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলে, প্রভু তাঁহার ভববন্ধন খণ্ডন করিয়া দিলেন ॥ ১৫ ॥

দিগ্বিজয়ী মহাভাগ্যবান্, তাঁহার জীবন সার্থক। তিনি বিদ্যাবলে মহাপ্রভুর চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০৬ ॥

বর্ণিয়াছে বৃন্দাবনদাস। যে কিছু বিশেষ ইহা করিল প্রকাশ ॥ ১০৭ ॥ চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার। সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১০৮ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহেঁ কৃষ্ণদাস ॥ ১০৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলাসূত্র-বর্ণনং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

বৃন্দাবনদাসঠাকুর এই সকল লীলা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহার যাহা কিছু শেষ ছিল, তাহাই প্রকাশ করিলাম ॥ ১৭ ॥

শ্রীচৈতন্যগোস্বামির লীলা অমৃতের ধারাস্বরূপ, যাহার শ্রবণে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় ॥ ১০৮ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণন করিতেছেন ॥ ১০৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে কৈশোরলীলার সূত্রবর্ণননামক ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

—o:*:o—

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎ প্রসাদতঃ।
যবনাঃ-সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥ কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন। যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম॥ ৩॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য॥

বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেতি। স্বৈরস্বেচ্ছাময়াদ্ভুতলোকোত্তর ঈহা চেষ্টা যস্য তং। যস্য প্রসাদতঃ প্রসাদহেতুকঃ অতিনীচাঃ সুমনায়ন্তে সাধুরিবাচরন্তে ইত্যর্থঃ॥ ১॥
বিদ্যাসৌন্দর্য্যেতি। গৌরঃ যৌবনে সতি দীব্যতি ক্রীড়তি। কৈঃ করণৈঃ। বিদ্যা শাস্ত্রাদিঃ সৌন্দর্য্যং লাবণ্যাদিঃ সদ্বেশঃ ভূষাদিঃ। সম্ভোগঃ শৃঙ্গারাদিঃ নৃত্যং নর্ত্তনাদি কীর্ত্তনং নাম-

---

যাহার প্রসাদ হেতু অতি নীচ যবন সকলও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করত সাধুর ন্যায় আচরণ করিয়াছিল, সেই স্বেচ্ছাময় অদ্ভুতচেষ্টাশালি শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক এবং অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ ইঁহাদের জয় হউক॥ ২॥

আমি এই কৈশোরলীলার সূত্র গণনা করিলাম, এক্ষণে যৌবনলীলার সূত্রের অনুক্রম অর্থাৎ আরম্ভ করি॥ ৩॥

গ্রন্থকারের উক্তি যথা—

বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন তথা প্রেম ও নাম

প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥ ৪ ॥

যৌবনপ্রবেশে অঙ্গের অঙ্গবিভূষণ। দিব্য-বস্ত্র দিব্য-বেশ মাল্য চন্দন ॥ বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকেহো না করে গণন। সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥ বায়ুব্যাধি ছলে করে প্রেম পরকাশ। ভক্তগণ লৈয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৫ ॥ তবে ত করিল প্রভু গয়াতে গমন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৬ ॥ দীক্ষা অনন্তর কৈল প্রেম পরকাশ। দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥ ৭ ॥ শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন। অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥ ৮ ॥ প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস। খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ৯ ॥

সঙ্কীর্ত্তনাদি। এতৈঃ ষট্প্রকারৈঃ করণৈঃ। পুনঃ প্রেমনামপ্রদানৈঃ প্রেম্না সহ হরিনামবিতরণৈর্ম্মহাপ্রভোঃ কৈশোরলীলা ব্রজবিহরণবদিতি ধ্বনিতং ॥ ৪ ॥

সকলের প্রদানদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেব যৌবনে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যৌবন প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গবিভূষণ, দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ ও মাল্য চন্দন ধারণ, তথা বিদ্যার ঔদ্ধত্যে (পরগুণের অসহিষ্ণুতায়) কাহাকেও গণনা করেন না, পণ্ডিত সকলকে পরাজয় করিয়া অধ্যাপন এবং বাতব্যাধিচ্ছলে প্রেমের প্রকাশ ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ বিলাস করেন ॥ ৫ ॥

সে যাহা হউক, অনন্তর মহাপ্রভু গয়াধামে গমন করেন, তথায় ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার মিলন হয় ॥ ৬ ॥

তথায় তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ প্রেম প্রকাশ করেন, তৎপরে দেশে আগমন করিয়া পুনরায় প্রেমের বিলাস করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

ঐ কালে শচীদেবীকে প্রেমদান এবং অদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলন হয়। তথা অদ্বৈত প্রভু বিশ্বরূপের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

তদনন্তর শ্রীবাস মহাপ্রভুর অভিষেক করেন, তৎকালে তিনি খট্টার উপর উপবেশন করিয়া ঐশ্বর্য্য সমুদায় প্রকাশ করেন ॥ ৯ ॥

তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন। প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্ভুজ দর্শন ॥ ১০ ॥ প্রথমে ষড়্ভুজ তারে দেখাইল ঈশ্বর। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ বেণুধর ॥ ১১ ॥ তবে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গে বক্র। দুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥ ১২ ॥ তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশী-বদন। শ্যাম অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩ ॥ তবে নিত্যানন্দ গোসাঞিির ব্যাসপূজন। নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল ধারণ ॥ ১৪ ॥ তবে শচী দেখিল রামকৃষ্ণ দুই ভাই। তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই ॥ ১৫ ॥ তবে সপ্ত প্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে। যথা তথা

তাহার পর নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন হয়, তিনি মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার ষড়্ভুজ দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

অগ্রে নিত্যানন্দকে এইরূপে ষড়ভুজ দর্শন করাইয়াছিলেন যে, তাঁহার ছয়টী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও বেণু ধারণ ছিল ॥ ১১ ॥

তৎপরে তিনি চতুর্ভুজ ও ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করেন ঐ মূর্ত্তির চারি হস্তের মধ্যে দুই হস্তে বেণু বাদ্য করিতেছিলেন, আর দুই হস্তে শঙ্খ চক্র ধারণ ছিল ॥ ১২ ॥

তদনন্তর দ্বিভুজ কলেবর, বংশীবদন, শ্যাম- অঙ্গ ও পীতবস্ত্র পরিধান ব্রজেন্দ্রনন্দন মূর্ত্তি দর্শন করান ॥ ১৩ ॥

তাহার পর নিত্যানন্দ গোস্বামী ব্যাসপূজা ও নিত্যানন্দাবেশে মুষল ধারণ করেন ॥ ১৪ ॥

তৎপশ্চাৎ শচীদেবী রামকৃষ্ণ দুই ভ্রাতার দর্শনপ্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ দুইজনে জগাই মাধাই উদ্ধার করেন ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভু সাত প্রহরকাল ভাবাবেশে অবস্থিত ছিলেন,

ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৬ ॥ বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে। তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৭ ॥ তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ। হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ-বিবরণ ॥ ১৮ ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। ইতি ॥ ১৯ ॥

পুরাণান্তরে যথা। হরের্নামেত্যাদি শ্লোকদ্বয়েনাম্বয়স্তদেবাহ। কৃতে সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি। কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি॥ ত্রেতায়াং ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি কলৌ তৎ যজ্ঞাদি নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনং। দ্বাপরে দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি স্ম, কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনং। অন্যথা ধ্যানতাগতিরন্যথা যজ্ঞাদিগতিরন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎ প্রাপণং হরিকীর্ত্তনাৎ। হসন্ রুদন্ গায়ন্ নৃত্তন্ হরিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

যেখানে সেখানে ভক্তগণ তাঁহার বিশেষ দর্শন প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

তাহার পর মহাপ্রভু মুরারির গৃহে বরাহাবেশে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অঙ্গনে নৃত্য করেন ॥ ১৭ ॥

তৎপশ্চাৎ শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভক্ষণ এবং হরের্নাম এই শ্লোকের অর্থ বিস্তার করেন ॥ ১৮ ॥

হরিভক্তিবিলাসের ১১ বিলাসে ২৪২ অঙ্কধৃত

বৃহন্নারদীয় বচন যথা—

কলিকালে কেবল-হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, তদ্ভিন্ন আর অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য। কলিযুগে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, নাম

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥ দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার। জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥ কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ। জ্ঞান যোগ কর্ম্ম তপ আদি নিবারণ॥ ২০॥ অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার। নাই নাই নাই তিন তিন এবকার॥ ২১॥ তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম। আপনি নিরভিমান অন্যে দিবে মান॥ ২২॥ তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব। তাড়ন ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিব॥ কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়। সুখাইয়া মৈলে কারে জল না মাগয়॥ এই মত বৈষ্ণব

হইতে সমস্ত জগতের নিস্তার হয়। শ্লোকে যে তিন বার হরিনাম উক্ত হইয়াছে, ইহা দৃঢ়তানিমিত্ত জানিতে হইবে, আর জড়বুদ্ধি লোকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত এব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার যে কেবল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করণ জন্য জানিতে হইবে, ইহাতে জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম ও তপস্যাপ্রভৃতির নিবারণ করা হইল অর্থাৎ সত্যযুগে যে ধ্যানরূপা গতি তাহা কলিজাত জীবের সাধ্য নহে, ত্রেতায় যে যজ্ঞাদিরূপা গতি তাহা কলিজাত জীবের সাধ্য নহে এবং দ্বাপরে যে পরিচর্য্যারূপা গতি তাহা কলিজাত জীবের সাধ্য নহে, একারণ কলিজাত জীবের হরিনাম ভিন্ন অন্য গতি নাই॥ ২০॥

যে ব্যক্তি এই অর্থের অন্যথা করিবে তাঁহার নিস্তার নাই। শ্লোকে নাই, নাই, নাই, তিন বার বলিয়া তিন এব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন॥ ২১॥

সে যাহা হউক, যে বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবেন তিনি তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইবেন এবং আপনি নিরভিমান হইয়া অন্যকে মান দিবেন ও বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা করিবেন॥ ২২॥

তথা, কোন ব্যক্তিকে তাড়ন বা ভর্ৎসন করিবেন না, ছেদন করিলে বৃক্ষ যেমন কাহাকে কিছু বলে না এবং শুকাইয়া মরিতেছে, তথাপি

কারে কিছু না মাগিব। অযাচিত বৃত্তি কিবা শাখ ফল খাইব ॥ সদা নাম লৈব যথা লাভেতে সন্তোষ। এইত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥ ২৩ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২৪ ॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক। নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ। অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ২৫ ॥ তবে প্রভু শ্রীনিবাস গৃহে নিরন্তর। রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন

তৃণাদপীতি। অমানিনা মানহীনেন জনেন কর্ত্তৃভূতেন সদা হরির্গোবিন্দঃ কীর্ত্তনীয়ঃ উচ্চারণীয়ো ভবেদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতেন মানদেন অন্যেভ্যো মানং সম্মানং দদাতীতি তেন। পুনঃ কথম্ভূতেন তরোরিব বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুনা সহনশীলেন পুনঃ কথম্ভূতেন তৃণাৎ প্রাণহীনতৃণসকাশাৎ সুনীচেন সুক্ষ্মভূতবৎ হিংসারহিতেন এবম্ভূতেন জনেন ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যেমন কাহারও নিকট জল প্রার্থনা করে না, এই মত বৈষ্ণবব্যক্তিও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিবেন না, অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শাক ফল খাইয়া থাকিবেন, সর্ব্বদা নামগ্রহণ এবং যথালাভে সন্তোষ হইবেন এইরূপ আচরণ করিলে ভক্তি ও ধর্ম্মের পোষণ হয় ॥ ২৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর ২০ অঙ্কধৃত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখনির্গত শ্লোক যথা—

যিনি তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন এবং স্বয়ং মানশূন্য হইয়া পরকে মান প্রদান করেন, সেই ব্যক্তিকর্ত্তৃক সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তনীয় হয়েন ॥ ২৪ ॥

অহে লোকসকল! শ্রবণ কর, আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছি, নাম সূত্রে এই শ্লোকটী গ্রন্থন করিয়া কণ্ঠে পরিধান কর ॥

এবং মহাপ্রভুর আজ্ঞায় এই শ্লোকের আচরণ কর, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ অবশ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভু শ্রীনিবাসের গৃহে এক বৎসর নিরন্তর রাত্রে সঙ্কী-

কৈল এক সম্বৎসর ॥ ২৬ ॥ কবাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে। পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥ ২৭ ॥ কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে। শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ২৮ ॥ একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাঁপাল। পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥ ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া। রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ কলার পাত উপরে থুইল ওড্রফুল। হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ-ঘর গেলা। প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহাত দেখিলা ॥ ২৯ ॥ বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া। সবার আগে কহে শ্রীবাস হাঁসিয়া হাঁসিয়া ॥৩০॥ নিত্য রাত্রে করি আমি

র্ত্তন করেন ॥ ২৬ ॥

কবাট নিবদ্ধ করিয়া পরম আবেশে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, পাষণ্ডিগণ আসিয়া হাস্য করিত, কিন্তু কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না ॥ ২৭ ॥

পরন্তু ঐ সকল পাষণ্ডী কীর্ত্তন শুনিয়া বাহিরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল এবং শ্রীবাসকে দুঃখ দিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

সে যাহা হউক, এক দিন দুর্ম্মুখ ও বাচাল চাঁপালগোপাল নামক পাষণ্ড প্রধান এক জন ব্রাহ্মণ ভবানীপূজার দ্রব্য সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপন করিয়া তথায় কদলীপত্রের উপর জবাপুষ্প, হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন ও তণ্ডুল স্থাপনপূর্ব্বক তাহার পার্শ্বদেশে মদ্যভাণ্ড রাখিয়া নিজ-গৃহে গমন করিল, শ্রীবাস প্রাতঃকালে আগমন করিয়া ঐ সকল দ্রব্য দেখিতে পাইলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর প্রধান প্রধান লোককে ডাকিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদের অগ্রে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

ভবানীপূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৩১ ॥ দেখি সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার। ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন দুরাচার ॥ ৩২ ॥ হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল। গঙ্গাজল গোময়ে সেই স্থান লেপাইল ॥ ৩৩ ॥ তিন দিন বই সেই গোপাল চাঁপাল। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর। অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৩৫ ॥ গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহেত বসিয়া। এক দিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৩৬ ॥ গ্রামসম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল। ভাগিনা মুঞি কুষ্ঠরোগে হঞাছো ব্যাকুল ॥ ৩৭ ॥ লোক সব

অহে ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ! আমি নিত্য রাত্রে ভবানীপূজা করিয়া থাকি, আপনারা আমার মহিমা অবলোকন করুন ॥ ৩১ ॥

তখন শিষ্টলোকসকল ঐ সমুদায় দ্রব্য অবলোকন করিয়া কোন্ দুরাচার এরূপ কর্ম্ম করিল বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

পরে হাড়িদ্বারা ঐ সকল দ্রব্য দূরে ফেলাইয়া দিয়া গঙ্গাজল ও গোময়দ্বারা সেই স্থান লেপন করাইলেন ॥ ৩৩ ॥

সে যাহা হউক, তিন দিন পরে সেই চাঁপালগোপালের সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইল এবং তাহা হইতে রক্তের ধারাসকল বহিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বাঙ্গব্যাপক কুষ্ঠে নিরন্তর কীটসকল দংশন করায়, তাহার অসহ্য বেদনাতে দুঃখে অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

এই বিপ্র গঙ্গাঘাটে বটবৃক্ষতলায় বসিয়া থাকিত, এক দিন মহাপ্রভুকে দেখিয়া কহিল ॥ ৩৬ ॥

হে নিমাই! আমি গ্রামসম্বন্ধে তোমার মাতুল, তুমি আমার ভাগিনেয় হও, আমি কুষ্ঠরোগে ব্যাকুল হইয়াছি ॥ ৩৭ ॥

লোক উদ্ধার করিতে তোমার অবতার হইয়াছে, আমি বড় দুঃখী

উদ্ধারিতে তোমার অবতার। মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার ॥৩৮ এত শুনি মহাপ্রভু হৈলা ক্রোধ মন। ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্জ্জন বচন ॥ ৩৯ ॥ আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়া খাওয়াইমু ॥ ৪০ ॥ শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানীপূজন। কোটিজন্ম হৈবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৪১ ॥ পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৪২ ॥ এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান। সেই পাপী দুঃখ ভোগে না যায় পরাণ ॥ ৪৩ ॥ সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা। তাহা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামেতে আইলা ॥ তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ। হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞা সকরুণ ॥ ৪৪ ॥ শ্রীবাসপণ্ডিতে তোর

আমার উদ্ধার কর ॥ ৩৮ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর মনঃ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং ক্রোধাবেশে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন ॥ ৩৯ ॥

অরে! তুই পাপী, ভক্তদ্বেষী তোকে উদ্ধার করিব না, কোটি জন্ম এইরূপ কীটদ্বারা দংশন করাইব ॥ ৪০ ॥

তুই শ্রীবাসকে ভবানী পূজা করাইয়াছিস্, ইহাতে তোর কোটিজন্ম রৌরব নরকে পতন হইবে ॥ ৪১ ॥

পাষণ্ডী সংহার করিতে আমার এই অবতার হইয়াছে, পাষণ্ডী সংহার করিয়া ভক্তির প্রচার করিব ॥ ৪২ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন, চাপাল গোপাল পাপী দুঃখভোগ করিতে লাগিল, প্রাণ বহির্গত হয় না ॥ ৪৩ ॥

যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গিয়া তথা হইতে কুলিয়া আইসেন, তখন ঐ পাপী মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু সকরুণ হইয়া তাহাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

হঞাছে অপরাধ। তাঁহা যাহ তিঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥ তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন। যদি পুন ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৪৫ ॥ তবে সেই লইল আসি শ্রীবাস শরণ। তাঁর কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন ॥ ৪৬ ॥ আর এক বিপ্র আইলা কীর্ত্তন দেখিতে। দ্বারে কবাট না পাইল ভিতর যাইতে ॥ ৪৭ ॥ ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা। আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা ॥ ৪৮ ॥ শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ। পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥ সব সংসার সুখ তোমার হউক নাশ। শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ ৪৯ ॥ প্রভুর শাপবার্ত্তা যেবা শুনে শ্রদ্ধাবান্। ব্রহ্ম-

---

অরে! তুই শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট অপরাধ করিয়াছিস্ সেই স্থানে গমন কর, তিনি যদি তোর প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তবে তোর এই পাপ বিমোচন হইবে, কিন্তু পুনরায় যদি ঐ প্রকার আচরণ না করিস্ তবেই পরিত্রাণ পাইবি ॥ ৪৫ ॥

তখন চাপাল গোপাল আসিয়া শ্রীবাসের শরণ গ্রহণ করাতে তাঁহার কৃপায় তাহার পাপ বিমোচন হইল ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর আর এক জন ব্রাহ্মণ কীর্ত্তন দেখিতে আগমন করিলেন, কিন্তু দ্বারে কবাট বদ্ধ থাকাতে তিনি ভিতরে যাইতে পারিলেন না ॥৪৭

ব্রাহ্মণ মনোমধ্যে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, পরে এক দিন মহাপ্রভু গঙ্গাস্নানে গমন করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন ॥ ৪৮ ॥

নিমাই! মনে দুঃখ পাইয়াছি, আমি তোমাকে শাপ দিব, এই বলিয়া ঐ প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া এই শাপ দিলেন, তোমার সমুদায় সংসারসুখ বিনাশ হউক। তখন মহাপ্রভু শাপ শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

শাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ মুকুন্দদত্তের কৈল দণ্ড পরসাদ। খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥ ৫০ ॥ আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি। ইহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৫১ ॥ ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান। ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অব-জ্ঞান ॥ ৫২ ॥ তবে আচার্যের মনে আনন্দ হইল। লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৫৩ ॥ মুরারি গুপ্তের মুখে শুনি রামগুণগ্রাম। ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম ॥ ৫৪ ॥ শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জল-পান। সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টবর দান ॥ ৫৫ ॥ হরিদাস ঠাকুরেরে

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মহাপ্রভুর এই শাপবার্ত্তা শ্রবণ করিবেন ব্রহ্মশাপ হইতে তাঁহার পরিত্রাণ হইবে ॥

তদনন্তর মহাপ্রভু মুকুন্দদত্তকে দণ্ডরূপ অনুগ্রহ করিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের সমুদায় অবসাদ নিবৃত্ত হইল ॥ ৫০ ॥

মহাপ্রভু শ্রী অদ্বৈতাচার্যকে গুরুভক্তি করিতেন, তাহাতে আচার্য্যের চিত্ত অতিশয় দুঃখিত হইত ॥ ৫১ ॥

একদিন আচার্য্য গোস্বামী ভঙ্গী করিয়া জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিলে, মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন ॥ ৫২ ॥

তাহাতে আচার্য্যের মনে অতিশয় আনন্দ হইল, তখন মহাপ্রভু লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

সে যাহা হউক অপর এক দিবস মুরারি গুপ্তের মুখে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া, তাঁহার কপালে রামদাস এই নাম লিখিয়া দিলেন (মুরারিগুপ্তের কড়চাতে বিস্তৃতি দ্রষ্টব্য) ॥ ৫৪ ॥

আর একদিবস শ্রীধরের লৌহপাত্রে জল পান এবং সমস্ত ভক্ত-জনকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন ॥ ৫৫ ॥

তদনন্তর হরিদাস ঠাকুরের প্রতি অনুগ্রহ এবং অদ্বৈতাচার্য্যের

করিল প্রসাদ। আচার্য্য স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৫৬ ॥ ভক্ত-গণে প্রভু নাম মহিমা কহিল। শুনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ* কৈল ॥ ৫৭ ॥ নামের স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ। সবা নিষেধিল ইহার না দেখিনু মুখ ॥ ৫৮ ॥ সগণে সচেলে যাঞা কৈল গঙ্গাস্নান। ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান ॥ ৫৯ ॥ জ্ঞান কর্ম্ম যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ। কৃষ্ণবশ হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥ ৬০ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে যথা ॥

নিকট আপন মাতার অপরাধ খণ্ডন করান ॥ ৫৬ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, এক জন ছাত্র নামমাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে অর্থবাদ করিল ॥ ৫৭ ॥

মহাপ্রভু ছাত্রের মুখে নামের স্তুতিবাদ শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া সকলকে নিষেধ করিলেন, তোমরা কেহ ইহার মুখ দেখিও না ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু সঙ্গিসমভিব্যাহারে গিয়া সচেলে (সবস্ত্রে) গঙ্গা-স্নানপূর্ব্বক তথায় ভক্তির মহিমা ব্যাখ্যা করিলেন ॥ ৫৯ ॥

এবং কহিলেন, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ধর্ম্ম এই সকলে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হয়েন না, কেবল প্রেমভক্তিরসেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে
শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

---

* নিত্যে কর্ম্মণি ফলশ্রুতিরর্থবাদ এব সোঽপি রুচ্যুৎপাদনপরঃ ॥

অস্যার্থঃ। নিত্য কর্ম্মে যে ফলশ্রুতি, তাহার নাম অর্থবাদ, ঐ অর্থবাদ কেবল রুচির উৎপাদকমাত্র ॥ অর্থবাদ অর্থাৎ নিস্ফল প্রশংসামাত্র।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ৬১॥

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ কৈলা। শুনিয়া মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ৬১॥

তথাহি। ১০ স্কন্ধে ৮১ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে॥
ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥ ৬৩॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ১৪। ১৯। অত এবন্তু তং শ্রেয়ো নান্যদস্তীত্যাহ ন সাধয়তি। ক্রমসন্দর্ভে। মৎসাধনার্থং প্রযুক্তোঽপি যোগাদিস্তথা মাং ন সাধয়তি বরায় নোন্মুখী করোতি। যথা উর্জ্জিতা ভক্তিঃ সাধনাত্মিকা॥ ৬১॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮১। ১৪। পাপীয়ান্ নীচঃ। তোষণাং। পূর্ব্বার্থমেব বিষদয়তি ক্বেতি। অহং জীববিশেষস্তাবৎ ক্ব। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্ ক্ব। তত্রাপ্যহং দরিদ্রো ধনহীনঃ পাপীয়াংশ্চ তদ্ভাগ্যহীনঃ ক্ব। সতু শ্রীনিকেতনঃ স্বভাবতস্তত্তৎসম্পত্তিমান্ তত্তচ্ছক্তিমাংশ্চ ক্বেত্যর্থঃ। তত্র তত্রচ সতি ব্রহ্মবন্ধুঃ বিপ্রকুলে জাত ইতি। ভ্রাতৃত্বাদ্ধেতোর্বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ স্ম বিস্ময়ে এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণ-

---

হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্র অথবা সাঙ্খ্যযোগ কিম্বা বেদশাখা অধ্যয়ন বা তপস্যা অথবা দান, ইহার দ্বারা আমাকে তদ্রূপ প্রাপ্ত হয় না, যেমন মদ্বিষয়ক দৃঢ় ভক্তিদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়॥ ৬১॥

মহাপ্রভু মুরারিকে কহিলেন, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ, এই কথা শুনিয়া মুরারি একটী শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন॥ ৬২॥

১০ স্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শ্রীদাম ব্রাহ্মণের বাক্য যথা—

আহা! কোথায় আমি এই নীচ দরিদ্র, আর কোথা সেই শ্রীনিকে-

এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া। সঙ্কীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়া॥ ৬৪॥ এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গণে রোপিল। তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥৬৫॥ দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত। পাকিল অনেক ফল সবেই বিস্মিত॥ ৬৬॥ শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল। প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥৬৭॥ রক্ত পীত বর্ণ নাই অষ্ট্যংশ বল্কল। এক জনের উদর পূরে খাইলে এক ফল॥ ৬৮॥ দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন। সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ॥ ৬৯॥

মুক্তং ননু সখ্যং। তত্রাস্মনোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা ননু ভক্তবৎসলাপীতি॥ ৫॥

তন কৃষ্ণ, আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি দুই হস্তে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ৬৩॥

এক দিন মহাপ্রভু সমুদায় ভক্তগণসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করত, শ্রমযুক্ত হইয়া যখন উপবেশন করেন॥ ৬৪॥

তখন একটী আম্রবীজ লইয়া আঙ্গিনায় রোপণ করিলেন। রোপণমাত্রে তাহাতে বৃক্ষ জন্মিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ৬৫॥

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ ফলিত হইল, তৎপরে তাহাতে বহুতর ফল পাকিয়া উঠিল, তদবলোকনে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৬৬॥

অনন্তর মহাপ্রভুর শীঘ্র ঐ বৃক্ষ হইতে দুই শত ফল পাড়াইয়া প্রক্ষালন করত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন॥ ৬৭॥

ঐ ফলে রক্ত, পীত, অষ্ট্যংশ ও বল্কলপ্রভৃতি কিছু নাই, একটী ফল ভোজন করিলে এক জনের উদর পূর্ণ হয়॥ ৬৮॥

শচীতনয় ফলদর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অগ্রে আপনি ভোজন করত সকলকে ভোজন করাইলেন॥ ৬৯॥

অষ্ট্যংশ বল্কল নাহি অমৃতরসময়। একফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥৭০ এই মত প্রতিদিন ফলে বারমাস। বৈষ্ণবে খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥৭১ এই সব লীলা করে শচীর নন্দন। অন্য জন না জানয়ে বিনা ভক্তগণ ॥৭২ এই মত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে। আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৭৩ ॥ কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ। আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥৭৪॥ এক দিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল। বৃহৎ সহস্র নাম পড় শুনিতে মন হৈল ॥ ৭৫ ॥ পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।

ফল অতি আশ্চর্য্য, উহাতে অষ্ট্যংশ বল্কল নাই এবং উহা অমৃতরসময়, একটীমাত্র ফল খাইলে রসে উদর পরিপূর্ণ হয় ॥ ৭০ ॥

এই প্রকার ঐ বৃক্ষ বারমাস ফলিতে লাগিল, বৈষ্ণবগণ ফল খাইতে লাগিলেন, তাহাতে মহাপ্রভুর অতিশয় উল্লাস হইতে লাগিল ॥ ৭১ ॥

শচীনন্দন এই সকল লীলা করেন, ভক্তজন ব্যতিরেকে ইহা অন্য কেহই জানিতে পারে না ॥ ৭২ ॥

মহাপ্রভু এই প্রকার বারমাস কীর্ত্তনের আবেশে দিন দিন আম্র-মহোৎসব করেন ॥ ৭৩ ॥

অপর এক দিন কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে মেঘসকল আসিয়া উপস্থিত হইল, মহাপ্রভু আপনার ইচ্ছায় তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

আর এক দিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে আজ্ঞা দিলেন, অহে শ্রীবাস! তুমি বৃহৎ সহস্র নাম পাঠ কর, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাস বৃহৎ সহস্র নাম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার মধ্যে নৃসিংহের নাম আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রভু

শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥৭৬॥ নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া। পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৭৭ ॥ নৃসিংহ আবেশ দেখি মহাতেজোময়। পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা মহাভয় ॥ ৭৮ ॥ লোক ভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল। শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল ॥ ৭৯ ॥ শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ। লোক ভয় পাইল মোরে হৈল অপরাধ ॥ ৮০ ॥ শ্রীবাস বলেন যে তোমার নাম লয়। তার কোটি অপরাধ সব ক্ষয় হয় ॥ অপরাধ নাহি কৈল জীবের নিস্তার। যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৮১ ॥ এত বলি শ্রীবাস তাঁর করিল সেবন। তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ ৮২ ॥ আর দিন শিবভক্ত

গৌরধাম নৃসিংহ নাম শ্রবণে আবিষ্ট হইলেন ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু নৃসিংহাবেশে হস্তে গদা লইয়া পাষণ্ডী মারিতে নগরমধ্যে দৌড়িয়া চলিলেন ॥ ৭৭ ॥

তখন নগরবাসী লোকসকল মহাপ্রভুকে নৃসিংহাবেশে মহাতেজোময় দেখিয়া মহাভয়ে পথ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর লোকসকলকে ভীত দেখিয়া মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হওয়ায় শ্রীবাসের গৃহে গিয়া গদা ফেলাইয়া দিলেন ॥ ৭৯ ॥

এবং বিষাদ প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীবাসকে কহিলেন, হে শ্রীবাস! লোকসকল আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, ইহাতে আমার অপরাধ হইল ॥৮০

ইহা শুনিয়া শ্রীবাস কহিলেন, প্রভো! যে ব্যক্তি তোমার নাম গ্রহণ করে, তাহার কোটি কোটি অপরাধসকল ক্ষয় হয়, অতএব আপনি অপরাধ করেন নাই, জীবের নিস্তার করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি আপনাকে দর্শন করিয়াছে, তাহাদের সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়াছে ॥ ৮১ ॥

এই বলিয়া শ্রীবাস তাঁহার সেবা করিলেন, মহাপ্রভু তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন ॥ ৮২ ॥

শিবগুণ গায়। প্রভুর অঙ্গণে নাচে ডমরু বাজায় ॥ ৮৩ ॥ মহেশ আবেশ হৈলা শচীর নন্দন। তার কান্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ৮৪ ॥ আর দিন এক ভিক্ষুক আইল মাগিতে। প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥ ৮৫ ॥ প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে। প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে ॥ ৮৬ ॥ আর দিনে জ্যোতিষ সর্ব্বজ্ঞ এক আইল। তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥ ৮৭ ॥ কে আছিলাও আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি। গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর আজ্ঞা শুনি ॥ ৮৮ ॥ সর্ব্বজ্ঞ ধ্যানে দেখে মহাজ্যোতির্ম্ময়। অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয় ॥ পরতত্ত্ব পরং ব্রহ্ম পরম ঈশ্বর। দেখি প্রভুর

অনন্তর আর একদিন একজন শিবভক্ত শিবগুণ গাইতে গাইতে মহাপ্রভুর অঙ্গণে ডম্বরু বাজাইয়া নাচিতে ছিল ॥ ৮৩ ॥

তদবলোকনে শচীতনয় মহেশ আবেশে তাহার স্কন্ধে চড়িয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ৮৪ ॥

আর একদিন একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া সেও নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥

ভিক্ষুক পরমোল্লাসে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করায় প্রভু তাহাকে প্রেম দিলেন, তাহাতে সে প্রেমরসে ভাসিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥

আর একদিন জ্যোতিঃশাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞ একজন আসিয়া উপস্থিত হইলে, বহুসম্মানপূর্ব্বক মহাপ্রভু তাহাকে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৮৭ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, সর্ব্বজ্ঞ! আমি পূর্ব্বজন্মে কে ছিলাম, গণনা করিয়া বল দেখি, প্রভুর এই আজ্ঞা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ গণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

গণিতে গণিতে সর্ব্বজ্ঞ ধ্যানে দেখিতেছেন, গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি মহাজ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের আশ্রয়, পরতত্ত্ব

মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ৮৯ ॥ বলিতে না পারে কিছু মৌন ধরিল। প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈলে কহিতে লাগিল ॥ ৯০ ॥ পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি জগত আশ্রয়। পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ৯১ ॥ পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবে সেইরূপ। দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥৯২ প্রভু হাসি বলে তুমি কিছু না জানিলা। পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ জাতি যে গোয়ালা ॥ গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল। সেই পুণ্যে হবে হইলাঙ ব্রাহ্মণ ছাওয়াল ॥ ৯৩ ॥ সর্ব্বজ্ঞ কহে তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাঙ। তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাঙ ॥ ৯৪ ॥ সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার। কভু ভেদ দেখি এই মায়াতে তোমার ॥ ৯৫ ॥

পরম ব্রহ্ম ও পরম ঈশ্বর রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৮৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞ কিছু বলিতে পারিতেছেন না, মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মহাপ্রভু পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে সর্ব্বজ্ঞ কহিতে লাগিলেন ॥৯০॥

হে প্রভো! তুমি পূর্ব্বজন্মে জগতের আশ্রয়, পরিপূর্ণ ভগবান্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ছিলা ॥ ৯১ ॥

তুমি পূর্ব্বে যেমন ছিলে, এখনও সেইরূপ, তোমার নিত্যানন্দ স্বরূপ (নিত্য ও আনন্দময় মূর্ত্তি) দুর্ব্বিজ্ঞেয় অর্থাৎ কাহারও জানিবার শক্তি নাই ॥ ৯২ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্যবদনে কহিলেন, তুমি কিছু জানিতে পার নাই, পূর্ব্বে আমি গোপজাতি ছিলাম, আমার গোপগৃহে জন্ম হয় এবং গোচারণ করিতাম, সেই পুণ্যে এ জন্মে আমি ব্রাহ্মণবালক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৯৩ ॥

এতচ্ছ্রবণে সর্ব্বজ্ঞ কহিলেন, আমি তাহা ধ্যানে জানিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি ॥ ৯৪ ॥

তোমার সেইরূপে আর এইরূপে একাকার দেখিতেছি, কখন তোমার এই মায়াতে ভেদও দেখিতে পাই ॥ ৯৫ ॥

যে হও সে হও প্রভু তোমারে নমস্কার। প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ ৯৬ ॥ একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া। মধু আন মধু আন বলেন ডাকিয়া ॥ ৯৭ ॥ নিত্যানন্দ গোসাঞির আবেশ জানিল। গঙ্গাজল পাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ৯৮ ॥ জলপান করি নাচে হইয়া বিহ্বল। যমুনাকর্ষণ লীলা দেখায় সকল ॥ ৯৯ ॥ মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার। আচার্য্যশেখর তাঁরে দেখে রামাকার ॥ ১০০ ॥ বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল। সবে মিলি নৃত্য করে আবেশে বিহ্বল ॥ ১০১ ॥ এই মত নৃত্য হইল চারি প্রহর। সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর ॥১০২

সে যাহা হউক, তুমি যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার করি, তখন প্রভু প্রেম দিয়া তাঁহার পুরস্কার করিলেন ॥ ॥ ৯৬ ॥

অন্য একদিবস মহাপ্রভু বিষ্ণুমন্দিরে উপবেশন করিয়া মধু আন মধু আন বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

তখন শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্যগোস্বামির আবেশ জানিতে পারিয়া গঙ্গা-জল-পাত্র আনয়ন করত সম্মুখে রাখিলেন ॥ ৯৮ ॥

মহাপ্রভু জলপান করিয়া বিহ্বল হওত যমুনাকর্ষণ লীলা সকল দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৯৯ ॥

তিনি মদমত্ত গতি, বলদেবের ন্যায় তাঁহার সমুদায় অনুকরণ হইল। আচার্য্যশেখর তাঁহাকে বলদেবের আকর দর্শন করেন ॥ ১০০ ॥

তথা বনমালী আচার্য্য মহাপ্রভুর সোনার লাঙ্গল দর্শন করেন, সেই স্থানে যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন, আবেশে বিহ্বল হইয়া সকলে মিলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

এই প্রকার চারি প্রহর নৃত্য করিয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গাস্নান করত সকলে গৃহে গমন করিলেন ॥ ১০২ ॥

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল। ঘরে ঘরে মহাকীর্ত্তন করিতে লাগিল॥ হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥ ১০৩॥ মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চ ধ্বনি। হরি হরি ধ্বনি বিনে আর নাই শুনি॥ ১০৪॥ শুনিয়া ত ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন। কাজি পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন॥ ১০৫॥ ক্রোধে সন্ধ্যা-কালে কাজি এক ঘর আইল। মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥ ১৬॥ এত কাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি। এবে যে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি॥ ১০৭॥ কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে। আজি মুঞি ক্ষমা করি যাইতেছোঁ ঘরে॥ ১০৮॥ আর

অনন্তর মহাপ্রভু যখন নগরবাসি লোক সকলকে আজ্ঞা দিলেন, তখন তাঁহারা গৃহে গৃহে "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন" এই নাম উচ্চারণ করিয়া ঘরে ঘরে মহাসঙ্কী-র্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ১০৩॥

তখন মৃদঙ্গ, করতাল, সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ ধ্বনি, তথা হরি হরি ধ্বনি ব্যতিরেকে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না॥ ১০৪॥

তথায় যত যবন ছিল, তাহারা সকল সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনিতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাজির (যবনজাতীয় বিচারক বা পুরোহিতের) নিকট আসিয়া নিবে-দন করিল॥ ১০৫॥

তচ্ছ্রবণে কাজি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সন্ধ্যাকালে একজনের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকদিগকে কহিতে লাগিল॥ ১০৬॥

অহে! তোমরা সকল এত কাল কেহ হিন্দুয়ানি কর নাই এখন কোন্ বলে বলবান্ হইয়া উদ্যম চালাইতে লাগিলে॥ ১০৭॥

আজ আমি ক্ষমা করিয়া গৃহে যাইতেছি, তোমরা সকল কেহ আর নগরমধ্যে সঙ্কীর্ত্তন করিও না॥ ১০৮॥

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা। ভব্য লোক পাঠাইয়া কাজিরে বোলাইলা ॥১২২॥ দূরে হৈতে আইসে কাজি মাথা নোঙাইয়া। কাজিরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥১২৩॥ প্রভু কহে আমি তোমার আইলাঙ অভ্যাগত। আমা দেখি লুকাইলে এ ধর্ম্ম কেমত ॥ ১২৪ ॥ কাজি কহে শুনি তুমি আইস ক্রুদ্ধ হৈঞা। তোমা শান্ত করাইতে রহিলাঙ লুকাইঞা ॥ ১২৫ ॥ এবে তুমি শান্ত হৈলে আমি মিলিলাঙ। ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাঙ ॥ ১২৬ ॥ গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা। দেহসম্বন্ধ হৈতে গ্রামসম্বন্ধ সাচা ॥ ১২৭ ॥ নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ভাগিনার ক্রোধ

তখন মহাপ্রভু কাজির দ্বারে উপবেশন করিয়া ভদ্র লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন ॥ ১২২ ॥

কাজি দূর হইতে মস্তক অবনত করিয়া নিকটে আসিলে মহাপ্রভু বহু সম্মানপূর্ব্বক তাহাকে নিকটে বসাইলেন ॥ ১২৩ ॥

এবং কহিলেন, আমি তোমার অভ্যাগত (অতিথি) আসিলাম, তুমি আমাকে দেখিয়া লুক্কায়িত হইলে, তোমার এ কিরূপ ধর্ম্ম ॥ ১২৪ ॥

এই কথা শুনিয়া কাজি কহিল, আমি শুনিলাম তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছ, তোমাকে শান্ত করাইবার জন্য আমি লুকাইত হইয়া রহিয়াছিলাম ॥ ১২৫ ॥

এখন তুমি শান্ত হইয়াছ, আমিও তোমার নিকট আসিয়া মিলিত হইলাম, আমার ভাগ্য অতিশয় প্রসন্ন যে তোমার সদৃশ অতিথি লাভ হইল ॥ ১২৬ ॥

যাহা হউক, গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী আমার চাচা (পিতৃব্য খুড়ো) হয়, দেহসম্বন্ধ হইতে গ্রামসম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা সত্য ॥ ১২৭ ॥

অপর নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী তোমার নানা (মাতামহ) হয়, সে সম্বন্ধে

মামা অবশ্য সহয়। মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥ ১২৮॥ এই মত দোঁহে কথা হয় ঠারে ঠোরে। ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে॥ ১২৯ প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাঙ তোমার স্থানে। কাজি কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥১৩০॥ প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা। বৃষ অন্ন উপজায় তাতে হয় পিতা॥ ১৩১॥ পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম্ম। কোন্ বলে কর তুমি এমন বিকর্ম্ম॥ ১৩২॥ কাজি কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ। তৈছে আমার শাস্ত্র কিতাব কোরাণ॥১৩৩ সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ ভেদ। নিবৃত্তি মার্গে জীবমাত্র

তুমি আমার ভাগিনা হও। অতএব ভাগিনেয়ের ক্রোধ, মাতুল অবশ্য সহ্য করে এবং ভাগিনেয়ও মাতুলের অপরাধ গ্রহণ করে না॥ ১২৮॥

দুই জনের এই মত ঠারে ঠোরে (ইঙ্গিতে) কথা হয়, কিন্তু ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে পারে না॥ ১২৯॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, আমি একটী প্রশ্ননিমিত্ত তোমার নিকট আসিলাম, কাজি কহিল, তোমার যাহা মনে হয়, আজ্ঞা কর॥ ১৩০॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি গাভীর দুগ্ধ খাও, এজন্য গাভী তোমার মাতা এবং বৃষ অন্ন উৎপাদন করে এ নিমিত্ত বৃষ তোমার পিতা হয়॥ ১৩১॥

পিতা মাতা বধ করিয়া ভক্ষণ কর, এ কোন্ ধর্ম্ম এবং কোন্ বলে তুমি এত বিরুদ্ধ কর্ম্ম আচরণ কর?॥ ১৩২॥

তখন কাজি কহিল, তোমার যেমন শাস্ত্র বেদ ও পুরাণ। তদ্রূপ আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ॥ ১৩৩॥

সেই শাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই মার্গ ভেদ করেন, নিবৃত্তি মার্গে জীবমাত্র বধ নিষেধ এবং প্রবৃত্তি মার্গে গোবধ করিতে বিধি

যদি কীর্ত্তন করিতে লাগি পাব। সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইব ॥ ১০৯ ॥ এত বলি কাজি গেলে নগরিয়া লোক। প্রভুস্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥ ১১০ ॥ আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন। আমি সংহারিব আজি সকল যবন ॥ ১১১ ॥ ঘরে যঞা লোকসব করে সঙ্কীর্ত্তন। কাজির ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমচিত মন ॥ ১১২ ॥ তা সবার অন্তর্ভয় প্রভু মনে জানি। কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥১১৩ নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন। সন্ধ্যাকালে সবে কর নগরমণ্ডন ॥ সন্ধ্যাতে দেউটী সব জাল ঘরে ঘরে। দেখোঁ কোন কাজি আসি মোরে মানা করে ॥ ১১৪ ॥ এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়। কীর্ত্তনের

পুনর্ব্বার যদি তোমাদিগকে কীর্ত্তন করিতে দেখি, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব দণ্ড করিয়া ককলের জাতি লইব ॥ ১০৯ ॥

এই বলিয়া কাজি চলিয়া গেলা, নগরবাসি লোকসকল অতিশয় শোকপ্রাপ্ত হইয়া প্রভু স্থানে আসিয়া নিবেদন করিল ॥ ১১০ ॥

মহাপ্রভু নগরবাসি লোক সকলের এই বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন, অহে নগরবাসিগণ! তোমরা সকলে গিয়া সঙ্কীর্ত্তন কর, আজ আমি যবন সকলের সংহার করিব ॥ ১১১ ॥

অনন্তর লোকসকল গৃহে গিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল, কিন্তু কাজির ভয়ে কাহারও স্বচ্ছন্দ নাই, সকলের মনে বিস্ময় জন্মিল ॥ ১১২॥

সে যাহা হউক, মহাপ্রভু নগরবাসিলোকদিগের অন্তঃকরণে ভয় জানিয়া শীঘ্র তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১১৩ ॥

আজ নগরে নগরে কীর্ত্তন করিব, তোমরা সকলে সন্ধ্যাকালে নগর সুসজ্জিত কর, সন্ধ্যাতে সকলে ঘরে ঘরে প্রদীপ জাল, দেখা যাউক কোন্ কাজি আসিয়া আমাকে নিষেধ করে ॥ ১১৪ ॥

এই বলিয়া গৌরহরি সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তনের তিন সম্প্রদায় করিয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ১১৫ ॥

কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১১৫ ॥ আগে সম্প্রদায় নৃত্য করে হরিদাস। মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞি পরম উল্লাস ॥ পাছে সম্প্রদায় নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১১৬ ॥ বৃন্দাবন দাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভুকৃপাবলে ॥ ১১৭ ॥ এই মত কীর্ত্তন করি নগর ভ্রমিলা। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কাজির বহির্দ্বারে গেলা ॥ ১১৮ ॥ তর্জ্জে গর্জ্জে নগরিয়া করে কোলাহল। গৌরচন্দ্রে বলে লোক প্রশ্রয় পাগল ॥ ১১৯ ॥ কীর্ত্তন ধ্বনি শুনি কাজি লুকাইল ঘরে। তর্জন গর্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥ ১২০ ॥ উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজির ঘর পুষ্পবন। বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১২১ ॥

অগ্রের সম্প্রায়ে হরিদাস নৃত্য করিতে লাগিলেন, মধ্যের সম্প্রদায়ে পরমোল্লাসে আচার্য্য গোস্বামী নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং পশ্চাতের সম্প্রদায়ে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত গৌরচন্দ্র নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর কৃপাবলে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে এই কীর্ত্তনলীলা বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১১৭ ॥

মহাপ্রভু এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া নগরভ্রমণ করিতে করিতে কাজির বহির্দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১৮ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের বলে ও প্রশ্রয়ে নগরবাসী লোক সকল উন্মত্ত হইয়া তর্জন গর্জন সহকারে কোলাহল করিতে লাগিল ॥ ১১৯ ॥

কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাজি গৃহমধ্যে লুকায়িত হইল তর্জ্জন গর্জ্জন ভয়ে আর বাহিরে নির্গত হইতে পারিল না ॥ ১২০ ॥

যে সকল উদ্ধত লোক কীর্ত্তনের সঙ্গে ছিল, তাহারা সকল কাজির গৃহ ও পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিতে লাগিল, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ইহা বিস্তর করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১২১ ॥

বধের নিষেধ ॥ প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়। শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ কৈলে নাঞি পাপভয় ॥ ১৩৪ ॥ তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী। অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৩৫ ॥ প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধ। অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ ॥ ১৩৬ ॥ জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী। বেদ পুরাণে এই আছে আজ্ঞা-বাণী ॥ ১৩৭ ॥ অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ। বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥ ১৩৮ ॥ জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার। তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥ ১৩৯ ॥ কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে। অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥ ১৪০ ॥

তথাহি মলমাসতত্ত্বে সন্ন্যাসনিষেধবিচারধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে
কৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৫ অধ্যায়ে ১৮০ শ্লোক ॥

অতএব শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ করিলে পাপভয় হয় না ॥ ১৩৪ ॥

অপর তোমার বেদশাস্ত্রে গোবধের আজ্ঞা আছে, অতএব প্রধান প্রধান মুনিগণ গোবধ করিয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

তখন মহাপ্রভু কহিলেন, বেদে গোবধ নিষেধ আছে, এজন্য হিন্দু-মাত্র গোবধ করে না ॥ ১৩৬ ॥

যদি বাঁচাইতে পারে, তবে প্রাণিবধ করে, বেদ পুরাণে এই মত আজ্ঞা-বাক্য আছে ॥ ১৩৭ ॥

অতএব মুনিগণ প্রাচীন গোবধ করিয়া বেদমন্ত্রে শীঘ্র তাহার জীবন দান করেন ॥ ১৩৮ ॥

প্রাচীন গো হইয়া পুনর্ব্বার যুবা হয়, এজন্য তাহার বধ না হইয়া উপকার হয় ॥ ১৩৯ ॥

কলিযুগে ব্রাহ্মণের ঐ প্রকার শক্তি নাই, এ নিমিত্ত এখন কেহ গোবধ করে না ॥ ১৪০ ॥

তথাহি মলমাসতত্ত্বে সন্ন্যাসনিষেধবিচারধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়
কৃষ্ণজন্মখণ্ডে ২৮৫ অধ্যায়ে ১৮০ শ্লোক যথা—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪১ ॥

তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার। নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৪২ ॥ গরুর যতেক রোম তত সহস্র বৎসর। গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৪৩ ॥ তোমা সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহো ভ্রান্ত হৈল। না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥ ১৪৪ ॥ শুনি স্তব্ধ হৈলা কাজি নাহি স্ফুরে বাণী। বিচারিয়া কহে কাজি পরাভব মানি ॥ ১৪৫ ॥ তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সব সত্য হয়। আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারস্থ নয় ॥ ১৪৬ ॥ কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব-

অশ্বমেধেতি। কলৌ কলিযুগে এতান্ বক্ষ্যমাণান্ পঞ্চপ্রকারান্ বিবর্জ্জয়েৎ ন আচরেৎ। অশ্বমেধং যজ্ঞবিশেষং। গবালম্ভং গোমেধযাগবিশেষং। সন্ন্যাসং সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগরূপাশ্রমং। পলপৈতৃকং মাংসশ্রাদ্ধং। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং পত্যুঃ কনিষ্ঠভ্রাতৃকরণেন পুত্রোৎপত্তিং এতানি পঞ্চ কলৌ ন কর্ত্তব্যানি কৃতেষু ন সিদ্ধানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

অশ্বমেধ, গবালম্ভ (গোমেধযজ্ঞ) সন্ন্যাস, পলপৈতৃক (মাংসাষ্টকাশ্রাদ্ধ) এবং দেবরদ্বারা সন্তানোৎপত্তি, কলিতে এই পাঁচটী বর্জন করিবে ॥ ১৪১ ॥

তোমরা জীবিত করিতে পার না, কেবল বধ মাত্র হয়, একারণ তোমার নরক হইতে নিস্তার নাই ॥ ১৪২ ॥

গোএর অঙ্গে যত লোম আছে, তত সহস্র বৎসর গোবধকারী ব্যক্তি নিরন্তর রৌরব নরকে থাকিবে ॥ ১৪৩ ॥

তোমাদের যিনি শাস্ত্রকর্ত্তা তিনি ভ্রান্ত, শাস্ত্রের অভিপ্রায় না বুঝিয়া ঐ প্রকার আজ্ঞা দিয়াছেন ॥ ১৪৪ ॥

এই কথা শুনিয়া কাজি স্তব্ধ হইল, তাহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, বিচার করত আপনাকে পরাভব মানিয়া কহিল ॥ ১৪৫ ॥

অহে নিমাই পণ্ডিত! তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদায় সত্য হয়, আমার শাস্ত্র আধুনিক, ইহা বিচারযোগ্য নহে ॥ ১৪৬ ॥

আমার শাস্ত্র কল্পিত, আমি এ সমুদায় অবগত আছি, তথাপি

জানি। জাতি অনুরোধে তবু সেই মত মানি ॥ ১৪৭ ॥ সহজে যবন-শাস্ত্র অদৃঢ় বিচার। হাসি মহাপ্রভু তারে পুছে আরবার ॥ ১৪৮ ॥ আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা!। যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৪৯ ॥ তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন। বাদ্য গীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন ॥ ১৫০ ॥ তুমি কাজি হিন্দুধর্ম্ম বাধে অধিকারী। এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥ ১৫১ ॥ কাজি বলে সবে তোমা বলে গৌরহরি। সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি ॥ ১৫২ ॥ শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ। নিভৃত হয় যদি তবে করি নিবেদন ॥১৫৩ প্রভু কহে এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়। স্ফুট করি কহ তুমি নাহি

জাতি অনুরোধে আমাকে মানিতে হয় ॥ ১৪৭ ॥

সহজে যবনশাস্ত্রের বিচার দৃঢ় নয়, এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্য পূর্ব্বক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৪৮ ॥

মামা! তোমাকে আর একটী প্রশ্ন করি শ্রবণ কর, যথার্থ কহিবে, ছল করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিও না ॥ ১৪৯ ॥

তোমার নগরে সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন হয়, তাহাতে বাদ্য, গীত, কোলাহল সঙ্গীত ও নর্ত্তন হইয়া থাকে ॥ ১৫০ ॥

তুমি কাজি, হিন্দুধর্ম্ম বাধা করিবার অধিকারী, এখন যে নিষেধ করিতেছ না, ইহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১৫১ ॥

এই কথা শুনিয়া কাজি কহিল, অহে! লোকসকল তোমাকে গৌরহরি বলে, আমি তোমাকে সেই নামে সম্বোধন করিতেছি ॥১৫২॥

হে গৌরহরি! যদি নির্জ্জন হয়, তবে এই প্রশ্নের কারণ নিবেদন করিব ॥ ১৫৩ ॥

প্রভু কহিলেন, এ সকল লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়, স্পষ্ট করিয়া

কিছু ভয় ॥ ১৫৪ ॥ কাজি কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর যাঞা। কীর্ত্তন মানা করিলাঙ মৃদঙ্গ ভাঙ্গিঞা ॥ সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর। নরদেহ সিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর ॥ শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি। অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি ॥ মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বোলে। ফাড়িব তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোরে ক্ষয়। আঁখিবুজি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৫৬ ॥ ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়। তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৫৭ ॥ সে দিনে বহুত নাহি করিলি উৎপাত। তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলু প্রাণাঘাত ॥ ১৫৮ ॥ ঐছে যদি পুনঃ কর

বল, কোন ভয় নাই ॥ ১৫৪ ॥

কাজি কহিল, আমি যখন হিন্দুর ঘরে গিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন মানা করিলাম, সেই রাত্রে নরদেহ ও সিংহমুখ এক ভয়ঙ্কর সিংহ বহুতর গর্জ্জন করিয়া, আমি শয়ন করিয়াছিলাম, আমার উপর লম্ফ দিয়া আরোহণ করিল এবং উৎকট হাস্য প্রকাশপূর্ব্বক দন্তের কড়মড় শব্দ করিতে লাগিল ॥ ১৫৫ ॥

অনন্তর আমার বক্ষঃস্থলে নখ দিয়া ভয়ঙ্কর শব্দে বলিতে লাগিল, মৃদঙ্গের বদলে তোর্ বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, তুই আমার কীর্ত্তন বারণ করিস্ তোকে বিনাশ করিতেছি, আমি অতিশয় ভীত হওত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম ॥ ১৫৬ ॥

তখন সিংহ আমাকে ভীত দেখিয়া সদয় হইয়া কহিল, অরে! তোকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তোর্ পরাজয় করিলাম ॥ ১৫৭ ॥

সে দিন অনেক উৎপাত করিস্ নাই, এজন্য ক্ষমা করিয়া তোর্ প্রাণদণ্ড করিলাম না ॥ ১৫৮ ॥

তবে না সহিমু। সবংশে তোমারে মারি যবনে মারিমু॥ ১৫৯॥ এত কহি সিংহ গেলা মোর হৈল ভয়। এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়॥১৬০ এত বলি কাজি নিজ বুক দেখাইল। শুনি দেখি সব লোক আশ্চর্য্য মানিল॥ ১৬১॥ কাজি কহে ইহা আমি কারে না কহিল। সেই দিন আমার একপেয়াদা আইল॥ আসি কহে গেলাঙ মুঞি কীর্ত্তন বাধিতে। অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগিল আচম্বিতে॥১৬২॥ পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ। যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥১৬৩॥ তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা। কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ থাক ঘরেত বসিঞা॥১৬৪॥

যদি পুনর্ব্বার ঐ প্রকার করিস্ তবে আর সহ্য করিব না, সবংশে তোকে মারিয়া যবন সমুদায় বিনষ্ট করিব॥ ১৫৯॥

এই বলিয়া সিংহ চলিয়া গেলে আমার অতিশয় ভয় হইল, এই দেখ আমার হৃদয়ে নখের চিহ্ন রহিয়াছে॥ ১৬০॥

এই বলিয়া কাজি গৌরহরিকে আপনার বক্ষঃস্থল দেখাইল, তখন কাজির এই কথা শুনিয়া এবং বক্ষঃস্থল দেখিয়া লোক সকলের আশ্চর্য্য বোধ হইল॥ ১৬১॥

অনন্তর কাজি কহিল ইহা আমি কাহাকেও বলি নাই, অন্য এক আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, ঐ দিবস আমার এক জন পদাতিক আসিয়া কহিল, আমি কীর্ত্তন বাধা দিতে গিয়াছিলাম, অকস্মাৎ আমার মুখে একটী অগ্নির উল্কা আসিয়া পড়িল॥ ১৬২॥

তাহাতে আমার শ্মশ্রু সকল পুড়িয়াগেল এবং ব্রণ হইল, তৎপরে যত যত পদাতিক গিয়াছিল, তাহাদের সকলের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল॥ ১৬৩॥

তখন আমি দেখিয়া কহিলাম তোমরা আর কেহ কীর্ত্তন নিষেধ করিও না গৃহে গিয়া বসিয়া থাক॥ ১৬৪॥

তাহাতে নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন। শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন ॥ ১৬৫ ॥ নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার। হরিধ্বনি বিনা মুখে না শুনিয়ে আর ॥ ১৬৬ ॥ আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। হাসে কান্দে নাচে গায় পড়ি যায় ধূলী ॥ ১৬৭ ॥ হরি হরি বলি হিন্দু করে কোলাহল। পাতসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল ॥ ১৬৮ ॥ তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল। হিন্দু হরি বলে তার স্বভাব জানিল ॥ তুমি ত যবন হইয়া কেনে অনুক্ষণ। হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ ॥ ১৬৯ ॥ ম্লেচ্ছ কহে আমি হিন্দুকে করি পরিহাস। কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস ॥ কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।

তাহা হইলে নগরে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন হইবে, এই শুনিয়া সমস্ত ম্লেচ্ছ আসিয়া আমাকে নিবেদন করিল ॥ ১৬৫ ॥

এখন নগরমধ্যে অপরিসীম হিন্দুধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, সকলের মুখে হরিধ্বনি ব্যতিরেকে আর কিছুই শুনা যায় না ॥ ১৬৬ ॥

অন্য একজন ম্লেচ্ছ আসিয়া কহিল, হিন্দুসকল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া হাস্য, ক্রন্দন ও নৃত্য করিতে করিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে ॥১৬৭ ॥

হিন্দুগণ হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতেছে, বাদসা শুনিতে পাইলে তোমার ফল বিধান করিবেন ॥ ১৬৮ ॥

তখন আমি সেই যবনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হিন্দু সকল যে হরি বলিতেছে এ তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, তুমি যবন হইয়া সর্ব্বদা কেন হিন্দুর দেবতার নাম গ্রহণ করিতেছ ॥ ১৬৯ ॥

ম্লেচ্ছ কহিল আমি হিন্দুকে পরিহাস করিয়া কহিলাম, কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস, এবং কেহ হরিদাস, ইহারা সকলে যে হরি হরি

জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥ সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি। ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি॥ ১৭০॥ আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এই মতে। হিন্দুকে মস্করি কৈল সেই দিন হৈতে॥ জিহ্বা কৃষ্ণনাম কহে না মানে বর্জ্জন। না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ॥ ১৭১॥ এত শুনি তা সবারে ঘরে পাঠাইল। হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥ ১৭২॥ আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাসাইল নিমাই। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কাঁহো শুনি নাহি॥ ১৭৩॥ মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করি জাগরণ। তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ॥ ১৭৪॥ পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাইপণ্ডিত।

বলিতেছে, বোধ হয় ইহারা কাহারও গৃহে ধন অপহরণ করিবে, এই কথা যে অবধি বলিয়াছি সেই হইতে আমার জিহ্বা হরি হরি বলিতেছে, ইচ্ছা নাই, তথাপি হরি বলিতেছে, ইহার উপায় কি করিব॥ ১৭০॥

অনন্তর আর এক জন কহিল শুন, আমি যে দিন হইতে হিন্দুকে মস্করি অর্থাৎ ভিক্ষু বলিয়া পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতে আমার জিহ্বা কৃষ্ণ নাম কহিতেছে, নিষেধ করিলেও মানে না, জানি না হিন্দুগণ কি মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করিতেছে॥ ১৭১॥

আমি এই সকল কথা শুনিয়া সেই ম্লেচ্ছদিগকে গৃহে প্রেরণ করিলাম। সে যাহা হউক, কাজির সঙ্গে যখন মহাপ্রভুর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে পাঁচ সাত জন পাষণ্ডী হিন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ১৭২॥

এবং তাহারা কাজিকে কহিল, নিমাই হিন্দুধর্ম্মকে ভাসাইয়া দিল, যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিল, তাহা কোন স্থানে শ্রবণ করি নাই॥ ১৭৩॥

আমরা যে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর জাগরণ করি, তাহাতে গীত, বাদ্য ও নৃত্যসকল উচিত মত আচরণ করা হয়॥ ১৭৪॥

গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥ ১৭৫। উচ্চ করি গায় গীতে দেয় করতালী। মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালী॥১৭৬॥ জানি না কি খাঞা মত্ত হৈয়া নাচে গায়। হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥ ১৭৭॥ নগরিয়াকে পাগল কৈল সর্ব্বদা কীর্ত্তনে। রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণে॥ ১৭৮॥ নিমাই নাম ছাড়ি এবে বলায় গৌরহরি। হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥ ১৭৯॥ কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার বার। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥ ১৮০॥ হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি। সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥ ১৮১॥ গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।

পূর্ব্বে এই নিমাইপণ্ডিত ভাল ছিল, গয়া হইতে আসিয়া বিপরীত ভাব চালাইতে লাগিল॥ ১৭৫॥

এ যে উচ্চ করিয়া গীত, করতালী এবং মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি করে, সেই শব্দে আমাদের কর্ণে তালী লাগিয়া যায়॥ ১৭৬॥

এ কি খাইয়া যে মত্ত হইয়া হাস্য, ক্রন্দন করে, ও ভূমিতে গড়াগড়ি যায় তাহা জানি না॥ ১৭৭॥

নগরবাসী লোকদিগকে পাগল করিয়া যে সর্ব্বদা কীর্ত্তন করে, তাহাতে আমাদের নিদ্রা হয় না, আমরা জাগরণ করিয়া থাকি॥ ১৭৮॥

এক্ষণে নিমাই নাম ছাড়িয়া গৌরহরি বলাইতেছে, পাষণ্ড মত সঞ্চার করিয়া হিন্দুধর্ম্মসকল বিনষ্ট করিল॥ ১৭৯॥

নীচ লোকসকল চিৎকার শব্দে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছে, এই পাপে নবদ্বীপ উজাড় অর্থাৎ জনশূন্য হইয়া উঠিবে॥ ১৮০॥

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের নামকে মহামন্ত্র বলিয়া জানি, সকল লোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হানি হয়॥ ১৮১॥

তুমি গ্রামের ঠাকুর, লোক সকল তোমার অধীন, নিমাইকে ডাকা-

নিমাই বোলাঞা তারে করহ বর্জন ॥ ১৮২ ॥ তবে আমি প্রীতবাক্য কহিল সবারে। সবে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে ॥ ১৮৩ ॥ হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। সেই তুমি হও মোর হেন লয় মন ॥ ১৮৪ ॥ এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু কাজিরে ছুইয়া ॥ ১৮৫ ॥ তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র। পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র ॥ ১৮৬ ॥ হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম। বড় ভাগ্যবান্ তুমি মহাপুণ্যবান্ ॥ ১৮৭ ॥ এত শুনি কাজির দুই চক্ষে পড়ে পানি। প্রভুর চরণ ছুই কহে মিষ্ট বাণী ॥ ১৮৮ ॥ তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি। এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি ॥

ইয়া তাহাকে নিষেধ কর ॥ ১৮২ ॥

তখন আমি সকলকে কহিলাম, তোমরা সকল গৃহে যাও, আমি তাহাকে নিষেধ করিব ॥ ১৮৩ ॥

সে যাহা হউক, হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর যে নারায়ণ, তুমি সেই নারায়ণ হও, আমার মনে এরূপ প্রতীতি হইতেছে ॥ ১৮৪ ॥

মহাপ্রভু কাজির মুখে এই সকল কথা শুনিয়া হাস্যবদনে কাজিকে স্পর্শ করিয়া কিঞ্চিৎ কহিতে লাগিলেন ॥ ১৮৫ ॥

অহে! তোমার মুখে কৃষ্ণনাম ইহা বড় আশ্চর্য্য, তোমার পাপ সকল ক্ষয় হইল, তুমি পবিত্র হইয়াছ ॥ ১৮৬ ॥

তুমি হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিন নাম গ্রহণ করিলে, ইহাতে তুমি মহাভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ হইলে ॥ ১৮৭ ॥

এই সকল কথা শুনিয়া কাজির দুই চক্ষে অশ্রুপাত হইতে লাগিল, তখন কাজি মহাপ্রভুর চরণস্পর্শপূর্ব্বক মিষ্টস্বরে কহিল ॥ ১৮৮ ॥

হে প্রভো! তোমার প্রসাদে আমার কুমতি বিনষ্ট হইল, এই কর যে, তোমাতে আমার ভক্তি থাকে ॥ ১৮৯ ॥

॥ ১৮৯ ॥ প্রভু কহে এক দান মাগিয়ে তোমায়। কীর্ত্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায় ॥ ১৯০ ॥ কাজি কহে মোর বংশে যত উপজিবে। তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে ॥ ১৯১ ॥ শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি। উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি ॥ ১৯২ ॥ কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন। সঙ্গে চলি আইসে কাজি উল্লাসিত মন ॥ ১৯৩ ॥ কাজিরে বিদায় দিল শচীর নন্দন। নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥ ১৯৪ ॥ এই মত কাজিরে প্রভু করিল প্রসাদ। ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ১৯৫ ॥ একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি। নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥ শ্রীবাসপুত্রের

কাজির প্রার্থনায় মহাপ্রভু কহিলেন, আমি তোমার নিকটে একটী দান প্রার্থনা করিতেছি যে, নবদ্বীপে যেন কীর্ত্তনবাদ না হয় ॥ ১৯০ ॥

তখন কাজি কহিল, আমার বংশে যত লোক উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাদিগকে তালাক (শপথ দিব্য) দিলাম, কখন কীর্ত্তনে বাধা করিবে না ॥ ১৯১ ॥

কাজির এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বৈষ্ণব সকলও হরিধ্বনি করিয়া উত্থিত হইলেন ॥ ১৯২ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতে গমন করিলেন, কাজিও হৃষ্টচিত্তে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল ॥ ১৯৩ ॥

তখন শচীতনয় কাজিকে বিদায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে আপন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯৪ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে যে কাজিকে অনুগ্রহ করিলেন, ইহা যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহার অপরাধ খণ্ডন হইবে ॥ ১৯৫ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া দুই ভ্রাতায় নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায়

তাঁহা হৈল পরলোক। তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ১৯৬ ॥ মৃতপুত্র-মুখে করাইল জ্ঞানের কথন। আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস-নন্দন ॥ ১৯৭ ॥ তবে ত করিল সব ভক্তে বর দান। উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ১৯৮ ॥ শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞে দরজি যবন। নিজরূপ প্রভু তারে করাইল দর্শন ॥ ১৯৯ ॥ দেখিনু দেখিনু বলি হইল পাগল। প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২০০ ॥ আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশিকা মাগিল। শ্রীবাস কহে গোপীগণ বংশী হরি নিল ॥ ২০১ ॥ শুনি প্রভু বোল বোল কহেন আবেশে। শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবনলীলা রসে ॥ ২০২ ॥ প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্য বর্ণিল। শুনিয়া

শ্রীবাসের পুত্রের পরলোক হইল, তথাপি শ্রীবাসের চিত্তে শোক জন্মিল না ॥ ১৯৬ ॥

মৃত বালকের মুখে জ্ঞান কীর্ত্তন করাইয়া আপনারা দুই ভাই শ্রী-বাসের পুত্র হইলেন ॥ ১৯৭ ॥

তদনন্তর ভক্ত সকলকে বরদান এবং নারায়ণীকে উচ্ছিষ্ট দিয়া সম্মান করিলেন ॥ ১৯৮ ॥

একজন দরজী শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিত, মহাপ্রভু তাহাকে আপনার রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ১৯৯ ॥

তাহাতে সেই দরজী দেখিলাম দেখিলাম বলিয়া উন্মত্ত হইল এবং প্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়া উঠিল ॥ ২০০ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বংশী চাহিলেন, তাহাতে শ্রীবাস কহি-লেন, গোপীগণ বংশী অপহরণ করিয়া লইয়াছে ॥ ২০১ ॥

মহাপ্রভু শুনিয়া আবেশে "বল বল" কহিলে, শ্রীবাস বৃন্দাবনের লীলারস বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ২০২ ॥

প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাঢ়িল ॥ ২০৩ ॥ তবে বোল বোল প্রভু বলে বার বার। পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২০৪ ॥ বংশীবাদ্যে গোপীগণের করে আকর্ষণ। তা সবার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ। তাহি মধ্যে ছয় ঋতু লীলার বর্ণন। মধুপান বস্ত্রহরণ জলকেলি কথন ॥ ২০৫ ॥ বোল বোল বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস। শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস ॥ ২০৬ ॥ কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল। প্রভু শ্রীবাসেরে তুষ্টে আলিঙ্গন কৈল ॥২০৭॥ তবে আচার্য্যেরঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা। রুক্মিণ্যাদিরূপ প্রভু আপনে হইলা ॥২০৮॥ কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী কভু বা

প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য বর্ণন করিলেন, শুনিয়া মহাপ্রভুর চিত্তে আনন্দ বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠিল ॥ ২০৩ ॥

তখন প্রভু বারম্বার "বল বল" বলিতে থাকিলে, শ্রীবাস পুনঃ পুনঃ বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ২০৪ ॥

শ্রীবাস কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদ্যদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যেরূপে বনবিহার করেন, তন্মধ্যে ছয় ঋতুর লীলা বর্ণন, তথা মধুপান, বস্ত্রহরণ ও জলকেলির কথা সকল বর্ণন করিলেন ॥ ২০৫ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু শুনিতে উল্লাসযুক্ত হইয়া "বল বল" বলিতে থাকিলে, তখন শ্রীবাস রাসরসের বিলাস কহিতে লাগিলেন ॥ ২০৬ ॥

ঐ প্রকার কহিতে ও শুনিতে প্রাতঃকাল হইল, প্রভু পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২০৭ ॥

তৎপরে আচার্য্যের গৃহে কৃষ্ণলীলা করেন, তাহাতে মহাপ্রভু স্বয়ং রুক্মিণ্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২০৮ ॥

আহা! মহাপ্রভু কখন দুর্গা কখন লক্ষ্মী এবং কখন চিচ্ছক্তি-

চিচ্ছক্তি। খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥ ২০৯ ॥ এক দিন মহাপ্রভুর নৃত্য অবসানে। এক ব্রাহ্মণী আসি ধরে প্রভুর চরণে ॥ চরণের ধূলি সেই লয় বার বার। দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥২১০॥ সেই ক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা। নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা ॥ ২১১ ॥ বিজয়-আচার্য্য গৃহে সে রাত্রি রহিলা। প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়া গেলা ॥২১২॥ এক দিন গোপীভাবে গৃহেত বসিয়া। গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥ ২১৩ ॥ এক পড়ুয়া আইলা প্রভুকে দেখিতে। গোপী গোপী নাম শুনি লাগিলা কহিতে ॥ ২১৪ ॥ কৃষ্ণনাম কেনে না লও কৃষ্ণনাম ধন্য। গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হবে

রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন, কখন বা খট্টার উপর উপবেশন করিয়া ভক্তগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করেন ॥ ২০৯ ॥

যাহা হউক, এক দিন মহাপ্রভুর নৃত্যের অবসানে এক জন ব্রাহ্মণী আসিয়া তদীয় চরণ ধারণ করেন এবং তিনি বারম্বার চরণের ধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলে, দেখিয়া মহাপ্রভুর অসীম দুঃখ উৎপন্ন হইল ॥ ২১০ ॥

মহাপ্রভু তখনি ধাবমান হইয়া গঙ্গায় গিয়া পতিত হইলেন, শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস এই দুই জন গিয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া উঠাইলেন ॥ ২১১ ॥

মহাপ্রভু ঐ রাত্রে বিজয়- আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করেন, প্রভাত হইলে ভক্তগণ ধরিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন ॥ ২১২ ॥

অপর এক দিন মহাপ্রভু গোপীভাবে গৃহে অবস্থিতি করিয়া যখন বিষণ্ণ হইয়া গোপী গোপী এই নাম গ্রহণ করিতেছেন ॥ ২১৩ ॥

এমত সময়ে এক জন ছাত্র মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিল। ছাত্র প্রভুর মুখে গোপী গোপী নাম শুনিয়া কহিতে লাগিল ॥ ২১৪ ॥

হে প্রভো! আপনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেছেন না কেন? কৃষ্ণনাম

পুণ্য ॥২১৫॥ শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার। ঠেঙ্গা লৈয়া উঠিলা পড়ুয়া মারিবার ॥ ২১৬ ॥ ভয়ে পলায় পড়ুয়া পাছে প্রভু ধায়। অস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভু পাছে যায় ॥২১৭॥ প্রভুকে শান্ত করি আনিল নিজ-ঘরে। পড়ুয়া পালাঞা গেল পড়ুয়াসভারে ॥ ২১৮ ॥ পড়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে এক ঠাঞি। প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই ॥ ২১৯ ॥ শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব পড়ুয়ার গণ। সবে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন ॥ ২২০ ॥ সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি। ব্রাহ্মণ মারিতে যায় ধর্ম্ম ভয় নাঞি ॥ ২২১ ॥ পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে। কোন্ বা

পরম ধন্য, কেবল গোপী গোপী বলিলে তাহাতে আপনার কি পুণ্য হইবে ? ॥ ২১৫ ॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণে দোষোদ্গার করিতেছিস্ বলিয়া ক্রোধে যষ্টি লইয়া পড়ুয়াকে মারিতে উঠিলেন ॥ ২১৬ ॥

পড়ুয়া ভয়ে পলাইতে লাগিলে মহাপ্রভু পাছু পাছু দৌড়িতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিলেন ॥ ২১৭ ॥

ভক্তগণ কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভুকে শান্ত করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন, পড়ুয়া পলায়ন করিয়া পড়ুয়াদিগের সভায় গিয়া প্রবিষ্ট হইল ॥ ২১৮ ॥

তথায় ঐ ব্রাহ্মণ (পড়ুয়া) গিয়া প্রভুর সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল ॥ ২১৯ ॥

এই কথা শুনিয়া যত ছাত্র ছিল, তাহারা সকল একত্র মিলিত হইয়া প্রভুর নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ২২০ ॥

এবং কহিল, একা নিমাই সমুদায় দেশ ভ্রষ্ট করিলেন, উহাঁর ধর্ম্ম-ভয় নাই, কি আশ্চর্য্য, ব্রাহ্মণ মারিতে গমন করিলেন ! ॥ ২২১ ॥

মানুষ হয় কি করিতে পারে ॥ ২২২ ॥ প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ। সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥ ২২৩ ॥ তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়। যথা তথা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২২৪ ॥ সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা সবার দুর্গতি। ঘরে বসি চিন্তে তা সবার অব্যাহতি ॥ ২২৫ ॥ যত অধ্যাপক আর তাঁদের শিষ্যগণ। ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন ॥ ২২৬ ॥ এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥২২৭॥ নিস্তারিতে আইলাঙ আমি হৈল বিপরীত। এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ২২৮ ॥

পুনর্ব্বার যদি ঐ প্রকার করেন, তাহা হইলে আমরাসকলে উহাঁকে মারিব, উনি কোন্ বড় মানুষ, আমাদের কি করিতে পারিবেন ॥২২২॥

যাহা হউক, ছাত্রগণ এই প্রকারে প্রভুর নিন্দা করায় সকলের বুদ্ধি বিনষ্ট হইল, ইহাতে উহারা সুন্দররূপে যত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল, তখন ঐ সকল শাস্ত্র আর কাহারও প্রকাশ পাইল না ॥ ২২৩ ॥

তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়াসকল নম্র না হইয়া যেখানে সেখানে হাস্য সহকারে মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ২২৪ ॥

মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, ছাত্রগণের দুর্গতি জানিতে পারিয়া, গৃহে বসিয়া তাহাদের অব্যাহতি চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২২৫ ॥

এবং মনোমধ্যে বিচার করিলেন, যত অধ্যাপক ও যত শিষ্যগণ, তাহারা সকল ধর্ম্মি, কর্ম্মি, তপোনিষ্ঠ, নিন্দুক ও দুর্জ্জন ॥ ২২৬ ॥

ইহারা সকল আমার নিন্দা অপরাধ হইতে, আমি না লওয়াইলে ইহারা ভক্তিলাভ করিতে পারিবে না ॥ ২২৭ ॥

আমি নিস্তার করিতে আসিলাম, কিন্তু বিপরীত হইল, এ সকল দুর্জ্জনের কি প্রকারে হিত হইবে ॥ ২২৮ ॥

আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়। তবে ইহা সবারে সে ভক্তি লভ্য হয় ॥ ২২৯ ॥ মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার। এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥২৩০॥ অতএব আমি অবশ্য সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসির বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৩১ ॥ প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়। নির্ম্মল-হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ২৩২ ॥ এ সব পাষণ্ডির তবে হইবে নিস্তার। আর কোন উপায় নাই এই যুক্তি সার ॥২৩৩॥ এই দৃঢ়-যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে। কেশব-ভারতী আইলা নদীয়া নগরে ॥ ২৩৪ ॥ প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ। ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন ॥ ২৩৫ ॥ তুমি হও ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ। কৃপা করি কর-

---

যদি ইহারা আমাকে প্রণতি করে, তবে ইহাদের পাপ ক্ষয় হইবে, তাহা হইলে ইহাদের ভক্তিলাভ হইতে পারিবে ॥ ২২৯ ॥

যাহারা আমাকে নিন্দা করে, নমস্কার করে না, এ সকল জীবের অবশ্য উদ্ধার করিব ॥ ২৩০ ॥

অতএব আমি নিশ্চয় সন্ন্যাস করিব, তাহা হইলে সন্ন্যাসি বুদ্ধিতে ইহারা আমাতে প্রণত হইবে ॥ ২৩১ ॥

আমাতে প্রণতিমাত্রে ইহাদের পাপ ক্ষয় হইবে, তৎপরে হৃদয় নির্ম্মল হইলে, তাহাতে যখন আমি ভক্তির উদয় করিব ॥ ২৩২ ॥

তখন এই সকল পাষণ্ডির নিস্তার হইবে, ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই এই যুক্তিই শ্রেষ্ঠ ॥ ২৩৩ ॥

প্রভু যখন এই যুক্তি করিয়া গৃহে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে নবদ্বীপে কেশব-ভারতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩৪ ॥

মহাপ্রভু কেশব-ভারতীকে নমস্কারপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইলেন এবং কিছু নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ২৩৫ ॥

হে প্রভো! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপা করিয়া আমার সংসার

মোর সংসার মোচন ॥ ২৩৬ ॥ ভারতী কহেন ঈশ্বর তুমি অন্তর্যামী। যেই করাহ সেই করিব স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৩৭ ॥ এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোঞাকে গেলা। মহাপ্রভু তাহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৩৮ ॥ সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য। মুকুন্দদত্ত এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য ॥ ২৩৯ ॥ এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন। বিস্তার বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ২৪০ ॥ যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥ ২৪১ ॥ স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেম রস আস্বাদিতে। রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভাল মতে ॥ ২৪২ ॥ গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥

বিমোচন করুন ॥ ২৩৬ ॥

এই কথা শুনিয়া ভারতী কহিলেন, তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী, আমি স্বতন্ত্র নহি, তুমি যাহা করাও, আমি তাহাই করিব ॥ ২৩৭ ॥

এই বলিয়া ভারতী গোস্বামী কাটোয়া গ্রামে চলিয়া গেলেন এবং মহাপ্রভু তথায় গিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন ॥ ২৩৮ ॥

তৎকালে তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মুকুন্দ দত্ত এই তিনজন সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করেন ॥ ২৩৯ ॥

আমি এই আদিলীলার সূত্র গণনা করিলাম, বৃন্দাবনদাসঠাকুর ইহা বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৪০ ॥

সে যাহা হউক, যিনি যশোদানন্দন, তিনিই শচীনন্দন হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি প্রকার ভক্তভাব আস্বাদন করিলেন ॥ ২৪১ ॥

তিনি স্বীয় মাধুর্য্যরূপ শ্রীরাধার প্রেমরস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত উত্তমরূপে শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥ ২৪২ ॥

যাহাতে মহাপ্রভু একান্তরূপে গোপীভাব ধারণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আপনার কান্ত করিয়া মানিতেন ॥ ২৪৩ ॥

২৪৩ ॥ গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু অন্যত্র না হয় ॥ ২৪৪ ॥ শ্যামসুন্দর পিঞ্ছচূড়া গুঞ্জাবিভূষণ। গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥ ২৪৫ ॥ ইহা বিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার। গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥ ২৪৬ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৬ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে ॥

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।

কস্যচিৎ টীকা। মাথুরবিরহেণ বিমুহ্যন্ত্যাঃ খেলাতীর্থে নিমজ্জ্য সূর্য্যমণ্ডলং গতবত্যাঃ রাধায়াঃ আশ্বাসং কুর্ব্বাণাং সংজ্ঞাং প্রতি বিশাখা প্রাহ গোপীনামিতি। গোপীনাং ভাবস্য প্রক্রিয়াং প্রকৃতিং স্বভাবমিতি যাবৎ বিজ্ঞাতুং কঃ ক্ষমতে ন কোঽপীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ দুরূহেতি দুরূহায়ামেব পদব্যাং সঞ্চারিণঃ ভাবস্য। দুরূহত্বমেবাহ পশুপেন্দ্রনন্দনজুষঃ পশুপেন্দ্র-

---

গোপীভাবের সুদৃঢ় নিশ্চয় এই যে, ঐ ভাব ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতিরেকে অন্যত্র সঞ্চারিত হয় না ॥ ২৪৪ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপ যথা—তিনি শ্যামসুন্দর, তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, গলদেশে গুঞ্জাবিভূষণ, গোপবেশ, ত্রিভঙ্গী ও মুরলীবদন ॥ ২৪৫ ॥

স্বয়ং শ্রীগোপেন্দ্রনন্দন যদি অন্য রূপ ধারণ করেন, তথাপি গোপীদিগের ভাব তাঁহার নিকট দিয়াও গমন করিতে পারে না ॥ ২৪৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে নায়িকাভেদের ৪ অঙ্কে ॥

ললিতমাধবের ৬ অঙ্কের ১৪ শ্লোকে যথা—

একদা মাথুরবিরহে শ্রীরাধা অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনকামনায় খেলানামক তীর্থে অবগাহন করত সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে সূর্য্যপুত্রী বিশাখা যাঁহার নামান্তর যমুনা, তিনি দিবাকরপত্নী সংজ্ঞাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে

আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি। ইতি ॥২৪৭॥

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে। অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে ॥ ২৪৮ ॥ নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধা বাট। অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট ॥ ২৪৯ ॥ দূর হৈতে কৃষ্ণে দেখি কহে গোপীগণ। এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৫০ ॥ গোপী-

নন্দনমপি স্বস্ত বিষয়ং কুর্ব্বাণস্তেত্যর্থঃ। যদ্বা পশুপেন্দ্রনন্দনে ভূয়ঃ প্রীতিস্তদ্রূপস্য যতস্তস্মিন্ পশুপেন্দ্রনন্দনেন তাঃ পরিহসিতুং জিষ্ণুভির্বিরাজমানৈশ্চতুর্ভিরূপলক্ষিতামদ্ভুতরুচিং বিচিত্র-শোভাময়ীমপি তনুং বৈকুণ্ঠনাথমূর্ত্তিমপি আবিষ্কুর্ব্বতি সতি তস্মিন্ বিষয়ে যাসাং রাগস্য উদয়ঃ কুঞ্চতি সঙ্কুচিতীভবতি উদয় ইত্যানেন জিষ্ণুনা প্রকাশিতায়াং স্বতনৌ তু রাগস্যোদয়োঽপি নোৎপাদ্যতে ইতি সূচিতং। অতএব পূর্ব্বমুক্তং অরুন্ধতীমুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যেত ॥ ২৪৭ ॥

মাতঃ! ব্রজদেবীগণ নন্দনন্দনের প্রতি দুর্গম-পদসঞ্চারি যে কোন ভাব বিধান করেন, তাহার প্রক্রিয়া (চেষ্টা) অবগত হইতে কোন কৃতীই সক্ষম হয়েন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একদিন শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসার্থ স্বীয় শরীরে নারায়ণমূর্ত্তি আবিষ্কার করিলে, তদ্দর্শনে গোপললনাদিগের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়াছিল, অতএব তাঁহাদের পশুপেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্যত্র প্রীতির সঞ্চার হয় নাই ॥ ২৪৭ ॥

একদা শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে গোবর্দ্ধনে রাসলীলা করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত সঙ্কেত করিয়া অন্তর্দ্ধান হয়েন ॥ ২৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে উপবেশনপূর্ব্বক যখন শ্রীরাধার পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি গোপী শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪৯ ॥

গোপীগণ দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কহিলেন, এই দেখ কুঞ্জমধ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৫০ ॥

গণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস। লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ॥ ২৫১॥ চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধরি আছে স্তব্ধ হৈয়া। কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকট আসিয়া॥ ২৫২॥ ইঁহো কৃষ্ণ নহে হয়ে নারায়ণমূর্ত্তি। এত বলি তাঁরে সবে করে নতি স্তুতি॥ ২৫৩॥ নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ। কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে খণ্ডাহ বিষাদ॥ ২৫৪॥ এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ। হেনকালে রাধা আসি দিল দরশন॥ ২৫৫॥ রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে। সেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥ লুকাইল দুইহাত রাধার অগ্রেতে। বহুযত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল

তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে অবলোকন করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন, পরন্তু লুক্কায়িত হইতে যত্ন করিলেও ভয়বিবশতাপ্রযুক্ত লুকাইতে পারিলেন না॥ ২৫১॥

তৎকালে গত্যন্তর না দেখিতে পাইয়া চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, গোপীগণ কৃষ্ণ দেখিয়া নিকটে আসিয়া কহিলেন॥ ২৫২॥

ইনি ত কৃষ্ণ নহেন, এ যে নারায়ণমূর্ত্তি, এই বলিয়া সকলে তাঁহাকে নতি স্তুতি করিতে লাগিলেন॥ ২৫৩॥

এবং কহিলেন, হে নারায়ণদেব! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণসঙ্গ দান কর, যাঁহাতে আমাদের বিষাদ নিবৃত্তি হয়॥ ২৫৪॥

এই বলিয়া প্রণাম করত গোপীগণ গমন করিলে, সময়ে শ্রীরাধা আসিয়া দর্শন দিলেন॥ ২৫৫॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়া পরিহাস করিবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ, মূর্ত্তি রাখিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু শ্রীরাধার অগ্রে তাঁহার দুইহাত লুক্কায়িত হইয়া গেল, বহু যত্ন করিয়াও রাখিতে পারিলেন না॥ ২৫৬॥

রাখিতে ॥ ২৫৬ ॥ রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব। যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদে ৬ অঙ্কে ॥

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।

লোচনরোচন্যাং ॥ তত্র চৈতিহ্যপ্রমাণমাহ রাসেতি। যা চতুর্বাহুতা। কস্যচিৎ হংহো নায়ং কৃষ্ণঃ কিন্তু চতুর্ভুজো নারায়ণমূর্ত্তিরিতি তং প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণং দর্শয়েতি প্রার্থ্য গতাসু সর্ব্বাসু আগতায়া রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা হন্তেতাশ্চর্য্যে অদ্ভুতোঽভূদিত্যর্থঃ। যস্য মহিম্নঃ

আহা! শ্রীরাধার বিশুদ্ধভাবের কি অচিন্ত্য প্রভাব! শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ করাইয়া স্বভাবে অবস্থিতি করাইল ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির
নায়িকাভেদে ৬ অঙ্কে যথা—

গৌতমীয় তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপত্যকায় পরাসৌলী নাম্নী রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় প্রবৃত্ত হন, বিনা বিপ্রলম্ভে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, বিবেচনায় প্রবিষ্টক অরণ্যে অর্থাৎ পেঠনামক স্থানের কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপনভাবে অবস্থিত হইলে এ দিকে কুরঙ্গনয়না গোপাঙ্গনাগণ, তাঁহার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, গোপীসকল ত চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সহসা কুঞ্জ হইতে পলায়ন করার উপায় নাই। অতএব প্রতিভারূঢ় বুদ্ধিদ্বারা অমনি চতুর্ব্বাহুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক গোপাঙ্গনাগণের অগ্রে অবস্থিত হইলেন, বিরহবিধুরা গোপযোষা অগ্রে নারায়ণমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া কহিলেন; অহো! ইনি ত গোপেন্দ্রনন্দন নন্, এ যে নারায়ণমূর্ত্তি দেখি? এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সকলে প্রণিপাতপুরঃসর প্রার্থনা করিলেন, হে ভগবন্! আমরা যাহাতে পশুপেন্দ্রনন্দনের সন্দর্শন পাই এমত অনুগ্রহ বিস্তার

রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা। ইতি ॥২৫৭॥

সেই ব্রজেশ্বরী ইহঁা শচীদেবী মাতা। সেই ব্রজেশ্বর ইহঁা জগন্নাথ পিতা॥ সেই নন্দসুত ইহঁা চৈতন্যগোসাঞি। সেই বলদেব ইহঁা নিত্যানন্দ ভাই॥ ২৫৯॥ বাৎসল্য সখ্য দাস্য তিন ভাবময়। সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায়॥ ২৫৯॥ প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ভাসাইল জগতে। তাহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে॥২৬০॥ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত অবতার। কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার॥ ২৬১॥ সখ্য দাস্য

শ্রিয়া শোভামাত্রেণৈব সা চতুর্ব্বাহুতা হরিণা রক্ষিতুং শক্যা নাসীৎ সা কা যা মৃগাক্ষীগণৈ-দৃষ্টৈঃ স্বং গোপয়িতুং সুষ্ঠু সন্দর্শিতা॥ ২৫৭॥

করুন, এই বলিয়া গোপরামাগণ প্রস্থান করিলে বৃষভানুজা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কি আশ্চর্য্য! শ্রীরাধার প্রীতির কি বিচিত্র মহিমা, প্রভাবশীল হরিও তাঁহার অগ্রে কোনক্রমেই চতুর্ব্বাহুমূর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, অগত্যা তাঁহাকে দ্বিভুজমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল॥২৫৭॥

পূর্ব্বে যিনি ব্রজেশ্বরী যশোদা ছিলেন, এস্থানে তিনি মাতা শচীদেবী এবং যিনি ব্রজেশ্বর নন্দ, তিনি এস্থানে পিতা জগন্নাথমিশ্র॥

সেই নন্দনন্দন এস্থানে চৈতন্যগোস্বামী এবং সেই বলদেব এস্থানে ভ্রাতা নিত্যানন্দ॥ ২৫৮॥

যাহাতে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য এই তিন ভাব বিদ্যমান, সেই শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহায়স্বরূপ॥ ২৫৯॥

ইনি প্রেমভক্তি দান করিয়া জগৎ ভাসাইয়াছেন, ইহাঁর চরিত্র কেহ জানিতে পারে না॥ ২৬০॥

অপর অদ্বৈত আচার্য্যগোস্বামী ভক্ত অবতার, ইনি শ্রীকৃষ্ণকে অব-

দুই ভাব সহজ তাহার। কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার ॥ ২৬২ ॥ শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ। নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য সেবন ॥ ২৬৩ ॥ পণ্ডিত গোসাঞি আদি যার যেই রস। সেই সেই রসে প্রভু হন তার বশ ॥ ২৬৪ ॥ তেঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী। ইহেঁা গৌর কভু দ্বিজ কভুত সন্ন্যাসী ॥২৬৫॥ অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি। ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি ॥ ২৬৬ ॥ তেঁহো কৃষ্ণ তেঁহো গোপী পরম বিরোধ। অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥২৬৭॥ ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়। কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এই মত হয় ॥২৬৮॥

তীর্ণ করাইয়া ভক্তির প্রচার করেন ॥ ২৬১ ॥

এই আচার্য্যমহাশয়ের সখ্য ও দাস্য এই দুইটী ভাব সহজ, এজন্য মহাপ্রভু কখন কখন তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে ব্যবহার করিতেন ॥ ২৬২ ॥

অপর শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহারা সকল স্বীয় স্বীয় ভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা করিতেন ॥ ২৬৩ ॥

তথা গদাধরপণ্ডিত গোস্বামিপ্রভৃতি যাঁহার যেই রস, তাঁহার সেই সেই রসে মহাপ্রভু বশীভূত হয়েন ॥ ২৬৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রজে শ্যামসুন্দর, বংশীবদন ও গোপবিলাসী ছিলেন, এস্থলে কখন দ্বিজ ও কখন সন্ন্যাসিবেশ অবলম্বন করেন ॥ ২৬৫ ॥

অতএব শ্রীমহাপ্রভু আপনি গোপীভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাণনাথ করিয়া কহিয়া থাকেন ॥ ২৬৬ ॥

সে যাহা হউক, এক ব্যক্তি কখন কৃষ্ণ এবং কখন গোপী হয়েন, ইহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই ॥ ২৬৭ ॥

ইহাতে তর্ক করিয়া কেহ সংশয় করিও না, শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এইরূপই হইয়া থাকে ॥ ২৬৮ ॥

অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার। চিত্রভাব চিত্র গুণ চিত্র ব্যবহার ॥ ২৬৯ ॥ তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার। কুম্ভীপাকে পচে তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৭০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং
৫১ অঙ্কধৃত উদ্যমপর্ব্বণি ॥

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি ॥ ২৭১ ॥

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস। সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ ॥২৭২॥ প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার। ইহা যেই শুনে শুদ্ধ-ভক্তি হয় তার ॥ ২৭৩ ॥ লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ। তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥ ২৭৪ ॥ দেখি এহো ভাগবতে ব্যাসের

অচিন্ত্যাঃ ইতি। তর্কেণ অনুমানেন ন যোজয়েৎ। যতোঽচিন্ত্যাঃ তর্কাদ্যগোচরা ভাবাঃ। ইতি ॥ ২৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিহার অচিন্ত্য ও অদ্ভুত, তাঁহার ভাব, গুণ ও ব্যবহার সমুদায় আশ্চর্য্য ॥ ২৬৯ ॥

যে দুরাচার তর্ক করিয়া এই সমুদায় স্বীকার না করে, সে কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে, তাহার আর নিস্তার নাই ॥ ২৭০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব লহরীতে ৫১ অঙ্কধৃত উদ্যমপর্ব্বে ॥

যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তৎসমুদায়কে তর্কে যোজনা করিবে না, যাহা প্রকৃতি সকল হইতে ভিন্ন, তাহার নাম অচিন্ত্য ॥ ২৭১ ॥

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস হয়, সেই ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের চরণারবিন্দের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে ॥ ২৭২ ॥

আমি প্রসঙ্গাধীন এই সিদ্ধান্তের সার কহিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিশুদ্ধ ভক্তিলাভ হয় ॥ ২৭৩ ॥

লিখিত গ্রন্থের যদি অনুবাদ করা হয়, তবে সেই গ্রন্থের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ২৭৪ ॥

আচার। কথা কহি অনুবাদ কহে বার বার ॥ ২৭৫ ॥ তাতে আদি-লীলার করি পরিচ্ছেদ গণন। প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥২৭৬॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ। স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ তেঁহ ত চৈতন্য কৃষ্ণ শচীরনন্দন ॥ ২৭৭ ॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ। তহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ। যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেমপ্রচারণ ॥ ২৭৮ ॥ চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন। স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দরস আস্বাদন ॥ ২৭৯ ॥ পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব নিরূ-পণ। নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ২৮০ ॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈততত্ত্বের বিচার। অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার ॥২৮১॥ সপ্তম

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেবের এই আচার দেখিতেছি, তিনি কথা কহিয়া বারম্বার অনুবাদ করিয়াছেন ॥ ২৭৫ ॥

এজন্য আদিলীলার পরিচ্ছেদ গণনা করি, প্রথম পরিচ্ছেদে মঙ্গলা-চরণ করা হইয়াছে ॥ ২৭৬ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ, যিনি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন, তিনিই শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়েন ॥ ২৭৭ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ বর্ণন, তন্মধ্যে প্রেমদান, যুগধর্ম্ম ও কৃষ্ণনামের প্রচার ইহাই বিশেষ কারণ ॥ ২৭৮ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদে জন্মের মূল প্রয়োজন, স্বমাধুর্য্য ও প্রেমরস আস্বা-দন ॥ ২৭৯ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদে যাহাতে রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ হই-লেন, সেই শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণন ॥ ২৮০ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যেরূপে অদ্বৈত আচার্য্য মহাবিষ্ণুর অবতার সেই অদ্বৈততত্ত্বের নিরূপণ ॥ ২৮১ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্ব মিলিত হইয়া যেরূপে প্রেমদান করেন,

পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান। পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ২৮২ ॥ অষ্টমেতে চৈতন্যলীলা বর্ণন কারণ। এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা কথন ॥ ২৮৩ ॥ নবমেতে ভক্তি কল্পবৃক্ষ বিবরণ। শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ২৮৪ ॥ দশমে মূলস্কন্ধের শাখাদি গণিল। সব শাখাগণ যৈছে ফল বিলাইল ॥ ২৮৫ ॥ একাদশে নিত্যানন্দ শাখার গণন। দ্বাদশে অদ্বৈতাদির শাখার কথন ॥ ২৮৬ ॥ ত্রয়োদশে মহা-প্রভুর জন্ম বিবরণ। কৃষ্ণনাম সহ যৈছে চৈতন্য জনম ॥ ২৮৭ ॥ চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ। পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপ গণন ॥২৮৮॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ। সপ্তদশে যৌবনলীলার

সেই পঞ্চতত্ত্বের বর্ণন ॥ ২৮২ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদে চৈতন্যলীলা বর্ণন জন্য এক কৃষ্ণনামের মহামহিমা কথন ॥ ২৮৩ ॥

নবম পরিচ্ছেদে ভক্তকল্পবৃক্ষের বিবরণ, ইহাতে শ্রীচৈতন্য মালী হইয়া বৃক্ষ আরোপণ করেন ॥ ২৮৪ ॥

দশম পরিচ্ছেদে মূলস্কন্ধ ও শাখাদির গণন এবং যেরূপে শাখা-সকল ফল বিতরণ করিলেন, তাহারও বর্ণন ॥ ২৮৫ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের শাখা গণন, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতাদির শাখা গণন ॥ ২৮৬ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্ম বিবরণ এবং যেরূপে কৃষ্ণনাম সহিত তাঁহার জন্ম হয়, তৎসমুদায়ের বর্ণন ॥ ২৮৭ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ বাল্যলীলা বর্ণন, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে পৌগণ্ডলীলার সংক্ষেপে বর্ণন ॥ ২৮৮ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে যৌবনলীলার বিশেষ বর্ণন ॥ ২৮৯ ॥

কহিল বিশেষ ॥ ২৮৯ ॥ এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ। দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ মুখবন্ধ ॥ ২৯০ ॥ পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ বয়স চরিত। সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত ॥ ২৯১ ॥ বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে। বিস্তারি বর্ণিলেন নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে ॥ ২৯২ ॥ শ্রী-কৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত। ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ২৯৩ ॥ যেই যে অংশ কহে শুনে সেই সেই ধন্য। অচিরে মিলিব তাঁরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ২৯৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ। শ্রী-বাস গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ ॥ যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে। নম্র হৈয়া শিরে ধরোঁ সবার চরণে ॥ ২৯৫ ॥ শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ শিরে ধরি বন্দো নিত্য করি তার

আদিলীলার প্রবন্ধ এই সপ্তদশ প্রকার, ইহাতে দ্বাদশ প্রবন্ধ মুখ-বন্ধ ॥ ২৯০ ॥

আর পাঁচ প্রবন্ধে পঞ্চ বয়সের চরিত বর্ণন, এই সকল বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করা হইয়াছে ॥ ২৯১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা বলে চৈতন্যভাগবতে এই সকল লীলা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৯২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা অদ্ভুত ও অনন্ত, ব্রহ্মা শিব ও শেষ এই সকল লীলার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ২৯৩ ॥

চৈতন্যলীলার যিনি যে অংশ কহেন বা শ্রবণ করেন তিনি ধন্য হয়েন, অল্পকালের মধ্যে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাপ্তি হয় ॥ ২৯৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস এবং গদাধরপ্রভৃতি যত ভক্তবৃন্দ। আর যে সকল ভক্ত বৃন্দাবনে বাস করেন, আমি অব-নত হইয়া তাঁহাদের চরণ মস্তকে ধারণ করি ॥ ২৯৫ ॥

শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথদাস, আর শ্রীজীব, আমি

আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্রানুবর্ণনং সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি আদিখণ্ডঃ সমাপ্তোঽয়ং ॥ * ॥

কৃষ্ণদাস এই সকলের চরণ নিত্য মস্তকে বন্দনা করি এবং ইহাঁদের চরণের আশা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছি ॥ ২৯৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে যৌবনলীলানামক সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি আদিখণ্ড সমাপ্ত ॥ * ॥

—০:*:০—

সন ১৩১৯ সাল। ৩১শে শ্রাবণ।

ASIATIC SOCIETY
Kolkata
Computerised